অক্ষয়কুমার বড়াল-গ্রন্থাবলী

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

মূল্য ১৫৲ টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর ভূমিকা

গ্রন্থাবলী-আকারে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের যতদূর-সম্ভব-সম্পূর্ণ কাব্য ও কবিতার মুদ্রণ সমাপ্ত হইল।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষৎ-প্রকাশিত "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র ৫৬ সংখ্যক গ্রন্থ 'অক্ষয়কুমার বড়ালে' কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়াছেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা প্রণীত 'সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্ত্তি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (১৯৪০) ৮০-১০৬ পৃষ্ঠায় কবির জীবনী ও কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে এবং ১৩২৬ বঙ্গাব্দের 'সুবর্ণবণিক সমাচারে', "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র অতিরিক্ত যে সংবাদ পাওয়া যায় তাহা এই : ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার চোরবাগানস্থ শ্রীনাথ রায়ের গলির ৯নং বাড়িতে অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়। মাতার নাম রাণী দাসী। পঠদ্দশায় ১৭ বৎসর বয়সে তিনি কবি বিহারিলাল চক্রবর্তীর সংস্পর্শে আসেন ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রী ছিলেন জোড়াসাঁকোর দত্ত পরিবারের সুবাসিনী দাসী। ২৫ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ ও ১৩১৩ সালের ১৯শে মাঘ তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। তিনি "চণ্ডীদাস" নামক একখানি নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা শেষ হয় নাই। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবঙ্গধর্ম মহামণ্ডল তাঁহাকে "কবিতিলক" উপাধিতে ভূষিত করেন। ৪ আষাঢ় ১৩২৬ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯টা ১০ মিনিটে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার দুই পুত্র অজয়কুমার ও অময়কুমার এবং তিন কন্যা জীবিত ছিলেন।

অক্ষয়কুমারের কবি-প্রতিভা সম্পর্কে বেশি আলোচনা হয় নাই। বিভিন্ন মনীষী তাঁহার বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ যে সকল আলোচনা করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থাবলীতেও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবির মৃত্যুর পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্মরণসভায় (৪ আশ্বিন, ১৩২৬) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ বিদ্বজ্জন কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটিই সম্পাদিত হইয়া 'সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্ত্তি'র ১ম খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। 'এষা'র তৃতীয় সংস্করণেও ইহা যোজিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রিয়লাল দাস 'এষার কবি' নামক গ্রন্থে (পৃ ১৭৬)

'এষা'র বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য আলোচনার মধ্যে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে' মোহিতলাল মজুমদারের এবং 'নানা নিবন্ধে' শ্রীসুশীলকুমার দের বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

আমাদের 'বিবিধ' খণ্ডটির প্রতি রসিক পাঠকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি। ইহাতে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবির বহু কবিতা এবং দুইটি পাণ্ডুলিপি-খাতার বহু কবিতা স্থান পাইয়াছে। এই সকল কবিতা লইয়া এখন পর্যন্ত আলোচনা হয় নাই। কবির প্রতিভা সম্পূর্ণ বুঝিবার পক্ষে এই কবিতাগুলি অপরিহার্য।

গ্রন্থাবলী-প্রকাশের কাজে অক্ষয়কুমারের উত্তরাধিকারীরা, শ্রীমান সনৎকুমার গুপ্ত ও শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩

সূচী

১। প্রদীপ

২। কনকাঞ্জলি

৩। ভুল

৪। শঙ্খ

৫। এষা

৬। বিবিধ

প্রত্যেকটি কাব্যের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১ হইতে শুরু হইয়াছে।

প্রদীপ

অক্ষয়কুমার বড়াল

[চৈত্র ১২৯০ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ : চৈত্র ১৩৬২

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে রঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত
১১—৩. ৪. ৫৬

সম্পাদকীয় ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা দেশের কবি-সম্প্রদায় যে খাতে কাব্যধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন তাহা প্রধানত বহিঃকেন্দ্রিক—অবজেক্‌টিব। যাহা আশেপাশে দৃশ্যমান ও প্রকট—প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য, মানুষের বিরাট কীর্তি হইতে আরম্ভ করিয়া "এণ্ডা-ভরা" তপসে মাছ, মায় পাঁঠাকে পর্যন্ত তাঁহারা কাব্যের বিষয় করিয়াছিলেন। আর একটি ধারার উৎসমুখ খুলিয়া দিলেন কবি বিহারিলাল চক্রবর্তী। সে ধারা আত্মকেন্দ্রিক—সাবজেক্‌টিব। মানব-মনের গহনে ভাবের যে লীলা অহরহ হইতেছে, বিহারিলালের কাব্যে তাহারই পরিচয় মেলে। তাঁহার জীবন-দেবতাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন :

"বিচিত্র এ মত্তদশা
ভাবভরে যোগে বসা—
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে!
কি বিচিত্র সুরতান
ভরপূর করে প্রাণ—
কে তুমি গাহিছ গান আকাশমণ্ডলে!"

রবীন্দ্রনাথ বিহারিলালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এই ধারারই চরম পুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত অক্ষয়কুমারও বিহারিলালেরই মন্ত্রশিষ্য; রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাও একটু বেশী বিহারিলাল। বিহারিলালের ভাষা ভঙ্গি ও ভাব অক্ষয়কুমারেই সর্বাধিক পরিণতি লাভ করিয়াছিল। অক্ষয়কুমারের সর্বপ্রথম কাব্য 'প্রদীপে' ইহার প্রচুর নিদর্শন মিলিবে।

১২৯০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে (ইংরেজী ১৮৮৪ এপ্রিল) কবির চব্বিশ বৎসর বয়সে 'প্রদীপ'—"গীতি-কবিতাবলী" প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৬৮। সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' (অগ্রহায়ণ, ১২৮৯) অক্ষয়কুমারের যে কবিতাটি সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় সেই "রজনীর মৃত্যু" 'প্রদীপে' সন্নিবিষ্ট হয়। 'প্রদীপ' বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার কাব্যরসিক শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক আদৃত হয়। কিন্তু প্রথম কাব্যগ্রন্থের উৎকর্ষ সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার স্বয়ং কিঞ্চিৎ সংশয়াচ্ছন্ন ছিলেন। তাই দেখিতে পাই ১৩০০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশের সময় তিনি ইহাকে ঢালিয়া সাজান। এই সংস্করণের "বিজ্ঞাপনে" কবি লেখেন—"প্রথম সংস্করণের সাত আটটি কবিতা রাখিলাম। তাহাও আমূল পরিশোধিত। এমন কি, নূতন কবিতাও বলা যায়। সূত্রানুসারে কনকাঞ্জলি ও ভুলের দুইটি কবিতা স্থান পাইয়াছে। অবশিষ্টগুলি নূতন।" দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১১৩।

কবি ইহাতেও 'প্রদীপ' সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। ১৩১৯ সালের ফাল্গুন মাসে—তাঁহার সর্বশেষ কাব্য 'এষা' প্রকাশেরও সাত মাস পরে কবি 'প্রদীপে'র দ্বিতীয় রূপান্তর ঘটান। তৃতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠা-সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৫। কবিতাগুলি আবার আমূল সংস্কৃত হয়। কোন কোন সমালোচক মনে করেন, ইহাতে কাব্যখানির অপকর্ষই ঘটে। 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই সংস্করণের জন্য "প্রস্তুতি" নামীয় ভূমিকা লিখিয়া দেন। কবির জীবিতকালে 'প্রদীপে'র আর সংস্করণ হয় নাই। আমরা সমাজপতি মহাশয়ের "প্রস্তুতি"সহ এই তৃতীয় সংস্করণের পাঠই এই 'গ্রন্থাবলী'তে গ্রহণ করিয়াছি।

ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা তাঁহার "৺কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল ও তাঁহার কাব্য-প্রতিভা" শীর্ষক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-স্মৃতিসভায় পঠিত প্রবন্ধে (২১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৯) 'প্রদীপ' সম্বন্ধে বলেন :

"প্রদীপ" কবির প্রথম গ্রন্থ। এই প্রথম রচনাতেই তাঁহার কবি-প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার একটী মাত্র কবিতা "হৃদয়-সংগ্রাম" পাঠ করিলেই—আমার কথার সার্থকতা বুঝা যাইবে। অন্তরের সহিত বাহিরের এই দুর্ব্বার দ্বন্দ্বকে লক্ষ্য করিয়াই ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়, এই খানেই আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে Romanticism-এর জন্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টির একস্তরে ইহা আছে। বড়ালকবিতেও ইহা আছে।—

"কি ভীষণ চলেছে সংগ্রাম
প্রিয়জন সনে অবিরাম!
পূজ্য বৃদ্ধ পিতা মাতা, স্নেহের পুত্তলী ভ্রাতা,
সহোদরা—বালিকা সুঠাম,
তাহারাও জনে জনে উন্মত্ত এ মহারণে!
হা জীবন, হায় ধরাধাম!
সখা সখী আত্মীয় স্বজন—
তারাও যুঝিছে অনুক্ষণ!

প্রাণাধিকা প্রাণেশ্বরী তারও সনে যুদ্ধ করি,
সেও শত্রুসেনা এক জন!
শত তপস্যার ফল এই শিশু সুকোমল,
এ-ও এক যোদ্ধা বিচক্ষণ!"

Romanticism-এর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে, একটা বিদ্রোহের ভাবও আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্তরের কবিতায় তাহা সুপরিস্ফুট। কিন্তু বড়ালকবির কাব্যের রূপান্তরে যে দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহের ভাব ফুটিয়াছে, তাহা প্রথম হইতেই অধিক পরিমাণে আত্মস্থ। বড়ালকবি কোথাও নিজেকে হারাইয়া ফেলেন নাই। তাঁহার 'প্রদীপে'র "আবাহন"-কবিতা একনিষ্ঠ ও বিশ্বাসী হিন্দু সাধকের আবাহন,—এ আবাহনের অভিনবত্ব বুঝাইতে হইলে মাঝে মাঝে উদ্ধৃত করিতে হয়—

"হের, এ প্রণবে, সতী,
স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ড-গতি;
দূর বিষ্ণুলোক হ'তে
আশীর্ব্বাদ আসে স্রোতে,
ঝর ঝর সপ্ত স্বর্গ, ঝরে শির'পর।
ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয় নর।"

ইহা ইহলোক-পরলোকের সম্বন্ধ-বিশ্বাসী হিন্দুর কথা। প্রাণের দুর্ব্বার বেগে বড়ালকবি ঘর হইতে বাহির হইয়াছেন।

তারপর—

"এস তবে এস ভবে,
সত্যই কৃতার্থ হবে;
এ বিকচ তনু-মন
বিধাতার ধ্যেয় ধন—
দেবাসুর রণক্ষেত্র, সর্ব্বতীর্থ-সার;
উপযুক্ত আসন তোমার।"

কবির সুর এখানে উচ্চ গ্রামে পৌঁছিয়াছে—"যাহা আমার অভিমান ও আমিত্বের আকর, যাহা পাপাসুর ও পুণ্য-দেবতার রণভূমি—এক কথায় যাহা আমার সর্ব্বতীর্থের সারস্বরূপ সেই তনু-মনকে তোমার উপযুক্ত আসন করিয়া দিতেছি।"

তারপর—

"এস, ভেদি' ব্রহ্মরন্ধ্র,
হে আনন্দ—ভূমানন্দ!
উৎপাটিয়া মর্ম্মস্থল
সদ্যঃ-রক্তে ঝল-ঝল—

এস আত্ম-বিনাশিনি, পরার্থ-জীবিতে,
সত্য-শিবে, সৌন্দর্য্য-সম্মিতে !"

ইহা একেবারে একনিষ্ঠ বাঙালী সাধকের কথা। ইহা চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের দেশের বাণী। ইহার পর সুর আর উঠে না।

ডক্টর সুশীলকুমার দে 'প্রদীপে'র পরিবর্তিত সংস্করণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

এ সংস্করণে কবি তাঁহার পূর্ব্বের কবিতাগুলির এত পরিবর্ত্তন ও পরিমার্জ্জনা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতনেরও সংযোজন করিয়াছেন যে এই···কাব্য এই হিসাবে নূতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্যে পূর্ব্বলিখিত দ্বন্দ্বের অর্দ্ধস্ফুট মূর্ত্তি পূর্ণ-বিকশিত আকার ধারণ করিয়াছে। এখন কবি তাঁহার মনোময়ী মূর্ত্তিকে অন্তরের ছায়ালোক হইতে বাহিরের সুখদুঃখের পূর্ণ আলোকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার আত্মগত ভাবনার আনন্দে ও প্রীতির কল্পনায় বাস্তবের সকল বৈষম্য ও কঠোরতা অপূর্ব্ব শোভায় মণ্ডিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই··· পরিশোধিত গ্রন্থে আমরা তাঁহার দেহক্লিষ্ট বাস্তবদলিত প্রাণের স্পন্দন সর্ব্বপ্রথম সম্পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পারি।—'নানা নিবন্ধ' পৃ. ২৭১

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সূচী

উপহার ... ৩

১ কবিতা ... ৫
ভাবুকতা ... ৫
কবিত্ব ... ৫
তর্কে ... ৬
গীতি-কবিতা ... ৬
কবি ও নায়িকা ... ৭
নারী-বন্দনা ... ৮
অভেদে প্রভেদ ... ৯
মানব-বন্দনা ... ১২
আবাহন ... ১৭

২ প্রেম-গীতি ... ২১
শেষবার .. ২২
পুনর্মিলনে ... ২৫
কামে প্রেমে ... ২৮

৩ শ্রাবণে ... ৩২
যদি ... ৩৪
রজনীর মৃত্যু ... ৩৫
বায়ু-দূত ... ৩৯
বসন্ত-প্রভাতে ... ৪০
মধু-যামিনী ... ৪২
ছিল ... ৪৪

৪ দুর্ব্বহ জীবন	...	৪৬
হৃদয়-সংগ্রাম	...	৪৯
জীবন-সংগ্রাম	...	৫০
কোথা তুমি	...	৫২
শেষ	...	৫৪

প্রস্তুতি

স্বনামধন্য বড়াল কবির নূতন করিয়া পরিচয় দিবার, অথবা তাঁহার প্রথম মানস-সৃষ্টি জনপ্রিয় 'প্রদীপে'র ভূমিকা লিখিবার, সমালোচনার শলাকা দিয়া প্রদীপের উজ্জ্বল শিখা উজ্জ্বলতর করিয়া দিবার আদৌ প্রয়োজন নাই; এবং আমার প্রিয় কবির কাব্য-সৌন্দর্য্য ছানিয়া অমৃত উদ্ধার করিবার শক্তিও আমার নাই। আর, যে প্রতিভা মধ্যাহ্ন-গগন-চারী ভাস্বর ভাস্করের ন্যায় মৃন্ময়ী গৌড়-লক্ষ্মীর পুষ্পখচিত শ্যামল অঞ্চলে ও চিন্ময়ী দেশমাতৃকার মন্দিরচূড়ার হেমকলসে প্রতিফলিত হইয়া সমগ্র বঙ্গভূমি বিভাসিত করিতেছে, ক্ষুদ্র পরিচয়ের আলো ধরিয়া—বড়াল কবির ভক্তিপূত ঘৃতপ্রদীপ তুলিয়া ধরিয়াও—সে প্রতিভা দেশবাসীকে দেখাইবার চেষ্টাও যে বিড়ম্বনা, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কবির সহিত আমার দুই যুগের সম্বন্ধ; 'প্রদীপে'র সহিত আমার পরিচয় তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী। নূতন সংস্করণের 'প্রদীপে' সেই সম্বন্ধের—সেই পরিচয়ের একটু চিহ্ন থাকে, উভয় বন্ধুর এই ইচ্ছাটুকু পূর্ণ করিবার জন্য এই ভূমিকার 'পিলসুজে'র উপর বড়ালের প্রদীপটিকে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বসাইয়া দিতেছি। ইহাই আমার কৈফিয়ৎ।

যে বয়সে 'প্রাণারাম কিবা নির্ম্মল উজ্জ্বল বিভা' জীবনের চারিদিকে খেলা করিত, সেই বয়সে 'প্রদীপে'র কম্পিত শিখায় নূতন সৌন্দর্য্য দেখিয়া হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার পর অনেক প্রদীপ জ্বলিয়াছে নিবিয়াছে; কত তখনকার নূতন এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বড়ালের 'প্রদীপ' আমার পক্ষে এখনও নূতন আছে। আমার বিশ্বাস,—এ প্রদীপ ভবিষ্যতেও নূতন থাকিবে। আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত বড়ালের প্রদীপও—অবশ্য ক্ষুদ্র পরিসরে—সৃষ্টি-কুশলী। জীবনের ও জগতের নানা বৈচিত্র্য 'প্রদীপে'র বিভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। স্নিগ্ধ, মৃদু, আবেগচঞ্চল দীপশিখার মত এক একটি ক্ষুদ্র কবিতা আলোটুকু ছড়াইয়াই, আপনার বক্তব্যটুকু বলিয়াই নিঃশেষিত—নির্ব্বাপিত হয় না, ভাবুকের মানস-পটে আলোয় ছায়ায় একটু নবভাবের রেখা আঁকিয়া দিয়া যায়। বড়ালের গীতিকবিতার ঝঙ্কারে অনেক বিস্মৃত ভাব ফুটিয়া উঠে, অনেক নূতন ভাব মূর্ত্তিপরিগ্রহ করে। 'প্রদীপে'র খণ্ড-কবিতায় ভাবকে পূর্ণাবয়বে অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা বা প্রয়াস নাই। তাহা যতটুকু প্রকাশ করে, তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক আভাসে ফুটিয়া উঠে। লীলাময়ী তটিনীর মত স্বচ্ছন্দবাহিনী স্বচ্ছ ভাষায় ভাবের ফুলগুলি ভাসিয়া যায়। যে দেখে, সে মুগ্ধ হয়; কিন্তু যে ভাবে, ভাবিয়া দেখে, এবং দেখিয়া ভাবিতে পারে, সে প্রত্যেক ফুলে নূতন সৌন্দর্য্যের আভাস অনুভব করে। ফুলের সৌন্দর্য্য, সৌরভ ও স্ব-রূপের অতিরিক্ত কিছু তাহার মনে ফুটিয়া উঠে। এই শ্রেণীর কবিতায় যে ভাব পাতা-ঢাকা ফুলের মত প্রচ্ছন্ন থাকে, ভাবুকের মনে

তাহা রূপে, বর্ণে, গন্ধে সুসম্পূর্ণ হইয়া সার্থকতা লাভ করে। কবিতার যে উপাদানে এই গূঢ় শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহাই ব্যঞ্জনা। কবিতা সুন্দর, ব্যঞ্জনা সুন্দরতম। 'প্রদীপে'র অধিকাংশ কবিতা এই ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।

'প্রদীপ' কবির প্রথম রচনা। প্রথম বয়সের চিন্তায় 'আপনা'র প্রাধান্যই অধিক থাকে; 'অহম্'ই তাহাতে অধিকমাত্রায় ফুটিয়া উঠে। নবজাগরূক কবি চিত্তবৃত্তির আকস্মিক উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া আপনার সুখের গান, দুঃখের গান গায়িয়া যান; কিন্তু বিশ্বের সুখ-দুঃখের সহিত যাহার সম্বন্ধ অল্প, তাহা কখনও সার্ব্বভৌমিক—সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। সে সঙ্কীর্ণ সুখ-দুঃখের গান নিতান্তই ব্যক্তিগত হইয়া পড়ে। সে দিন এক জন নিপুণ সমালোচক—স্বয়ং সুকবি—বলিয়াছেন, বড়াল জাত-কবি। সে কথা সত্য। তিনি জাত-কবি, এবং এই কারণেই প্রথম যৌবনেও সেই জাত-কবির স্বধর্ম্ম 'সহজ-বুদ্ধি'টুকুর আলোয় আপনার হৃদয়-বেলাভূমির উপলরাশি হইতে চিন্তা-মণিগুলি বাছিয়া লইয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার প্রথম রচনাবলীতেও 'ন্যাকামী' নাই বলিলেও চলে। কবি উত্তরকালে 'প্রদীপে'র অল্পবিস্তর সংস্কার করিয়াছেন। তাহাতে 'প্রদীপ' মালিন্যশূন্য—পরিচ্ছন্ন হইয়াছে।

কবি 'কবিতা'য় নিজেই বলিয়াছেন,—তিনি প্রথমে কবিতার 'উজ্জ্বল বিভায় মুগ্ধ হইয়া, দিগ্বিদিক হারাইয়া' 'প্রদীপ' লইয়া সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সৌভাগ্যক্রমে তিনি লালসার শিখা—আলেয়ার আলোয় মুগ্ধ হন নাই। এই 'প্রদীপ'ই তাহার প্রমাণ। 'প্রদীপে' রক্তমাংসের গন্ধ আদৌ নাই, এমন বলিতে পারি না, কিন্তু তাহা অত্যন্ত অল্প। যাহাও আছে, তাহাও লালসার—কামের ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধে বীভৎস হইবার অবকাশ পায় নাই। কাঁচা বয়সের প্রবৃত্তির তাড়নায়, মানব-মনের স্বাভাবিক মোহপ্রবণতার প্রেরণায় বড়াল কবির কিশোরী কল্পনা কচিৎ লালসার রাগে রঞ্জিত হইয়াছে; কিন্তু কবি যেন স্বাভাবিক শক্তিবলে সে মোহ অতিক্রম করিয়াছেন। লালসায় যে কবিতার সূচনা, সৌন্দর্য্যের—বহিঃপ্রকৃতির বা অন্তঃপ্রকৃতির উদ্বোধনে তাহার উপসংহার হইয়াছে। মনে হয়, যেন আসারবঞ্চিত শুষ্কপ্রায় জলাশয়ের দুর্গন্ধ পঙ্কবিস্তারে প্রফুল্ল শতদল ঢল-ঢল করিতেছে। এই শুচিতাই 'প্রদীপে'র আদিরসাত্মক কবিতাগুলির বিশেষত্ব। 'ভবনেত্র-জন্মা বহ্নি' মদনকে 'ভস্মাবশেষ' করিয়াছিল। বড়ালের কিশোরী প্রতিভার শুচি-স্মিত জ্যোৎস্নায় লালসার মোহিনী মায়া দগ্ধ হইয়াছে। প্রথম বয়সের কবিতায় এমন সংযম প্রায় দেখা যায় না। উত্তরকালে কবি স্বীয় রচনায় যে সুরুচি ও সুনীতির পরিচয় দিয়াছেন, এই 'প্রদীপে'ই তাহার প্রথম সূচনা। বৃক্ষের জীবন ও ধর্ম্ম বীজেই নিহিত থাকে; অল্প পরিসরে তাহার ক্রম-বিকাশ-পদ্ধতির অনুসরণ অসম্ভব।

নব্য-বঙ্গের সাহিত্যে প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। বাঙ্গালা কাব্যেও বিদেশী ভাবের প্রভাব অল্প নহে। বাঙ্গালীর নূতন গীতি-কবিতাতেও প্রতীচ্য দুঃখবাদের ছায়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালার অনেক কবি এই দুঃখবাদের প্রভাবে অভিভূত হইয়াছেন। বড়াল কবিও সে প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যেও দুঃখবাদ আছে; কিন্তু তাহা গতানুগতিক বা প্রতীচ্য দুঃখবাদের 'হুবহু' প্রতিধ্বনি নহে। তাঁহার কবিতায় 'পেসিমিজম্' আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রতীচীর 'নিহিলিজম্' নহে।

প্রতীচ্য দুঃখবাদের প্রভাব ভয়ঙ্কর, তাহা মানবকল্যাণের—বিশ্বহিতের পরিপন্থী। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে ও দর্শনে দুঃখবাদ নাই, এমন নহে; কিন্তু প্রতীচ্য ও প্রাচ্য দুঃখবাদে প্রভেদ আছে। প্রতীচীর দুঃখবাদ অনেক ক্ষেত্রে 'নিহিলিজমে'র—নাশের প্রবর্ত্তক। দুঃখে তাহার উৎপত্তি, কিন্তু দুঃখেই তাহার নিবৃত্তি নহে। সে দুঃখবাদের প্রভাবে মানব অন্ধ হয়; নিরাশায় বেদনায় মানবের মন মথিত হয়; উদ্‌ভ্রান্তের উন্মত্ত তাণ্ডবে মানব-সমাজ বিপর্য্যস্ত হয়; নিরাশ নিরুপায়, দুঃখপিষ্ট মানব অতীতের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়া বর্ত্তমানকেই সকল দুঃখের হেতু কল্পনা করিয়া, তাহার সর্ব্বস্ব চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য দানব-শক্তির আবাহন করে; দুঃখবাদের জ্বালামুখী অগ্নিধারার উদ্গার করে; সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত সে বিপ্লবে বিধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটে। ইহার ফল নাস্তিকতা, ইহার ফল নাশ, মৃত্যু।

প্রাচ্য দুঃখবাদ এত উগ্র, এত ক্ষিপ্ত, এত প্রচণ্ড নহে। আমাদের দুঃখবাদ সাত-সমুদ্র-তেরো-নদীর-পারের দুঃখবাদের মত অন্ধও নহে। জগৎ নিরবচ্ছিন্ন সুখের লীলাভূমি নহে। মৃন্ময়ী আমাদের জন্য দুঃখের পসরাও সাজাইয়া রাখিয়াছেন। সেদিনও বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন,—'সুখ দুখ দুটি ভাই।' সুখই মানবের কাম্য, দুঃখ নহে। ভারতবাসীও দুঃখে মথিত হইয়াছে, কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া নূতন দুঃখের সৃষ্টি করে নাই। ভারতের দার্শনিক বলেন,—'দুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিঃ পরম-পুরুষার্থঃ'। তাঁহারা দুঃখের মূল উৎসের সন্ধান করিয়াছেন, এবং মানবকে সেই দুস্তর দুঃখ উত্তীর্ণ হইবার সেতু দেখাইয়া দিয়াছেন। দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ। তাহাই মানবের কর্ত্তব্য। দুঃখ হইতে দুঃখান্তরের সৃষ্টি ও ধারাবাহিক দুঃখপরম্পরার ভোগ পুরুষার্থ নহে। ভারতের দুঃখবাদে আশা আছে, আশ্বাস আছে, দুঃখনিবৃত্তির উপায় আছে। বেদাদি তাহার পথনির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিন্দু দুঃখে অভিভূত হয়, পিষ্ট হয় না; সে দুঃখ অতিক্রম করিবার চেষ্টাই তাহার পরমপুরুষার্থ। হিন্দুর দুঃখবাদ—আধ্যাত্মিকতার সিংহদ্বার। তাহার পর সুখবাদের নন্দন। তাহার পর আত্মজ্ঞানের তপোবন। এই তপোবনে সিদ্ধিলাভ করিয়া সাধক সুখ-দুঃখের অতীত হন, ভূমানন্দ লাভ করেন। এ দুঃখবাদে অবিশ্বাস নাই, নাস্তিকতা নাই।

ইহা আত্ম-নাশের প্রবর্ত্তক নহে। দুঃখের স্বরূপ-নির্ণয় ও তাহার অত্যন্ত-নাশে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা,—ইহাই প্রাচ্য দুঃখবাদের প্রতিপাদ্য।

সর্ব্বজয়ী দুঃখ ও তাহার সর্ব্বব্যাপী প্রভাব কবির চিত্তও অধিকার করিবে, ইহা অবশ্য বিচিত্র নহে। প্রাচী ও প্রতীচীর অনেক কবি দুঃখের গান গাহিয়াছেন; কিন্তু উভয় দেশের দুঃখবাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রতীচ্য কবির দুঃখবাদের কবিতায় প্রতীচ্য প্রকৃতির বিকাশ ঘটিয়াছে। প্রাচীন প্রাচ্য কবিদের দুঃখবাদে ভারতীয় ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু নব-ভারতে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তাহার কারণও অজ্ঞেয় নহে, সুস্পষ্ট। নব-ভারতের সমুদ্র-বেলায় নানা দেশের ভাব ভাসিয়া আসিতেছে। যে দেশের সহিত নব-ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিয়াছে, সে দেশের বহু ভাবে আমরা অভিভূত হইয়াছি। সাহিত্যেও সে প্রভাবের আধিপত্য ঘটিয়াছে। আমাদের সোনার বাঙ্গালায় সেই সম্বন্ধ প্রথম বদ্ধমূল হইয়াছিল। সেই যোগের যুগে বাঙ্গালী প্রতীচ্য ভাবের প্রথম পরিচয় লাভ করে। সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ও প্রাচীন বাঙ্গালার ভাব-সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াও বাঙ্গালী সাগর-পারের প্রভাবে অভিভূত হইয়াছিল। বাঙ্গালার কোমল মৃত্তিকায় আগন্তুকের পদাঙ্ক বোধ করি সহজেই মুদ্রিত হইয়াছিল। দেশের পুরাতন ভাঙ্গিতে লাগিল; অনেক প্রাচীন ভাব ও আদর্শ কালস্রোতে ভাসিয়া গেল। বাঙ্গালী নবাগত বিজেতার ভাবে মুগ্ধ হইল। শ্বেতদ্বীপের দুঃখবাদের ঝঙ্কারও বাঙ্গালী কবিদের বীণায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। ইহা অনুচিকীর্ষা হইতে পারে; পারিপার্শ্বিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী, অনতিক্রমণীয় প্রভাবের স্বাভাবিক ফলও হইতে পারে। কারণ যাহাই হউক, বাঙ্গালীর আদর্শগ্রহণপটু স্বচ্ছ মনে এই বিদেশী দুঃখবাদ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, এবং এখনও হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অক্ষয়কুমারও সাহিত্য-সাধনার প্রথম সোপানে এই ভাবে অভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতাতেও দুঃখবাদের প্রগাঢ় ছায়া আছে। কবির প্রথম রচনা 'প্রদীপে'র নীচেও সে অন্ধকার বিদ্যমান; কিন্তু আমার মনে হয়,—বড়ালের দুঃখবাদে একটু বিশেষত্ব আছে। বড়ালের বিষাদ-গাথা—নিরাশার গান হিন্দুর দুঃখবাদ। প্রতীচ্য দুঃখবাদের যাহা আদি, মধ্য ও অন্ত, তাহাতেই বড়ালের দুঃখের গানের আরম্ভ। প্রতীচ্য দুঃখবাদের প্রভাবে তাহার উদ্ভব বটে, কিন্তু হিন্দুর দুঃখবাদে তাহার পুষ্টি ও পরিণতি। দুঃখবাদে তাহাদের সূচনা, সুখবাদে তাহাদের সমাপ্তি। বড়াল কবি দুঃখের গান গাহিয়াছেন,—কিন্তু সেই দুঃখের হলাহলে সুখের সুধা ঢালিয়া দিয়াছেন। তিনি দুঃখে—অমঙ্গলে বিহ্বল ও আত্মবিস্মৃত হন নাই, মঙ্গলের আবাহন করিয়াছেন। বড়ালের কাব্যে

দুঃখবাদের বিষও অমৃতে পরিণত হইয়াছে। তিনি দুঃখদাবদগ্ধ হইয়াও আস্তিক, বিশ্বাসী; বিধাতার মঙ্গলবিধানে তাঁহার একান্ত নির্ভর। এই জন্য তাঁহার 'পেসিমিজম্'ও অনেকটা স্নিগ্ধ, শান্ত, সংযত। এই জন্যই তাঁহার দুঃখবাদও সুখবাদের পরিপোষক ও আনন্দের নির্ঝরে পরিণত হইয়াছে।

অক্ষয়কুমার সৌন্দর্য্যের উপাসক, ভক্ত, ভাবুক। এই ভাবুকতার ফলে তাঁহার কবিতা ধন্য হইয়াছে। তিনি সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ করেন নাই। কবি বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়াছেন, এবং পাঠককে তাহা অনুভব করিবার, উপভোগ করিবার অবকাশ দিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতি অসাধারণ। এই আন্তরিকতাই সাহিত্যের প্রাণ। অক্ষয়কুমারের কবিতায় যে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করি, এই আন্তরিকতাই সেই প্রাণ-বলের অমৃত-উৎস।

অক্ষয়কুমারের কবিতায় নারী ভোগের উপাদান নহে। কবি নারীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানস-পুষ্পে অর্ঘ্য দিয়াছেন। এই উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিয়া কবি ভাবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন; তাঁহার কবিতাও পবিত্র হইয়াছে। লালসার অঙ্কুর উদ্গত হইবামাত্র কবি স্বয়ং তাহা পদ-দলিত করেন। তিনি লালসার—বিলাসের ক্রীতদাস নহেন। তিনি রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হন, কিন্তু বিহ্বল হইয়া পিশিতপিণ্ডের পূজা করেন না। রূপ অ-রূপের সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া যায়। বাসনার তরঙ্গ পূর্ণ প্রেমের বিক্ষোভবিহীন পারাবারে মিশিয়া লুপ্ত হইয়া যায়।

এই জন্য তাঁহার প্রেমের কবিতায় লালসার রক্তরাগ নাই। সে প্রেম সর্ব্বত্র অগ্নিপূত শুদ্ধ হেম। তাহা ভোগতৃষ্ণার হাহাকার নহে—আত্মবিস্মৃত ভক্তের আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। কবি এই উচ্চ আদর্শের অনুবর্ত্তী হইবার ও সন্নিহিত থাকিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সার্থক হইয়াছে।

অক্ষয়কুমারের কবিতায় **Human interest**—'মানবিকতা' আছে। আধুনিক বাঙ্গালা কবিতায় ইহা অত্যন্ত দুর্লভ, তাহা অসঙ্কোচে বলা যায়। অক্ষয়কুমার মানুষকে ভালবাসেন, মানবের সুখে দুঃখে তাঁহার প্রাণ হাসে, কাঁদে,—তাঁহার কবিতা পড়িয়াই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। এই জন্যই তাঁহার কবিতার ঝঙ্কারে আমাদের প্রাণের তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। তাঁহাকে এই বিপুল মানব-পরিবারের এক জন,—নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়াই মনে হয়;—চন্দ্রলোক-চারী, কমলবিলাসী কবি বলিয়া কল্পনা না করিয়াও, তাঁহার কবিতা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে উপভোগ করিতে পারি। এইরূপ সমবেদনায় সমৃদ্ধ বলিয়াই তিনি বর্ত্তমান কালের বহু হীনতা ও দীনতা অতিক্রম করিয়া, অণু হইতে বিরাট পর্য্যন্ত—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বাঞ্ছিতকে অনুভব করিয়াছেন। আর সেই অনুভূতির প্রসাদে

তিনি 'প্রদীপে'র স্নিগ্ধ আলোয় দেখাইয়াছেন,—মানবের অপূর্ণতা প্রেমে পূর্ণ হয়, এবং সৃষ্টির রহস্য দৈতেই চরিতার্থ হইয়া থাকে।

'প্রদীপে'র পাঠক এই সামান্য ইঙ্গিতে 'প্রদীপে'র কবিতাগুলির অনুশীলন করিলে, এই ক্ষুদ্র 'প্রস্তুতি' সার্থক হইতে পারে।

১৬ই চৈত্র,
১৩১৯ সাল

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

প্রদীপ

Art is long, but life is short.

উপহার

গীত-অবশেষে নিঃশ্বসিল কবি,
বল কি গায়িব আর—
মরমের গান ফুটিল না ভাষে,
বাজিল না হৃদি-তার।

চিত্র-অবশেষে সজল-নয়নে
চিত্রকর শূন্যে চায়—
হৃদয়ের ছবি উঠিল না পটে,
জীবন বৃথায় যায়।

প্রিয়ার সম্ভাষে বিহ্বল প্রেমিক,
এ কি অদৃষ্টের ছলা—
কত ভেবেছিল, কত বুঝেছিল,
কিছুই হ'ল না বলা।

১

কবিতা

আহা, প্রাণারাম কিবা   নির্ম্মল উজ্জ্বল বিভা
চারি দিকে খেলিছে তোমার,
ছড়াইছে সৌন্দর্য্য অপার।
ও আলোকে মুগ্ধ হিয়া,   দিগ্বিদিক্ হারাইয়া,
বিহ্বল—পাগল কোথাকার—
দেখ, দেখ, কি আনন্দ তার।
একটা প্রদীপ ল'য়ে   ছুটে' আসে ব্যস্ত হ'য়ে,
গরবে বলিয়া বার বার,—
'এই লও, ধর উপহার।'

ভাবুকতা

ওই দূরে—গিরি-নির্ঝরিণী
লইয়া কোমল দেহখানি,
অতৃপ্ত, চঞ্চল, অভিমানী,
যায় ত্যজি' গিরির হৃদয়,
সুখ-স্বপ্ন-কল্পনা-আলয়;
না ভাবিয়া ক্ষণ-তরে   ধরায় আছাড়ি' পড়ে—
কাঁদিয়া বেড়াতে ধরাময়।
একদিন—দ্বিপ্রহরে   জগতের মরু 'পরে
শুষ্ককণ্ঠে করিতে চীৎকার,—
'সে পাষাণ কোথায় আমার।'

কবিত্ব

একবার, নারী, তব প্রেম-মুখ হেরি',
আর বার প্রকৃতির শ্যাম বুক হেরি',

মনে হয়,—দুই জনে দু'খানি মেঘের মত
রহিয়াছ জগতেরে ঘেরি'।
আমি—তোমাদের মাঝে একটি বিদ্যুৎ সম
চকিতে জ্বলিয়া,
মিশায়ে—মিলায়ে, যাই মিশিয়া—মিলিয়া।

তর্কে

অবস্থার শিখরে উঠিয়া,
অবস্থার গহ্বরে লুটিয়া,
বুঝিয়াছি আমি যাহা, তর্কে কি বুঝাব তাহা?
প্রকৃতির জড়পিণ্ড তুমি—
বুঝাইব কেমনে তোমারে?
জীবন নহে ত সমভূমি—
দেখিয়া লইবে একেবারে।

গীতি-কবিতা

ক্ষুদ্র-বনফুল-বাসে
সারাটা বসন্ত ভাসে;
ক্ষুদ্র-উর্ম্মি-মূলে দুলে প্রলয়-প্লাবন;
ক্ষুদ্র শুকতারা কাছে
চির-উষা জেগে আছে;
ক্ষুদ্র স্বপনের পাছে অনন্ত ভুবন।

ক্ষুদ্র-বৃষ্টিকণা-বলে
সপ্ত পারাবার চলে;
ক্ষুদ্র বালুকায় গড়ে নিত্য মহাদেশ;
ক্ষুদ্র বিহগের সুরে
ষড়্‌-ঋতু-চক্র ঘুরে;
ক্ষুদ্র বালিকার চুম্বে স্বরগ-আবেশ।

ক্ষুদ্র মণি-কণিকায়
খনির মহিমা ভায় ;
ক্ষুদ্র মুকুতার গায় সাগর-মাধুরী ;
পল-অনুপল 'পরে
মহাকাল ক্রীড়া করে ;
অণু-পরমাণু-স্তরে ব্রহ্মার চাতুরী।

হৃদয়টা ভেঙ্গে টুটে'
এক বিন্দু অশ্রু ফুটে ;
ক্ষুদ্র এক নাভি-শ্বাসে সারা প্রাণ ভরা ;
ক্ষুদ্র-কুশ-কাশ-মূলে
অতল-অনল জ্বলে ;
ক্ষুদ্র নীহারিকা-কোলে শত শত ধরা।

তপন—বিশ্বের রাগ,
বুকে কলঙ্কের দাগ ;
সদা নিষ্কলঙ্ক-রূপা চকিতা হ্লাদিনী ;
নর-কণ্ঠে বিষ ঝরে,
অমৃত শিশুর স্বরে ;
নিটোল শিশির-কণা, বন্ধুরা মেদিনী।

কবি ও নায়িকা

তুমি আমি কত ভিন্ন, কতই অন্তরে।
তুমি—সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি, কল্পনা-বাহিনী,
ছায়াময়ী, মায়াময়ী, স্বপন-মোহিনী,
স্বরগের প্রতিরূপা কবিতা-অক্ষরে।
আমি—নিরাশার মূর্ত্তি, মরণ-দোসর,
দুরদৃষ্ট সনে বাঁধা সহস্র বন্ধনে ;
অনুদিন—অনুক্ষণ আপন ক্রন্দনে
হেরি' আপনার সত্তা, সন্তপ্ত কাতর।

এত ভিন্ন, এত দূরে,—তবু দু' জনায়
জীবনে মরণে বাঁধা—কি রহস্য মরি।
লুটিছে বরষা-লীলা ক্ষুদ্র উর্ম্মি ধরি',
ফুটিছে বসন্ত-রুচি শীত-কুয়াসায়।
অঙ্গারের স্বষ্ট মণি, মরের অমরী—
এ কি শুভ স্বস্তিবাণী রূঢ় অভিশাপে।
নরকে জন্মিল স্বর্গ, পুণ্য—পাপে তাপে,
মানবে ফলা'ল রঙ্ বিধি-চিত্রোপরি।

নারী-বন্দনা

রমণী রে, সৌন্দর্য্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য্য আছে বাঁধা।
বিধাতার দৃষ্টি যথা জড়িত প্রকৃতি সনে,
দেব-প্রাণ বেদ-গানে সাধা।

সৌন্দর্য্যের মেরুদণ্ড তুমি,
বিশ্বের শৃঙ্খলা তোমা 'পরে।
তপনের আকর্ষণে ঘুরে যথা গ্রহগণ,
তালে তালে, গেয়ে সমস্বরে।

তোমারি ও লাবণ্য-ধারায়
কালের মঙ্গল-পরকাশ।
অসম্পূর্ণ এ সংসারে তুমি পূর্ণতার দীপ্তি,
সান্ধ্য-মেঘে স্বর্গের আভাস।

এ নির্ম্মম জীবন-সংগ্রামে
তুমি বিধাতার আশীর্ব্বাদ।
নিত্য জয়-পরাজয়ে পাছে পাছে ফিরিতেছ
অঞ্চলে লইয়া সুখ-সাধ।

বিধাতার মহাকাব্য তুমি,
সসীমে অসীমে সম্মিলনী।
ঘরে ঘরে কোটী যোগী, কোটী কবি সিদ্ধকাম—
তোমা-মাঝে পেয়ে প্রতিধ্বনি।

স্বর্গ-ভ্রষ্ট, নরক-উত্থিত,
নিয়তি-তাড়িত নর-মতি
ভুলে' গেছে জন্ম-গত সে অতৃপ্তি, উদ্দামতা—
পেয়ে তব প্রেমের আরতি।

দেবতারা স্বর্গ হ'তে নামে
লভিতে তোমার ভালবাসা।
হেন ত্রিভুবন-ঘেরা সুধা-সিন্ধু নাই বুঝি
ব্রহ্মাণ্ডের জুড়াতে পিপাসা।

নিজ-করে গড়ি' ও প্রতিমা,
নিজে বিধি বিমুগ্ধ-নয়ন।
প্রেমে পুণ্যে পূত ধরা আবার উঠিছে স্বর্গে
করি' বক্ষে তোমারে ধারণ।

অভেদে প্রভেদ

১

নারী,
যুগ-যুগান্তর ধরি' একত্র সংসার করি,
এক লক্ষ্য অনুসরি আমরা দু' জনে;
তবু কি বিভিন্ন মোরা—অভিন্ন মিলনে।

এ জগতে সুখে দুখে, ফুল্ল বা বিষণ্ন মুখে,
পাশাপাশি আছি দোঁহে দাঁড়ায়ে সংসারে;
দারিদ্র্যে বা অভিমানে দু' জনায় জ্বলি প্রাণে;
এক শোকে তাপে দোঁহে কাঁদি হাহাকারে।

এক চিন্তা, এক ডর, এক শত্রু মিত্র পর,
দু' জনে বেঁধেছি ঘর পরস্পরে ধরি' ;
এক আশা, এক কর্ম্ম, এক পাপ, এক ধর্ম্ম—
এক স্রোতে ভাসি দোঁহে জড়াজড়ি করি'।
তবু—তবু কি প্রভেদ এ অভেদে পড়ি'!

২

প্রত্যক্ষ-আপনা ল'য়ে আছ তুমি মুগ্ধ হ'য়ে—
ক্ষুদ্র আশা-পরিসরে পঙ্কিল মলিন ;
গর্ব্ব লজ্জা অভিমান— সদা স্বার্থ-অনুষ্ঠান ;
প্রতিবন্ধে ঊর্দ্ধ-ফণা—নির্ম্মম কঠিন।

সুখ দুখ বাসনায় কেন্দ্র করি' আপনায়—
হেরিতেছ আত্মপর মুষ্টির ভিতরে ;
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শুভ, শান্তি, চিন্তা, ডর, ভুল, ভ্রান্তি—
লূতা সম আপনার তন্তুতে বিহরে।

এই আশা তৃষা মোর অপ্রত্যক্ষে সদা ভোর,
হৃদয় ভেদিয়া ধায় মিশিতে আত্মায় ;
দারিদ্র্য বা অভিমান, চিন্তা, ডর, বাহ্যজ্ঞান
পলকে—পলকে ফেলি হারায়ে কোথায়!

দূরে—দূরে—কত দূরে এ কল্পনা সদা ঘুরে,
চাহিলে ধরার পানে পড়ে দীর্ঘশ্বাস!
সুখ দুখ আত্মপর, সীমা-রেখা ক্ষীণতর—
কোথা সত্য—কোথা মিথ্যা—সন্দেহ—বিশ্বাস!

৩

অভেদে প্রভেদ এই কিবা সুমঙ্গল!
এ সংসার-রণাঙ্গনে হেন দৃঢ়-আলিঙ্গনে
না মিলিলে ভিন্ন-গতি দুটী মহাবল,—

গ্রহ উপগ্রহ ল'য়ে বিশ্ব যেত চূর্ণ হ'য়ে,
বিধির সৃজন-কল্প হইত বিফল।

অভেদে এ ভেদ সম— রহিত কি নিরুপম
শরতে বর্ষার ছায়া, রৌদ্রে মেঘ-ধ্বনি।
শীতের সায়াহ্ন-বেলা সহসা মলয়-খেলা,
সাগরে অনল-লীলা, তড়িতে অশনি।

৪

নারী,
তুমি বিধাতার স্ফূর্ত্তি, কঠোরে কোমল মূর্ত্তি,
শুষ্ক জড় জগতের নিত্য-নব ছলা।
উপচয়ে দশহস্তা, অপচয়ে ছিন্নমস্তা,
মায়াবদ্ধা, মায়াময়ী, সংসার-বিহ্বলা।

তুমি শান্তি-স্বস্তি-দাত্রী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী,
সৃষ্টিকর্ত্রী, পালয়িত্রী, ভব-দুঃখ-হরা।
আত্মমধ্যা, স্বয়ংস্থিতা, সৌন্দর্য্যে অপরাজিতা,
মুগ্ধা, আশ্লেষ-রূপা, বিশ্লেষ-কাতরা।

আমি জগতের ত্রাস, বিশ্বগ্রাসী মহোচ্ছ্বাস,
মাথায় মত্ততা-স্রোত, নেত্রে কালানল;
শ্মশানে মশানে টান, গরলে অমৃত-জ্ঞান,
বিষকণ্ঠ, শূলপাণি, প্রলয়-পাগল।

তুমি হেসে বসে' বামে, সাজায়ে কুসুম-দামে,
কুৎসিতে শিখালে, শিবে, হইতে সুন্দর।
তোমারি প্রণয়-স্নেহ বাঁধিল কৈলাস-গেহ,
পাগলে করিল গৃহী, ভূতে মহেশ্বর।

যে দিকে ফিরিয়া, প্রিয়া, দেখ একবার—
আমাদেরি দুই বলে, এই ভেদাভেদচ্ছলে,
ঘুরিছে ব্রহ্মাণ্ড-চক্র, চলিছে সংসার।

মানব-বন্দনা

সেই আদি-যুগে যবে শিশু অসহায়,
নেত্র মেলি' ভবে,
চাহিয়া আকাশ-পানে—কারে ডেকেছিল,
দেবে, না মানবে ?
কাতর-আহ্বান সেই মেঘে মেঘে উঠি',
লুটি' গ্রহে গ্রহে,
ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উত্তর,
ধরায় আগ্রহে ?
সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুত-গর্জ্জনে,
কার অন্বেষণ ?
সে নহে বন্দনা-গীতি, ভয়ার্ত্ত—ক্ষুধার্ত্ত
খুঁজিছে স্ব-জন।

আরক্ত প্রভাত-সূর্য্য উদিল যখন
ভেদিয়া তিমিরে,
ধরিত্রী অরণ্যে ভরা, কর্দ্দমে পিচ্ছিল—
সলিলে শিশিরে।
শাখায় ঝাপটি' পাখা গরুড় চীৎকারে,
কাণ্ডে সর্পকুল ;
সম্মুখে শ্বাপদ-সঙ্ঘ বদন ব্যাদানি'
আছাড়ে লাঙ্গুল।
দংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীসৃপ,
শূন্যে শ্যেন উড়ে ;—

কে তাহারে উদ্ধারিল ? দেব, না মানব—
প্রস্তরে লগুড়ে ?

শীর্ণ অবসন্ন দেহ, গতিশক্তি-হীন,
ক্ষুধায় অস্থির ;
কে দিল তুলিয়া মুখে স্বাদু পক্ক ফল,
পত্রপুটে নীর ?
কে দিল মুছায়ে অশ্রু ? কে বুলা'ল কর
সর্ব্বাঙ্গে আদরে ?
কে নব-পল্লবে দিল রচিয়া শয়ন
আপন গহ্বরে ?
দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা,
অতিথি-সৎকার ;
নিশীথে—বিচিত্র সুরে, বিচিত্র ভাষায়
স্বপন-সম্ভার !

শৈশবে কাহার সাথে জলে স্থলে ভ্রমি'
শিকার-সন্ধান ?
কে শিখাল ধনুর্ব্বেদ, বহিত্র-চালনা,
চর্ম্ম-পরিধান ?
অর্দ্ধ-দগ্ধ মৃগমাংস কার সাথে বসি'
করিনু ভক্ষণ ?
কাষ্ঠে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালি' কার হস্ত ধরি'
কুর্দ্দন নর্ত্তন ?
কে শিখাল শিলাস্তূপে, অশ্বত্থের মূলে
করিতে প্রণাম ?
কে শিখাল ঋতুভেদ, চন্দ্র-সূর্য্য-মেঘে,
দেব-দেবী-নাম ?

কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা-কর্ষণে
হইনু বাহির ?

মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি-অন্ন ঢালি'
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ?
সায়াহ্নে কুটীরচ্ছায়ে কার কণ্ঠ সাথে
নিবিদ উচ্চারি ?
কার আশীর্ব্বাদ ল'য়ে অগ্নি সাক্ষী করি'
হইনু সংসারী ?
কে দিল ঔষধ রোগে, ক্ষতে প্রলেপন,
স্নেহে অনুরাগে ?
কার ছন্দে—সোম-গন্ধে—ইন্দ্র অগ্নি বায়ু
নিল যজ্ঞ-ভাগে ?

যৌবনে সাহায্যে কার নগর-পত্তন,
প্রাসাদ-নির্ম্মাণ ?
কার ঋক্ সাম যজুঃ, চরক সুশ্রুত,
সংহিতা, পুরাণ ?
কে গঠিল দুর্গ, সেতু, পরিখা, প্রণালী,
পথ, ঘাট, মাঠ ?
কে আজ পৃথিবী-রাজ ? জলে স্থলে ব্যোমে
কার রাজ্যপাট ?
পঞ্চভূত বশীভূত, প্রকৃতি উন্নীত,
কার জ্ঞানে বলে ?
ভুঞ্জিতে কাহার রাজ্য—জন্মিলেন হরি
মথুরা কোশলে ?

প্রবীণ সমাজ-পদে, আজি প্রৌঢ় আমি,
যুড়ি' দুই কর,
নমি, হে বিবর্ত্ত-বুদ্ধি। বিদ্যুত-মোহন,
বজ্রমুষ্টিধর।
চরণে ঝটিকাগতি—ছুটিছ উধাও
দলি' নীহারিকা।

উদ্দীপ্ত তেজসনেত্র—হেরিছ নির্ভয়ে
সপ্তসূর্য্য-শিখা।
গ্রহে গ্রহে আবর্ত্তন—গভীর নিনাদ
শুনিছ শ্রবণে।
দোলে মহাকাল-কোলে অণু পরমাণু—
বুঝিছ স্পর্শনে।

নমি, হে সার্থক-কাম। স্বরূপ তোমার
নিত্য অভিনব।
মর দেহে নহ মর, অমর-অধিক
স্থৈর্য্য ধৈর্য্য তব।
ল'য়ে সলাঙ্গুল দেহ, স্থূলবুদ্ধি তুমি
জন্মিলে জগতে,—
শুষিলে সাগর শেষে, রসাইলে মরু,
উড়ালে পর্ব্বতে।
গঠিলে আপন মূর্ত্তি—দেবতা-লাঞ্ছন,
কালের পৃষ্ঠায়।
গড়িছ—ভাঙ্গিছ তর্কে, দর্শনে, বিজ্ঞানে,
আপন স্রষ্টায়।

•

নমি, হে বিশ্বগ-ভাব। আজন্ম-চঞ্চল,
বিচিত্র, বিপুল।
হেলিছ—দুলিছ সদা, পড়িছ আছাড়ি,
ভাঙ্গি' সীমা—কূল।
কি ঘর্ষণ—কি ধর্ষণ, লম্ফন—গর্জ্জন,
দ্বন্দ্ব—মহামার।
কে ডুবিল—কে উঠিল, নাহি দয়া মায়া,
নাহিক নিস্তার।
নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি ভয়,
কোথায়—কোথায়।

চিরদিন এক লক্ষ্য—জীবন বিকাশ,
পরিপূর্ণতায়।

নমি তোমা, নরদেব! কি গর্ব্বে গৌরবে
দাঁড়ায়েছ তুমি।
সর্ব্বাঙ্গে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,
পদে শষ্পভূমি।
পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, সুবর্ণ-কলস
ঝলসে কিরণে;
বালকণ্ঠ-সমুত্থিত নবীন উদ্গীথ
গগনে পবনে।
হৃদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ,
চলিছে সময়;
ভ্রূ-ভঙ্গে—ফিরিছে সঙ্গে ক্রম ব্যতিক্রম,
উদয় বিলয়!

নমি আমি প্রতিজনে,—আদ্বিজ-চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস।
সিন্ধু-মূলে জল-বিন্দু, বিশ্ব-মূলে অণু,
সমগ্রে প্রকাশ।
নমি, কৃষি-তন্তু-জীবী, স্থপতি, তক্ষণ,
কর্ম্ম-চর্ম্ম-কার।
অদ্রি-তলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি-অগোচরে
বহ অদ্রি-ভার।
কত রাজা, কত রাজ্য গড়িছ নীরবে,
হে পূজ্য, হে প্রিয়!
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,—
আত্মার আত্মীয়!

আবাহন

১

একত্র করেছি আজি—
যুগ-যুগ চিন্তারাজি,
সুখ, দুখ, আশা, স্মৃতি,
মহত্ত্ব, সৌন্দর্য্য, ধৃতি ;
হে পিরীতি, সমূরতি কর অধিষ্ঠান !
লহ অর্ঘ্য, রাখ নর-মান।

এত চেষ্টা যত্ন শ্রম,
এত ধৈর্য্য পরাক্রম,
এত যাগ যজ্ঞ কর্ম্ম,
এত শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্ম,
এত ত্যাগ অনুরাগ, এত ভক্তি জ্ঞান,
নহে—নহে তুচ্ছ এই ধ্যান।

হের, এ আকুল-ভাবে
দেবগণ দ্রুত আসে—
উন্মুক্ত আকাশ-পট
মেঘ-কেতু লটপট,
নক্ষত্র দেখায় পথ বিচিত্র আলোকে,
স্বনে বায়ু মৃদু-মন্দ শ্লোকে।

হের, এ প্রণবে, সতী,
স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ড-গতি ;
দূর বিষ্ণুলোক হ'তে
আশীর্ব্বাদ আসে স্রোতে,
ঝর ঝর সপ্তস্বর্গ ঝরে শির 'পর।
ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয় নর।

কিছু তুচ্ছ নাহি তার,
সে যে দেব-অবতার—
কল্পনায় কুতূহলী,
দর্শনে বিজ্ঞানে বলী,
অদৃষ্টের নিয়ামক, সৃষ্টি-সংস্কারী,
বিশ্ব-প্রভু, গদা-পদ্ম-ধারী।

এস তবে, এস ভবে,
সত্যই কৃতার্থ হবে ;
এ বিকচ তনু-মন
বিধাতার ধ্যেয় ধন—
দেবাসুর রণক্ষেত্র, সর্ব্বতীর্থ-সার ;
উপযুক্ত আসন তোমার।

বিনা মন্দাকিনী-তীর
কোথা খেলা অমরীর ?
বিনা মাধবের বুক
কোথা রাধিকার সুখ ?
কর্ম্ম বিনা কারণের কোথায় আশ্রয় ?
মর্ত্ত্য বিনা স্বর্গ-বিপর্যয়।

অয়স্কান্ত মণি 'পর
কেন্দ্রীভূত রবিকর ;
শঙ্করের জটাপাকে,
ভাগীরথী বাঁধা থাকে ;
প্রকৃতির অবিকৃতি পুরুষ-হিয়ায় ;
কালিকা আগমে বিহরায়।

২

এসেছে কমলা-বাণী,
এস তুমি, প্রেম-রাণী।

এত গর্ব্ব, এত জয়,
তবু নর সুস্থ নয়—
তবু উঠে হাহাকার ভেদি' অন্তঃস্থল,
গেল—গেল জীবন বিফল।

সেই উন্মাদনা-স্রোত
আজো প্রাণে ওতপ্রোত ;
আজো তৃপ্তি-অবসরে
সে অতৃপ্তি হা-হা করে ;
সেই চিত্তে অপ্রসাদ, জীবনে ধিক্কার ;
সর্ব্বগ্রাসী স্বার্থ-হুহুঙ্কার।

আজো সেই পশু-ধর্ম্মে
ভ্রমি লক্ষ্যহীন কর্ম্মে ;
আত্ম-প্রতিষ্ঠার ছলে
বিশ্ব দেই রসাতলে ;
কামে ক্রোধে লোভে মদে সৃষ্টি শত চূর ;
হা-হা, নর সাক্ষাৎ অসুর।

বৃথা তার ইতিহাস,
ভবিষ্যৎ কাব্য-ভাষ ;
বৃথা যুগ-বিবর্ত্তন,
মিছা কুরুক্ষেত্র রণ ;
সভ্যতার এত শ্রম বৃথায়—বৃথায়।
ধিক্ নরে, নর-প্রতিভায়।

উর, দেবী, রাখ সৃষ্টি,
কর প্রেমসুধা-বৃষ্টি।
ধুয়ে যাক্—মুছে' যাক্
অদৃষ্টের দুর্ব্বিপাক—

অচল অটল সেই দুর্ভেদ্য আঁধার—
প্রকৃতির প্রথম বিকার।

উর শত সূর্য্য-ভাসে—
নীচতা পলাক্ ত্রাসে,
জ্বলে' যাক্ অহঙ্কার,
ধন-জন-হুহুঙ্কার,
হিংসা-দ্বেষ-অত্যাচার, মিথ্যা-কোলাহল ;
মঙ্গলে মরুক অমঙ্গল।

যথা বজ্র-বৃষ্টি-ঝড়ে
দুর্ভিক্ষ মড়ক মরে ;
জ্ঞান যথা মহাজ্ঞানে ;
প্রাণ যথা মহাপ্রাণে ;
মরুক এ অপূর্ণতা পূর্ণতা-ভিতরে।
এস, দেবী, এস ঘরে-পরে।

এস, ভেদি' ব্রহ্মরন্ধ্র,
হে আনন্দ—ভূমানন্দ।
উৎপাটিয়া মর্ম্মস্থল
সদ্যঃ-রক্তে ঝল-ঝল্—
এস আত্ম-বিনাশিনী, পরার্থ-জীবিতে,
সত্য-শিবে, সৌন্দর্য্য-সম্মিতে।

২

প্রেম-গীতি

১

কত যেন দোষী হ'য়ে, কত যেন পাপ ল'য়ে,
আসিয়াছি নিকটে তোমার।
যেন কি দুঃখের চিত্র, যেন কি সুতীব্র বিষ
আনিয়াছি দিতে উপহার।

জ্বলন্ত নয়নে আছে যেন কি কলঙ্ক-লেখা,
মুখ তুলে' দেখিতে না চাও।
আছে মোর রুদ্ধ কণ্ঠে মৃত্যুর আদেশ যেন,
দেব-কর্ণে শুনিবারে পাও।

আঁধারে মাথার 'পরে পরিণাম-নিশাচর
দাঁড়াইয়া পাখা বিস্তারিয়া,—
দেখিতেছ তুমি যেন বর্ত্তমান-মেঘ ঠেলি'
সে আঁধার চিরিয়া চিরিয়া।

উদ্‌গার করিবে হৃদি কি অনল-ধাতুস্রাব,
চরাচর যাবে ছারখারে,—
নিবাতে নারিবে যেন ঢালি' সপ্ত পারাবার—
কিংবা তব চির-অশ্রুধারে।

জীবন আমার যেন বিকট শ্মশান-ভূমি,
অন্ধ অমা রেখেছে আবরি',—
তোমার নয়ন-পাতে ফুটিবে উষার আলো—
এখনি জাগিব হা-হা করি'।

২

তাই তুমি ঘৃণা করে’, ভীত হ’য়ে যাও সরে’,
মোর শ্বাস পাছে লাগে গায় ?
কি ছিলাম—কি হ’য়েছি, কেন যে বাঁচিয়া আছি—
দেখ না কেমনে দিন যায়।

শুন তবে, রমণী রে, বলি আজি গর্ব্ব-ভরে—
এ প্রণয় স্বার্থ-শূন্য নয় ;
জনম—বিফল ব্যর্থ, এ স্বার্থ না হ’লে পূর্ণ ;
এ প্রণয় মহাস্বার্থময়।

শরীরে অভাব আছে, হৃদয়ে অভাব আছে,
জীবনে অভাব আছে মোর,
অভাব র’য়েছে সুখে, অভাব র’য়েছে দুখে,
মরণে অভাব আছে ঘোর।

লইয়া অভাব এত— লইয়া এ মহাশূন্য
আসিয়াছি নিকটে তোমার।
যতটুকু পার—দাও, হয় হোক্ বিন্দুমাত্র,
পূরাতে এ শুষ্ক পারাবার।

অবশিষ্ট অপূর্ণতা— ল’বে প্রেম পূর্ণ করি’
দিয়া নিজ কল্পনা স্বপন।
তুচ্ছ প্রেমিকের আশা— ঘোরে না বিধির চক্র
মূলে না রহিলে এক জন।

শেষ বার

এই বার—শেষ বার, দেখি তবে এক বার—
হয় কি না হয়।
বুকে এ বাড়ব-দাহ দিনরাত—দিনরাত
আর নাহি সয়।

প্রাণের এ বিষ-লতা উপাড়ি' ফেলিব আজ,
করি' প্রাণ পণ ;
আশায় ভরসা নাই, মরণের দেখা নাই,
দুঃসহ জীবন।

এই যে সন্দেহ-জ্বালা, পিপাসা, যন্ত্রণা, মোহ—
এ কি ভালবাসা ?
কেহ বুঝিল না কথা, কেহ বুঝিল না ব্যথা,
এ যে কর্ম্ম-নাশা।
এ যে রে কুস্বপ্ন-ঘোর, জন্মান্তর-অভিশাপ—
কুহক কাহার।
সেই কথা, সেই গান, সেই মুখ, সেই প্রেম,
সে-ই বারবার।

দিনে দিনে পলে পলে নীরবে অলক্ষ্যে ধীরে
আসিছে মরণ ;
দুরাশার ঘূর্ণ-পাকে নীরবে অজ্ঞাতে ধীরে
ডুবিছে জীবন।
আশা তৃষা মায়া সাধ পুড়িতেছে পলে পলে
প্রতীক্ষায় জ্বলি'।
কামনার মহাযজ্ঞে কেন এই তুষানল,
মনঃ-প্রাণ-বলি।

সুখের পশ্চাতে দুখ ছুটিতেছে অবিরত,
নিশা গ্রাসে দিন ;
প্রণয়ে কি আত্মহত্যা তেমনি বিধির সত্য,
কঠোর কঠিন ?
নিবেছে আশার আলো, সম্মুখে নিরাশা-রাত্রি,
জ্বাল, চিতা জ্বাল।
কৈশোরের সুপ্তি-স্বপ্ন চিরতরে হ'ক্ ধ্বংস,
ঘুচুক্ জঞ্জাল।

ভালবাসা—ভালবাসা— ও সুধু কথার কথা,
কবির কল্পনা ;
ভালবাসা—ভালবাসা— পাগলের হাসি-কান্না,
নারীর খেলনা।
কও জগতের কথা, কবি পাগলের কথা
কাজ নাই তুলি' ;
প্রেমের এ বিষ-দাহে কি ঔষধ বল তার—
কিসে আমি ভুলি ?

বিস্মৃতি ? বিস্মৃতি কোথা! জীবনে বিস্মৃতি নাই ;
দেহ-মনঃ-প্রাণ—
সকলি যে আজি মোর তার কথা, তার গান,
তারি অনুধ্যান !
প্রেম প্রাণ স্মৃতি দিয়া উদ্‌যাপিব প্রেম-ব্রত,
হে কবি নবীন,
দাও ওই বিষ-পাত্র, দাও ওই তীব্র সুরা,
আজি মৃত্যু-দিন!

তোল হাসি কোলাহল, বল সবে বল বল
কি করিয়া হয়—
শরতের মেঘ সম উপরে সুনীল ছায়া,
মাঝে শূন্যময়!
ওই মদিরার মত কোথা পাই শূন্য হাসি,
হাসি-ই কেবল,
অর্থহীন, রসহীন, মায়াহীন, মোহহীন—
সুধু খল-খল্!

রমণী, তোমার তরে তোমারি মতন হই
কোন্ সাধনায় ?
মুখে হাসি প্রেম-কথা, বুকে নাই কোন ব্যথা—
মত্ত আপনায়।

চলেছি জগৎ-পথে চলেছি মৃত্যুর পথে,
ঢাল, সুরা ঢাল।
প্রেম নয়, কাব্য নয়, নারীর হৃদয় নয়,
জ্বাল, চিতা জ্বাল।

দগ্ধ নগরের মত উড়াইতে স্মৃতি-ভস্ম
কেন আছি পড়ি'।
বর্ত্তমান-হাহাকারে, ভবিষ্যৎ-অন্ধকারে
গত-স্বপ্ন ধরি'।
জীবনের মরুভূমে কোথা তুমি চিরস্নিগ্ধ
প্রেম-কল্লোলিনী।
চাপি' বক্ষ দুই করে যেথা যাই—মরীচিকা
মৃত্যুর সঙ্গিনী।

পারাবারে পোত-ভগ্ন মজ্জমান অভাগার
আশ্রয় কোথায় ?
শত ইন্দ্রধনু-বর্ণে এ যে রে মৃত্যুর বাহু
ঘেরিছে আমায়।
কোথায় আনন্দ-স্বপ্ন ! এ যে অদৃষ্টের ব্যঙ্গ,
বিকৃত কল্পনা।
দুরাশার উপহাসে মরণ-যন্ত্রণাধিক
আত্মপ্রবঞ্চনা।

পুনর্মিলনে

পড়িয়া ঘটনা-স্রোতে, জানি না কি ভাগ্যবলে
উঠিনু হেথায়।
জানি না দেবতা কোন্ হ'ল অনুকূল আজি,
মিলা'ল তোমায়।

কল্পনার—দুরাশার এ যে অজানিত ঠাঁই,
স্বপন-অতীত ;
নিদাঘ-মরুভূ-মাঝে আচম্বিতে মন্দাকিনী
হ'ল প্রবাহিত।
জানিতাম আগে যদি আবার তোমার সনে
হইবে মিলন,—
মুছিতে স্মৃতির লেখা কে যাচিত প্রতিদিন
অকাল-মরণ ?
জ্বলন্ত নয়নপ্রান্তে করিত কি গরজন
রুদ্ধ তরঙ্গিণী ?
হৃদয়-শ্মশান-মাঝে বেড়া'ত কি কেঁদে কেঁদে
আশা-পাগলিনী ?
কুসুম-কোমলা স্মৃতি ছুটিত কি উল্কা সম
জ্বালায়ে আপনা ?
পূত-তোয়া প্রেম-গঙ্গা, বরষার পদ্মা সম
হ'ত কি ভীষণা ?

হেরি' ওই মুখখানি আবার নয়ন কেন
ভুলিছে মায়ায় ?
দুর্দলিত প্রেম-স্রোত আপন মরণ-পথে
কেন ছুটে যায় ?
মধুময়ী সুখ-আশা, নিদাঘের শুষ্ক লতা
কেন মুঞ্জরিত ?
অতীত-শৈশব-ছায়া, লুপ্ত ফল্গুনদী আজি
কেন উচ্ছ্বসিত ?
কুহকিনী কল্পনার অপরূপ ইন্দ্রজাল
অন্তরে আমার,
পলে পলে কত মূর্ত্তি,— আশার অমৃত-লেপে
আঁকিছে আবার।

জাগ্রতে সুখের স্বপ্ন, সে দূর-নন্দন-শোভা
মেঘে মেঘে ভাসে।
ও মুখের প্রতিবিম্ব, পূর্ণিমা-চাঁদের আলো
ভাঙ্গা বুকে হাসে।
হৃদয়ে হৃদয় দিয়া শুন তবে একবার
স্মৃতির গর্জ্জন।
হৃদয়ে হৃদয় দিয়া দেখ একবার, সখী,
হৃদয়-মন্থন।

একটী তরঙ্গ আজ হয়েছিল অনুকূল,
হয়েছে মিলন;
একটী তরঙ্গ রোষে আসিবে, পড়িব দূরে—
সহস্র যোজন।
এই স্বপনের দেখা, এই স্বপনের কথা
এখনি ফুরাবে।
নিমেষে আকাশ-মাঝে কক্ষ-ভ্রষ্ট তারাটুকু
এখনি হারাবে।
জগতের অন্ধকারে পড়ি' আমি একধারে,
নিশ্চল নয়ন—
দেব-অভিশাপ সম বহিব কি নত-শিরে
দুর্ব্বহ জীবন।
এস তবে একবার— মিলাইয়া, সুলোচনা,
নয়নে নয়ন,
দেখি লো কেমন লাগে নিদাঘের তীব্রতপ্ত
এ মরু-জীবন।
শুন তবে একবার— এ প্রাণের জ্বালাময়ী
দুঃখের কাহিনী;
বলিতে বলিতে সুখে একবার—চিরতরে
ঘুমাই রমণী।

পড়িয়া ঘটনা-স্রোতে অকালে ভাঙ্গিয়া গেছে
হৃদয় আমার ;
পড়িয়া ঘটনা-স্রোতে জানি না মুহূর্ত্ত পরে
কি ঘটে আবার।
হ'ল যদি সম্মিলন, একটু অপেক্ষা কর
দেই উপহার—
একটু অপেক্ষা কর, নির্ব্বাপিত করি দীপ
সম্মুখে তোমার।
ধরাতল-বিপ্লাবিনী উন্মত্তা কল্পনা-নদী
এ ক্ষুদ্র অন্তরে,
নৈরাশ্য-পাষাণ দিয়া কত দিন বল আর
রাখি রুদ্ধ করে' ?
আশার অমৃত-ভাণ্ড অধর-সম্মুখে ধরি',
মরুর উপরে,
বারেক না ল'য়ে স্বাদ, কত দিন বল আর
জীবনী সঞ্চরে ?
একটু অপেক্ষা কর, মনে বড় আছে সাধ—
দিব উপহার,—
জগৎ-বন্ধন-হীন, দুঃখ-সুখ-প্রেমাতীত
পরাণ আমার।

কামে প্রেমে

১

কি মধু-যামিনী।
সুদূর তটিনী-বুকে, চন্দ্রিকা ঘুমায় সুখে,
বিহ্বলা বিবশা যেন নবোঢ়া কামিনী।
তর-তর থর-থর বন উপবন—
সঙ্গীতে কাঁপিছে যেন চিত্রের মতন।

বিস্মিত নয়নে,
ঢল-ঢল পূর্ণ শশী সুনীল আকাশে বসি',
খুঁজিতেছে ধরণীর প্রতি অণু যেন—
এ পূর্ণ জগৎ-মাঝে অপূর্ণতা কেন।

ল'য়ে তরু লতা পাতা চন্দ্রমা চন্দ্রিকা,
ধরণী নিঃশ্বসি' কহে,—কপোলে শিশির বহে,—
'কোথা রাজে মহারাসে সে শ্যাম রাধিকা।'
কোথা—কোথা—কোথা।

২

কোথা প্রেম, কোথা প্রীতি, সে কল্পনা, স্বপ্ন, স্মৃতি,
সেই হাসি, সেই বাঁশী, সেই জাগরণ—
নয়নে নয়নে সেই চির-অন্বেষণ।

নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, কি অশ্রান্ত মহাভ্রান্তি।
না শুকায়—না ফুরায় কি সুধা-নির্ঝর।
জীবনে না হয় শেষ কি কাব্য সুন্দর।

দেব-ত্যক্ত ধরাতলে, নরকের কোলাহলে
সেই ঋষি-আশীর্ব্বাদ, দেব-কণ্ঠহার।
সাধনার মহামন্ত্র—অমরার-দ্বার।

৩

হায়, প্রিয়া, হায়,
কই কই সে মিলন—লতিকার আলিঙ্গন,
মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, শিরায় শিরায়;
পাকে পাকে ভাঙ্গে চিত্ত, তবু কি আনন্দ নিত্য,
রোমে রোমে যেন মত্ত-সমুদ্র গড়ায়।

কই সেই সুখ স্থির, সে মহান, সে গম্ভীর—
অনন্ত আকাশ সম আপনায় লীন?
সে আগ্রহ, সে নিগ্রহ, সে যন্ত্রণা অহরহ,
শত রবি শশী মরে—ভ্রূক্ষেপ-বিহীন।

কই সে করুণ স্পর্শে শত স্বর্গ জাগে হর্ষে?
কই সে ভ্রূভঙ্গে শত নরক-সৃজন?
ধরণী লোটে না পায়, ভাগ্য অচেতন-প্রায়,
জীবনে জাগে না আর সহস্র জীবন।

৪

কবি যোগী ঋষি ল'য়ে সে প্রেম উধাও হ'য়ে
পলায়েছে স্বর্গে—কিংবা নন্দনে, নির্ব্বাণে।
ভূত-দেহ আছে পড়ি', পিশাচের বেশ ধরি',
আমরা কি নৃত্য করি এ অমা-শ্মশানে।

ল'য়ে তার মৃদু হাসি গড়ি টীকা রাশি রাশি;
প্রাণ-গত অশ্রু ল'য়ে বাদ প্রতিবাদ;
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ধরি' আশ্লেষ বিশ্লেষ করি;
ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে হেরি শঠতা প্রমাদ।

ভালবাসা—চিরভক্তি, চাই প্রাণ, চাই শক্তি,
এ অনন্ত অনুভূতি খেয়ালের নয়;
বহু স্বার্থ-আত্ম-ত্যাগে, বহু জপে তপে যাগে,
বহু ধৃতি-ক্ষমা-যত্নে প্রেম সমুদয়।

৫

বল, প্রিয়া, ইহা কাম—বিধাতা সদাই বাম—
তুচ্ছ কুতূহল ইহা, সময়-যাপন;
রাগে মানে বেঁচে র'য়ে, মরে' যায় তৃপ্ত হ'য়ে—
বিরক্তি ভ্রূকুটী স'য়ে চুম্বনে মরণ।

হৃদয়ের প্রতি স্তরে ভ্রমিয়া কৌতুক-ভরে,
আশা সাধ মায়া তৃষা দু' দণ্ডে পড়িয়া—
সারাটা জীবন মম, পঠিত গ্রন্থের সম,
ফেলে' দিলে তৃপ্ত হ'য়ে, তাচ্ছল্য করিয়া।

নীলাকাশ শশী রবি—অতি পুরাতন ছবি,
বিস্ময়ে না হেরে আর মানব-নয়ন;
অন্ধকার খনি-তলে ক্ষুদ্র মণি-কণা জ্বলে,
ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া তার দুষ্প্রাপ্যে যতন।

কল্পনায় মূর্ত্তি এঁকে', অথবা চকিতে দেখে'
আমরণ ভক্তি-ভরে পারি পূজিবারে।
পারি—কৃষকের মত ছুটিবারে অবিরত
ইন্দ্রধনু পিছে পিছে যেতে স্বর্গদ্বারে।

৬

শত ফেরে প্রাণ বাঁধি' একা আমি বসে' কাঁদি—
মঙ্গলে সংশয়—এ যে সর্ব্ব-পাপ-মূল।
নগ্ন প্রাণে, নগ্ন দেহে, শিশু আসে ভব-গেহে;
কেন রবি মুগ্ধ-নেত্র, ধরা স্নেহাকুল।

দিবা-শেষে অন্ধকার, উপভোগে শ্রান্তি-ভার,
পূজা-শেষে বিসর্জ্জন জগৎ-নিয়ম;
প্রণয় জগদতীত, যত দাও—নহে প্রীত,
দাও, দাও, দাও সদা, নাহি ধারা ক্রম।

যত জ্যোৎস্না ঝরে' পড়ে তত চাঁদ শোভা ধরে;
বিলালে ছড়ালে প্রেম কোটী গুণ বাড়ে।
নায়ক মশানে যায়—তবু প্রিয়া-গুণ গায়;
মৃতদেহ পচে' যায়—নায়িকা না ছাড়ে।

৬

শ্রাবণে

সারা দিন একখানি জল-ভরা কালো মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ ;
বসে' জানালার পাশে, সারা দিন আছি চেয়ে—
জীবনের আজি অবকাশ।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, তরুগুলি হেলে-দোলে,
ফুলগুলি পড়েছে খসিয়া ;
লতাদের মাথাগুলি মাটিতে পড়েছে লুটি' ;
পাখীগুলি ভিজিছে বসিয়া।

কোথা সাড়া-শব্দ নাই, পথে লোক-জন নাই,
হেথা-হোথা দাঁড়ায়েছে জল ;
ভিজা ঘাসঝাড় হ'তে লাফায় ফড়িঙ্গ কভু,
জলায় ডাকিছে ভেকদল।
চাতক, ঝাড়িয়া পাখা, ডাকিয়া ফটিক-জল,
ছাড়ি' নীড়, উঠিছে আকাশে ;
কদম্ব-কেতকী-বাস কাঁপিছে বাতাসে ধীরে ;
গেছে ধরা ঢেকে' শ্যাম ঘাসে।

দীঘীটী গিয়াছে ভরে', সিঁড়ীটী গিয়াছে ডুবে',
কাণায় কাণায় কাঁপে জল ;
বৃষ্টি-ভরে—বায়ু-ভরে নুয়ে পড়ে বার বার
আধ-ফোটা কুমুদ কমল।
তীরে নারিকেল-মূলে থল্-থল্ করে জল ;
ডাহুক ডাহুকী কূলে ডাকে ;
সারি দিয়া মরালীরা ভাসিছে তুলিয়া গ্রীবা,
লুকাইছে কভু [illegible]

পাড়ে পাড়ে চকা চকী বসে' আছে দুটী দুটী ;
বলাকা মেঘের কোলে ভাসে ;
কচিৎ গ্রামের বধূ শূন্য কুম্ভ ল'য়ে কাঁখে,
তরু-তল দিয়া ধীরে আসে।
কচিৎ অশ্বত্থ-তলে ভিজিছে একটী গাভী ;
টোকা মাথে যায় কোন চাষী ;
কচিৎ মেঘের কোলে, মুমূর্ষুর হাসি সম,
চমকিছে বিজলীর হাসি।

মাঠে নবশ্যাম ক্ষেতে কচি কচি ধান-গাছ
মাথাগুলি জাগাইয়া আছে—
কোলে লুটিতেছ জল টল্-মল্ থল্-থল্,
বুকে বায়ু থর-থর নাচে।
সুদূরে মাঠের শেষে জমে' আছে অন্ধকার,
কোথা যেন হ'তেছে প্রলয়!
কুটীরে বসিয়া গৃহী পুত্র-পরিবার সহ
কত দুর্য্যোগের কথা কয়।

চেয়ে আছি শূন্য পানে, কোন কাজ হাতে নাই—
কোন কাজে নাহি বসে মন।
তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নাই ; দেহ আছে, মন নাই ;
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন ;
এই উঠি, এই বসি ; কেন উঠি, কেন বসি।
এই শুই, এই গান গাই।
কি গান—কাহার গান। কি সুর—কি ভাব তার।
ছিল কভু, আজ মনে নাই।

যদি

প্রেম যদি হইত গোলাপ,
হৃদি যদি হইত পল্লব—
দুলিত নবীন স্তরে
কত-না আনন্দ-ভরে!
হরিতে লোহিত-আভা—চিত্রের গৌরব।

প্রেম যদি হইত রাগিণী,
হৃদি যদি হ'ত গীতি তার—
ঝঙ্কারে নিখাদে খাদে
মিশিত কি অবিবাদে!
স্ফুরিত কতই অর্থ অস্ফুট কথার!

প্রেম যদি হ'ত ফুলবন,
হৃদি হ'ত মলয়-বাতাস—
ঘেরি' বেড়ি' দলি' পিষি'—
অঙ্গে অঙ্গ দিবানিশি;
তবুও বিরহ-ভয়ে কাতর নিঃশ্বাস!

প্রেম হ'ত অবাধ কল্পনা,
হৃদি হ'ত আধ-জাগরণ—
মুখে হাসি, চোখে হাসি,
আছাড়ি' পড়িত আসি'—
ছিঁড়ে যেত প্রতি শিরা—দেহের বন্ধন!

প্রেম হ'ত গহন কান্তার,
হৃদি যদি হ'ত দাবানল—
ক্ষোভে রোষে নিরাশ্বাসে
গ্রাসিতাম গ্রাসে গ্রাসে—
রহিত অস্তিত্ব তার আমাতে কেবল!

প্রেম যদি হইত জীবন
মরণ হইত যদি হৃদি—
সে নাহি চাহিত ফিরে',
আমি রহিতাম ঘিরে'—
সুখে দুখে ঘুরিত সে আমার পরিধি।

রজনীর মৃত্যু

পশ্চিমের জলদ-শয্যায়
পড়িয়া রজনী মৃত-প্রায়।
দিগন্তের সুকোমল কোলে
গুরুভার মাথাটী থুইয়া—
আঁখি-কোলে অশ্রু-বিন্দু দোলে—
দেখিতেছে একদৃষ্টে আত্ম হারাইয়া,
ঘুমন্ত বিশ্বের মুখখানি।

ছেড়ে' যেতে চাহে না পরাণ,
তবু না গেলেও নয়।
আশা তৃষ্ণা সব ছেড়ে', স্মৃতির সান্ত্বনা ফেলে',
শূন্যে পূরিয়া হৃদয়—
জানে না কোথায় হবে করিতে প্রয়াণ।

এক বার ভাঙ্গাইয়া ঘুম,
চুম্বি' দুটী নয়ন-কুসুম,
বিদায়ের শেষ কথা—প্রাণের একটী ব্যথা
না বলিয়া ছেড়ে' যাওয়া দায়।
তবু যেতে হবে হায়।

জাগাবে কি অসময়ে? জাগিলে বিরক্ত হবে,
কাজ নাই জাগাইয়া আর—
থাক্, তবে থাক্ অন্ধকার।

হৃদয়ের তারাগুলি একে একে অন্ধকারে
যেতেছে নিবিয়া ;
সারা নিশি আছে জেগে'—নয়নে পলক নাই,
জলে আঁখি গিয়াছে ডুবিয়া—
তবু নয়নের সাধ মেটে নাই, হায়,
কেমন করিয়া তবে যায় !

বুক-ভাঙ্গা—প্রাণ-ভাঙ্গা এ সাধের এক কণা
পারিল না দেখাতে তাহায়—
শত অভিশাপ বিধাতায় !

চাহিয়া র'য়েছে শুকতারা
রজনীর হৃদয় উপর—
পরাণটী আছে যেন আঁকা
তৃষা-মাখা আঁখির ভিতর !

নিস্তব্ধতা বসি' এক পাশে
ব্যজন করিছে একা একা—
এক কণা অশ্রু নাই চোখে,
মুখে নাই একটীও রেখা !

দূরে দূরে দিগঙ্গনাগণ,
দেব-শিল্প পুত্তলী মতন,
নাসায় নাহিক শ্বাস, স্খলিত অঞ্চল-বাস,
স্তম্ভিত নয়ন।

স্বপ্ন আর সহিতে না পারে !
ছুটী কর চাপি' বুকে ছুটে যায়—নিদ্রা যেথা
কাঁদিছে বসিয়া এক ধারে।
দু' জনে জড়ায়ে দু' জনারে
শব্দ-শূন্য কি ভাষায় কাঁদে হাহাকারে !

নিষ্ঠুর মূরতি প্রকৃতির
কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই,
রহিয়াছে সুগম্ভীর, স্থির।

কত শত লক্ষ লক্ষ প্রাণ
মিলিয়া গিয়াছে বুকে তার ;
কত শত লক্ষ লক্ষ প্রাণ
ওই বুকে মিলিবে আবার।

ব্রহ্মাণ্ডের কিছুতেই চাহে না রহিতে বাঁধা,
নিজ মনে ধায়।
ব্রহ্মাণ্ড সাধিছে প্রাণপণে
পদে পদে বাঁধিতে তাহায়।
বৃথায়—বৃথায়।
সেই আপনার খেলা খেলিছে হৃদয়-হীনা—
পাগলিনী-প্রায়।
হৃদয়ের এক প্রান্তে জ্বলে
ধূধূ ধূধূ ভীষণ শ্মশান ;
হৃদয়ের আর প্রান্তে ধীরে
স্বর্ণ-পুরী করিছে নির্ম্মাণ।
কুসুমের প্রথম সুবাস,
বিহগের কূজন উচ্ছ্বাস,
সদ্যঃ-ঝরা নির্ম্মল শিশির,
প্রথম চমক জাহ্নবীর,
শিশুর প্রথম জাগরণ,
জননীর প্রভাত-চুম্বন,
সমীরের ব্যাকুল-পরশ,
কবিতার উৎসাহ-হরষ,
দম্পতীর সুখ-আলিঙ্গন,
নবোঢ়ার হেসে পলায়ন,

বিরহীর স্বপন-পিরীতি,
দুখী রোগী তাপীর বিস্মৃতি—
প্রকৃতির শ্মশান-হিয়ায়
সকলি মিলায়ে বুঝি যায়।

অন্ধকারে জন্মিয়া রজনী
অন্ধকারে ত্যজিল জীবন ;
দেখিল না—বুঝিল না কেহ
শান্ত হৃদয়ের সেই প্রাণান্ত-স্বপন।
কেবল
অলক্ষ্যে দেবতা এক কাঁদিল শিশির-ছলে,
তিতিল ভুবন।

বন-পথে যেতে যেতে কহিল রমণী এক,
ম্লান হাসি হাসিয়া গরবে,—
কে পারে বাসিতে ভাল এত
নারী বিনা ভবে।

দূর তরু-তল হ'তে উত্তরিল নর এক,
হৃদয়ে চাপিয়া দুটী কর,—
চির দিন অনুত্তীর্ণ মম
রহিল এ হৃদয়-সাগর।

লোক-লোকান্তর হ'তে নিঃশ্বসিল মৃত এক,
চাহি' ধরা 'পর,—
চারি দিকে হেলা-ফেলা, তবু কি সুন্দর।

বায়ু-দূত

যা, বায়ু, তাহার কাছে—
সে বুঝি ঘুমায়ে আছে,
নিয়ে যা গানটী মোর ধীরে ধীরে তার কাছে ;
নিয়ে যাস্ বুকে ক'রে,
দেখিস্ পড়ে না ঝরে',
বড় ভয় হয় মনে—বুঝিতে না পারে পাছে !

দেখিস্ আকুল হ'য়ে,
গানটীরে বুকে ল'য়ে
পড়িস্ নে ছুটে' তার কোমল কিশোর-হৃদে !
ভয়ে আশা যায় টুটে'—
সে যদি কাঁদিয়া উঠে,
গানের বেসুর কোন যদি তার প্রাণে বিঁধে !

যা মোর গানটী নিয়ে
গঙ্গার উপর দিয়ে—
ছোট ছোট ঢেউ-গুলি ঈষৎ পরশ করি' ;
একটু জোছনা মেখে',
একটু গোলাপে থেকে',
লতাদের বাহু-দোলা একটু হৃদয়ে ধরি'—

মাথাটী বাহুতে থুয়ে,
সে যেথায় আছে শুয়ে,
আলু-থালু কেশ-জাল মাটীতে পড়িয়া লুটে ;
আঁচল পড়েছে খসে',
কম্পিত উরসে বসে'
আকুল জোছনা-রাশি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে !

যাস্, বায়ু, পায় পায়,
শুইয়া পড়িস্ গায়,
হৃদয়-কোরকে তার গানটীরে দিস্ রেখে ;
সে যেন মধুর ঘুমে—
গানটীর ধীর চুমে
স্বর্গের স্বপন সনে শৈশব-স্বপন দেখে।

যেন রে প্রভাত হ'লে—
ঘুম-টুকু গেলে চলে',
স্বপ্ন-টুকু গান-টুকু আর না ভুলিয়া যায়।
ঘুমটী ভাঙ্গিয়া গেলে,
কাল যেন কাছে এলে,
বন-হরিণীর মত চমকিয়া না পলায়।

বসন্ত-প্রভাতে

এস লো রূপসী প্রেয়সী আমার।
সে সুখ-বসন্ত আসিছে আবার।
গাছে গাছে দেখ ফুটিতেছে ফুল,
এস ফুল-মাঝে, সৌরভ আকুল।
ফুলে ফুলে দেখ চুমিতেছে অলি,
এস প্রেম-মধু, হৃদয়ে উছলি'।

সে সুখ-বসন্ত আসিছে আবার,
এস লো প্রেয়সী রূপসী আমার।
ডালে ডালে দেখ ডাকিতেছে পাখী,
এস লো মূর্চ্ছনা, সপ্ত-সুরে ডাকি।
বহিছে তটিনী—বিমল-দু'কূলা,
এস বন-ছায়া, আশ্রয়-আকুলা।

সরে' গেছে শীত, সরিছে কুয়াসা,
এস সুখ-সাধ, এস ভালবাসা।
এস লো কবিতা, এস স্মৃতি-দূর,
এ প্রভাত আজ বড়ই মধুর।
জর-জর দেহ, থর-থর প্রাণ,
এস মদনের অব্যর্থ সন্ধান।

এস অমরীর অলক্ষ্য চুম্বন,
গত-জীবনের চির-আলিঙ্গন।
শত শত ফুল ফুটিছে শরীরে,
যৌবন-কাতরা, এস ধীরে ধীরে।
শত শত গান উঠিছে পরাণে,
বিরহ-বিধুরা, এস মোর গানে।

ঘুচিলে আঁধার, শুকালে শিশির,
কেন ছুটে আসে মলয়-সমীর?
বহিলে মলয় কেন ফুল হাসে?
কেন শত হাসি আশে-পাশে ভাসে?
ফুটিলে কুসুম কেন ডাকে পাখী?
কেন বামে চায় পিপাসিত আঁখি?

মাধুরীর পিছে শতেক মাধুরী,
চোরা মন যায় শত বার চুরী।
তরুরে লতিকা বাঁধে শত ফেরে,
সাঁঝের তারারে শত তারা ঘেরে,
শত শ্বাস ঢাকা বাঁশীর নিঃশ্বাসে,
শতেক মিলন বিরহের পাশে।

নায়কের পাশে নায়িকার শোভা,
কপোলের পাশে অশ্রু মনোলোভা,

নয়নের পাশে সরমের হাস,
অধরের পাশে বিজড়িত ভাষ,
হৃদয়ের পাশে আকুল কল্পনা,—
এস প্রেম-পাশে, রূপসী ললনা!

ল'য়ে বর-মালা, এস বাহু দুটী—
সরে' যাও লাজে, হেসে আস ছুটি'।
বাঁধিয়াছি বীণা, এস লো রাগিণী,
আলাপে মুখরা, গমকে মোহিনী।
প্রেম-শতদলে, এস শোভারাশি,
বুকে রাখি' মুখ, বল,—'ভালবাসি!'

মধু-যামিনী

আজি মধু-যামিনী।
জোছনা আকুল,
ঝরিছে বকুল,
তটিনী দোদুল-গামিনী;
দূরে ডাকে পিক,
ফুলে ঢাকে দিক্,
আঁখি অনিমিক কামিনী!

বহে বায়ু দুলে'
কুসুমে মুকুলে;
কোথা বাঁশী ভুলে' কাঁদিছে!
স্বপনের ঘোরে
কুসুমের ডোরে
কে যেন গো মোরে বাঁধিছে

দেহে নাই বল,
কাঁপে ধরাতল,
টল্ টল্ টল্ পরাণে।

নিশাসে নিশাসে
হাসি মরে' আসে,
কে হাসে কে ভাষে—কে জানে

তরুর ছায়ায়
কায়ায় কায়ায় ;
হিয়ায় হিঁয়ায় সুদূরে !
ফুল-রেণু মত
সুখ-সাধ কত
ঝরে অবিরত, বধূ রে !

দেহ ভেঙ্গে-চূরে'
দূর মেঘ-পুরে
তারা সম ছুরে বাসনা—
নয়নে নয়নে
প্রেমের কিরণে
বাঁচিয়া জীবনে দু' জনা !

যাই গলে' ভেসে'
আকাশের শেষে—
কোন্ সুর-দেশে থমকি !
তট-ফুলভূমে
আধ-আধ ঘুমে
প্রণয়িনী চুমে চমকি' !

ডুবে' গেছে শশী,
নিথর সরসী,
ফুল রসি' বসি' খসিছে !
সরে' গেছে গেহ,
মরে' গেছে দেহ,
সুধু প্রেম-স্নেহ শ্বসিছে !

এত দিয়া নিয়া
পারি না যে, প্রিয়া।
পড়ি মূরছিয়া হরষে।
কর মোহ দূর,—
আদরে মধুর,
সোহাগে বাহুর পরশে।

ছিল

ছিল ভালবাসা মম,
নব যূথিকার সম,
নবীন হৃদয়-স্তরে ক্ষুদ্র আশা-বৃন্ত ধরি';
রূপে রসে থর-থর্,
সহে না কথার ভর,
অতি শুভ্র সুকোমল, পরশে পড়িবে ঝরি'।

আকাশে পূর্ণিমা বিধু,
কাঁপে জ্যোৎস্না মৃদু মৃদু,
নীরব নিঝুম নিশি, ঘুমে আলু-থালু ধরা;
বহে বায়ু দুলি' দুলি',
কাঁপে ধীরে পাতাগুলি—
নয়ন পড়িছে ঢুলি', হৃদয় স্বপনে ভরা।

যেন এ জগতে আর
কিছু নাই দেখিবার,—
জীবন—কবিতা-লীলা, কল্পনার ছায়ালোক।
নাহি ঝড়, নাহি বৃষ্টি,
নাহি দিবা খর-দৃষ্টি,
নাহি গর্ব্ব অভিমান অপমান দুখ শোক।

আধ ঘুমে জাগরণে
কত সুখ গড়ে মনে।
দলে দলে ক্ষরে মধু, ঝরে শিশিরের কণা ;
পলে পলে আশে-পাশে
কত স্বর্গ পরকাশে—
বাঁধা কার বাহু-পাশে বিহ্বল সুষুপ্ত জনা।

আসে দিবা—যায় নিশা,
জাগিছে দুরন্ত তৃষা—
হা প্রিয়া, বিদায় দাও, উঠে গ্রামে কোলাহল ;
ম্লান শশী অস্ত যায়,
বিহগ প্রভাতী গায়,
তারকা মুদিছে আঁখি, ঝরিছে যূথিকা-দল।

৪

দুর্ব্বহ জীবন

কি দুর্ব্বহ আমার জীবন।
কোথায় যাইতে আমি, কোথায় এসেছি নামি'—
কিছুতে বাঁধিতে নারি মন।
আসিতে আপন দেশে পড়েছি বিদেশে এসে,
মরুভূমে বৃষ্টির মতন।
বৃন্তচ্যুত ফুল-প্রায় ভূমে প'ড়ে আছি, হায়,
কত ক্ষণে আসিবে মরণ।
কি দুর্ব্বহ আমার জীবন।

কিছুতে বাঁধিতে নারি মন।
দিন রাত আসে যায়, আসে যায় পায় পায়,
যায়—যায় সাধের যৌবন।
কিছুতে উৎসাহ নাই, কিছু না পাইতে চাই,
আশা যেন অলীক বচন।
যেন শূন্য-গর্ভ মেঘ— নাহি গতি, নাহি বেগ—
দীর্ঘ এক তন্দ্রার মতন।
পড়ে' আছি স্তিমিত-নয়ন।

পড়ে' আছি স্তিমিত-নয়ন।
নাহি শোক, নাহি তাপ, নাহি পাপ, পরিতাপ,
নাহি দুঃখ, রোগের তাড়ন;
নাহি অভাবের জ্বালা, সংসারের ঝালা-পালা,
দারিদ্র্যের বৃশ্চিক-দংশন।
সুখের অভাব নাই, তবু সুখ নাহি পাই—
সুখে এ কি অসুখ-দহন।
কি দুর্ব্বহ আমার জীবন।

সুখে এ কি অসুখ-দহন।
জননীর স্নেহরাশি, প্রেয়সীর প্রেম-হাসি,
সুহৃদের রস-আলাপন,
জনকের আশীর্ব্বাদ, কোলে শিশু মায়া-ফাঁদ,
সোদরের ভক্তি-সম্ভাষণ—
তবুও সুখের তরে কেন প্রাণ হা-হা করে ?
কার শাপে হৃদি অচেতন।
সুখে এ কি অসুখ-দহন।

কার শাপে হৃদি অচেতন।
জীবনে নাহিক দীপ্তি, হৃদয়ে নাহিক তৃপ্তি,
কুয়াসায় ঘেরা প্রাণ-মন।
কামনার নাহি স্ফূর্ত্তি, দুঃখের নাহিক মূর্ত্তি,
মর্ম্মে মর্ম্মে তবু জ্বালাতন।
গড়ি' দুঃখ নিজ হাতে, যুঝি যেন তার সাথে—
নিজ মৃত্যু করিতে সাধন।
কি দুর্ব্বহ আমার জীবন।

পলে পলে এ কি এ মরণ।
বদ্ধ তড়াগের মত সহিতেছি অবিরত—
স্রোতোহীন প্রাণান্ত কম্পন।
ধরা ঘুরে' ঘুরে', হায়, হয়েছে কি শ্রান্ত-প্রায়,
নারে দ্রুত ঘুরিতে এখন ?
চঞ্চল সময় কি রে চলে এত ধীরে ধীরে ?
এত দূরে থাকে কি মরণ ?
কি দুর্ব্বহ আমার জীবন।

যায়—যায় সাধের যৌবন।
হাসি কাঁদি গাই বটে— দাগ নাই হৃদি-পটে।
প্রাণে নাই প্রাণের বন্ধন।

যৌবনে পেয়েছি জরা, জীবন্তে হয়েছি মরা,
ধরা যেন কারার মতন।
কি বিষাদে—অবসাদে পড়েছি বিষম ফাঁদে,
ভেঙ্গে' দেয় কে এ দুঃস্বপন।
যায়—যায় সাধের যৌবন।

ভেঙ্গে' দেয় কে এ দুঃস্বপন ?
এ কি রোগ, কোথা মূল ? এ কি জন্মান্তর-ভুল।
এ পাপের নাহি প্রশমন ?
শুষ্ক পত্র ঝটিকায়, স্রোতে কাষ্ঠখণ্ড-প্রায়,
এ জীবন কেন বিড়ম্বন।
কেন হ'য়ে লক্ষ্য-হারা, ছিন্ন-ধূমকেতু পারা,
নিরুদ্দেশে করি পর্য্যটন।
ভেঙ্গে' দেয় কে এ দুঃস্বপন ?

কোথা তুমি জীবন-জীবন।
আত্মদ্রোহী আত্মঘাতী ডাকে—ভূমে জানু পাতি',
কর তারে কৃপা বিতরণ।
বল তারে বল এসে,— কোন্ পথে চলিবে সে,
কি উদ্দেশ্য করিবে সাধন ?
অকারণে দেহ-ভার পারে না বহিতে আর—
সহিতে এ অবস্থা-পীড়ন।
কোথা তুমি জীবন-জীবন।

কোথা তুমি জীবন-জীবন।
দাও, দেব, কর্ম্মে শক্তি ; দাও, দেব, লক্ষ্যে ভক্তি ;
দাও সুখ-দুঃখ-আবর্ত্তন।
সাধি হে জীবের কর্ম্ম, পালি হে জীবের ধর্ম্ম,
সহি নিত্য উত্থান-পতন।
কর এই আশীর্ব্বাদ,— অবসাদে পেয়ে সাধ
তব সাধ করি সমাপন।
হে চিত্ত-বিহারী নারায়ণ।

হৃদয়-সংগ্রাম

কি ভীষণ চলেছে সংগ্রাম
প্রিয়জন সনে অবিরাম!
পূজ্য বৃদ্ধ পিতা মাতা, স্নেহের পুত্তলী ভ্রাতা,
সহোদরা—বালিকা সুঠাম,
তাহারাও জনে জনে উন্মত্ত এ মহারণে!
হা জীবন, হায় ধরাধাম!

সখা সখী আত্মীয় স্বজন—
তারাও যুঝিছে অনুক্ষণ!
প্রাণাধিকা প্রাণেশ্বরী তারো সনে যুদ্ধ করি,
সে-ও শত্রুসেনা এক জন!
শত তপস্যার ফল এই শিশু সুকোমল,
এ-ও এক যোদ্ধা বিচক্ষণ!

নর-জন্মে এ কি রে দুর্গতি!
এ কি রণ স্বজন-সংহতি!
এ কি অদৃষ্টের ফের— কোথা শেষ এ রণের?
সন্ধিতে কাহারো নাই মতি!
সবাই সবারে চায় মিশাইতে আপনায়,
দিয়া মায়া, দিয়া স্তুতি-নতি।

অহো! এ কি হৃদয়ের রণ—
পরস্পরে করিতে আপন!
সবারি বিভিন্ন গতি, অথচ সবারি মতি
ভাঙিতে এ পার্থক্য-বন্ধন!
দেবে না থাকিতে দেহ আপনে সম্পূর্ণ কেহ,
যাবে না-ও পথিক মতন!

চলিবে, চলিবে অবিশ্রাম—
এ যে মহা মায়ার সংগ্রাম!

সবে যুঝে প্রাণ-পণে জয়ী হ'তে এই রণে,
পরাজয়ে—মরণ-বিরাম।
পরস্পরে রাশি রাশি হানে অশ্রু, হানে হাসি—
ক্ষত হৃদি, তবু কি আরাম!

জীবন-সংগ্রাম

বিষম জীবিকা-রণ
যুঝে' যুঝে' অনুক্ষণ,
—হা বিধি-লিখন!
ঘুচে' গেল সে মত্ততা,
সে সুখ-কল্পনা-কথা,
সে দূর-স্বপন!

আর সে কৈশোর-স্মৃতি
নাহি ফুটে নিতি নিতি
কবিতা-সুবাসে;
আর সে যৌবন-রাগে
শত প্রাণ নাহি জাগে
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে!

ঘুচে' গেল সে রোদন—
কোকিলের কুহরণ,
তরুর মর্ম্মর;
ঘুচেছে সে অশ্রুধারা—
ঘাসে ঘাসে কেঁদে সারা
শিশির সুন্দর!

ঘুচেছে সে প্রেম-আশ—
সাগরের পূর্ণোচ্ছ্বাস,
প্রলয়ের দোলা—

হেথা সৃষ্টি ভেসে যায়,
হোথায় না ফিরে' চায়
সতী-হারা ভোলা!

কোথা সে সম্পূর্ণে শূন্য,
প্রতি পাপে মহাপুণ্য,
আনন্দ—আবেগে;
জগতে জীবনে হেলা,
গ্রহে উপগ্রহে খেলা,
নিদ্রা মেঘে মেঘে!

দেবতার গৃহ সম,
কোথা সে হৃদয় মম
সদা মুক্তদ্বার!
আত্ম-পর নাহি জানে,
ধূপে দীপে ফুলে গানে—
সবে আপনার!

কোথা শত চিত্রে ভরা,
নিত্য-নব আশে গড়া
দূর ভবিষ্যৎ—
ফুল ফুটে, জ্যোৎস্না লুটে,
নূপুর গুঞ্জরি' উঠে
কুঞ্জবন-পথ!

গতদিন স্মরি' মনে,
কেন আর রণাঙ্গনে
আলস্য-লুণ্ঠন!
অনিবার্য্য এ সংগ্রাম—
যুঝি তবে অবিশ্রাম
করি' প্রাণপণ!

আয় রে দারিদ্র্য, দুঃখ,
নিরন্ন উলঙ্গ রুক্ষ—
নিত্য অপমান।
দূরে যাক্ মানবতা—
কল্পনা-কবিত্ব-কথা,
লজ্জা, অভিমান।

কোথা তুমি

কোথা তুমি—কোথা তুমি—হে দেব মহান্,
চাও একবার।
কার্য্য হ'তে কত দূরে— কারণের কোন্ পুরে
বিরাজিছ হে যোগীন্দ্র যোগে আপনার ?

হে জগদতীত দেব, কর, রক্ষা কর
তোমার জগতে।
কি জন্য গড়িলে ধরা করি' হেন মনোহরা ?
সেই শুভ বসুন্ধরা ছুটে যে বিপথে।

তোমারি নিয়ম—ল'য়ে সেই কঠোরতা,
সেই ভীম বল—
তোমারি নিয়ম 'পরে এ কি অত্যাচার করে—
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল দিয়া রসাতল।

এই অনাদৃত সৃষ্টি, হে নির্ম্মম স্রষ্টা,
কাঁদে উভরায়।
ইচ্ছাহীন—লক্ষ্যহীন এ সৃষ্টিতে কোন দিন
যদি কোন ইচ্ছা থাকে, হয়েছে বৃথায়।

তোমারি প্রদত্ত জ্ঞান—হের, জ্ঞানময়,
লুপ্ত অহঙ্কারে।

ভক্তি বাচালতাময়, সুখ-শান্তি স্বার্থে লয়,
স্নেহ-প্রীতি মৃত-প্রায় অবিশ্বাস-ভারে।

রহিলে সৃষ্টির দূরে এ সৃজন-লীলা
চলিবে না আর।
যা হবার গেছে হ'য়ে, থাক এবে সৃষ্টি ল'য়ে,
জীব যথা আছে ল'য়ে জীবন তাহার।

এস, এ জগৎ-মাঝে সুখ-দুঃখময়
ক্ষুদ্র বাসনায়।
নিত্য অনুমানি'—মানি' বুঝিতে পারে না প্রাণী,
সুখ-দুঃখ-মোহাতীত চৈতন্য তোমায়।

জগতের দুঃখ, নাথ, যত তুচ্ছ ভাব,
তত তুচ্ছ নয়।
কে জানে প্রলয়ে কবে এ বিশ্ব বিলীন হবে—
সহিতেছি নিত্য ভবে সে দুর-প্রলয়।

অসহ্য এ ভাগ্য, বিধি, সংহর—সংহর,
হোক্ যার ক্রিয়া।
প্রলয়ের ধ্বংস-স্তূপে গড়িতেছ নব রূপে—
জুড়াও—জুড়াও, দেব, শত-ভাঙ্গা হিয়া।

পারি না বহিতে আর দুঃখের পসরা,
সুপ্রসন্ন হও।
জীবনে আশ্বাস দিয়া, মরণে বিশ্বাস দিয়া,
যেমন গড়িয়াছিলে, পুনঃ গড়ে' লও।

শেষ

প্রিয়ে,
পড়িবে সন্ধ্যার ছায়া ধীরে
যবে তব প্রাসাদ-শিখরে,
পায়ে পায়ে উপবন-শোভা
লুকাইবে আঁধার-ভিতরে ;
হেম-জালায়ন-পাশে বসে' বসে' ক্লান্ত হ'য়ে
উঠিবে যখন,—
দূরে জন-কোলাহল, ধারাযন্ত্রে ঝর-ঝর্,
তরু-শিরে পিকধ্বনি, পত্রের নর্ত্তন
ক্রমে ধীরে থামিবে যখন—
আঁধারের সমভূমি পানে
একবার ফিরায়ো নয়ন।
হয় ত একটী শ্বাস—এক বিন্দু অশ্রু তব
ঝরিলে ঝরিতে পারে—কেঁপে উঠে মন—
ভেবে' কারো আঁধার জীবন।

ফুলে বায়ু চুম্বি' বার বার,
কোন্ জনমের কথা, কোন্ স্বদেশের কথা
কহিলে কহিতে পারে আসি'—
দুলাইয়া অলক তোমার।
যাইতে প্রমোদ-গৃহে, মুছি' অশ্রু ক্ষৌম-বাসে,
আকাশের পানে, সখী, চেয়ো একবার—
হয় ত সহস্র তারা, দুটীতে দুটীতে মিলে'
দেখালে দেখাতে পারে শৈশব কাহার।
পড়িলে পড়িতে পারে মনে,—
কারো গান, কারো কথা, কারো সুখ দুঃখ ব্যথা—
কোলে নিয়ে বাজাতে সেতার।
যাক্ স্মৃতি, কাজ নাই আর।

২

হবে নিশা গভীরা যখন,
দাসী সখী ঘুমে অচেতন ;
আলসে শরীরখানি   শয়নে পড়িবে ঢলে',
আলসে আসিবে ধীরে মুদিয়া নয়ন ;
একে একে প্রাসাদের   সহস্র তড়িৎ-শিখা
যাইবে নিবিয়া ;
অলক্ষ্যে নীরবে জাগরণ
যাবে সুখ-তন্দ্রায় ডুবিয়া,—
সে সময়ে যদি, সখী,   আসে স্বপনের ছলে
একটী অস্ফুট জাগরণ,—
একটী সরসী-তীরে,   বহে বায়ু ধীরে ধীরে,
হাতে-হাতে ভ্রমে হেসে শিশু দুই জন ;
একে বাজাইছে বাঁশী,   অন্যে তুলে ফুলরাশি,
ঘুরে'-ফিরে' হাতে হাত, নয়নে নয়ন—
যাক্ যাক্, সত্য কভু নহেক স্বপন।

যৌবনে বুঝি নি যাহা,   শৈশবে তা বুঝেছিনু—
হয় না প্রত্যয়।
হৃদয়ে কি নাহি সে হৃদয়।
যা ছিল সকলি আছে,   স্বপন টুটিয়া গেছে—
আমি বুঝি আত্মহারা, সই,
যা নয়—তা ভেবে' ভেবে'—যা নই, তা হই।

৩

যাক্ স্মৃতি, যাক্ স্বপ্ন-কথা—
তুমি নব-পুষ্পময়ী লতা।
তোমার সুখের তরে   কত লোকে কি না করে—
সেধে' সেধে' সহে শত ব্যথা।

তোমার সুখের লাগি', শত শত নিশি জাগি'
কিছু যদি আনি,—
ফুলের সুগন্ধ মত, নদীর তরঙ্গ মত,
আদরে কি ধরিবে না বুকে—
তুমি শোভা-রাণী ?
প্রত্যহ প্রভাতে উপবন
ফুলরাশি দেয় উপহার ;
বায়ু দেয় পরিমল-ভার ;
মধ্যাহ্নে নিকুঞ্জ দেয় ছায়া,
সন্ধ্যায় জলদ কত মায়া ;—
আমি আঁধারের তরে দিলাম এ ক্ষুদ্র দীপ—
দীন-উপহার।
গাঢ় ধূম, ক্ষীণ শিখা, কত-না অস্পষ্ট লিখা,
কত ছত্র অর্থ-হীন, ব্যর্থ হাহাকার।
তবু, সখী, দেখো একবার।

প্রভাতে মধ্যাহ্নে সাঁঝে সুখে কিংবা দুঃখে যাহা
দেখ নাই—পারি নি দেখাতে,
হয় ত অলক্ষ্যে তাহা আলোকে আঁধারে মিশে',
ফুটিলে ফুটিতে পারে কোন বর্ষা-রাতে।
ক্ষণ তরে জীবন চঞ্চল,
ক্ষণ তরে শূন্য ধরাতল—
হয় ত সরিতে পারে সেই রেখা-পাতে।
তার পর—অদৃষ্ট আমার।
নিন্দা করো', ঘৃণা করো', ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হ'য়ো,
যা ইচ্ছা তোমার।
কিন্তু, সখী, আবার—আবার—
এই নিন্দা ঘৃণা যেন সম্মুখে ভেঙ্গো না কারো,
পূজারে ভেবো না খেলা করি' অবিচার।
শুনিয়া এ মর্ম্মব্যথা বলি' সবে উপকথা—
করো না প্রাণান্ত অত্যাচার।
প্রাণাধিকা, শপথ আমার।

সমাপ্ত

কনকাঞ্জলি

অক্ষয়কুমার বড়াল

[আশ্বিন ১২৯২ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ : চৈত্র ১৩৬২

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে রঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত
১১—৭. ৪. ৫৬

সম্পাদকীয় ভূমিকা

অক্ষয়কুমারের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কনকাঞ্জলি' প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রদীপ'-প্রকাশের ঠিক দেড় বৎসরের মধ্যে ১২৯২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে বাহির হয়—ইংরেজী ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। তখন কবি সবে পঁচিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৯০। 'প্রদীপে' অক্ষয়কুমার "রোমান্টিক" কাব্যসৃষ্টির যে খ্যাতি অর্জন করেন, 'কনকাঞ্জলি'তে তাহা অব্যাহত থাকে। খ্যাতি সত্ত্বেও প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইতে দীর্ঘ বারো বৎসর কাটিয়া যায়। তখন বাংলা দেশে কবিতা-পুস্তকের চাহিদা ছিল না বলিলেও হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যও অধিকতর সুপ্রসন্ন ছিল না।

১৩০৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে বাধতাকারে অর্থাৎ ১৩৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। গ্রন্থকার ভূমিকায় লেখেন, "এই দ্বিতীয় সংস্করণের অর্দ্ধাধিক কবিতা নূতন এবং গ্রন্থিসম্বদ্ধ। অবশিষ্টাংশ কনকাঞ্জলির প্রথম সংস্করণে ও ভুলে প্রচারিত হইয়াছিল।"

আরও কুড়ি বৎসর পরে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে ১০৭ পৃষ্ঠায় পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ইহার "ভূমিকা" লিখিয়া দেন। আমরা এই "ভূমিকা"সহ তৃতীয় সংস্করণের পাঠই বর্তমান গ্রন্থাবলীতে গ্রহণ করিয়াছি।

কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁহার "অক্ষয়কুমার বড়াল" প্রবন্ধে 'কনকাঞ্জলি' সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

> " 'কনকাঞ্জলি'র কবি যে পেলব সূক্ষ্ম রস-মূর্চ্ছনায় নব্য গীতিকাব্যে একটি নূতন সুর যোজনা করিয়াছিলেন তাহা জাতির নহে, যুগের ; সে কাব্য কল্পনায় বড় নহে—দৃষ্টি-সৃষ্টির যাদুশক্তি তাহাতে নাই।"

'কনকাঞ্জলি'র তৃতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার 'নানা নিবন্ধে' যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন :

> " 'কনকাঞ্জলি'র তৃতীয় সংস্করণ উল্লেখযোগ্য নয়। ইহাতে কবি তাঁহার পূর্ব্ব রচনাগুলিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া যে আকার দিয়াছেন তাহাতে তাহাদের স্বাভাবিক মাধুর্য্য ও শ্রী লুপ্ত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।"

এতদ্‌সত্ত্বেও কবির স্বকৃত পরিবর্তন আমরা উপেক্ষা করিতে পারি নাই।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সূচী

	ভূমিকা	...	।৶০
	উৎসর্গ	...	৩
১	উপহার	...	৭
	কত দিন পরে	...	৭
	কবি	...	৮
	সুখ	...	৯
	বাঁশরী-স্বরে	...	৯
	পথে	...	১০
	আঁখি	...	১১
	দেখা	...	১১
	দেখ	...	১২
	যদি	...	১২
	গেছে	...	১৩
	প্রত্যহ	...	১৪
	তার স্মৃতি	...	১৪
	সন্ধ্যায়	...	১৫
	স্বপ্ন-রাণী	...	১৫
	প্রভাতে	...	১৭
	নিদাঘে	...	১৭
	দুঃখ	...	১৮
	কাঁদিতে পার	...	১৯
	অশ্রু	...	২০
	এত বুঝি	...	২১
	ও কথা	...	২৩
	যাই	...	২৩
	আয় ঘুম	...	২৪
	অবশেষ	...	২৫
২	আমার এ কাব্যে	...	২৭
	কবিতা	...	২৭

বরণ	...	৩০
সংশয়-দৃষ্টি	...	৩১
সম্ভাষণ	...	৩২
মিলনে	...	৩৩
শত মাগিনীর পাকে	...	৩৩
এখনো রজনী আছে	...	৩৪
যেও না	...	৩৫
আসি তবে	...	৩৫
বিদায়	...	৩৬
দু' দিকে	...	৩৭
সে নেত্রে	...	৩৮
হেমন্তে	...	৩৮
হৃদয় সমুদ্র সম	...	৩৯
প্রেম কি বুঝান' যায়	...	৩৯
সংসারে	...	৪১
সখীর উক্তি	...	৪২
প্রেম-শিশু	...	৪৩
কবিতা-বিদায়	...	৪৫

ভূমিকা

বিক্রমাদিত্যের তিরোভাবের পর পুরাতন 'রসবত্তা' কালক্রমে 'বিহতা' হইয়াছিল;—তখন এক নূতন (নবকা) 'রসবত্তা' বিলসিত হইয়া উঠিয়াছিল;—তাহার উচ্ছৃঙ্খল প্রবল প্রভাবের দিনে কে না কাহাকে অতিক্রম করিত? বাসবদত্তার মুখবন্ধে মহাকবি সুবন্ধু তাহার বর্ণনা করিবার জন্য লিখিয়াছিলেন,—

"সা রসবত্তা বিহতা, নবকা বিলসন্তি, চরতি ন কং কঃ?"

বাসবদত্তা প্রত্যক্ষর-শ্লেষনিবদ্ধ গদ্য কাব্য। এক অর্থ এক রূপ, অন্য অর্থ অন্য রূপ। এখানেও অন্য অর্থ আছে। তাহার সন্ধান পাইতে হইলে, শ্লোকার্দ্ধটি একটু ভিন্নভাবে পদচ্ছেদ করিয়া পাঠ করিতে হয়। যথা,—

"সারসবত্তা বিহতা, ন বকা বিলসন্তি, চরতি ন কঙ্কঃ!"

ইহাও করুণ-রসাত্মক। বিক্রমাদিত্য-রসসরোবর শুষ্ক হইয়া গিয়াছে,—'এখন আর সারস নাই; বকেরাও বিলাসলীলা প্রকাশিত করে না; এমন কি, মাছরাঙ্গাটি পর্য্যন্ত বিচরণ করে না।' সুবন্ধুর এই সুপরিচিত উক্তি সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসের একটি বিপ্লবযুগের আভাস প্রদান করে।

অনেকে মনে করেন,—বঙ্গকাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসেও এইরূপ এক বিপ্লব-যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। এখন আর বড় কবি নাই;—সারসগুলা মরিয়াছে, বকেরা উজাড় হইয়াছে, মাছরাঙ্গাটি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন যাহারা শুষ্ক-সরোবর-তীরে কলরব করিতেছে, তাহারা আর একশ্রেণীর জীব,—অধিকাংশই দর্দ্দুর! এরূপ সমালোচনা সুলভ ও সরস হইলেও, সর্ব্বাংশে সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

সকল যুগেই প্রকৃত কবির সংখ্যা অল্প। যে যুগে জনসমাজে কাব্যের আদর প্রবল থাকে, সে যুগে রসজ্ঞের অভাব হয় না। তখন যে কেহ রসজ্ঞের মজলিসে বীণা বাঁধিয়া অগ্রসর হইতে সাহস করে না। যে যুগে জনসমাজে কাব্যের আদর অল্প হইয়া পড়ে, সেই যুগেই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশ্রয় লাভ করে, এবং প্রকৃত কবি-প্রতিভার পক্ষে সমুচিত বিকাশলাভের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। বঙ্গকাব্য-সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগে সুকবির একান্ত অভাব উপস্থিত হয় নাই; কিন্তু প্রকৃত কাব্য-রসজ্ঞের কিছু অভাব উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। তজ্জন্য পুরাতন 'রসবত্তা' কিয়ৎ-পরিমাণে 'বিহতা' হইতেছে;—'নবকা রসবত্তা' উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে,—ভাবের হাট ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে! এমন দিন সুকবির সাধু কাব্যের সমুচিত বিকাশলাভের দিন নয়। যাঁহারা সুকবি, তাঁহারা অনেকেই অরণ্যে রোদন করিতেছেন। তাঁহাদের গানে 'আগমনী' অপেক্ষা 'বিজয়া'র করুণ সুরই অধিক

পরিস্ফুট। তাঁহারা যেন ভয়ে ভয়ে আসরে আসিয়া, পালা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই, ‘বিদায়’ লইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। হট্টগোল ইহার জন্য কত দূর দায়ী, তাহা অনেকেই ভাবিয়া দেখিবার সময় পাইতেছেন না।

কবিবর অক্ষয়কুমার এই যুগের এক জন সুকবি। তাঁহার রচনায় কৃত্রিমতা নাই; আন্তরিকতা আছে। তাঁহার ভাবের আকাশে কুজ্‌ঝটিকা নাই, শরৎকৌমুদী আছে;—তাঁহার পদবিন্যাস-কৌশলে বহ্বাড়ম্বর নাই, সুশ্লীল সরলতা আছে। ‘এষা’র কবি অক্ষয়কুমারের নাম সুপরিচিত। কিন্তু ‘এষা’ যে কবি-প্রতিভার স্বর্ণমন্দির, তাঁহার ‘কনকাঞ্জলি’ প্রভৃতি অন্যান্য কাব্য—তাহারই সুবিন্যস্ত সুবর্ণ-সোপান।

আমি অনেক দিন হইতেই অক্ষয়-গীতিকাব্যের পক্ষপাতী। তাঁহার এক একটি কবিতা হীরার টুকরার মত ঝল্‌মল্‌ করে,—অল্প পরিসরের মধ্যে অনেক কথা মনের মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়া কাব্যামোদিগণকে বিমল কাব্যানন্দে পূর্ণ করিয়া দেয়। কবি শিক্ষক ও সংস্কারক, কবি দেশসেবক ও দেশনায়ক, কবি সাধক ও উত্তরসাধক। অক্ষয়-গীতিকাব্যে ইহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্ত্তি নয়,
ধরণী চাহিছে শুধু,—হৃদয়—হৃদয়।"

শঙ্খ।

যে কবি ধরণীর এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ কবিপদবাচ্য। অক্ষয়কুমার হৃদয়বান্‌ বলিয়াই তাঁহার গীতিকাব্যে এমন স্পষ্ট কথা অভিব্যক্ত হইয়াছে। হৃদয় যেখানে হৃদয়ের সঙ্গে কথা কহিতে চেষ্টা করে, কৃত্রিমতা সেখানে আড়ম্বর প্রকাশ করিতে পারে না। ভাষার কৃত্রিমতা, ভাবের কৃত্রিমতা, সমানভাবেই অন্তর্হিত হইয়া যায়। অক্ষয় গীতিকাব্যে ইহারও অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই প্রিয় কবির ‘কনকাঞ্জলি’র নূতন সংস্করণের ভূমিকা লিখিবার প্রয়োজন ছিল না; কারণ, ‘কনকাঞ্জলি’ বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত; কিন্তু কবিবর তাঁহার এই সুন্দর গ্রন্থের সঙ্গে আমার এই ক্ষুদ্র নামটি সংযুক্ত করিবার জন্য যে অবসর দান করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

এই গ্রন্থের সকল কবিতাই পৃথক্‌ কবিতা, তথাপি সকলগুলির মধ্যেই একটি ভাবের অনুবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। সে ভাবের প্রবাহ স্বচ্ছ ও অনাবিল;—তাহাতে গতি আছে, আবর্ত্ত নাই;—উচ্ছ্বাস আছে, তরঙ্গ নাই; সংযম আছে, উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। এই গুণে অক্ষয়-গীতিকাব্য অলক্ষিতভাবে পাঠকহৃদয়ে সমবেদনার উদ্রেক করে। তাহা কখনও কখনও চিত্তকে উদাস করিয়া দেয়, কিন্তু কদাপি তীব্র কামগন্ধে ক্লিষ্ট করে না। তাঁহার প্রেমে লালসা নাই, আত্মবিসর্জ্জন আছে। যাহা স্থায়িরস, তাহাই কাব্যের প্রকৃত রস। সেই রসে অক্ষয়-গীতিকাব্য চির-অভিষিক্ত।

'অসমাপ্ত এ চুম্বন, অপূর্ণ পিপাসা।
এই ত প্রেমের বন্ধ,—
বাস্তবে স্বপনে দ্বন্দ্ব,
কবিতার চিরানন্দ কল্পিত নিরাশা।
খুলে দাও বাহু-পাক,
অপূর্ণ—অপূর্ণ থাক ;
আজ যদি কেঁদে যাই,—কাল ফিরে' আসা।
থাকুক পিপাসা।'

এই ভাবেই অক্ষয়কুমার ভাবিয়াছেন, এই ভাবেই আমাদিগকেও ভাবিতে শিখাইয়াছেন। ইহাতে অতৃপ্তি নাই, পিপাসা আছে ;—অনাসক্তি নাই, আগ্রহ আছে ;—নিরাশা নাই, আশা আছে। আশা আকাঙ্ক্ষা হইতে একটু পৃথক্। কেহই কামনাহীন নহে ; তথাপি আশায় কেবল বাসনা ; আকাঙ্ক্ষায় লালসা। অক্ষয়-গীতিকবিতায় আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা নাই ;—বাসনা আছে, লালসা নাই। তাই তাহা সুসংযত, তাই তাহা অনাবিল। আমি কাব্য-সমালোচনায় অনধিকারী। অক্ষয়-গীতিকাব্য ভাল লাগে কেন, তাহারই একটু কৈফিয়ৎ দিলাম। ইহাই আমার ভূমিকা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

কনকাঞ্জলি

Who is a poet needs must understand

Alike both speech and thoughts which prompt to speak.

ROBERT BROWNING.

উৎসর্গ

৺বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১

নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী—গর্ব্বোন্নত-শির,
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি ;
তবু কাঁদ কাঁদ,—জনম-ভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।

এসেছিল সুধু গায়িতে প্রভাতী,
না ফুটিতে উষা, না পোহাতে রাতি—
আঁধারে আলোকে, প্রেমে মোহে গাঁথি',
কুহরিল ধীরে ধীরে ;
ঘুম-ঘোরে প্রাণী, ভাবি' স্বপ্ন-বাণী,
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে'।

দেখিল না কেহ, জানিল না কেহ,—
কি অতল হৃদি, কি অপার স্নেহ!
হা ধরণী, তুই কি অপরিমেয়,
কি কঠোর, কি কঠিন!
দেবতার আঁখি কেন তোর লাগি'
রহে জাগি নিশিদিন?

মৃত তোর ভক্ত, কাঁদ, মা জাহ্নবী,
মৃত তোর শিশু, কাঁদ, গো অটবী,
হে বঙ্গ-সুন্দরী, তোমাদের কবি
এ জগতে নাই আর!

কোথায় সারদা—শরতের ছবি,
পর বেশ বিধবার।

কাঁদ, তুমি কাঁদ। জ্বলিছে শ্মশান,—
কত মুক্তা-ছত্র, কত পুণ্যগান,
কত ধ্যান জ্ঞান, আকুল আহ্বান
অবসান চিরতরে!
পুণ্যবতী মার পুত্র পুণ্যবান
ওই যায় লোকান্তরে!

যাও, তবে যাও। বুঝিয়াছি স্থির,—
মানব-হৃদয় কতই গভীর;
বুঝেছি কল্পনা কতই মদির,
কি নিষ্কাম প্রেমপথ!
দিলে বাণীপদে লুটাইয়া শির,
দলি' পদে পর-মত।

বুঝায়েছ তুমি,—কত তুচ্ছ যশ;
কবিতা চিন্ময়ী, চির-সুধা রস;
প্রেম কত ত্যাগী—কত পরবশ,
নারী কত মহীয়সী!
পূত ভাবোল্লাসে মুগ্ধ দিক্-দশ,
ভাষা কিবা গরীয়সী!

বুঝায়েছ তুমি,—কোথা সুখ মিলে-
আপনার হৃদে আপনি মরিলে;
এমনি আদরে দুখেরে বরিলে
নাহি থাকে আত্ম-পর।
এমনি বিস্ময়ে সৌন্দর্য্যে হেরিলে
পদে লুটে চরাচর।

বুঝায়েছ তুমি,—ছন্দের বিভবে ;
কি আত্ম-বিস্তার কবিত্ব-সৌরভে ;
সুখদুঃখাতীত কি বাঁশরী-রবে
কাঁদিলে আরাধ্যা লাগি' ।
ধন জন মান যার হয় হবে—
তুমি চির-স্বপ্নে জাগি ।'

তাই হোক, হোক । অনন্ত স্বপনে
জেগে রও চির বাণীর চরণে—
রাজহংস সম, চির কলস্বনে,
পক্ষ দুটী প্রসারিয়া ;
করুণাময়ীর করুণ নয়নে
চির স্নেহরস পিয়া ।

তাই হোক, হোক । চির কবি-সুখ
ভরিয়া রাখুক সে সরল বুক ।
জগতে থাকুক জগতের দুখ,
জগতের বিসংবাদ ;
পিপাসা মরুক, ভরসা বাড়ুক,
মিটুক কল্পনা-সাধ ।

তাই হোক, হোক । ও পবিত্র নামে
কাঁদুক ভাবুক নিত্য ধরাধামে ।
দেখুক প্রেমিক,—সুগভীর যামে,
স্বপনে জগৎ ঢাকি'
নামিছে অমরী, ওই সুর ধরি',
আঁচলে মুছিয়া আঁখি ।

তাই হোক, হোক। নিবে চিতানল,
কলসে কলসে ঢাল শান্তিজল।
দুখ-দগ্ধ প্রাণ হউক শীতল—
কবি-জনমের হাহা।
লও—লও, গুরু, মরণ-সম্বল—
জীবনে খুঁজিলে যাহা।

১

উপহার

ধর, সখী, কনক-অঞ্জলি ।
নহে ইহা ফুলমালা—
আসি নাই দিতে জ্বালা ;
এসেছি বিদায় নিতে, কেঁদে যাব চলি' ।
তুলিব না পূর্ব্ব-কথা,
সে কেবল মর্ম্ম-ব্যথা ;
নাহি সে সময় আর, কারে কিবা বলি' ।
অদৃষ্ট-ঝটিকা-ঘায়
শুষ্ক পত্র উড়ে যায়,
কর্দ্দমে তরুর মূলে, তুমি কুন্দকলি,
ধর, ধর হৃদয়-অঞ্জলি ।
কি দিয়ে শোধিবে দীন
তোমার অশেষ ঋণ ।
তবু দিল—যাহা ছিল, মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলি' ।

কত দিন পরে

কত দিন পরে আজ—কত দিন পরে,
সে স্মৃতি-কুহকে চিত চমকে আবার ।
বিশীর্ণ কল্পনা-ফল্গু, কি উচ্ছ্বাস-ভরে,
ছুটিছে কল্লোলি' আজ প্লাবি' পারাপার ।
সে চির-মিলন-আশা, দূর বনান্তরে,
মাধবী-বাসর-কুঞ্জ রচিছে আমার ।
জাগিছে সে প্রেম-স্বপ্ন নব কলেবরে,—
তরল জ্যোৎস্নায় হেরি' তোমার আকার ।

ঘুমায়ে পড়েছে দূরে জগৎ সংসার,—
পত্রে পুষ্পে সমাবৃত, মলয়-নিঃশ্বাসে।
বিমূঢ় হৃদয় ভাবে,—কোথা ভাষা তার।
কি দিয়া নবীন পিক বসন্তে সম্ভাষে?
জানি,—কি বলিতে চাই; জানি না,—কি বলি।
ক্ষম' এই অক্ষমতা;—সত্যে নাহি ছলি।

কবি

সরল-হৃদয় কবি—
যেখানে মাধুরী-ছবি,
সেখানে আকুল।
পূর্ণিমায় নদীকূলে,
উষালোকে তরুমূলে
কত বকে ভুল।

প্রজাপতি, মৃগ-আঁখি,
ফুলে অলি, ডালে পাখী,
গাছে গাছে ফুল,
দুলে লতা তরু-বুকে,
চকাচকি মুখে-মুখে—
দেখিলে ব্যাকুল।

রমণী, তোমারে চেয়ে,
ভেবো না, কি গেল গেয়ে,
কি বকিল ভুল।
সরল-হৃদয় কবি—
যেখানে মাধুরী-ছবি,
সেখানে আকুল।

সুখ

এমন চঞ্চল কেন সুখ,
নদী-বুকে যেন ক্ষুদ্র ঢেউ ;
ব্যাকুল লুকাতে সদা মুখ—
ধরার সে নহে যেন কেউ।

একা সুখ নাহি পায় সুখ,
তাই সদা পরমুখ চায় ?
তাই কেঁদে ডাকে শত দুখ ?
বাস যথা আপনা বিলায়।

রমণী, তোমার মুখ হেরে',
সুখ বুঝি এত সুখ পায়—
অত সুখ সহিতে না পেরে,
আত্মঘাতী হ'য়ে ম'রে যায়

বাঁশরী-স্বরে

বাঁধিতেছিলাম মন আপন ঘরে—
কেন গৃহ ছাড়িলাম বাঁশরী-স্বরে।
সম্মুখে প্রমোদ-বন,
ফুটে ফুল অগণন,
উড়ে অলি, নাচে শিখী, হরিণী চরে ;
কেন গৃহ ছাড়িলাম বাঁশরী-স্বরে।

সমীর সুরভি-ভরে
ফুলে ফুলে ঢলে' পড়ে,
মৃদু কাঁপে তরু-লতা, পিক কুহরে।

আকাশে তারকা কত
চেয়ে প্রেমিকার মত,
ঢলিয়া পড়েছে শশী মেঘের থরে।

স্রোতস্বিনী কলস্বরা,
আসে উষা মনোহরা—
আর তার রূপচ্ছটা মেঘে না ধরে।

এ যে রে সুখের ধরা,
প্রেমের স্বপনে ভরা—
কার বাঁশী গেয়ে গেল কাহার তরে।
বাঁধিতেছিলাম মন আপন ঘরে।

পথে

কেন সে চমকি' ত্রাসে চেয়ে গেল রে।
যেন, মধুর শেফালি-বাসে ছেয়ে গেল রে।
যেন, সুদূর কানন-কথা,
প্রভাত-কাকলি-সম,
সমীর গ্রামের ধারে গেয়ে গেল রে।
যেন, গভীর বরষা-রাতে,
মেঘের আড়াল হ'তে
জগতের পানে চাঁদ চেয়ে গেল রে।
ভোরে, আধ-ঘুম-ঘোরে,
বাঁশীর গানটী যেন,
ধরি-ধরি না ধরিতে ধেয়ে গেল রে।
শুধু একটু অবশ সুখ,
একটু অলস দুখ,
একটী স্বপন—প্রাণ পেয়ে গেল রে।

আঁখি

[শেলির ভাবানুকরণ]

আঁখির কি আশা !
প্রভাত-কমল, রসে ঢল-ঢল,
চেয়ে চেয়ে রবি-পানে—মিটে না পিপাসা,
সারাদিনে মিটে না পিপাসা !

আঁখির কি ভাষা !
পাগল কবির প্রলাপ-সঙ্গীতে
নাহি ফুটে এত ভালবাসা !

একবার চাও !
এ বিষণ্ণ হৃদি 'পরে—অশ্রু-হারা মেঘ-স্তরে
ইন্দ্রধনু বারেক ফুটাও !
এ জীবন-বর্ষা-শেষে—আলো-মাখা বৃষ্টি-বেশে
দণ্ড দুই খেলি একবার,
আঁখিতে তোমার !

দেখা

নয়নে নিমেষ নাই, কথা নাই মুখে,
চেয়ে আছি,—বুঝিতেছি ; কাঁপিতেছি বুকে
বুঝিতেছি,—দেহ চায় দেহের পরশ ;
দাঁড়াইয়া আছি কাছে,—সে যে দুঃসাহস !

দুটী মূর্ত্তি—ছায়া সম ফুটে স্বৎ-কোলে,—
বুকে বুকে দৃঢ় বাঁধা, কপোলে কপোলে ;
সুখে স্বপ্নে অবসন্ন, অবশ শরীরে
জড়ায়ে—জড়ায়ে যেন মরিবে অচিরে।

দেখ

এই দেহ,—অতি সুকুমার।
নিজ অনুরূপ করি',
আদরে যতনে গড়ি'
দেখান বিধাতা যাহে রূপ আপনার।
এত তরঙ্গের ভঙ্গ,
এত কুসুমের রঙ্গ,—
ঘৃণায় কি দেখিলে না তুমি একবার!

এই মন,—অনুপম ভবে।
অলক্ষ্যে অমরী কত
আসে যায় অবিরত,
সম্ভ্রমে ভুলিয়া যায় নন্দন-বিভবে।
এত প্রেম, এত আশা,
এত সুর, এত ভাষা,
নিজ করে গড়ি'—কেন হারাও গরবে!

যদি

আমি যদি হ'তেম ভূপতি,
তুমি হ'তে অনাথা রমণী;—
দাঁড়ালে আমার দ্বারে,
দিতাম যে একেবারে
তোমার চরণতলে সমগ্র ধরণী!

আমি যদি হ'তেম দেবতা,
তুমি যদি কেঁদে একবার
চাহিতে আকাশ-পানে!
আমি যে বিহ্বল-প্রাণে
পড়িতাম স্বর্গ হ'তে চরণে তোমার!

তুমি যদি হইতে পুরুষ,
আমি যদি হইতাম নারী ;—
দেখিলে ও ম্লান মুখ,
শতধা হইত বুক,
শতকণ্ঠে বলিতাম,—'আমি যে তোমারি !'

গেছে

[রবার্ট ব্রাউনিং-এর ভাবানুকরণ]

এই পথ দিয়ে গেছে,—এখনো যেতেছে দেখা
শত শুভ্র তৃণ-ফুলে চরণ-অলক্ত-রেখা।
এই পথ দিয়ে গেছে,—চেয়ে চেয়ে চারি দিকে,
এখনো হরিণী চেয়ে পথ-পানে অনিমিখে।

এই পথ দিয়ে গেছে,—ছিঁড়ে' পাতা তুলে' ফুল ;
নাড়া পেয়ে নাড়া দেয় এখনো বিহগকুল।
এই পথ দিয়ে গেছে,—গেয়ে গেয়ে মৃদু গান,
এখনো বাতাসে কাঁপে সেই গুন-গুন তান।

এই পথ দিয়ে গেছে,—ব'সে গেছে নদীকূলে,
গেঁথে গেছে ফুলমালা, পরে' যেতে গেছে ভুলে।
এই পথ দিয়ে গেছে,—কেঁদে গেছে তরুতলে,
এখনো সে অশ্রুকণা মিশে নি শিশিরদলে ;

কোথায় যেতেছে চলে',—কে আমারে বলে' দেয় ?
এ অশ্রু কে মুছে দেবে, এ মালা কে তুলে' নেয় ?
কি তার মনের কথা ? আমি ত জানি না কিছু।
কে দেখেছে তার মুখ ? আমি যে রয়েছি পিছু।

প্রত্যহ

চাহিয়া উষার পানে বলি যে হাসিয়া,—
স্বপন সফল হবে আজ।
আশায় বাঁধিয়া বুক থাকি যে বসিয়া,
সারাদিন শূন্যগৃহ-মাঝ।
—ফুরায় না তার গৃহ-কাজ।

সন্ধ্যায় নিঃশ্বাস ফেলি,—জীবন বিফল।
কি কঠোর নারীর অন্তর।
চাহিয়া আকাশ-পানে নয়ন নিশ্চল;
ঝরে অশ্রু, হৃদয় কাতর।
—নাহি তার ক্ষণ-অবসর।

তার স্মৃতি

সংসারের আপদে বিপদে
ভাবি যবে,—মঙ্গল মরণ;
তার স্মৃতি, এসে আচম্বিতে,
বলে হেসে,—'মধুর জীবন।'
আছে তার স্মৃতি,
বাঁচিব গো স'য়ে।

সংসারের আনন্দে সম্পদে
ভাবি যবে,—মধুর জীবন;
তার স্মৃতি, হৃদয়-নিভৃতে,
বলে কেঁদে,—'মঙ্গল মরণ।'
কোথায় বিস্মৃতি।
বাঁচিব কি ল'য়ে?

সন্ধ্যায়

আয় স্মৃতি, প্রীতির নন্দিনী।
পর্ব্বত-শিখর হ'তে— তটিনীর কলস্রোতে
শুনিতেছি যেন তোর মৃদু পদধ্বনি।
তরুর মৃদুল শ্বাসে, ফুলের মধুর বাসে,
সন্ধ্যার বাতাসে যেন তোর কণ্ঠ শুনি।
আয় স্নেহরাণী।

আয় স্নেহরাণী।
জেগে জেগে সারাদিন অতি শ্রান্ত, দীনহীন
ঘুমায়ে পড়েছে বুকে কল্পনা-কামিনী ;
মুখখানি তুলে' তার, ডাক তারে একবার,
উঠিলে উঠিতে পারে তোর কণ্ঠ শুনি'
আয় স্নেহরাণী।

আয় স্নেহরাণী।
কত-না যতন করে' পেতে দেছি তোর তরে
কোমল অশ্রুর শয্যা—ভাঙ্গা হৃদিখানি।
আয়, বুকে শুয়ে থাক, এ জীবন হ'য়ে যাক
বরষা-রাতের এক স্বপন-কাহিনী।
নিশি যেন না পোহায়, পাখী যেন নাহি গায়,
আঁধারে মিলায়ে যায় জীবন এমনি।
আয় স্নেহরাণী।

স্বপ্ন-রাণী

ঘুমন্ত চাঁদের বুক হ'তে,
ভেসে ভেসে জোছনার স্রোতে,
মুক্ত বাতায়ন দিয়া, তরাসে কম্পিত-হিয়া,
আসি, প্রিয়, তোমায় দেখিতে।

ধীরে পড়ে বায়ুর নিঃশ্বাস,
মৃদু কাঁপে ফুলের সুবাস ;
ছোট ছোট তারাগুলি ঘুমে পড়ে ঢুলি' ঢুলি',
কাঁপে চোখে সরমের হাস।
নদী-পারে ডাকে পাখী আধ-ঘুমে থাকি' থাকি',
কুল্‌-কুল্‌ নদী বহে' যায় ;
তীরে তীরে তরু-কোলে কুসুমিতা লতা দোলে,
জগৎ ঘুমায়।
আসি, প্রিয়, দেখিতে তোমায়।

যখন গো হৃদয় ঘুমায়—
বাসনা ঘটনা যত, সমীরে সুরভি মত,
নীরবে দুটীতে মিশে যায় ;
ভাসা-ভাসা কথা শত, নদীতে ঢে'য়ের মত,
হেথাহোথা ভাসিয়া বেড়ায় ;
কে আপন, কেবা পর, কাহারে করিবে ভর—
হৃদয় বুঝিতে নাহি চায়।
স্বপনের মত হ'য়ে, হাতে প্রেম-মালা ল'য়ে
আসি, প্রিয়, দেখিতে তোমায়।

আসি, প্রিয়, দেখিতে তোমায়।
যাই—যাই, নাহি বল, চোখে ভরে' আসে জল,
হৃদয় কাঁপিয়া উঠে সন্দেহে লজ্জায়।
আর বার মনে হয়,— কেন লজ্জা, কেন ভয় ?
নয়নে লিখিয়া দেই অলক্ষ্য চুম্বনে,—
যে প্রেম ফুটে না কভু নারীর বচনে।

প্রভাতে

কে ভাঙ্গিল হৃদয়-কানন ?
সাধের অস্ফুট ফুল-বন !
না জানি কে দেববালা
ভরিতে ফুলের ডালা,
এসেছিল নিশীথে কখন !
শাদ্বলে যেতেছে দেখা
ঈষৎ গুল্‌ফের লেখা ;
শিলাসনে তনু-নিরূপণ ।

পূর্ণিমায় ফুল্ল হিয়া,
দেখে নাই বিচারিয়া,—
ছিঁড়েছে মুকুল অগণন !
কে জানে নারীর খেলা,
কিসে সাধ, কিসে হেলা—
কে জানে কেমন নারী-মন !
কোন কথা নাহি বলি',
পদতলে গেল দলি'
কত শ্রম, বাসনা, যতন !

নিদাঘে

দিয়েছিলে জ্যোৎস্না তুমি, নিয়ে আছি অন্ধকার ;
দিয়েছিলে ভালবাসা, নিয়ে আছি হাহাকার ।
তুমি বেঁধেছিলে বীণা, আমি যে ছিঁড়েছি তার,—
ভ্রমর গুঞ্জন করি' আসে না ত কাছে আর !

ঊষার মতন হেসে—ধরা আলো করে' এলে,
গেলে বিদ্যুতের মত,—শত বজ্র পাছে ফেলে !

কোথা সে প্রভাত-স্বপ্ন, কোথা সে সন্ধ্যার গান,
কোথা সে পূর্ণিমা-নিশি—চেয়ে চেয়ে অবসান!

এস বর্ষা, এস তুমি,—তুমি নিদাঘের শেষ,
ল'য়ে এস অন্ধ নিশা—ঘুচাও এ মৃত্যু-ক্লেশ!
তৃষায় ফাটিছে প্রাণ—কোথা প্রেম-পুণ্যজল!
চারি দিকে মরীচিকা হাসিতেছে খল-খল।

দুঃখ

গোলাপ সুন্দর অতি,
   সকণ্টক বৃন্তে ফুটে;
নির্ঝর মধুর-গতি,
   রুক্ষ গিরিপথে ছুটে;
কমল সুগন্ধে ভরা,
   জনমে পঙ্কিল সরে;
ঘুরে জীব-পূর্ণ ধরা,
   জীব-শূন্য কক্ষ 'পরে।

কোকিল—অখিল-রব,
   শীতের মরণে উঠে;
তারকা-খচিত নভ
   অমার আঁধারে ফুটে;
শশিকলা মনোহরা
   ফুটে অন্ধ মেঘদলে;
সহি' শত মৃত্যু-জরা,
   আসে জীব ধরাতলে।

ঝটিকার পাছে আসে
   হিল্লোলি' সমীর ধীর;

বন্যার প্লাবন-পাশে
কল্লোলি' শীতল নীর ;
রণ পরে শ্রান্তি-সুখ,
শ্রান্তি পরে স্বস্তি-গান ;
তাপ-দগ্ধ প্রৌঢ়-বুক
শিশুর ক্রীড়ার স্থান।

মুছি তবে নেত্রজল—
অদৃষ্টের এ বিপাক!
ভাঙ্গে যদি মর্ম্মস্থল—
কি করিব?—ভেঙ্গে যাক
নিশার পাণ্ডুর মুখ,
হেরি' দূরে সূর্য্যরথ ;—
যুঝুক—যুঝুক দুখ
সুখে মোর দিতে পথ!

দহিয়া বিরহ-দাহে
হোক আরো শুদ্ধ প্রাণ ;—
প্রেমময়ী, পার যাহে
করিবারে অধিষ্ঠান!
কত যুগে—দাও বলে',
কিংবা জন্ম পরে কত—
কত দুখে জ্বলে' জ্বলে'
হব তব মনোমত।

কাঁদিতে পার

কাঁদিতে পার' গো যদি চিরকাল নিতি নিতি,
এস তবে এস, সখা, দুজনে করি পিরীতি।

মিলনে নাহিক সাধ,
সে কেবল অপবাদ ;
র'ব মোরা দূরে দূরে, র'বে সুধু সুখ-স্মৃতি ।

মিলনের তরে মন কাঁদিবে আকাশে চাহি',
বুঝাইব দীর্ঘশ্বাসে,—জগতে মিলন নাহি ।
এ ধরা মাটীতে গড়া,
নর-নারী স্বার্থে ভরা ;
এ নহে নন্দন-বন হেথা আছে লোক-ভীতি ।

চোখে উছলিবে জল, মুখে ফুটিবে না কথা,
অন্তরে পিপাসা আশা, সম্মুখে বিরহ-ব্যথা ।
কাছে আছ, তবু নাই ।
আরো চাই—আরো চাই ।
দিয়েছ, নিয়েছ সব—তবুও অভাব-গীতি ।

মিলন নরক-দাহ—আমরণ হাহাকার,
নিমেষ-চঞ্চল-সুখে বুকে চির অগ্নি-ভার ।
বিরহ-মথিত প্রেম,
অনল-কষিত হেম ।
দিও না কলঙ্ক-ডালি তুলে' শিরে, হে অতিথি
এ নহে প্রেমের রীতি ।

অশ্রু

হৃদয়ে বেঁধেছি, সখী, বল ;
মুছ আঁখি-জল ।
দাও—দাও, ছেড়ে দাও, যেথা ইচ্ছা—দূরে যাও ;
প্রেম যদি কলঙ্ক কেবল—
এ প্রেমে কি ফল ?

যদি এ মমতা-মায়া,— সুধু আলেয়ার ছায়া,
জীবন শ্মশান করি',—বিভীষিকা-স্থল ;—
এ প্রেমে কি ফল ?

মুছ আঁখি-জল।
ওই বিন্দু-মুকুতায় ব্রহ্মাণ্ড গলিয়া যায়—
এখনি সঙ্কল্প হবে নিমেষে বিফল।
সংযম হারাবে মন,— গ্রহে গ্রহে সংঘর্ষণ,
জগতে উঠিবে জ্বলি' প্রলয়-অনল।
মুছ আঁখি-জল।

এত বুঝি

এত বুঝি, এত সহি,
তবু তবু—প্রেমময়ী।
আবার সে ভুল।
আবার মিলন-আশে,
আবার বিরহ-শ্বাসে
হৃদয় ব্যাকুল।

আবার ভাবিছে মন,—
এই প্রিয়া-সম্বোধন,
এই দীর্ঘশ্বাস,
পার হ'য়ে গিরি-নদী,
তব কর্ণে পশে যদি—
কি অদ্ভুত আশ।

বিরক্ত কি হবে তায় ?
বায়ু ত লইয়া যায়
কত পিক-স্বর ;

চন্দ্রমা ত দূরে র'য়ে
চেয়ে থাকে মুগ্ধ হ'য়ে—
আমি শুধু পর।

নদী মত উছলিয়া
পড়ি না চরণে গিয়া,
লুটায়ে হৃদয়।
সার্থক হউক জন্ম,
সার্থক এ ধৈর্য্যধর্ম্ম,
সার্থক প্রণয়।

এ কি—এ কি আশা-ঘোর।
কোথা সে দৃঢ়তা তোর,
হা বিকল মন।
সহিতে জন্মেছি ভবে
আমৃত্যু সহিতে হবে—
কেন দুঃস্বপন ?

হও, মন, হও স্থির,
হের—হের কি গম্ভীর
মরু—অহরহ ;
কি নিষ্কাম মহাতপ,
কি নীরব মন্ত্র-জপ,
কি আত্ম-নিগ্রহ।

ভয়ে জীব যায় দূরে,
নিঃশ্বাসে ঝটিকা উড়ে,
দৃষ্টিতে প্রলয় ;
বুকে চির মরীচিকা—
নাহি ত্যাগ-অহমিকা।
—প্রণম', হৃদয়।

ও কথা

ও কথায় কাজ নাই আর।
আকাশে না দেখি ইন্দু,
এখনি হৃদয়-সিন্ধু
কাঁদিবে করিয়া হাহাকার!

ও কথায় কাজ নাই আর।
হেমন্ত কুয়াসা মত—
ক্রমশঃ বাসনা যত
হতেছে অস্পষ্ট অন্ধকার।

ও কথায় কাজ নাই আর।
ডুবিতেছে কাল-নীরে,
ডুবে' যাই ধীরে ধীরে;
কার আশা—কেন হাহাকার?

যাই

তরণী বাহিয়া,
তরুচ্ছায়া দিয়া।
পশ্চিম-আকাশে
মেঘ-খণ্ড ভাসে;
অরণ্য দু'ধারে
শ্বসিছে আঁধারে।

ভগ্ন উচ্চ তীর,—
কৃষক-কুটীর;
তুলসীর তলে
সন্ধ্যাদীপ জ্বলে।

দীর্ঘশ্বাস সনে
কত ভাবি মনে,—
কৃষক-সংসার,
আর—আর—আর।

ঘুরি যাহা খুঁজি',—
হেথা আছে বুঝি!
সে উপকথায়
দিন যেন যায়!

বাহি তরী ধীরে,—
নিস্তব্ধ তিমিরে
অশ্বত্থ নিবিড়,
প্রাচীন মন্দির।
পলাল শৃগাল,
ডাকে ফেরুপাল।

গ্রাম-মধ্য হ'তে
আসে বায়ুস্রোতে
সংকীর্ত্তন-ধ্বনি—
গভীরা রজনী।

অবসন্ন মন,—
এই কি জীবন?

আয় ঘুম

আয়, ঘুম আয়!
চেয়ে আছি সারা রাত, বুকে দুটী দিয়ে হাত,
দীর্ঘশ্বাসে বুক ভেঙ্গে যায়।

আয়, ঘুম আয়।
ফুটে ডুবে কত তারা, ক্ষীণ শশী রশ্মি-হারা,
হিম-স্তব্ধ বায় ;
তরুলতা উঠে শ্বসি', পত্র পুষ্প পড়ে খসি',
তটিনী উছলি' পড়ে পায়—
রজনী পোহায়।

আয়, ঘুম আয়।
বড় শ্রান্ত আমি এ ধরায়।
বড় শ্রান্ত চেয়ে চেয়ে, বড় শ্রান্ত গেয়ে গেয়ে—
সুখে, দুখে, প্রেমে, কল্পনায়।
বুকে মাথা রাখ ভুলে', অকূলে দেখা রে কূলে!
ঢাক স্নেহ-ছায়।

আয়, ঘুম আয়।
যূথিকা শুকায়, ঢাকিস পাতায় ;
ঢেকে দে আমায়!
বিষণ্ন তারকা মেঘে দিস ঢাকা ;
ঢেকে দে আমায়!
ধরণী লুকায়, তটিনী লুকায়,
তোর কুয়াসায় ;
লুকা' রে আমায়!
জগতের দূরে, ওই মেঘ-পূরে,
নিয়ে যা আমায়—
এ জগৎ হোক তোর স্বপ্ন-লোক—
রচিত মিথ্যায়!

অবশেষ

ধীরে ধীরে, নেমে-নেমে, থামিয়া গিয়াছে গান ;
বুকে ঘুরে পথ-হারা এখনো একটী তান।

কবিতা গিয়েছি ভুলে,
দুটী ছত্র মনে দুলে ;
মুছিয়াছি আঁখি, তবু—আসে অশ্রু আঁখ-কোণে ;
অলক্ষিতে পড়ে শ্বাস, শূন্যে চাই শূন্যমনে।
শুকায়েছে ফুল-হার,
একটু সুবাস তার
এখনো বাতাসে যেন আসিতেছে ভাসি' ভাসি' ;
যে যাহার গেছে চলে',
আমি পড়ে' তরুতলে ;
ডুবিয়া গিয়াছে জ্যোৎস্না—সম্মুখে আঁধার-রাশি।

ডুবিলে রক্তিম রবি, পশ্চিমে সাঁঝের বেলা
দুটী শেষ-রশ্মি-রেখা খেলে ত মরণ-খেলা।
আকাশে চন্দ্রমা-হারা—
পড়ে' থাকে শুক-তারা ;
বিজলী ছলিয়া যায়, কাঁদে মেঘ ঝরি' ঝরি' ;
বসন্ত ছলিয়া যায়, থাকে শুষ্ক পাতা পড়ি'।
স্বপন চলিয়া যায়,
তন্দ্রা করে হায় হায়।
প্রিয়তমা চলে' গেছে, পড়ে' আছে প্রেম-স্মৃতি—
কখনো কল্পনা সম, কখনো কবিতাকৃতি।

২

আমার এ কাব্যে

আমার এ কাব্যে আজ,—আপনা হারায়ে,
দেছি মোর সর্ব্বস্ব জড়ায়ে।
যদি এ কবিতা সম
হ'তে তুমি, প্রিয়া মম,
কোন্ দিন ভেঙ্গে-গড়ে'—হৃদয় তোমার
লইতাম করি' আপনার।

বৃথা গাঁথি ভাবে শব্দে—তুমি কত দূরে,
না জানি কাহার অন্তঃপুরে।
নিশীথে পাপিয়া তানে
এ গান কি পশে কাণে?
এ প্রেম কি জাগে প্রাণে,—হেরি' নিশা-শেষে
ম্লান জ্যোৎস্না পড়ি' দ্বারদেশে?

কোন দিন কাব্যখানি—দিন যদি পায়—
হাতে শুয়ে মুখ-পানে চায়।
• আগ্রহে আশায় ভুলি'
চাহিবে কি বর্ণগুলি?
কাঁদিবে কি ছত্রগুলি বিরহ-ব্যথায়—
চিত্ত মোর পাতায় পাতায়?

কবিতা

আসিছে কিশোরী, বনপথ দিয়া,
নতমুখী কত লাজে।
নবীন হৃদয়ে নবীন প্রণয়
মৃদুল মধুর বাজে।

কটিতটে দুলে মাধবী-মেখলা,
উরসে বেলার মালা ;
নীল-বাসে ঢাকা তনু-গৌরীলতা—
জলদে তড়িৎ-জ্বালা।

বকুল-সিঁথীটী পড়িছে সরিয়া,
অলকে অশোক-দাম ;
সুরভি নিঃশ্বাসে দুলিছে নোলক,
আঁখি-পদ্ম অভিরাম।

পড়িছে খসিয়া বেণীর মল্লিকা,
দুলিছে কর্ণিকা-দুল ;
বাম করে ঝরে রসাল মঞ্জরী,
দক্ষিণে পলাশ-ফুল।

ফুল-ধনু সম সুভুরু দু'খানি,
কপাল অরধ-চাঁদ ;
চিবুকে শোভিছে মৃগমদ-বিন্দু,
নয়নে কাজল-ফাঁদ।

চম্পক-বরণ চরণে নূপুর—
গুঞ্জরে মধুপ-দল ;
পদ-পরশনে শিহরে ধরণী,
তৃণ আরো সুকোমল।

কত সুখ-আশে, কত লাজে ত্রাসে,
আশে-পাশে দূরে চায়।
নব কুরুবক ফুল্ল মুখখানি
গোলাপে রাঙিয়া যায়।

সম্মুখে সরসী, বিমল আরসী,
রূপ-আভা পড়ে জলে।
বকুলের ছায়া কূল হ'তে সরে,
ফুটে পদ্ম দলে দলে।

টগর-কিরীটে উষার কিরণ
উছলি' পিছলি' লুটে ;
মিলাল কুন্দের মধুর হাসিটী
কুসুম্ভ-অধরপুটে।

চকিত নয়ন— সভয় ভ্রমর
আকাশে উড়িতে চায়!
কোথা ভাব-সখী, ভাষা-সহচরী!
কে পথ দেখাবে তায়?

পড়িল বসিয়া তমাল-তলায়—
হৃদয়ে বিঁধিছে কি যে!
শিথিল শরীর, শ্লথ কেশ-বেশ,
শিশিরে আঁচল ভিজে।

তরু লতা পাতা জিজ্ঞাসে বারতা,
হরিণী বিস্ময়ে চায় ;
তটে উথলিয়া কাঁদিছে তটিনী,
শ্বসিছে কাতরে বায়।

কে পথ দেখাবে, কেবা সাথে যাবে?
যাবে কোন্ স্বর্গপুরে?
জগতের জীব জানে না ত্রিদিব,
নিজ সুখ-দুখে ঘুরে।

বসন্ত পলা'ল, মলয় লুকা'ল,—
তুমি কি দেখ নি চেয়ে ?
কত ফুল ফুটে' পায়ে যে লুটা'ল,
কত পাখী গেল গেয়ে।

বরণ

ধর, ধর হৃৎ-পুষ্প, লহ উপহার।
আজি এ মধুর প্রাতে,
মধুর প্রভাত-বাতে,
কি শুভ সংবাদ আসে প্রেম-দেবতার।
গোপনে আপনে, নারী,
আর না রাখিতে পারি—
ছুটে কি আকুল শ্বাস আশা-মলয়ার।
বুঝি দলে দলে ফুটে'
পূর্ণ হ'য়ে পড়ি লুটে'—
টুটে' পড়ে চারি ধারে সর্ব্বস্ব আমার।
তুলিতে তুলিতে ফুলে
লহ গো আমারে তুলে'—
গাঁথিয়া পর' গো গলে প্রেম-ফুলহার।

ধর, ধর হৃৎ-পুষ্প, লহ উপহার।
তুমি স্বর্গ-বনদেবী
ভ্রমিছ সমীর সেবি',
আমি মন্দাকিনী-কূল-নবীন-মন্দার,—
জন্ম-জন্মান্তর ধরি'
আশা স্মৃতি জড়' করি'
গড়িয়াছি তোমা তরে স্বপন-সম্ভার।

তুমি পরিমল-সুখে
আদরে দুলাবে বুকে,
পবিত্র—কৃতার্থ হব পরশে তোমার।
রাখ কিংবা দল' পায়—
কিবা তায় আসে যায়?
তোমারি একান্ত আমি—স্বতঃ উপহার।

সংশয়-দৃষ্টি

কেন—কেন নিমীলিত নয়ন-পল্লব—
অসহ্য কি শুভ বর্ত্তমান?
নয়নে নয়নে এই নব অনুভব,
প্রাণে প্রাণে আকুল আহ্বান।

এ কি লজ্জা?—কই কোথা আরক্ত কপোল,
স্ফুরিত অধরে স্থির হাস?
সুধার সাগরে সেই সুধার হিল্লোল—
জীবনের জড়ত্ব-বিনাশ।

এ যে রে সংশয়-দৃষ্টি—সংঘর্ষ বিষম,
বর্ত্তমানে ভবিষ্য-সন্ধান।
রুধি' রবি-শশী-আলো—সুখ-দুখ-ভ্রম,—
মুহূর্ত্তের প্রাধান্য-প্রদান।

কি দেখিলে? কি বুঝিলে? বল বল, প্রিয়া,
প্রণয়ের কোন্ পথ শ্রেয়?
জীবন যৌবন ওই তুলাদণ্ডে দিয়া,
এ প্রতীক্ষা—অতি ঘৃণ্য হেয়।

সম্ভাষণ

আসি নাই ছলিতে তোমায়।
ও মুখ হেরিয়া আজ মনে হয়,—তীর্থ ঘুরি'
আসিয়াছি দেশে পুনরায়।
প্রেমিক ত সদা চায় মিশে' যেতে প্রেমাস্পদে—
আপনারে বিলালে সে বাঁচে।
মিলনে মিটে না আশা, বিরহে দারুণ তৃষা,—
নিঃস্বার্থ ভাবিয়া স্বার্থ যাচে।

দাও শিক্ষা, রূপবতী, যেখানে থাক না তুমি,—
হেরি আমি সৌন্দর্য্য তোমার।
ডুবিয়া তোমার রূপে— ভুলিয়া আমার সত্তা,
তোমাময় হেরি ত্রিসংসার।
জপিয়া বিন্দুরে এক ব্যাপ্ত হই বিশ্বময়—
শিখা রে—শিখা সে প্রেম-যোগ।
ঘুচে যাক জীবনের সদা সুখ-অন্বেষণ—
জন্মগত চির স্বার্থরোগ।

জন্মিয়া অনন্ত-মাঝে, বাড়িয়া অনন্ত-মাঝে,
অনন্তের হ'য়ে অবতার—
তুচ্ছ সুখে দুঃখে আর আত্মঘাতী হই কেন,—
কেন্দ্র করি' দেহ আপনার?
ধূমায়িত দীপ-শিখা দাও—দাও নিবাইয়া,
উঠুক—উঠুক উষা হেসে।
পঙ্কিল সরসীকূলে রেখ না ডুবায়ে আর,
যাই—যাই পারাবারে ভেসে।

চরণে বিশাল পৃথ্বী, পশ্চাতে উত্তুঙ্গ গিরি,
শির'পরে উদার আকাশ—
দাঁড়াও, শুভদা দেবী, মুক্তকেশে হাসিমুখে,
বাসনার হোক সর্ব্বনাশ।

দাও সে অজর প্রেম, দেবতার পুণ্যভাগ—
চিরশুভ, সুন্দর, মহান্ ।
লও, এ হৃদয় লও, হৃদয়-সর্ব্বস্ব লও—
তোমার শ্রীপদে বলিদান ।

মিলনে

এই কি ধরণী সেই, স্বর্গ কভু নয় ?
নহে কল্পলতা-কুঞ্জ, এ কি সে কানন ?
নহে মন্দারের শ্রেণী এ তরুনিচয় ?
নহে বিধাতার মূর্ত্তি, এ কি সে তপন ?
নহে অপ্সরার শ্বাস, বহে কি মলয় ?
নহে দেববীণা-ধ্বনি, ভ্রমর-গুঞ্জন ?
এ কি নহে মন্দাকিনী, সে জাহ্নবী বয় ?
এ কি আমি সেই দেহ, সেই প্রাণ মন ।

বল, সখী, সত্য তুমি—নহ গো কল্পনা ।
সত্য—ধ্রুব সত্য এই হৃদয়-মিলন ।
স্বপন-ছলনা নহে,—এ প্রেম-চেতনা,
জীবনের অন্তরালে অনন্ত জীবন ।
দরশে পরশে আমি হারায়ে আপনা,
পাতিয়াছি দেহে মনে তব পদ্মাসন ।

শত নাগিনীর পাকে

শত নাগিনীর পাকে বাঁধ' বাহু দিয়া,
পাকে পাকে ভেঙ্গে যাক এ মোর শরীর ।
এ রুদ্ধ-পঞ্জর হ'তে হৃদয় অধীর
পড়ুক ঝাঁপায়ে তব সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ।

হেরিয়া পূর্ণিমা-শশী—টুটিয়া লুটিয়া
 ক্ষুভিয়া প্লাবিয়া যথা সমুদ্র অস্থির ;
 বসন্তে—বনান্তে যথা দুরন্ত সমীর
সারা ফুলবন দলি' নহে তৃপ্ত হিয়া।

এ দেহ—পাষাণ-ভার কর গো অন্তর।
 হৃদয়-গোমুখী-মাঝে প্রেম-ভাগীরথী,
ক্ষুদ্র অন্ধ পরিসরে ভ্রমি' নিরন্তর
 হতেছে বিকৃত ক্রমে, অপবিত্র অতি।
আলোকে পুলকে ঝরি', তুলি' কলস্বর
 করুক তোমারে চির স্নিগ্ধ-শুদ্ধমতি।

এখনো রজনী আছে

এখনো সুদীর্ঘ ছায়া ঢাকি' তরুমূল ;
 এখনো সুদূর বাঁশী আলাপে মধুর ;
 এখনো ঝরিছে জ্যোৎস্না মলিন বিধুর ;
এখনো বহিছে ঝরা করি' কুলু-কুল।
এখনো টুটিছে ফুল, ফুটিছে মুকুল ;
 এখনো দেখিছে গিরি রবি কত দূর ;
 এখনো সুমন্দ বায়ু সুগন্ধ-আতুর—
কেন তুমি, বনযূথী, সরমে আকুল!

সুপ্ত-অলি-বদ্ধ-পদ্মকলিকা-নয়নে
 রও, চির চেয়ে রও, লো মধু-যামিনী!
অতনু-কম্পিত তনু,—অতৃপ্ত স্বপনে
 বাঁধ' চির-আলিঙ্গনে, কুসুম-কামিনী।
এখনো দেবতা আঁখি জাগিয়া আকাশে ;
এখনো দেবতা-শ্বাস ভাসিছে বাতাসে।

যেও না

যেও না—যেও না তুমি, মলয়-সমীর,
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে তব করিয়া অধীর।
শত ফুলরেণু-চাপে
এ দেহ আবেশে কাঁপে।
যেন কার অভিশাপে
নীরবে যেতেছে প্রাণ হইয়া বাহির।

তুমি, ফুলবন-সাথী, কোথা যাবে, হায়!
এ দেহে চেতনা নাই, কে দিবে বিদায়!

আসি তবে

আসি তবে, প্রেম-নিশা বুঝি বা পোহায়!
প্রত্যক্ষ আগত-প্রায়,
ভাষা আর না জুয়ায়,
শপথে সন্দেহ হয়—বিদায়, বিদায়।
ভাঙ্গিছে কল্পনা-ভ্রান্তি,
আসে বুঝি সুখ-শ্রান্তি;
আসিলে বিরক্তি ঘৃণা র'বে না উপায়।
বিদায়, বিদায়।

অসমাপ্ত এ চুম্বন, অপূর্ণ পিপাসা।
এই ত প্রেমের বন্ধ,—
বাস্তবে স্বপনে দ্বন্দ্ব,
কবিতার চিরানন্দ কল্পিত নিরাশা।
খুলে দাও বাহু-পাক,
অপূর্ণ—অপূর্ণ থাক;
আজ যদি কেঁদে যাই,—কাল ফিরে' আসা।
থাকুক পিপাসা।

থাকিতে সময় তবে বিদায়, ললনা!
মিলন চঞ্চল অতি—
বিরাগ-সমুদ্রে গতি ;
আর কেন স্বপ্নে মাতি থাকিতে চেতনা!
দেখিছ না পলে পলে
প্রেম মৃত্যুপথে চলে—
ভুলি' বর্ত্তমান—ক্রমে ভবিষ্য-ভাবনা!
বিদায়, ললনা!

হা হৃদয়, বিনির্ম্মিত রক্ত-মাংস-মেদে!
পরিমলে কুতূহলী,
ফুলে শেষে পদে দলি ;
তৃপ্তির নরকে জ্বলি অতৃপ্তির খেদে।
বুঝি না সঞ্চারী পরে
স্থায়ি-রস মূর্ত্তি ধরে ;
অসীম মিলন স্ফুরে সসীম বিচ্ছেদে।

বিদায়

যে কথা—থাকিতে প্রাণ—ফুটিবে না মুখে,
পলে পলে বুঝিতেছে কিন্তু প্রাণ মন!
দেখ, এই দিবালোকে
অশ্রু মুছি' স্থির চোখে,—
হৃদয়ে প্রলয়-ঝড়, অন্ধ হ' নয়ন!

যে অধর কাঁপিতেছে বলিবার তরে,
সে অধরে একবার কর লো চুম্বন!
শিরায় শিরায়, বালা,
দেখ কি বিদ্যুৎ-জ্বালা ;
বজ্রানলে দেহে মনে সজ্ঞানে দহন!

কি দিব বিদায়-চিহ্ন, তুমি তুলে' লও—
বকুল চম্পক বেলা তোমারি সকল।
ধরার বসন্ত বটে,
আমি বৈতরণী-তটে
খুঁজিতেছি কোথা মৃত্যু—তুষার-শীতল

যাও তবে—কি বলিব। কভু কোন দিন
শুন যদি অভাগার হয়েছে মরণ,—
একদিন ধরাতলে,
এক বিন্দু নেত্রজলে
তৃষাহত প্রণয়ের করিও তর্পণ।

দু' দিকে

দু' দিকে ফিরাল মুখ নীরবে দু' জন,
জন্মমত পরস্পরে চাহি' একবার।
পড়িল গভীর শ্বাস, মুছিল নয়ন,
ঘুচিল না নয়নের তবু অন্ধকার।
রহিল পড়িয়া পিছে পুষ্পিত কানন,
সম্মুখে অপরিচিত সুদীর্ঘ সংসার।
যায়—যায়—তবু যায়, বাঁধিছে চরণ,
কে জানে পৌঁছিবে কি না গৃহে যে যাহার।

যায়—যায়—তবু যায়, বিশুষ্ক নয়নে
রাখিয়া কলঙ্ক-রেখা সরে' গেছে জল।
যায়—যায়—শূন্যে চায়, অতি শূন্য মনে,—
ছিন্ন ভিন্ন চূর্ণ সব, শূন্য ধরাতল।
চুম্বন-চিহ্নটী সুধু অধর-শয়নে,—
জীবনের চিরস্মৃতি, মরণ-সম্বল।

সে নেত্রে

সে বিশাল-নেত্রে কাল সর্ব্ব মনঃপ্রাণ
দিতাম ঢালিয়া যদি চুম্বনে চুম্বনে।
নির্লিপ্ত-নয়নে চেয়ে, চঞ্চল-চরণে
পলা'ত না দূরে আজ হরিণী-সমান।
ঝরিত সে আঁখি হ'তে কত গীতিগান,
সুখে স্বপ্নে মুগ্ধ করি' প্রেমলুব্ধ জনে।
প্রশান্ত জলদ সম নয়নে নয়নে
ঘুরিত—ফিরিত সদা কি কাব্য মহান্।

পূর্ণেন্দু-কিরণে যথা নীল সিন্ধুজল
ঝক-ঝক জ্বলে,—শত বিজলী-প্রতিমা।
প্রভাত-কিরণে যথা নব মেঘদল,—
প্রান্তে লুটে রৌপ্য-হাসি,—স্বর্গ-মধুরিমা।
বসন্ত-মিলনে ধরা শ্যামল বিহ্বল—
রূপসী লভিত, আহা, প্রেমের মহিমা।

হেমন্তে

আকাশ হতেছে ক্রমে কুজ্ঝটি-মলিন,
নিষ্প্রভ হতেছে শশী, সুদীর্ঘ রজনী;
নিশা-শেষে অশ্রুকণা ফেলিছে ধরণী;
সমীর শীতল ক্রমে, মৃত্তিকা কঠিন।
সন্ধ্যার আঁধার মুখ, তারা রশ্মিহীন;
তরুলতা শুষ্কদেহ,—শুষ্কপত্র মূলে;
স্রোতস্বতী শীর্ণ-কায়া—হংসী নাহি কূলে;
ক্ষেত্র বিদারিত-দেহ, ক্রমে ক্ষুদ্র দিন।

হৃদয়, উঠ রে উঠ, বৃথা আর বসি',
বৃথা এ মমতা-গীতি—কাতর ক্রন্দন।
বৃথা এই সযতন স্বপন-কর্ষণ—

নির্গন্ধ কুসুম সম পথ চেয়ে শ্বসি।
দেখিবে না—বুঝিবে না আমারি প্রেয়সী,—
যদিও আমার দুখে কাঁদে বিশ্বজন।

হৃদয় সমুদ্র সম

হৃদয় সমুদ্র সম আকুলি' উচ্ছ্বসি'
আছাড়ি' পড়িছে আসি' তব রূপ-কূলে।
হৃদয়—পাষাণ-দ্বার দাও—দাও খুলে'।
চিরজন্ম লুটিব কি ও পদ পরশি'?
অনুদিন—অনুক্ষণ দুরাশায় শ্বসি'
বৃথায় পশিতে চাই ওই মর্ম্ম-মূলে।
লক্ষ্যহীন-নেত্রে, নারী, সাজি' নানা ফুলে,
মরণ-লুণ্ঠন হের,—স্থির গর্ব্বে বসি'।

কি মমত্ব-হীন তুমি, রমণী-হৃদয়।
এত বর্ষে, এই স্পর্শে, এ চির-ক্রন্দনে,
এত ভাষ্যে, এই দাস্যে, এ দৃঢ়-বন্ধনে,—
দানব সদয় হয়, ব্রহ্মাণ্ড বিলয়।
বিফল উদ্যম, শ্রম, বিক্রম, বিনয়—
নিত্য পরাজিত আমি তোমার চরণে।

প্রেম কি বুঝান' যায়

প্রেম কি বুঝান' যায়?
নয়নে নয়নে　না মিলিল যদি,
কেমনে বুঝাব তায়?
চলিয়া সে যায়,　ফিরিয়া না চায়,
আমি শুধু চেয়ে থাকি;
বুঝিতে চাহিলে　সকলি বুঝিত,—
আঁখিতে মিলিত আঁখি।

প্রেম কি বুঝান' যায় ?
নিশাসে নিশাসে বুক ভেঙ্গে আসে,
কেমনে বুঝাব তায় ?
দাঁড়াইলে কাছে, দুরু-দুরু হিয়া,
গুরু-গুরু গরজন ;
বুঝিতে চাহিলে সকলি বুঝিত,—
দেহে মনে প্রাণপণ ।

প্রেম কি বুঝান' যায় ?
কথায় কথায় মরম-ব্যথায়
কেমনে বুঝাব তায় ?
বলি-বলি কত, মুখখানি নত,
অধরে উঠে না ফুটি' ;
বুঝিতে চাহিলে সকলি বুঝিত,—
হৃদয়ে পড়িত লুটি' ।

প্রেম কি বুঝান' যায় ?
আভাসে বিশ্বাসে যদি না বুঝিল,
কেমনে বুঝাব তায় ?
কোথা তার আদি, কোথা তার অন্ত,
কোথা তার মধ্যদেশ !
একে সদা, হায়, অন্য হ'য়ে যায়,
এত লাজ-ভয়-ক্লেশ !

প্রেম কি বুঝান' যায় ?
না দেখে দেখুক, না বুঝে বুঝুক,
সুখ দুখ তার পায় ।
কোথা রবি উঠে, কোথা ফুল ফুটে ;
ছুটে কেন পরিমল ?
দেবতা আকাশে, ঋষি বনবাসে ;
মাঝে কেন আঁখি-জল ?

পরবাসে পতি,   মরে কেন সতী ?
মতি-গতি পতি-পায় ।
আপন মরণে   আপনি বরিয়া,
কেমনে বুঝাব তায় ।

সংসারে

দে রে, দে রে, ছেড়ে দে রে, ছুটে' গিয়ে কেঁদে আসি ।
পারি না বহিতে আর এ মায়া-মমতা-রাশি ।
এ কি স্নেহ, এ কি ভয়, এ কি হাসা, এ কি কাঁদা ।
ফিরিতে দিবি না পাশ—শত নাগ-পাশে বাঁধা ।

গেল, গেল, সব গেল—অকূল সমুদ্র-আশ,
—ও ক্ষুদ্র ইঙ্গিত-পথে ছুটে' ছুটে' বারো মাস ।
কোথা সে পৌরুষ-গর্ব্ব—বিশ্বত্রাস সে গর্জ্জন ।
সে উল্লাস, সে উচ্ছ্বাস, উৎক্ষেপণ, বিক্ষেপণ ।

ছেড়ে দে, পাগল প্রাণ উধাও ছুটিয়া যাক ।
পুষ্প-পরিমল-ভারে যে থাকে—পড়িয়া থাক ।
দুরন্ত প্রলয়-ঝড়—আছে তার শত কাজ,
অঞ্চল-বীজন হ'তে আসে নি সে ধরা-মাঝ ।

পড়্, পড়্, খসে' পড়্, হাহা, তৃণ-গুল্ম-বাস ।
উঠুক আকাশে গিরি উদ্গারি' অনল-শ্বাস ।
জ্বলে' যাক চিরস্থির-কুজ্ঝটিকা-অন্ধকার ।
ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী-ধ্বনি—শত প্রতিধ্বনি তার ।

লুটাক চরণে ধরা, ইঙ্গিতে বর্ত্তন-পথ ।
পারি না থাকিতে আর স্পন্দহীন চিত্রবৎ ।
আকাঙ্ক্ষা—বা দুরাকাঙ্ক্ষা, বুঝিতে সময় নাই,
ধূধূ ধূধূ করে প্রাণ—হুহু হুহু ছুটে' যাই ।

কি মহা-জীবন-খেলা—মেঘে বজ্রে হুড়াহুড়ি,—
দাপটে ঝাপটে ধরা ভ্রমে কোথা গুড়িগুড়ি।
আহাহা, সমুদ্রে ঝড়ে কি সম্ভাষ, কি আরতি,—
মূর্চ্ছিত দেবতাগণ, স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ড-গতি।

সখীর উক্তি

যায়—ওই যায়।
আকুল ঝটিকা ওই ছুটিল সাগর-মুখে,
হইল না ঠাঁই তার এ ক্ষুদ্র ধরায়।
কাটিল না তার বেলা, ল'য়ে লতা-পাতা-খেলা,
ল'য়ে তটিনীর উর্ম্মি, কুসুম-কুন্তল—
প্রাণে তার এত কোলাহল।

যায়—ওই যায়।
ধূধূধূ সাগর-নীরে, ধূধূধূ বালুকা-তীরে,
ধূধূধূ মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে আনন্দে লুটায়।
কল্পনার শত চিত্র— কত-না নায়িকা মিত্র
হয় ওতপ্রোত নিত্য হৃদয়ে যাহার,—
সদা ঢুলু-ঢুলু প্রাণে ঢলিবে তোমার পানে,
এ যে রে অসাধ্য কর্ম্ম—আত্মহত্যা তার।

দাও—ছেড়ে দাও।
কেন নিমেষের তরে মাঝে তার এসে পড়ে'
চূর্ণ হ'য়ে যাও।

দাও—যেতে দাও।
ও যে জগতের দূরে— চল চাই অন্তঃপুরে,
সজল নয়নে মিছে পথ-পানে চাও।
ওর শুধু খেলা সার— চুরমার ছারখার;

নিমেষের সুখ সাধ, নিমেষের ক্লেশ ;
নাহি গত-সুখ-স্মৃতি, নাহি পর-দুখ-ভীতি,
কি করি—কি করি সদা, কর্ত্তব্য অশেষ।

পরপদে প্রাণ দিয়া, বিনামূলে বিকাইয়া,
সাধিয়া রমণী-ধর্ম্ম,—কেন ভগ্ন মন ?
হোক তার জয় জয় নিত্য এই বিশ্বময় ;
শত পরাজিত-মাঝে তুমি এক জন—
উঠ, সখী, মুছহ নয়ন।

প্রেম-শিশু

১

মৃত আজি প্রেম-শিশু, দাও গো সমাধি তায়।
এই তটিনীর কূলে,
এই বকুলের মূলে,
এই শুভ্র জ্যোৎস্না-তলে, তৃণ-ফুল-বিছানায়।

বকুল ঢাকুক ফুলে, ব্যজন করুক বায়,
শিশির ঝরুক শিরে,
শশী চা'ক ফিরে' ফিরে',
তটিনী কাঁদুক তীরে লুটিয়া লুটিয়া পায়।

কিছুতে সে বুঝিল না,—বুঝি নাই সে কি চায়।
নিজ হৃদি শূন্য করি'
দিনু তার হৃদি ভরি'
কত সুখ-সাধ-আশা, কত স্নেহ-মমতায়।

এত যত্ন, এত স্বপ্ন, এত সুপ্ত বাসনায়—
তবু সে পেলে না সুখ,
দিন দিন ম্লান-মুখ,
মুদিল নয়ন-যুগ কি লুকান বেদনায়।

মিছা সুখ, মিছা দুখ, মিছা ভয় ভাবনায়।
কাঁদিয়া কি হবে ফল?
মুছ নয়নের জল,
চল ধীরে ঘরে ফিরি', দুই পথে দু'জনায়।

২

তোমায় আমায় যদি দেখা হয় পুনরায়,—
তুমি অন্য দিকে চেও,
তুমি অন্য পথে যেও,—
পথের পথিক মোরা, কেহ নাহি জানে কা'য়।

দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ যায়, যুগ যায়;—
যেতে এই পথ দিয়া
যদি শিহরয় হিয়া,
বিষণ্ণ-সায়াহ্নে কোন নব ঘন বরিষায়;—

আসিও সমাধি-পাশে, ধীরে ধীরে পায়-পায়;
কাতর সমীর-শ্বাসে
গত-কথা মনে আসে,
আশে-পাশে কায়া মোর ছায়া সম মিশে' যায়;—

আকুলিয়া উঠে প্রাণ,—জীবন ফিরিতে চায়,
হৃদয় কাঁদিয়া কয়,—
ধন-জন নয়—নয়,
হারায়েছি যেই ভ্রম,—সে-ই সুখ এ ধরায়।

মুছিতে নয়ন দুটী হয় ত দেখিবে তায়,—
আবার সমাধি খুলে',
দুটী কচি বাহু তুলে',
উঠিতে তোমার কোলে কত-না আগ্রহে চায়।

কবিতা-বিদায়

যাবে কি একান্ত তবে ? যাবে তুমি, প্রিয়া !
সকলি কি ফুরাল চকিতে !
জীবনের সব সাধ, সব প্রেম দিয়া,
তবু আমি নারিনু রাখিতে ?
চাহি নি জগৎ-পানে, তোমারে চাহিয়া
আজীবন দেখেছি স্বপন ;
আজ—জগতের দ্বারে, কার কাছে গিয়া
কি মাগিব ? সবই যে নূতন !

তোমার নয়ন হ'তে ফিরালে নয়ন,
এ জীবন শূন্য মনে হয় !
কোথা উষা, কোথা আলো ! কেবল দহন ;
কোথা শোভা-বিকাশ-বিস্ময় !
কোথা শশি-তারা-ভরা নিথর আকাশ,
চিরস্থির পূর্ণিমার রাত !
জীবনে মরণে সেই গভীর বিশ্বাস,
অলক্ষ্যে অপ্সরা-যাতায়াত !

নিষ্ফল সাধনা, আজ—অদৃষ্টে আশ্রয় ;
গেছে স্বর্গ সরি' বহু দূরে ;
নাহি দেহে বসন্তের আকাঙ্ক্ষা দুর্জ্জয়—
রূপে রসে, গন্ধ-স্পর্শ-সুরে।
সে মত্ত হৃদয় নাই—সৌন্দর্য্যে উচ্ছল,
সর্ব্ব বিশ্বে আছাড়িয়া পড়ি !
সজীব নির্জ্জীব নাই—কল্পনা-বিহ্বল,
সর্ব্বভূতে আপনা বিতরি !

সে পূত মাহেন্দ্র-ক্ষণে যে দাঁড়াত আসি'-
হোক চিত্তে মূর্ত্তিতে সঙ্গীতে,

দিয়া নিজ আশা ভাষা, প্রেম রাশি রাশি,
মজিতাম তাহারি ভঙ্গিতে।
দিতাম নয়নে তার আমার চেতনা,
হৃৎ-রক্তে রঞ্জিয়া কপোল,—
লতিকার নব পর্ণে পুষ্প-সম্ভাবনা,
সৌন্দর্য্যের বিচিত্র হিল্লোল।

তুমি শব্দে ভাবে ছন্দে কেন এসেছিলে,
নতমুখী নবীনা ললনা ?
দেখি নি—ভাবি নি কিছু আমি যে অখিলে,
বুঝি নাই নারীর ছলনা।
ত্রস্তে ব্যস্তে প্রেমমালা পরাইনু গলে,
আশার কিরীট দিনু শিরে ;
ইহ-পরকাল মম দিয়া পদতলে—
আজ আমি কোথা যাব ফিরে' ?

সে যৌবন-কল্পনায় নিজ প্রাণ দিয়া
জড়ে কেন দেই নি চেতনা ?
দৃষ্টিহীন নেত্রে—চির রহিত চাহিয়া।
আমার সে প্রথম কামনা।
কেন অঙ্গে অঙ্গে তার দেই নি ছড়ায়ে
আমার সে হৃদয়-স্পন্দন ?
আপনার বাহুপাকে আপনা জড়ায়ে
দেখি নাই প্রেমের স্বপন ?

আজন্ম তপস্যা-ফলে লভি উপহাস—
তবু কেন বিরহ-বেদন ?
মাদকতা-অবসাদে মাদক-পিয়াস,
ভ্রম-ভঙ্গে ভ্রম-অন্বেষণ।

কোথা তুমি, মহাশ্বেতা, অচ্ছোদের তীরে
ল’য়ে তব অক্ষয় যৌবন।
কেন আর, কাদম্বরী, মৃত চন্দ্রাপীড়ে
প্রেম-ভরে করিছ চুম্বন।

যাও তবে, প্রাণাধিকা, মুছিনু নয়ন,
রুদ্ধ অশ্রু চিররুদ্ধ থাক।
কেন বিদায়ের ছল, নিঃশ্বাস সঘন,
সান্ত্বনার অর্থহীন বাক্‌।
বৃথায় আশ্বাস-দান—হ’য়ো না নিষ্ঠুর,
আমি অতি কৃপাপাত্র—দীন ;
তোমার বিজয়-গর্ব্বে আমি শত-চূর—
শ্রেয় প্রেয় উভয়-বিহীন।

যাও তবে! মৃত্যু পরে যদি দেখা হয়,—
ভুবর্লোকে—কাশ্যপ-আশ্রমে ;
—ক্ষৌমবাস-অন্তরালে কম্পিত হৃদয়,
অভিমানে, লজ্জায়, সম্ভ্রমে!—
অযশ-ভবিষ্য-পুত্র কৌতুকে জিজ্ঞাসে,—
‘দু’ জনার কি সম্বন্ধ-বাদ?’
নারীর সরল-প্রেমে, সহজ-বিশ্বাসে
কহিও, ক্ষমিও অপরাধ।

সমাপ্ত

ভুল

অক্ষয়কুমার বড়াল

[১২৯৪ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৩

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত
১১—৭. ৫. ৫৬

সম্পাদকীয় ভূমিকা

১২৯৪ বঙ্গাব্দে (১৮৮৭ সন) কলিকাতার 'পিপেলস লাইব্রেরি' হইতে অক্ষয়কুমারের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ভুল (গীতি-কবিতাবলি)' বাহির হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৯। তৃতীয় সংস্করণ 'কনকাঞ্জলি'র (১৩২৪) শেষে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনপৃষ্ঠা হইতে জানা যায় কবি 'ভুলে'র "আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হইয়া "যন্ত্রস্থ" বলিয়া উহার বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন কিন্তু ১৩২৬ সালের গোড়াতেই (৪ঠা আষাঢ়) তাঁহার মৃত্যু ঘটায় দ্বিতীয় সংস্করণ আর প্রকাশিত হয় নাই। আমরা প্রথম সংস্করণই পুনর্মুদ্রিত করিলাম। কবির স্বহস্তে সংশোধিত একখণ্ড 'ভুল' আমরা দেখিয়াছি। অনেক কবিতায় পরিবর্জন ও পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং অনেকগুলি কবিতার শেষে কবি স্বয়ং রচনার তারিখ বসাইয়া দিয়াছেন। আমরা সূচীপত্রে বন্ধনীর মধ্যে তারিখগুলি সন্নিবিষ্ট করিলাম। পরিবর্জিত ও পরিবর্তিত পাঠ অনাবশ্যক বোধে গৃহীত হইল না। প্রধান কারণ, 'ভুলে'র অনেক কবিতাই আমূল পরিবর্তিত হইয়া 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি'র পরবর্তী সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ-করা "উপহার" কবিতাটিও অতিশয় সংক্ষিপ্ত আকারে "কবি" নামে 'শঙ্খে' স্থান পাইয়াছে।

'ভুলে'র "উপক্রমণিকা" ও "ঊষা" 'প্রদীপে' এবং "ও কথা" "বৃন্দাবনে" "ব্রজাঙ্গনা" "মথুরায়" "অলস জ্যোছনাময়ী" "রমণী-হৃদয়" "আঁখি" "এই পথ দিয়ে গেছে" "আয়, ঘুম আয়" "যাই-যাও" 'কনকাঞ্জলি'তে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া বাহির হইয়াছে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সূচী

ভূমিকা	...	
উপহার (১)	...	৩
ভুল (২৭।১।৮৫)	...	৮
উপক্রমণিকা (১।১২।৮৫)	...	৮
উপহার (২) (২৭।১০।৮৫)	...	৯
জগতে (৪।১২।৮৫)	...	১০
গান মোর (৩০।১০।৮৫)	...	১০
বসন্তে (২৯।১০।৮৫)	...	১১
নিরভিমান (৩০।১০।৮৫)	...	১২
কোন্ দোষে ? (২৮।১০।৮৫)	...	১২
তার ভালবাসা (৩০।১০।৮৫)	...	১২
তার কথা	...	১৩
ফুলে (৩০।১০।৮৫)	...	১৩
আর (৩০।১০।৮৫)	...	১৪
তুমি (২৯।১০।৮৫)	...	১৪
হতাশ (২২।১২।৮৫)	...	১৪
পথে (২৮।২।৮৬)	...	১৫
প্রত্যহ (২৬।১০।৮৫)	...	১৫
যদি (১।১১।৮৫)	...	১৬
হ'লে তোমা হারা (৩১।১০।৮৫)	...	১৬
সকলি ফিরে যায় (৩০।১০।৮৫)	...	১৭
কেমনে (২৭।১০।৮৫)	...	১৭
তুলো না রে ফুল (২।১২।৮৫)	...	১৭
ও কথা (৩।১২।৮৫)	...	১৮
বৃন্দাবনে (১৪।১২।৮৫)	...	১৯
ব্রজাঙ্গনা (ফেব্রুয়ারী, ৮৬)	...	২০
মথুরায়	...	২১
অবসর-শ্রান্ত (২৭।১।৮৬)	...	২২
কবি দুখ (ডিসেম্বর, ৮৫)	...	২২
একি ঝটিকার খেলা	...	২৩
উষা	...	২৪
কেমন হইয়া গেছে প্রাণ	...	২৬
নিশীথে (১৭।১।৮৬)	...	২৭

অলস জোছনাময়ী, নিথর যামিনী ... ২৮
তরী ব'হে যায় ... ৩০
বর্ষায় ... ৩১
ফুল-শয্যা ... ৩২
চুম্বন ... ৩৩
আলিঙ্গন ... ৩৪
দম্পতির নিদ্রা ... ৩৪
কুসুম ... ৩৫
গোপাল ... ৩৬
শিশু-হারা (২০।২।৮৬) ... ৩৭
ওগো তোরা (২৭।১।৮৬) ... ৩৮
অধরলাল ... ৩৯
রবীন্দ্রনাথ ... ৪০
ঈশানচন্দ্র ... ৪১
কোথায় সে দেশ (২২।৭।৮৭) ... ৪১
রমণী-হৃদয় ... ৪২
শত ধিক্ (২২।৭।৮৭) ... ৪৩
আঁখি (১৬।১০।৮৫) ... ৪৩
চোখ ফুটাফুটি ... ৪৪
কত স্বপ্ন দেখি ... ৪৫
এ দুখ কেমনে যায় ? ... ৪৫
কেন ... ৪৫
ডুবেছে তপন ... ৪৬
বাসি মালা ... ৪৬
মলয়-সমীর ... ৪৭
হাতেতে ছিল না কাজ ... ৪৮
সৌন্দর্য্য ... ৪৮
ছায়া ... ৪৯
বাঁধিতেছি, খুলিতেছি ... ৪৯
ওগো ... ৫০
এই পথ দিয়ে গেছে ... ৫১
আয়, ঘুম, আয় (ফেব্রুয়ারী, ৮৬) ... ৫১
অদৃষ্ট-বালা ... ৫৩
যাই—যাও ... ৫৬
শেষ ... ৫৭

ভুল

"All good lyrics must be reasonable as a whole, and yet in details a little unreasonable" : *Goethe*

রবিবার,
১০ই শ্রাবণ, ৯৩ সাল।

উপহার

রবি,
এই জগতের দূরে—
যেন কোন্ মেঘ-পুরে,
তুমি আমি—দুই জনে বেড়াতাম খেলিয়া।
হাতেতে দুলিছে বাঁশী,
ঠোঁটে উছলিছে হাসি,
চারি দিক-পানে চেয়ে, চারি দিকে ভুলিয়া,
তুমি আমি—দুই জনে বেড়াতাম খেলিয়া।

পুঞ্জ পুঞ্জ তারা-ফুল,
সৌন্দর্য্য-কিরণাকুল,
চেয়ে র'ত মুখ-পানে, চারি দিকে ছাইয়া।
ইন্দ্রধনু পাখা মেলি,
কত মেঘ খেলি—খেলি,
লুটায়ে পড়িত পায়ে, ধীরে ধীরে গাইয়া।
চেয়ে র'ত মুখ-পানে, চারি দিকে ছাইয়া।

চমক-চাহনি-ভরা,
শিহরিত কলেবরা,
সমুখেতে মন্দাকিনী কূলে কূলে উছলি,—
ঢেউয়ে ঢেউয়ে কত আশা,
কত ভুল, ভালবাসা,
এঁকে যেত, ভেঙে যেত, ফুটে কিছু না বলি।
—সমুখেতে মন্দাকিনী কূলে কূলে উছলি।

শীতল দখিণা বায়,
কূলে কূলে, কুঞ্জ-ছায়,
বিভলে ঘুমাত পড়ি, পরিমল আলসে।
কখন বাঁশীর সুরে
কেঁদে কেঁদে যেত দূরে!
কখন আসিত কাছে, দুলে দুলে লালসে!
—বিভলে ঘুমাত পড়ি, পরিমল আলসে।

ঝরিত মন্দার-ফুল,
গাহিত বিহগ-কুল,
ফুল-মালা ল'য়ে করে বালিকারা আসিত;
হাসিয়া পরাতে এসে,
সরমে দাঁড়াত শেষে!
কেড়ে না পরিলে গলে, আঁখি-জলে ভাসিত!
যেতে যেতে—ফিরে যেতে, বালিকারা আসিত!

কুজ্ঝটি-দিগন্ত দূরে—
সুমেরু-কনক-চূড়ে,
ঘুম্ ঘুম্ দেহে উষা কত খেলা খেলিত!
চন্দ্রমা, কুমেরু-কোলে
পড়িতে পড়িতে ঢ'লে,
মেঘ ঢেকে, মেঘ খুলে, কত স্বপ্ন তুলিত!
ঘুম্ ঘুম্ দেহে উষা কত খেলা খেলিত।

আমরা, কল্পনা-ভরে
মেঘে বাঁধিতাম ঘরে,
কখন বা ধরা 'পরে থাকিতাম চাইয়া!
গ্রহ, উপগ্রহে কত,
গড়ি জন্ম-ভবিষ্যত,
কহিতাম কত কথা,—রহিব কি লইয়া!
নীল, পীত, ধূম্র, শীত—কত গ্রহে চাইয়া!

কখন বা ক্রীড়াচ্ছলে,
কল্পনা-মন্দার-তলে
হারাতাম পরস্পরে, পরস্পরে সাধিয়া।
এ ওর শুনিছে রব,
ওর এ বুঝিছে সব,
মিলিতে মেলে না পথ, শ্রান্ত হ'তে কাঁদিয়া
হারাতাম পরস্পরে, পরস্পরে সাধিয়া।

কভু, অভিমান খুঁজে,
কত ভেঙে, কত যুঝে,
নিরাশা-অলকা-জলে ডুবিতাম উভয়ে।
—চোখে চোখে চাওয়া-চাহি।
উচ্চ হাসি, নাওয়া-নাহি,
ভাসা মালা ধরাধরি, জড়াজড়ি সভয়ে
নিরাশা-অলকা-জলে ডুবে ডুবে উভয়ে।

কখন বা করি ভুল,
তুলিতে প্রণয়-ফুল,
পদ্ম-বনে, ফুল-বনে ছাড়াছাড়ি দুজনে।
আবার, ফিরিয়া এসে
মিলন, কবিতা-শেষে।
অশ্রু-জল মোছামুছি পথ-ধারে বিজনে।
পদ্ম-বনে, ফুল-বনে ছাড়াছাড়ি দুজনে।

কভু, আঁখি-পানে এঁচে,
কে কি কথা চেপে গেছে—
জানিতে করিতে অন্যে ঘুমাইতে সাধনা।
জাগ্রতে যা শুধু খোঁজা,
স্বপনে তা যাবে বোঝা।
স্বপ্ন-অন্তে চাওয়া-চাহি সরমের বেদনা।
কভু আঁখি-পানে এঁচে, ঘুমাইতে সাধনা।

তার পর, কোন্ দিকে,—
মনেতে পড়ে না ঠিকে,
সময়ে—কল্পনা সত্যে গেছে এক হইয়া,
কোন্ এক বর্ষা-রাতে,
কি কবিতা লয়ে সাথে,
কি কাব্যে চলিয়া গেলে, কি নায়িকা পাইয়া!
সময়ে—কল্পনা সত্যে গেছে এক হইয়া।

একেলা—একেলা, হায়,
পড়িয়া কুটীর-ছায়,
একেলা আকাশ-পানে থাকিতাম চাহিয়া!
বৃষ্টি পড়ে ঝর্ ঝর্,
হুহুহু বায়ুর স্বর,
ছোটে নদী তর্ তর্, তরী যায় বহিয়া!
একেলা আকাশ-পানে থাকিতাম চাহিয়া।

হাসিতে আসে না হাসি,
সে খেয়ালে বাসাবাসি!
হৃদয়ে বাসনা নাই, কবিতায় কল্পনা!
সুরেতে বাজে না বাঁশী,
ফুলে নাই মধু-রাশি,
নিদ্রায় স্বপন নাই, জাগরণ যন্ত্রণা!
হৃদয়ে বাসনা নাই, কবিতায় কল্পনা।

রবি, শশি, তারা, ব্যোম,
শুক্র, শনি, বুধ, সোম,
ধূমকেতু মত খুঁজে—গ্রহে গ্রহে মরিয়া,
আজ, আহা, কত দূরে,
কত কল্প ফিরে-ঘুরে,
এক গ্রহে পৌছিয়াছি সুর-রেখা ধরিয়া!
ধূমকেতু মত খুঁজে—গ্রহে গ্রহে মরিয়া।

দেখিয়াছি মহাকাশে,
পরমাণু মহোল্লাসে
ব্রহ্মাণ্ড রেখেছে ছেয়ে, ছড়াইয়া আপনে।
দেখিতেছি এই দূরে—
কি স্বর বাঁশীতে পূরে
সংসার রেখেছে ছেয়ে প্রেমে, গানে, স্বপনে!
জগত রেখেছে ছেয়ে, ছড়াইয়া আপনে।

তারার কিরণে তারা
কাঁপিছে অবশ-পারা।
মেঘের উপরে মেঘ পড়িতেছে ঘুমিয়া।
অলস তটিনী-কায়
মিশিছে সাগর-গায়।
সমীর মূর্চ্ছিত প্রায়, যূথিবন চুমিয়া।
মেঘের উপরে মেঘ পড়িতেছে ঘুমিয়া।

তবে, সখা, ধর 'ভুল'।
তটিনীর কুল্ কুল্
ছুটিছে তোমারি দিকে, এ যে পূর্ব্ব-বাহিনী।
ধর এ কুসুম-বাস,
বনের নীরব শ্বাস,
অস্ফুট বিহগ-গান, হৃদি-ভাঙা কাহিনী।
ছুটিছে তোমারি দিকে, এ যে পূর্ব্ব-বাহিনী।

অচেনা জগত-বুকে,
অবরুদ্ধ সুখে-দুখে
কত ভুল করিয়াছি, কত ভুলে ভুলিয়া।
না ল'য়ে কিছুরি তত্ত্ব,
আপনার ভাবে মত্ত,
ফেলেছি, ঝটিকা মত, না জানি কি তুলিয়া।
রবি, এও কি হ'য়েছে ভুল, এত ভুলে ভুলিয়া?

ভুল

কেহ পরিবে না যদি মালা,
  মিছে কেন কাঁদি ফুল তুলি।
কেহ শুনিবে না যদি গান,
  মিছে দুখে আকুলি ব্যাকুলি।
মিছে কেন ফেলি দীর্ঘ শ্বাস,
  পরে চেয়ে, হৃদি-খাতা খুলি।
কি-এমন পারি না সহিতে ?
কি-এমন পারি না বহিতে ?
ওগো,
তাই ভাবি—তাই ভাবি সদা,
  কি ভুলেতে আছি আমি ভুলি।

উপক্রমণিকা

নীরবে ওঠে যে ঢেউ, বুঝিতে চাহে না কেউ
সুস্থির হইয়া।
কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা, ভালবাসা ভাসা-ভাসা,
কাল-সিন্ধুগর্ভে যায় বৃথা তলাইয়া।

পরাণ ভাঙেনি যার, ক্ষুদ্র সুখ দুখ তার,
ক্ষুদ্র তার কাছে।
যে আছে জ্যোস্নায় ভুলে ক্ষুদ্র তারা, ক্ষুদ্র ফুলে,
কি ক'রে বুঝাব তারে, কি জগত আছে।

কে বুঝিবে ?—প্রাণে যার দিনরাত অনিবার
বিঁধিতেছে সুচি।
নাহি যার দীর্ঘ শ্বাস, অশ্রুজল, হা-হুতাশ
কে বুঝিবে কথা তার, মন-ভাঙা কুচি।

বিন্দু বিন্দু বারি-ঘায় পাষাণ ভাঙিয়া যায়,
এ কথা ত মান'।
ল'য়ে রূপ তিল তিল, বিশ্বকর্ম্মা নিরমিল
তিলোত্তমা, জান'।

অণু পরমাণু ল'য়ে ঘুরিছে বিব্রত হ'য়ে
ব্রহ্মাণ্ড মহান্!
ল'য়ে পল বিন্দু বিন্দু ছুটে কাল-মহাসিন্ধু
কি ভীম তুফান!

বুঝিবে না তবে, ধীর, এ হৃদয়-বাল্মীকীর
প্রাণান্তক ভার?
অণু-পরমাণু-আশা, মোহ, ভুল, ভালবাসা,
প্রসারিছে—সঙ্কোচিছে যেথা অনিবার!

উপহার

দিয়াছিনু পাঠায়ে প্রভাতে
প্রফুল্ল গোলাপ।
বুঝ নাই কি অর্থ তাহাতে?
—প্রণয়-প্রলাপ!

তখন হৃদয়ে ছিল উদ্দাম কল্পনা,
প্রাণ-ভরা আশা।
চেয়েছিনু তোমার কাছেতে, লো ললনা,
জগত-ভুলান ভালবাসা!

সন্ধ্যায় দিলাম উপহার,
বিষণ্ণ কমল।
বুঝিবে কি, কি অর্থ তাহার?
—ঘুচেছে সকল!

বড় শ্রান্ত, বড় ক্লান্ত হৃদয় আমার,
ঘুমাইতে চায়।
শেষ হ'য়ে আসে দিন, এস একবার,
আছি আর দণ্ড-দুই, হায়।

জগতে

সেথা হায় কে বুঝিবে বল্,
যেথায় সকলি কোলাহল।
লুকায়ে, সভয়ে কত যে, প্রেম—মন্ত্রের মত,
জপিতেছে নিশ্বাসে কেবল।
সেথা তারে কে বুঝিবে বল্,
দেখি দুটি নয়ন সজল।
সেথা হায় কে বুঝিবে বল্,
যেথায় সকলি কোলাহল।
নীরবে ভাঙিছে বুক, ভালবাসা-বিষমুখ
ঢালিতেছে নীরবে গরল।
সেথা তারে কে বুঝিবে বল্,
দেখি দুটি নয়ন সজল।
করেতে লেখনী নাই, মাথায় কিরীট নাই,
সেথা তারে কে বুঝিবে বল্,
যেথায় সকলি কোলাহল।

গান মোর

গান মোর নাহি যায় বুঝা,
বলুক ; ব'লো না তুমি—তুমি।
কে ক'রেছে জীবন অবুঝা,
অবুঝা সংসার, ধরাভূমি ?

সুরে মোর গরল-নিশ্বাস,
বলুক ; ব'লো না গরবিনি !
হৃদয় কে জড়ায়ে র'য়েছে ?
তুমি—তুমি বিষাক্ত সর্পিণি !

বসন্তে

গাছে গাছে ফুটিতেছে ফুল,
ডালে ডালে ডাকিতেছে পাখী।
শীতের কুয়াসা, নির্জ্জীবতা
আমারি হৃদয়ে মাখামাখি !

কেন এত ফুটিতেছে ফুল ?—
যারে দিনু ফুল-উপহার,
কাঁটা-গুলি বিঁধে রেখে প্রাণে
ল'য়ে গেছে বাস-টুকু তার !

কেন এত ডাকিতেছে পাখী ?—
শুনাতে গেলাম যারে বাঁশী,
না করিতে দুখের আলাপ,
সে আমার চ'লে গেছে হাসি।

কারে আর কি দেবার আছে,
কারে আর কি দিতে বা ডাকি ?
কেন এত ফুটিতেছে ফুল,
কেন এত ডাকিতেছে পাখী !

নিরভিমান

সারা রাত ভিজেছে শিশিরে,
পর-আশে ব'সে ব'সে ফুল ;
অপরে শুনাতে গান, পাখী
সারা দিন হ'য়েছে আকুল ;

ধীরে ধীরে নিবে যায় তারা,
পর-পানে চেয়ে সারা রাত ;—
হা অভাগা, অভিমান-হারা।
চ'লিয়াছ কেন পর-সাথ ?

কোন্ দোষে ?

যাও তুমি চলিয়া যখন,
পাশ দিয়া, ধীরে, হেলে দুলে ;
উথলি উছলি ওঠে মন,
পিছনে পিছনে যাই ভুলে।

চাও তুমি অমনি ফিরিয়া,
চাহনি কঠোর অতি, রোষে।
সারা দিনে পাই না ভাবিয়া,—
আঁখি রাঙা, দেখে কোন্ দোষে ?

তার ভালবাসা

ভাল সে ত বাসে না আমায়,
ভালবাসা তার ত চাই না।
দিনান্তেও একবার কেন,
তার মুখ দেখিতে পাই না।

মুখ তার দেখিলে যখন,
আনন্দে মুমূর্ষু হ'য়ে যাই ;
ভালবাসা—তার ভালবাসা,
পেলে আমি বাঁচিব কি ছাই।

তার কথা

সংসারের আপদে বিপদে
ভাবি যবে মঙ্গল মরণ,
কোথা হ'তে তার কথা এসে
দিয়ে যায় জীবনে যতন।
আছে যবে স্মৃতি,
বাঁচিব গো স'য়ে।

সংসারের আনন্দে সম্পদে
ভুলে থাকি সকলি যখন,
কোথা হ'তে তার কথা এসে
ব'লে যায় মঙ্গল মরণ।
কোথায় বিস্মৃতি।
রহিব কি ল'য়ে ?

ফুলে

আঁখি তার—প্রভাত নলিন ;
বসোরার গোলাপ, কপোল ;
দেহ তার—শিরীষ-কুসুম ;
নব শষ্প তার সে নিচোল।
মন তার ?—ব'লো না আমারে,
ঢাক চিতা ঢাক ফুল-ভারে।

আর

একটি ক'য়ো না কথা আর,
একটি চুম্বন সুধু দাও।
কথা ভাল বুঝিতে পারি না,
নীরবে চলিয়া তুমি যাও।

প্রণয়ের আশ্বাস বচন,
সে কেবল মেঘেদের খেলা!
খোলা আঁখি, রবে কে চাহিয়া
শূন্য-পানে আর সন্ধ্যাবেলা ?

তুমি

আমার পিপাসা-অশ্রুজলে,
কত ফুল প'ড়েছে ঝরিয়া।
আমার অতৃপ্তি-দীর্ঘশ্বাসে,
কত পাখী গিয়াছে মরিয়া।

তুমি বন-কেতকি!—টুন্টুক!
কেন তুমি এসেছ এখানে ?
করিতে কি দণ্ড-দুই লীলা,
অশ্রুজলে, দীর্ঘশ্বাসে, গানে ?

হতাশ

কবি ভালবাসে দুখ,
চাহে বাজাইতে বাঁশী।
গৃহী ভালবাসে সুখ,
চাহে দেখাইতে হাসি।
নারী ভালবাসে ফুল,
চাহে দেখাইতে রূপ।

কিরীট, পতাকা, শূল,
চাহে দেখাইতে ভূপ।
সবে মত্ত আপনায়
জানাতে জগতী-তলে।
হতাশ(ই) কেবল চায়
লুকাতে নয়ন-জলে।

পথে

যেন কি চমকে ত্রাসে চেয়ে গেল রে।
যেন, মধুর সেফালি-বাসে ছেয়ে গেল রে।
যেন, একটি গ্রামের কথা,
ধীরে—ধীরে, অতি ধীরে,
সমীর, গ্রামের ধারে গেয়ে গেল রে।
যেন, গভীর বরষা-রাতে,
মেঘেদের ফাঁক দিয়ে
জগতের পানে চাঁদ চেয়ে গেল রে।
ঘুম-ঘোরে, প্রায়-ভোরে,
বাঁশীর গানটি যেন,
ধরি ধরি না ধরিতে বেয়ে গেল রে।
একটি অবশ সুখ,
একটি অলস দুখ,
একটি স্বপন, প্রাণ পেয়ে গেল রে।

প্রত্যহ

চাহিয়া উষার পানে বলি গো হাসিয়া,
স্বপন সফল হবে আজ!
আশায় বাঁধিয়া বুক থাকি গো বসিয়া,
সারা দিন—স্তব্ধ গৃহমাঝ।
ফুরায় না তারি গৃহ-কাজ

সন্ধ্যায় নিশ্বাস ফেলি, জীবন বিফল !—
কেমন নিঠুর-মনা নারী ।
চাহিয়া আকাশ-পানে, নয়ন নিশ্চল,
সারা রাত—ঝরে অশ্রুবারি ।
অবসর নাই কি তাহারি ?

যদি

প্রেম যদি হইত কুসুম,
হাতে তার দিতাম তুলিয়া ।
হয় ত সে বুকেতে রাখিত
প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ভাবিয়া ।

দুখ যদি হইত সমীর,
কাঁদিত তাহারে ঘুরি—ঘুরি ।
পাশে তার ঘুমায়ে পড়িত,
একটি চুম্বন করি চুরি ।

হবে না গো কিছুই—কিছুই ।
এ কেবল কল্পনার খেলা ।
ভাঙিতেছে, গড়িতেছে কত,
মোরে হায় পাইয়া একেলা ।

হ'লে তোমা হারা

তরুর কুসুম আছে ; বনের বিহঙ্গ ;
কবির কল্পনা আছে ; নদীর তরঙ্গ ;
সিন্ধুর মুকুতা আছে ; আকাশের তারা ;
আমার কে রবে আর, হ'লে তোমা-হারা ।

সকলি ফিরে যায়

সিন্ধু-কূলে ডুবিছে তপন,
পাখীরা ফিরিছে নিজ নীড়ে।
কমলিনী মুদিছে নয়ন,
মধুচক্রে মধুমক্ষি ফিরে।

শুষ্ক পাতা ভূমেতে ঝ'রিছে,
শান্ত স্তব্ধ হ'তেছে সমীর।
দূরে তারা খসিয়া প'ড়িছে
আঁধার হ'তেছে আরো স্থির।

সে আমার লইছে বিদায়!—
কোথায় ফিরিয়া যাব হায়?
ধরার সকলি ফিরে যায়!—
সিন্ধু-উর্ম্মি ডাকে—আয়, আয়।

কেমনে

পারিব না মুহূর্ত্ত বাঁচিতে
ভেবেছিনু, তাহার বিহনে।
বেঁচে আছি—তবু বেঁচে আছি,
বেঁচে আছি বুঝি না কেমনে!

তুলো না রে ফুল

তুলো না রে ফুল! হ'তেছে রে ভুল
মরমে।
গেয়ো না রে গান! কেঁদে ওঠে প্রাণ
সরমে।
নাহিক সে রাতি, বৃথা আশে মাতি
কি হবে?

বৃথায় ভুলিয়া, বৃথায় জ্বলিয়া,
এ ভবে।
স্বভাব তোমার গাঁথা ফুল-হার,
তা মানি।
গেয়ে গেয়ে গান নিশি অবসান,
তা জানি।
তবে—
জবা গাঁথ, হায়, পরাও হিয়ায়,
—শ্মশানে।
বল্ হরি-বোল, ভবিষ্যৎ খোল্
পরাণে।

ও কথা

ও কথায় কাজ নাই আর।
আকাশে না দেখি ইন্দু, এখনি হৃদয়-সিন্ধু
উঠিবে করিয়া হাহাকার।
আছাড়িয়া ভাঙিবে দু ধার।
ও কথায় কাজ নাই আর।

ও কথায় কাজ নাই আর।
পাইয়া বায়ুর বেগ, এখনি গর্জ্জিবে মেঘ,
জলে জলে হবে ছারখার
জগত, সংসার।
ও কথায় কাজ নাই আর।

ও কথায় কাজ নাই আর।
হেমন্ত কুয়াসা মত, ক্রমশঃ বাসনা যত,
যেতেছে হইয়া একাকার,
অস্পষ্ট, সুদূর, অন্ধকার।
ও কথায় কাজ নাই আর।

ও কথায় কাজ নাই আর।
ডুবিতেছি কাল-নীরে, ডুবে যাই ধীরে ধীরে,
কি হবে উদ্যমে বাঁচিবার ?
সুধু—গণ্ডগোল, হাহাকার।
ও কথায় কাজ নাই আর।

বৃন্দাবনে

(কানাড়া, খং)

বাঁধিতে ছিলাম মন, আপন ঘরে,—
কেন গৃহ ছাড়িলাম বাঁশীর স্বরে।
সমুখে প্রমোদ-বন,
ফুটে ফুল অগণন,
উড়ে অলি, নাচে শিখি, হরিণী চরে।
সে যে ছিনু—ভাল ছিনু আপন ঘরে।
সমীর সুরভি-ভরে
ফুলে ফুলে ঢ'লে পড়ে,
মৃদু কাঁপে তরুলতা, পিক কুহরে।
সে যে ছিনু—ভাল ছিনু আপন ঘরে।
আকাশে তারকা কত
চেয়ে প্রেমিকার মত,
হেসে গ'লে পড়ে চাঁদ মেঘের থরে।
সে যে ছিনু—ভাল ছিনু আপন ঘরে।
যমুনা উছলে কত,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে চাঁদ শত,
ঘুমায়ে প'ড়েছে ধরা জোছনা-ভরে।
সে যে ছিনু—ভাল ছিনু আপন ঘরে।
এ যে রে সুখের ধরা,
আমি কেন এনু ত্বরা ?

কার বাঁশী গেয়ে গেল কাহার তরে।
বাঁধিতে ছিলাম মন আপন ঘরে।
বুঝিতে পারি না তায়,
কি খেলা খেলিতে চায়।
দূরে থেকে কেন ডেকে পাগল করে?
বাঁধিতে বসিলে মন আপন ঘরে।

ব্রজাঙ্গনা

(খাম্বাজ, একতালা)

উছলি প'ড়িছে সারা দিন রাত,
ঝর ঝর ঝর চোখের জল।
আপনার প্রাণ নহে আপনার,
সজনি, কারে কি বুঝাস্ বল্?

প্রেমের বাঁধুনি ফেলিব খুলিয়া,
বুকেতে আবার বাঁধিব বল?
মেঘের পানেতে চাহিয়া যখন,
রাখিতে পারি না চোখের জল।

ফুটিলে কুসুম, ছুটিলে সমীর,
উছলিলে, সখি, যমুনা-জল,—
কি যেন স্বপনে, হারাই আপনে,
মনেতে থাকে না এ যে ধরাতল।

ফুটিলে চাঁদিমা, কাঁপিলে জোছনা,
কোথায় ডুবিয়া ভাসিয়া যাই।
আমার—আমার, কে আছে আমার
কোথাও কাহারে খুঁজে না পাই।

নীরব নিষুতি, ফুটিছে তারকা
বাজে দূরে বাঁশী চল্‌ রে চল্‌ !
রমণী হইয়া, প্রেমে না মরিয়া
রমণী-জনমে কি আছে ফল ?

ভাবিয়া আকুল, কাঁদিয়া ব্যাকুল,
অথচ জানি না কিসের ফল !
ছাড়াতে পারি না, ছাড়িতে চাহি না,
এমন সুখের দুখ কোথা বল ?

মথুরায়

(মিশ্র আলাইয়া, খং)

আমারি হ'লো না গান, আমারি বাঁশরী নাই !
বসন্ত যে এল গেল, ব'সে আছি শূন্যে চাই' ।
গুঞ্জরিয়া গেল অলি,
প্রজাপতি গেল চলি,
শুকান বকুল গাছে ফুলে ফুলে গেল ছাই' ।
আমারি হ'লো না গান, আমারি বাঁশরী নাই !
মলয় বহিল ধীরে,
জোছনা ঘুমাল নীরে,
শিখিনী নাচিল ডালে, পাখী উড়ে গেল গাই' ।
আমারি হ'লো না গান, আমারি বাঁশরী নাই !
হরিণী নয়ন মেলে,
তরু-তলে গেল খেলে,
তটিনী কূলেতে দুলে ব'লে গেল যাই যাই ।
আমারি হ'লো না গান, আমারি বাঁশরী নাই !
কৃষক বাজায়ে বাঁশী
চ'লে গেল হাসি হাসি ;
বালিকারা ঘরে গেল মালার মতন ফুল পাই' ।
আমারি হ'লো না গান, আমারি বাঁশরী নাই !

সবি ভেসে গেল চোখে,
সবি কেঁপে গেল বুকে,
প্রাণে র'য়ে গেল সুর, ভাবের পেনু না থাই।
বসন্ত যে এল গেল, ব'সে আছি শূন্যে চাই'।

অবসর-শ্রান্ত

বড় শ্রান্ত হ'য়েছি জীবনে।
লাগে না, বসে না কিছু মনে।
আছি মাত্র শুধু চাই,
লক্ষ্য নাই—সুধু যাই।
দু ধারে প্রাসাদ উচ্চ, মূলে পড়ি ছায়া।
আকাশে মধ্যাহ্ন রবি,
ধূলি-ধূসরিত সবি,
চলিয়াছে কোলাহলে নর-নারী-কায়া।
হেথা হোথা পড়ি সরু গলি,
নিঝুম, শীতল, নিরিবিলি।
আছি মাত্র সুধু চাই',
লক্ষ্য নাই—সুধু যাই,
মুক্ত গবাক্ষের পানে কভু ভুলে চাই।
একটি নিশ্বাস পড়ে ধীরে,
কারে যেন খুঁজি ফিরে ফিরে।
এ সংসারে অবসর-শ্রান্ত
আমার মতন কেহ নাই ?

কবি দুখ

হৃদয়ে উঠিছে শ্বাস হৃদয়ে-ই পায় ত্রাস।
—স্তব্ধতার অস্পর্শ-অতলে।
কি ব্যথা বলিব খুলে ? কথা-ই যেতেছি ভুলে,
কি বলিব কি বলিব ব'লে।

প্রাণ কাঁদিবার তরে উঠিতেছে হাহা ক'রে,
বুঝিছে না অথচ কি দুখ।
বরষার মেঘ-প্রায় ঝরে না, নড়ে না, হায়,
ক্রমশঃ যেতেছে ভরি বুক ;
ঘোর-ঘোরা কি অব্যক্ত দুখ।

যেন মরণের পাখা, ক্রমশঃ দিতেছে ঢাকা,
এ আমারে, এ আমার হ'তে।
কল্পনা, সংসার, পাপ, মায়া, মোহ, প্রেম-তাপ,
বুঝি না,—অলক্ষ্যে আসে ল'তে
কে, আমারে এ আমার হ'তে।

একি ঝটিকার খেলা

একি ঝটিকার খেলা হৃদয়ে আমার।
এই আশা, এই ভয়,—জীবন, মরণ ;
এই সাধ, অবসাদ,—শ্বাস, হাহাকার ;
এই গান, এই তান, এই সমাপন।
এই শ্রান্তি, এই শান্তি,—মূরছা, কম্পন ;
এই হৃত, এই প্রীত,—সজল, তরল ;
এই উষা, এই সন্ধ্যা,—বন্ধন, ছেদন ;
এই বজ্র-দগ্ধ, এই তুষার-শীতল।

একি উন্মাদের খেলা আমার হৃদয়ে।
শুষ্ক পত্র মত উঠি ঝটিকার আগে,
শূন্য তরঙ্গের মত ঘোলা বেলা-ভাগে
না উঠিতে লুটে পড়ি, ফেণ-পুঞ্জ লয়ে।
নাহি চাই, নাহি পাই, কিছুই আমার।
সদা শূন্য আক্রমণ, শূন্য অধিকার।

উষা

নয়নেতে মোহ আঁকা,
অধরেতে হাসি মাখা,
ঘুম-ভাঙা উষা-রাণী আসে পায় পায়।
সুনীল মেঘের কোলে
কিরীট-কিরণ দোলে,
সোনার আঁচল লোটে সুমেরু-মাথায়।

শুভ্র মেঘ-স্তরে-স্তরে
আলো-রেখা খেলা করে,
নিরমল নীলাকাশ বিস্ময়ে চাহিয়া;
হাসি মাখা শুভ্র মুখ,
আধ ঢাকা শুভ্র বুক,
দিক-নারী সারি সারি ঘেরে দাঁড়াইয়া।

ম্লান-মুখী শুক-তারা
আলোকে লাজেতে সারা;
লুকায় মলিন ছায়া গিরিতলে, বনে;
নিদ্রা ত্রাসে ছুটে যায়;
স্বপ্ন আলু-থালু প্রায়,
কল্পনা চমকি চায় পূর্ব্ব-দিক পানে।

ফুটিছে হাসিয়া ফুল;
দুলিছে লতিকা-কুল;
মহীরুহ নত শির, ঝরিছে শিশির;
পূর্ব্ব-মুখে চেয়ে চেয়ে,
পাখী ওঠে গেয়ে গেয়ে;
বহে ধীরি ধীরি অতি শিহরি সমীর।

ভৃঙ্গ গুণ্ গুণ্ স্বরে
ফুলে ফুলে খেলা করে ;
প্রজাপতি দুলে দুলে ভ্রমে মনোসুখে ;
চকাচকি চোখোচোখী ;
ঘুঘু দুটি মুখোমুখী ;
ময়ূর বেড়ায় নেচে ময়ূরী-সম্মুখে ।

ওঠে কাংস্য-ঘণ্টা রোল,
ববম্ ববম্ বোল,
প্রাচীন অশ্বত্থ-তলে ভগন মন্দিরে ;
ভাঙা সোপানের মূল,
শুষ্ক বিল্বপত্র, ফুল ;
বহে নদী কুল্ কুল্ মৃদুল অধীরে ।

আবক্ষ নদীর 'পরে
দাঁড়ায়ে, অঞ্জলি ক'রে,
তর্পণ করিছে দ্বিজ, মগ্ন সাম-গানে ।
চলে গ্রাম্যবধূগুলি
কুম্ভ কক্ষে হেলি-দুলি,
বেড়া ঘেঁষে, মৃদু হেসে, চেয়ে ভূমি পানে

রাখাল গো-পাল পাছে
শিশ্ দিয়ে চলিয়াছে ;
হল-স্কন্ধ চলে চাষী উচ্চ কণ্ঠে গেয়ে ;
ব্যাধ গিরি-পথে ওঠে,
বাঁশীতে ললিত ফোটে,
ঊর্দ্ধকর্ণে মৃগ-যূথ আসে নেচে ধেয়ে ।

নির্ঝরিণী এঁকে-বেঁকে,
শত -ইন্দ্রধনু এঁকে
ঝাঁপায়ে পড়িছে দূরে গিরি-শির হতে ;

ঝক্ ঝক্ গিরি-'পরে,
তুষারে, মেঘের স্তরে,
ঢাকিয়া রেখেছে যেন কি এক-জগতে।

ফুটো না ফুটো না, রবি।
থাক ঘোর-ঘোর ছবি,
ধরা যেন ঋষি-স্বপ্ন,—মধুর, মদির।
নাহি শোক, নাহি তাপ,
নাহি মোহ, নাহি পাপ,
কেটো না এ আবছা-জাল, প্রত্যক্ষ-অধীর।

কেমন হইয়া গেছে প্রাণ

কেমন হইয়া গেছে প্রাণ,
ভাল ক'রে প্রাণ ভ'রে না পেরে গাহিতে গান।

মনে হয় পাই যদি,— একটি অলস নদী;
একটি নধর বট, হেলে ভাঙা তীরে;
ঝর ঝর পাতা-গুলি কাঁপিছে সমীরে।

নিঝুম মধ্যাহ্ন-কাল, অলস স্বপন-জাল
অলখিতে ব'হে যায় হৃদয় ভরিয়া।
দূর মাঠ-পানে চেয়ে, চেয়ে—চেয়ে, সুধু চেয়ে
র'হেছি পড়িয়া।

সেথা—দুটি গাভী চরে; হোথায় কাতর স্বরে
ডাকিছে ফটা—ক্;
কোথা কুকো কুব্ কুব্; হোথা হংসী দেয় ডুব;
ব'হে যায় ডোঙা-খানি, ধীকি ধীকি ধীক্।

দূরেতে পথিক দুটি চ'লে যায় গুটি গুটি
মেঠো পথ দিয়ে।
পাশ দিয়ে, ল'য়ে জল, আঁখি দুটি ঢল ঢল,
কুলবধূ দ্রুত গেল মৃদু চমকিয়ে।

নিঝুম মধ্যাহ্ন-কাল, অলস স্বপন-জাল
অলখিতে ব'হে যায় হৃদয় ভরিয়া।
দূর মাঠ-পানে চেয়ে, চেয়ে—চেয়ে, সুধু চেয়ে
র'হেছি পড়িয়া।

ধূধূ ধূধূ করে মাঠ, ধূধূধূ আকাশ-পাট,
পড়িয়া ধূসর রৌদ্র পরিশ্রান্ত মত।
হুহু হুহু বহে যায়, ঝাঁপাইয়া পড়ে গায়,
কোথাকার কথা যেন ল'য়ে আসে কত।

হৃদয় ঢলিয়া পড়ে যেন কি স্বপন-ভরে।
মুদে আসে আঁখি-পাতা, যেন কি আরামে।
আন-মনে চাই চাই— কত ভাবি, কত গাই,
থেকে থেকে পড়ে শ্বাস গানের বিরামে।
খ'সে খ'সে পড়ে পাতা, মনে পড়ে কত গাথা,
কত শূন্য সুখ, ব্যথা, একা ধরা-ধামে।

নিশীথে

নিশি রে,
কি পত্র লিখিস্ তুই তারকা-অক্ষরে,
আকাশের 'পরে।
সারা রাত চেয়ে থাকি ওই শূন্য-পানে,
অবাক নয়ানে।
যেই আশা, যে পিপাসা,
যেই ভুল, ভালবাসা,

বুঝেছি, ছুঁয়েছি প্রাণে, স্বপনে, সঙ্গীতে ;—
বুঝাইতে গেলে যায়,
বুঝিতে পারি না, হায়,
চাই চারি-ভিতে।
সেই কথা, সেই ব্যথা,
সে আকুল-নীরবতা,
সেই সুখ, সেই মুখ, বায়ু ঢুলু-ঢুল,
নদী কুলু-কুল,
সে ভাঙা অজানা ঘর,
সেই পরিজন-পর,
সেই ফুল, সেই ভুল, বিরহ, মিলন,
সেই হাসি, সেই বাঁশী, কল্পনা, স্বপন,
সেই চোখে ঘোর-ঘোর,
সেই প্রাণে ভোর-ভোর,
অক্ষরে অক্ষরে তোর কেমনে উছলে
এ আকাশ-তলে।

অলস জোছনাময়ী, নিথর যামিনী

অলস জোছনাময়ী, নিথর যামিনী ;
মৃদুল মধুর বায় ;
ধীরে নদী ব'হে যায় ;
মধু-ভরে ঝ'রে পড়ে বকুল, কামিনী।
অলস জোছনাময়ী, নিথর যামিনী।

প'ড়ে আছি নদী-কূলে শ্যাম দূর্ব্বাদলে ;
কি যেন মদিরা-পানে,
কি যেন প্রেমের গানে,
কি যেন নারীর রূপে ছেয়েছে সকলে।
প'ড়ে আছি নদী-কূলে শ্যাম দূর্ব্বাদলে।

অবশ পরাণ যেন, গেছে ভেঙে-চূরে।
কতটা যেন কি স্রোতে
ভেসে গেছে ধরা হ'তে।
অবশিষ্ট ল'য়ে যেন ব'সে আছি দূরে।
অবশ পরাণ যেন গেছে ভেঙে-চূরে।

ধীরে ধীরে আসে স্মৃতি, যেন কার কথা।
না জানায়ে আসে যায়,
হাসি অশ্রু নাই তায়।
দিয়ে মৃদু অনুভব, মৃদু অলসতা,
ধীরে ধীরে আসে স্মৃতি, যেন কার কথা।

প'ড়েছি গাথায় কোন্, যেন কোন নারী,
এমনি মধুর রাতে,
তরু-তলে, ধীর বাতে,
অঞ্চলে মুছিয়া গেছে নয়নের বারি।
প'ড়েছি গাথায় কোন্, যেন কোন নারী।

শুকায়ে গিয়াছে কোথা, কার ফুল-হার।
খেলিতে নদীর কূলে,
কি ফেলিয়া গেছে ভুলে।
বাঁধিতে পারে নি ফিরে, ঘরে মন তার।
শুকায়ে গিয়াছে কোথা কার ফুল-হার।

শুনেছি বাঁশীতে কার, কোথাকার সুরে।
কে নাহি দেখিলে চাই',
এ জগতে কিছু নাই।
ভাঙিতে গড়িতে শুধু নিজে ভেঙে-চূরে,
শুনেছি বাঁশীতে যেন কোথাকার সুরে।

দেখিছি হাসিতে যেন অশ্রু-জল কার!
দেখা হ'লে নত আঁখি,
ছুটি শ্বাস থাকি থাকি,
আকুল পরাণ-পাখী ছাড়িতে সংসার।
দেখেছি হাসিতে যেন অশ্রু-জল কার।

দেখেছি অশ্রুতে যেন কার মৃদু হাসি।
দীপ নিভ-নিভ প্রায়,
চারি দিকে হায় হায়।
নিস্পন্দ নয়নে চেয়ে ভালবাসা-বাসি।
দেখেছি অশ্রুতে যেন কার মৃদু হাসি।

—সত্য যেন উপকথা, দূর স্বপ্ন-জাল।
বুঝিতে হয় না সাধ,
গত দুখে সুখ-স্বাদ।
পরের ঘটনা ল'য়ে কাটে যেন কাল।
সত্য যেন উপকথা, দূর স্বপ্ন-জাল।

তরী ব'হে যায়

তরী ব'হে যায়,
আঁধারের ছায়।
মেঘেরা আকাশে
ঘনাইয়া আসে।
বনানী দু ধারে
শ্বসিছে আঁধারে।

দূরে নদী-পারে,
কুটীরের দ্বারে
জ্বলিতেছে দীপ
করি টিপ্ টিপ্।

নিশ্বাসের সনে
কত আসে মনে,—
সুখের সংসার,
স্নেহ-পরিবার।

যা বেড়াই খুঁজি,—
এই ক্ষুদ্র গ্রামে,
চাষীদের ধামে,
তাই আছে বুঝি।
সে উপকথায়
দিন বুঝি যায়।

তরী ব'হে যায়,
আঁধারের ছায়।
মেঘেরা আকাশে
ঘনাইয়া আসে।
অশ্বত্থ নিবিড়,
ভগন মন্দির,
কাংস্য-ঘণ্টা-রোল
বোম্ বোম্ বোল।

উদাস হৃদয়,
মায়া সমুদয়।

বর্ষায়

বৃষ্টি পড়ে ঝর্ ঝর্, বিজলী চমকে,
  হেথা হোথা বজ্রাঘাত হয় ঘন ঘন।
হৃদয় শিহরি ওঠে প্রকৃতি-ধমকে,—
  মিছে কাজে গেছে দিন, মিছে এ জীবন।

হুহু হুহু বহে বায়ু, আকাশ আঁধার,
উলটি পালটি ভূমে পড়ে তরু-মাথা।
নিজ নিজ কাজে যাও, পুত্র, পরিবার,
ধরার হিসাব-খাতে দেখি শূন্য পাতা।

শত বাহু আস্ফালিয়া ছুটিছে তটিনী,
আমূল উঠিছে কেঁপে এ ক্ষুদ্র কুটীর।
যা লইয়া চলি-ফিরি—সে যেন কাহিনী।
জীবন-উদ্দেশ্য যেন স্বতন্ত্র, গম্ভীর।

যাও, যাও—দূরে যাও, পুত্র, পরিবার!
চারি দিকে হুহু হুহু, দৃষ্টির অতীত!
নয়ন মুদিয়া আমি ভাবি একবার,
'জীবনের কি উদ্দেশ্য ধরার সহিত।'

ফুল-শয্যা

ফুল-শয্যা, ফুল-উপাধান,
ফুল-গন্ধে অলস সমীর।
মদির স্বপনে দুটি প্রাণ
আসিছে ভাঙিয়া দুটি তীর।
দুটি গাছি মালা শয্যা 'পরে,
নিবেও নেবে না দীপ, হায়!
সারা রাত বসিয়া কি করে!
দ্বারে কাণাকাণি শোনা যায়।

ওগো, চাও, মুখ তুলে চাও,
চির দিন চাহিব যে আমি।
দাও মালা, বাহু-লতা দাও,
চরণে লুটায়ে পড়ি, স্বামি!

সরমে যে বেঁধে গেছে আঁখি।
গুণনিধি, বুঝিতে কি বাকি ?

ফোটে ফোটে দুইটি মুকুল,
এক-গাছি নব-মালা তরে ;
এক-খানি সরমের ভুল
খেলিতেছে মাঝ-খানে প'ড়ে।
বলে-বলে আসে না ক মুখে,
কি বলিয়া আরম্ভ করিবে।
এ নব, অপরিচিত সুখে,
আজ তার কোথায় ধরিবে।

কেঁপে কেঁপে ওঠে শ্বাস, হায়,
হাসি বুঝি অশ্রু হ'য়ে পড়ে।
শুভ্র মেঘ শারদ জ্যোস্নায়
না ঝরিয়া থাকে বা কি ক'রে

সখীরা প্রভাতে উঠে, হেসে,
চারি চক্ষু রাঙা ত্থাখে এসে।

চুম্বন

যে কথা ফোটে না গানে, বুঝি তাহা সুরে ;
যে ছবি ফোটে না রঙে, ফোটে তা রেখায় ;
যে রূপ ফোটে না কাছে, ফোটে তাহা দূরে ;
যে ভাব যায় না ছোঁয়া, কাব্যে ধরা যায়।
যে প্রেম যায় না খোলা সহস্র ক্রন্দনে,
অবিরাম দুখ কথা, দুখ-কবিতায়,—
সহস্র বন্যার স্রোতে ভেঙে-চূরে ধায়,
একটি পরশ-মাত্র মৃদুল চুম্বনে।

রবির চুম্বনে মৃত্যু, হিমাদ্রি তুষার
থাকিতে পারে না আর শীতল কারায়।
শশীর চুম্বনে মৃত্যু, শান্ত পারাবার
বাঁচিতে পারে না আর বেঁধে আপনায়।
পবন চুম্বনে মৃত্যু, স্তব্ধ অরণ্যানী
ওঠে দুলে, পড়ে ঢ'লে, করে কাণাকাণি।

আলিঙ্গন

আমার
পরাণ ভাসিয়া যায়, পড়ে বা উছলি,
যেন এক মহা-কাব্যে হ'য়ে ওতপ্রোত!
হৃদয় পাষাণ নয়, কিসে বাঁধি স্রোত?
বুঝি সুধু ভেসে যাই—কিছুই না বলি!
এত সুর কেঁদে যাবে, হবে না ক গান?
হবে না কাব্যের কিছু, স্বপ্ন যাবে ব'য়ে,
বায়ু বিনা, পত্রে পত্রে হিম-কণা ল'য়ে,
এ মোর কবিতা-দিন হবে অবসান?
তোমার
মুকুলিত হৃদি-বন পরিমল ভরে,
চাহিয়া র'য়েছে যেন কার অপেক্ষায়!
একটি পরশ পেলে ফুটে ঝ'রে যায়,
ছবি-খানি বাকি যেন দুটি রেখা তরে।
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে এস, সখি, তবে,
রূপ-বনে প্রেম-কাব্য মিশাই নীরবে!

দম্পতির নিদ্রা

নিবিয়া আসিছে দীপ; নিস্তবধ গেহ।
আঁখির মিলনে আঁখি গিয়াছে ভরিয়া।

আলিঙ্গন উনমুক্ত ; আলু-থালু দেহ,
ধরিবার শক্তি হ'তে অধিক ধরিয়া।
চুম্বন থামিয়া গেছে ; কাঁপিছে অন্তর,
যোগের পরেতে যেন সমাধিতে বাস।
জড়ায়ে আসিছে কথা ; কাঁপিছে নিশ্বাস ;
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, ভালে করে থর থর।

কাঁপিছে অলক, মৃদু-শীতল সমীরে ;
কাঁপিছে জোছনা-হাসি অধরে, বদনে।
তন্দ্রায়—ফিরিতে পাশ, প্রবাস-স্বপনে
ফুকরিয়া কেঁদে উঠে—আলিঙ্গন ফিরে।
সুরে সুরে মিলে গেলে, কেবা যন্ত্রী হ'য়ে
দূরেতে থাকিতে পারে, নিজ যন্ত্র ল'য়ে।

কুসুম

লতা-পাতা ঘেরা ছোট জানেলাটি
র'য়েছে ঈষৎ খোলা ;
দখিন সমীর হইয়া অধীর,
দিতেছে ঈষৎ দোলা।

এ দুপুর-বেলা, না পেয়ে কি খেলা,
কুসুম, জানেলা খুলে,
পথের পানেতে র'য়েছে চাহিয়া,
থাকিতে খেয়ালে ভুলে ?

আমার এ যাওয়া, আমার এ চাওয়া
দেখিতে পেয়েছে কি ?
এ যাওয়া চাওয়ার মানেটি ভাঙিতে,
কাটাবে দিবস-টি ?

ওই যা। ওই যা।— জানেলাটা গেল
হাওয়ায় হাওয়ায় খুলে।
কে কোথায়, হায়! আমারি দুপুর
কাটিল খেয়ালে ভুলে।

গোপাল

গভীর যামিনী, আঁধার আকাশ,
দূরেতে ঝটিকা শ্বাসে।
দিগন্তের কোলে চমকে দামিনী,
—পথিক ছুটিছে ত্রাসে।

এ ধারে গর্জ্জিছে অশ্বত্থের শ্রেণী,
ও ধারে তটিনী ভাঙিছে পাড়,
হোথায়—শ্মশানে জ্বলিতেছে চিতা।
—বড় শ্রান্ত দেহ, চলে না আর।

সপ্ত বর্ষ পরে ফিরিতেছে ঘরে,
ব্যাকুল দেখিতে স্ত্রীপুত্র-মুখ।
অর্থের অভাবে ছেড়েছিল দেশ,
পেয়েছে সে অর্থ, পাবে কি সুখ?

'খোল—খোল দ্বার,' নিস্তব্ধ কুটীর,
পুন করাঘাতি ডাকিল হেঁকে।
একটি নিশ্বাস শুধু শোনা গেল।
চাল হ'তে পেঁচা উড়িল ডেকে।

'খোল—খোল দ্বার,' ভেঙে গেল দ্বার,
—এ কি নিস্তব্ধতা ভয়-সঞ্চারী।
হাসিল বিদ্যুৎ পিশাচীর মত,—
মৃত পুত্র বুকে, মুমূর্ষু নারী॥

তত্তড় তড় বরষে জলদ,
হুহুহু ঝড়েতে উড়ে যায় চাল,
মুমূর্ষুর মাথা কোলেতে রাখিয়া,
মৃত পুত্র-মুখ চুমিছে গোপাল।

শিশু-হারা

হা বিধি,
কেন রে করিলি তারে চুরি?
অভাব কি হ'য়েছিল স্বরগে মাধুরী?
কি এমন ছিল না রে
চাঁদের হাসির ধারে?
তোর সে শোভার রেখা, যেত না কি মিলে,
বিনে কচি মুখ-খানি মাঝেতে না দিলে?

বুক-বাঁধা বাহু-দুটি
বুকের সঙ্গেতে টুটি—
জুড়ে দিলি কার?
ছিঁড়েছিল হেন শাখা, কোন্ লতিকার?

আমারে করিয়া অন্ধ,
কারে দিলি সে আনন্দ?
কোন্ হরিণীর শিশু, ছিল আঁখি-হারা?
পেয়ে দুটি টানা চোখ, পুন হ'লো খাড়া।

কোন্ নন্দনের পাশে,
অলস জোছনা হাসে,
কোন্ মন্দাকিনী-স্রোত থেমেছিল ভুলে?
চলি-চলি চলা তার দিলি কূলে কূলে।

কোন্ অপ্সরীর বীণা
হ'তেছিল সুর-হীনা ?
আধ-আধ বুলি দিলি ফাঁকে ফাঁকে তার।
বিষণ্ণ দেবতা-কুলে ভুলাতে আবার।

বাছা রে,
কোন্ স্বর্গ-রঙ্গ-ভূমে
কত মুখ তোরে চুমে।
সে হাসির রাশি মাঝে খুঁজিস্ কি কারে ?
পেয়েছে কি হেন কেহ,
জানে জননীর স্নেহ ?—
যেমন জানিস্ তুই জানায় তোমারে।

শত কোল ঘুরে ঘুরে
গেলি কোন্ সুর-পুরে ?
আকাশের কোন্ তারা হ'লো তোর ঘর ?
জীবন-শ্মশান-কূলে,
ব'সে আছি বড় ভুলে।
আকাশের পানে চেয়ে, অশ্রু দরদর।
সম্মুখে অনন্ত শূন্য, অপার সাগর।

ওগো তোরা

জানি না, বুঝি না, ওগো তোরা,
যখন আপন মনে যাই,—
সম্মুখে, পিছনে, পাশ হ'তে,
কেবল নাম-টি ডেকে, জানিয়া, 'কেমন আছি,'
ঘরে যাস্ কি বেশী-টি পাই' ?
জানিস না, বুঝিস না তোরা,—
ভাবনার, কল্পনার স্রোত
হয় ত হইতেছিল প্রাণে ওতপ্রোত।

সুধু নিমেষের তরে, মাঝ-খানে এসে প'ড়ে
কেটে যাস্ সূক্ষ্ম সূত্র-গাছি।
ক'রে যাস্ কত অত্যাচার,
বলিলে পাবি না তোরা আঁচি।
হয়, দিতে হয় জোড়— জীবন্ত ভাবের গোর।
নয়, দিন যায় খাই খুঁজি।
—কবিতার ছেঁড়া কাগজেতে,
হৃদয় যে গেল মোর বুজি।

অধরলাল

সে আলোক নিবিল সহসা,
যে আলোকে ছিল সে জীবিত।
যে নয়নে দেখিত, দেখাত,
চির তরে সে আঁখি মুদিত।

জাগায়ো না, জাগাব না আর,
জীবনে কি ফল?
জীবনের ঘেরে চারি ধার,
যবে—দীর্ঘ-শ্বাস, অশ্রু-জল।

ছিঁড়েছে সে ধরার কুহক,
থেমে গেছে বাসনা-তরঙ্গ;
সংসার-সাগর-কূলে প'ড়ে
সহিতে হবে না প্রেম-রঙ্গ।

নিন্দা, ঘৃণা, অত্যাচারে আর
পলে পলে হবে না মরিতে।
দিন যার—সে দিনে কি কাজ—
দিন যার ভাঙা ঘর বাঁধিতে, জুড়িতে?

একে ত এ মানব-জীবন,
নদী-কূলে বেতসীর লতা ;
সদাই আকুল পর-হাতে,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সদা পর-কথা।

সদা সে আনিত পর-স্মৃতি,
পরের সে দূত।
বুঝিতে, বুঝাতে দুটো কথা,
কুসুম পলকে বৃন্ত-চ্যুত।

আঁখি শুধু মেলিতে মেলিতে,
তারকা যে মেঘেতে লুকায়।
বসন্ত যে আসিতে আসিতে,
আধ-পথে থমকি পলায়।

অকাল-মরণ তবে,—সে ত
পুণ্য-ফল জগত-ভিতর।
আমরা ত দীর্ঘ-প্রাণ ল'য়ে,
শূন্য-পানে চেয়ে আছি, জুড়ি দুই কর।

রবীন্দ্রনাথ

কোটি কোটি বর্ষা-নিশি ঘুরেছে জগত,
কত কোটি কোটি তারা ঘেরে চারি ধার,
জ্বলিয়া—নিবিয়া গেছে, খদ্যোতের মত।
পথিক পায় নি পথ, গন্তব্য তাহার।

মেঘ-স্তরে-স্তরে আজ, সুদূর আকাশে,
কনকের রেখা মত কি যেন ফুটিছে।
বিহঙ্গের কল-কলে, কুসুমের বাসে,
স্তম্ভিত সমীর যেন চমকি উঠিছে।

হিমাদ্রির অভ্র-ভেদী শিখরে শিখরে,
সপ্তমে প্রভাত-স্তোত্র কাঁপিছে গম্ভীরে।
তমসার শ্যাম কূলে, কুটীরে কুটীরে,
সর্জ্জরস-ধূম-স্তর ওঠে স্তরে স্তরে।
জগত—জগত নয়, যেন স্বর্গ-ছবি।
সংসার চকিতনেত্র, ফোটে রবি—কবি।

ঈশানচন্দ্র

অমৃতের পরিশিষ্ট মথিতে জীবনে,
নীল-কণ্ঠ আজি তুমি দুর-আকাঙ্ক্ষায়।
অধিক করিয়া আশা, দুরাশা-স্বপনে
আজি তুমি ভব-ভোলা জগত-সীমায়।
সংসার—বাসুকী-দন্ত, নহে পারিজাত,
যতই উত্যক্ত হয় উদ্গারে গরল।
প্রণয়—শ্মশান-কালী, প্রলয়ের রাত,
শৃঙ্গ-পাণি বুকে সুধু সঙ্গীত তরল।
হৃদয়—শ্মশান-অস্থি, উৎসৃষ্ট চিতার,
শিশুর কন্দুক নহে, স্মৃতি-জপমালা।
জটায় প্রতিভা-ভঙ্গ, বামে যশোবালা,
ত্রিলোচন নিমীলিত সমাধিতে যার।
বাজুক না যার করে প্রলয়-বিষাণ
জপ' জপ' প্রেম-মন্ত্র, যোগেশ—ঈশান।

কোথায় সে দেশ

কোথায় সে দেশ—তুমি যেতেছ যেথায়?
জগতের বহু দূরে, জানি তাহা জানি।
স্বপ্ন, গান, প্রেম, ধ্যান যায় কি সেথায়?
রয় কি এ জগতের প্রাণ টানাটানি?

নেচে কুঁদে, হেসে কেঁদে যার যা হেথায়,
সবারি কি সেই স্থান—বিশ্রাম-আলয় ?
খোঁজা-খুঁজি, বোঝা-বুঝি নাহি পায় পায় ?
নাহি শ্রম, নাহি ভ্রম, নাহি শোক, ভয় ?

যাও তবে যাও, সখা, বিশ্রাম-আলয়ে !—
কত বসন্তের গান, প্রভাতের ফুল,
কত শরতের মেঘ, সমীর আকুল,
গেছে—কত সুখ-স্বপ্ন, কত আশা লয়ে ;
গেছে, যাবে, কত মাতা, কত শিশু, নারী।
তুমি যাও নিজ ঘরে, বিচ্ছেদ আমারি !

রমণী-হৃদয়

হৃদয় সমুদ্র মত, আকুল তরঙ্গে
উছলি পড়িছে আসি, তোমা-উপকূলে।
হৃদয় পাষাণ-দ্বার দেবে না কি খুলে ?
চির-জন্ম লুটিব কি ওই ভুরু-ভঙ্গে ?
কি রহস্যে মগ্ন তুমি, রমণী-হৃদয় !
এত ভাবে, এত শ্বাসে, এতেক ক্রন্দনে,
এত স্পর্শে, এত বর্ষে, এতেক বন্ধনে,
জগতের কত রাজ্য হ'তো যে বিলয় !

কি রহস্যে মগ্ন তুমি, রমণী-হৃদয় !
এক রবি, এক শশী, মাথার উপরি,—
আকুঞ্চনে, বিকুঞ্চনে আমি হাহা করি,
তুমি ধীর, স্থির,—যেন কোথায় কি হয় !
হবে না এ দুটি প্রাণ এক নিয়মের ?
পাশা-পাশি, আসা-আসি,—কি অদৃষ্ট ফের ?

শত ধিক্

শত ধিক্ এ জীবনে—ধিক্ সেই দিনে,
যে দিনে সহসা পথে হারাই আপনা।
চোখে চোখে চেয়ে সুধু, কোন কথা বিনে,
শৈশবের খেলা হ'লো যৌবন-যাতনা।
হারানু সরল হাসি, বুঝিনু চাতুরী ;
হারানু সরল গান, বুঝিনু সংসার ;
বুঝিনু, এ প্রকৃতির নহে সে মাধুরী—
দেখিবার, ভাবিবার, ভালবাসিবার।

শত ধিক্ এ জীবনে, ধিক্ সে নয়ানে,
যে সুধু—চাহিয়া সুধু, ধরা জয় করে।
ভালবাসা দেব ব'লে, ভালবাসা ভানে
আপনার রূপ-গর্ব্বে ভ্রমে গর্ব্ব-ভরে।
শান্তি নামে আকর্ষণ—মরণ-অধিক,
প্রেম নামে চায় মান্য,—ধিক্ তারে ধিক্।

আঁখি

আঁখির কি আশা
প্রভাত কমল, রসে ঢল ঢল,
নব রবি-পানে চেয়ে, ঝরে না পিপাসা,
এত তার ঝরে না পিপাসা।
আঁখির কি অশো।

আঁখির কি ভাষা।
উন্মত্ত কবির উন্মত্ত সঙ্গীতে
ছড়ান নাহিক এত ভালবাসা।
আঁখির কি ভাষা।

প্রিয়ে, একবার চাও।
এ বিষণ্ণ হৃদি 'পরে, অশ্রু-হারা মেঘ-স্তরে
ইন্দ্রধনু বারেক ফুটাও।
এ জীবন-বর্ষা-শেষে, আলো-মাখা বৃষ্টি-বেশে
দণ্ড দুই খেলি একবার,
প্রিয়ে, আঁখিতে তোমার।

চোখ ফুটাফুটি

নলিনি, চাহনি তোর
বিষম সিঁধেল চোর,
যেখানে যা-কিছু পায়, চুরি ক'রে নেয়।
কেউ বলে দিন কত,
কেউ বলে জন্ম মত
হাতে পেলে চোরা-ধন ফিরে নাহি দেয়।

গরিব বেচারা আমি,
কোন কিছু নেই দামী,
লোক-মুখে শুনে শুনে তবু করি ভয়।
পড়িলে ও দৃষ্টি-আড়ে,
আতঙ্কটা চাপে ঘাড়ে,
বুকে হাত দিয়ে ফেলি,—কখন কি হয়।

সদা সশঙ্কিত থাকা—
চলে না আলাপ রাখা।
চোখ দুটো বাঁধি আয়, লেঠাটা ঘুচাই।
চারি দিকে খোঁজা-খুঁজি,
এই বুঝি—ওই বুঝি,
এ চুরির সাজা এই, পিছে তাই তাই।

কত স্বপ্ন দেখি

কত স্বপ্ন দেখি, সখি, তোমায় আমায়,
মুখোমুখী ব'সে যেন, বিবাহ-সভায়।
আঁখি দুটি লাজ ভরা, মুখ-খানি নত,
হাতেতে রাখিতে হাত, যোঝা-যুঝি কত।

কত স্বপ্ন দেখি, সখি, তোমায় আমায়
পাশাপাশি শুয়ে যেন, বাসর-শয্যায়।
কহিতে কহাতে কথা, ফিরিতে, ফিরাতে,
কত সুখ-দুখ-ভয়ে জড়-সড় রাতে।

কত স্বপ্ন দেখি, সখি, বাধা নাহি পেয়ে,
কোলে নব শিশু-পানে, আছে যেন চেয়ে।
ছল ছল আঁখি দুটি,—মুছাইতে গিয়ে
নিজ চোখে হাত দেই, প্রভাতে জাগিয়ে।

এ দুখ কেমনে যায় ?

এ দুখ কেমনে যায়, এ দুখ কেমনে ?
মরণে।
জগতে কি নাই সুখ, মানব-জীবনে ?
স্বপনে।
কিসে ভুলি সুখ-দুখ, কিসে এ মহীতে ?
পিরীতে।

কেন

কেন ঝ'রে পড়ে ফুল, কেন ঝ'রে পড়ে ?
হ'তে তরু-সার।
কেন ঝ'রে পড়ে মেঘ, কেন ঝ'রে পড়ে ?
হ'তে জল-ভার।

কেন চ'লে যায় প্রাণ, কেন চ'লে যায়?
পেতে নব দেহ।
কেন ভেঙে যায় প্রেম, কেন ভেঙে যায়?
পেতে স্মৃতি-স্নেহ।

ডুবেছে তপন

ডুবেছে তপন, আলোক-জীবন;
ধরণীর বুক ছাইছে আঁধার।
ফিরিছে পথিক, মলিন বয়ন;
জগতের কাজ নাহি যেন আর।
যে আলোক গেল, গেল একেবারে?
রহিল না প্রেম, গেল কি সমূলে?
ধীরে আসে বায়ু, মুছে শ্রম-ধারে,
যে ভুলে—যেন গো একেবারে ভুলে।

ডুবেছে তপন, প্রত্যক্ষের আলো;
দলে দলে তারা ফুটিছে আবার।
কোটি চক্ষু মেলি ঘেরে চারি ধার,
সমষ্টির যেন ভগ্ন-কণা-জাল।
যে আছিল এক, হ'লো শত শত।
কণায় কণায় প্রেমের জগত।

বাসি মালা

অনাদরে বাসি মালা ব'লে,
কে গেছে ফেলিয়া পথ-ধারে?
কত লোক যাবে পায়ে দ'লে,
কথাটা ভাবে নি একেবারে।

কত মান-অভিমান-হাসি,
কত মোছামুছি অশ্রু-জল,
কত চাওয়া-চাহি বাসাবাসি,
গত ব'লে ধূলার সম্বল ?

আহাহা, যা ছিল গত রাতে,
সহায়—সময় কাটাবার !
কত আশা, কত স্বপ্ন সাথে
হ'য়েছিল আরম্ভ যাহার ;—

যেতেছিল খুলে যার তরে,
কত কাব্য, গাথা, কত গান ;
হ'তেছিল যারে, হায় ধ'রে
শত জন্ম পতন, উত্থান !

চির তৃষা, যে মোহ-মদির
হ'লো, হায়, উৎসব নিমেষ !
দুই দণ্ড হইয়া অধীর,
ভগ্ন পান-পাত্র মত শেষ !

দুই দণ্ডে হ'লো হৃদি-সাজ,
আবর্জ্জনা,—ব্যবহার পরে।
নাহি যদি স্মৃতি, মায়া, লাজ,
কেন লোকে, হায়, প্রেম করে !

মলয়-সমীর

যেও না, যেও না তুমি, মলয়-সমীর,
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তব করিয়া অধীর !
শত ফুল-রেণু চাপে
এ দেহ আবেশে কাঁপে !

যেন কি অজানা শাপে
পরাণ নীরবে যায় হইয়া বাহির।

তুমি ফুলবন-সাথি, কোথা যাবে, হায়।
এ দেহে চেতনা নাই, কে দেবে বিদায়?

হাতেতে ছিল না কাজ

হাতেতে ছিল না কাজ,
কাছে এসেছিলে আজ,
এটা-ওটা খেলা ক'রে কাটাতে সময়।
আর কিছু নয়।

বেলা যায়, যাও ঘরে,
এটা-ওটা খেলা তরে
এ জীবনে অবসর পাবে না ক আর।
রমণী, শিখিয়া গেছ, খেলা আপনার।

সৌন্দর্য্য

যাও রে সৌন্দর্য্য, যাও রে ডুবিয়া
প্রেমের সাগর 'পরে।
জগতের লোক, তোমা ল'য়ে যেন
ছেলে-খেলা নাহি করে।

উন্মাদ যুবক তোমারে না করে,
গানের বিষয় তার;
গর্ব্বিতা বালিকা তোমার নামেতে
না যেন বিকোয় আর।

ছায়া

আঁধার ঘরে, আঁধার ক'রে,
প্রেতের মতন দিবা-নিশি,
কে তুই আসিস্, কে তুই শ্বাসিস্,
সঙ্গে আমার রইতে মিশি ?
অকালে কি গেছিস্ ম'রে,
মনের আশা থাক্‌তে মনে ?
সাহস-হারা, বিরস পারা,
উঁকি-ঝুঁকি কোণে কোণে।
ভাঙা-চোরা, হানা ঘরে
কেন রে তোর কিসের মায়া ?
প্রাণে মরা, স্মৃতি-ভরা,
কায়া-ছাড়া কায়ার ছায়া।

বাঁধিতেছি, খুলিতেছি

বাঁধিতেছি, খুলিতেছি বার বার বীণা,
বেসুরা যে ঘোচে না গো। চোখে আসে জল।
সুরেতে হৃদয়, প্রাণ করে টল-মল ;
সুরেতে মিলাতে কথা কিছুতে পারি না।

বসন্তে ডাকিয়া দেছি ফুল-উপহার ;
বর্ষায় ভিজায়ে দেছি, বুকে রাখি মাথা ;
শরতে লিখিয়া দেছি কত কাব্য, গাথা ;
নিদাঘে পারি না দিতে, থাকিতে দেবার।

সুরে, শ্বাসে, ত্রাসে, জলে ভেসে গেছে কথা।
যে কথার আগা-গোড়া ফেলেছি হারাই',
কি ক'রে বুঝাব সেই এলো-মেলো ব্যথা,
ভাবিয়া, হারায়ে দিশে, এ-ও করি তাই।

নত আঁখি, নত মুখ, কম্পিত শরীর,
বুঝিবে কি ভিতরের, দেখিয়া বাহির?

ওগো

ওগো, কহিও না কথা,
এখনি ভাঙিয়া যাবে মোহ।
স'য়েছি অনেক ব্যথা,
সহিতে পারি না আর, ওহো।

লইয়া প্রাণের ধ্যান ঘুরিতেছি দেশে দেশে,
যৌবন কাটিয়া গেল প্রায়।
সে মুখের হাসি মত, সে সুরের রেস্ মত,
আজ তুমি এসেছ হেথায়।

কাহাকে দেখিতে যদি দেখে থাকি কা'কে,
সেই যদি নাহি হও তুমি।
সে যদি চলিয়া গিয়া থাকে
এ রূপের স্রোত সুধু চুমি;—

এ স্রোত না হয় যদি তেমনি গভীর,
সে মুখ-বাহিনী;
এ কূলে না থাকে যদি সে লতা-কুটীর,
সে কাব্য-কাহিনী;

এ সৌরভে না থাকে সে ফুল,
এ বীণায় না থাকে সে গান,
হ'য়ে থাকে বিধাতার ভুল
যদি এ রূপের মাঝ-খান।—

ভয় হয়—কহিও না কথা,
যথেষ্ট পাইয়া এই রূপ।
দেখি ব'সে সলিলের লীলা,
কাজ নাই জানিয়ে——এ সাগর, কি কূপ।

এই পথ দিয়ে গেছে

এই পথ দিয়ে গেছে, এখনো যেতেছে দেখা
শত শুভ্র দ্রোণ-ফুলে চরণ-অলক্ত-রেখা।
এই পথ দিয়ে গেছে, চেয়ে চেয়ে চারি দিকে,
এখনো হরিণী চেয়ে, পথ-পানে অনিমিখে।

এই পথ দিয়ে গেছে, তুলে ফুল, ছিঁড়ে শাখী,
নাড়া পেয়ে, সাড়া দিয়ে এখনো উড়িছে পাখী।
এই পথ দিয়ে গেছে, গেয়ে গেয়ে মৃদু গান,
এখনো কাঁপিছে বায়ে সেই গুনু-গুনু তান।

এই পথ দিয়ে গেছে, ব'সে গেছে নদী-কূলে,
গেঁথে গেছে ফুল-মালা, প'রে যেতে গেছে ভুলে।
এই পথ দিয়ে গেছে, কেঁদে গেছে তরু-ছায়,
এখনো সে বিন্দু-অশ্রু শিশিরে মিশে নি, হায়।

কোথায় যেতেছে চ'লে, কে মোরে বলিয়া দেয়?
এ অশ্রু কে মুছে যাবে, এ মালা কে তুলে নেয়?
কি তার মনের কথা, আমি ত বুঝি নে কিছু।
কে দেখেছে তার মুখ? আমি যে র'য়েছি পিছু।

আয়, ঘুম, আয়

আয়, ঘুম, আয়।
চেয়ে আছি সারা রাত,   বুকে দুটি দিয়ে হাত;
দীর্ঘ-শ্বাসে বুক ভেঙে যায়;
অশ্রু-জল কপোলে গড়ায়।

একটি একটি ক'য়ে, সুনীল আকাশ 'পরে,
কত তারা ফুটিল রে, হায়।
লতিকা সমীরে দুলে, ফুল-দল পড়ে খুলে ;
তটিনী উছলি পড়ে পায়।
আয়, ঘুম, আয়।

বাঁধ্ মোরে বাহু-ডোরে, এ জগত যাক্ স'রে।
শ্রান্ত আমি, জগত-রেখায়।
বড় শ্রান্ত চেয়ে চেয়ে, বড় শ্রান্ত গেয়ে গেয়ে—
সুখে, দুখে, প্রেমে, কল্পনায়।
বুকে মাথা রাখ্ ভুলে, অকূলে দেখা রে কূলে।
ঢাক্ স্নেহ-ছায়।
আয়, ঘুম, আয়।

যূথিকা শুকায়, ঢাকিস্ পাতায় ;
ঢেকে দে আমায়।
বিষণ্ণ তারকা মেঘে দিস্ ঢাকা ;
ঢেকে দে আমায়।
ধরণী লুকায়, তটিনী লুকায়,
তোর কুয়াসায় ;
ঢেকে দে আমায়।
জগতের দূরে— তোর মেঘ-পুরে,
নিয়ে যা আমায়।
তোর ছায়া মত, স্বপ্ন-মায়া মত,
ক'রে দে আমায়।
শ্রান্ত আমি, জগত্‌-রেখায়।

অদৃষ্ট-বালা

শোনা হ'লো না ক কার কথা,
বোঝা গেলো না ক কার ব্যথা,—
যেন এত কথা, এত গানে।
দেখা হ'লো না ক কার মুখ,—
জগতের এত সুখ-দুখ-
প্রাণীময় সংসারের প্রাণে।

জীবনের পূরিত' সকল,
কে যদি গো আসিত কেবল।
গানে বাকি সুর দিতে, ফুলে বাকি তুলে নিতে,
স্বপ্নে বাকি জমাতে তরল।
—কে যদি গো আসিত কেবল।

অযতনে খ'সে পড়ে সবি।
ধরিয়া তুলিটি সুধু, দুটো রেখা টেনে গেলে—
শূন্য-হৃদি, হ'য়ে যায় ছবি।
কোন্‌টা ধরিতে হবে, কথাটা বলিয়া গেলে—
লক্ষ্য-হারা, হয়ে যায় কবি।

কোথা সেই ফুটিয়াছে ফুল,
এ শুষ্ক তরুর।
কোথা সেই বহিছে তটিনী,
এ তপ্ত মরুর।
শীতল যুথির মৃদু বাস,
বায়ু সুধু আনিছে হেথায়
কার মুখ চুমি?
কে আছ, কোথায় আছ তুমি।
কোথা তুমি চির মধু-মাস।
কোথা তুমি চির উষা-হাস।

বিহঙ্গম ডাকে যে প্রত্যূষে,
ডাকে কি সে বৃথায়—বৃথায় ?
ফোটে না কি তাহার আলোক,
সে ডাক কি বৃথা ভেসে যায় ?
জীবনের এই আধ-খানা,
দরশ-পরশাতীত আশা—
এ রহস্যে কোন অর্থ নাই ?
এ কি সুধু ভাব-হীন ভাষা ?

এ কি সুধু ভাব-হীন ভাষা ?
এই যে কথার পিছে প্রাণান্ত পিপাসা।
এই যে চাহনি কাছে, কি অশ্রু ফুটিয়া আছে।
কি শ্বাস নিশ্বাস পাছে, দিন-রাত যোঝে।—
এই যে সুরের পরে, কত গান হাহা করে।
কত ছবি আছে প'ড়ে, খসড়ার ঘোঁজে।
এ কি ভাব-হীন ভাষা, কেহ নাহি বোঝে ?

এই যে কল্পনা-শ্বাস, যেন শেফালির বাস,
থেকে থেকে ধীর বায়ে উঠিছে শিহরি।
এই যে আশার লতা কাঁপিতেছে পেয়ে ব্যথা,
নুইয়া পড়িছে মাথা, প'ড়ে ফুল ঝরি।
এই যে নীরব প্রেম, শারদ জোছনা যেন,
আপন হৃদয়-ভারে আকুল আপনি।
সুখের বাঁশরী দূরে— বাজিছে বেহাগ সুরে,
এই আছে, এই নাই, উছলিছে ধ্বনি।
এই যে দুখের বায়, ফুলবন দিয়ে যায়,
অথচ জানে না নিজে, কি দুখে বিভল।
কিছু নয়—কিছু নয়, তবে এ সকল ?

এই যে তরুর মূলে, নদীর নির্জ্জন কূলে,
দণ্ডে দণ্ডে ঘুরি ভুলে, যেন কার তরে।
গাঁথিয়া ফুলের মালা, কেহ কি করে না খেলা?
পথিক চলিয়া যায়,—যে মালা সে করে।

এই কুটীরের দ্বারে, এই ভাঙা বেড়া-পারে,
কেহ কি বসিয়া নাই, কারো অপেক্ষায়?
চমকি উঠিলে বায়ু, চমকিয়া চায়।

এই যে নদীর বুকে ভেসে যায় তরী,—
কেহ কি এ কূল পানে চেয়ে নাই শূন্য প্রাণে?
ঢলিয়া পড়িছে রবি, কাঁদে না গুমরি?

পরিত্যক্ত ভগ্ন ঘরে এ ঘর ও ঘর ক'রে
কেহ কি, কি যেন তার না পেয়ে খুঁজিয়া,—
কখন কি কেঁদে উঠে, দ্বার-পানে নাহি ছুটে,
আপনার পদ-শব্দে কাহারে বুঝিয়া?

যায় আসে কত লোক, কাহারো কাতর চোখ
পড়িবে না মোর 'পরে, হবে না মিলন—
এ জীবন-হেঁয়ালির চরণ পূরণ।
একটি না কথা ক'য়ে, কথার না দেরি স'য়ে
অমনি বুকেতে বাঁধা—চির আলিঙ্গন।

কোথা কথাহীন ব্যথা,—কোথা তুমি—তুমি!
জোছনার মেঘ-ছায়ে, শীতল মলয় বায়ে,
সাগর লহরী-লীলা ভ্রমিছ কি তুমি?
পাখী-কণ্ঠে, মৃগ-নেত্রে, কম্পিত শ্যামল ক্ষেত্রে,
প্রভাত কমল-পত্রে র'য়েছে কি ঘুমি?
কোথা কথা-হীন ব্যথা, কোথা তুমি—তুমি!

ছাড়া-ছাড়া হ'য়ে কেন বেড়াইছ ভাসি।
ভাঙিয়া স্বপন-কারা, সমুখে আসিয়া দাঁড়া।
নয়ন জলেতে ভরা, ঠোঁটে ভরা হাসি।
নাহি কথা, নাহি ব্যথা, নাহি পড়ে আঁখি-পাতা,
কে যেন আঁকিয়া গেছে ভালবাসাবাসি।
চির নব সুর, রূপ, প্রাণ রাশি রাশি।

যাই—যাও

যাই, তবে যাই।
আকুল ঝটিকা সদা ছোটে যে সমুদ্র-মুখে।
জগত কি পারে দিতে, বুকে তারে ঠাঁই ?
যাই, তবে যাই।
কাটে কি তাহার বেলা, ল'য়ে লতা-পাতা-খেলা,
ল'য়ে তটিনীর ঊর্ম্মি, নারীর কুন্তল ?
প্রাণে যার সদা কোলাহল !

যাই, তবে যাই।
ধূধূধূ মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে লুটাই—উড়াই।
যাই, তবে যাই।
শত মৃত-রাজ্য-কথা, শত ভগ্ন দুর্গ-গাথা,
ওতপ্রোত করিতেছে হৃদয় যাহার,
সদা ঢুলু ঢুলু পায়ে পড়িবে তোমার গায়ে,
এ তার অসাধ্য কর্ম্ম—আত্মহত্যা তার।

দাও, ছেড়ে দাও।
কেন নিমেষের তরে মাঝ-খানে এসে প'ড়ে
চূর্ণ হ'য়ে যাও।
যাও, যাও, যাও।

যাও, যাও, যাও।
আমি জগতের দূরে, তুমি জগতের পুরে,
তোমায় আমায় হবে কেমনে মিলন ?
আমার অস্তিত্ব—খেলা, যা কিছু ভাঙিয়া ফেলা।
তোমার,—আমারে চেয়ে কেবল ক্রন্দন।
তোমায় আমায় হবে কেমনে মিলন ?

শেষ

এত দিনে বুঝিলাম,—যখন কি হবে বুঝে !
অনন্তের মাঝে আমি ছুটিতেছি অন্ত খুঁজে।
যেখানে অনন্ত স্তব্ধ,
খুঁজিতেছি সেথা শব্দ।
যেখানে অনন্ত-স্বপ্ন, খুঁজিতেছি সেথা কাজ !
নাহি সুখ, নাহি শ্রান্তি,
খুঁজিতেছি সেথা ভ্রান্তি।
চড়িতেছি স্মৃতি-ভেলা, অনন্ত খেলার মাঝ।
—এত দিনে বুঝিলাম, কি হবে বুঝিয়া আজ ?
থামিয়া গিয়াছে গান,
শুইয়া প'ড়েছে প্রাণ,
টানিতে পারি না বায়ু আর আমি শ্বাস পূরে।
থেমেছে কল্পনা, ভাষা,
সুখ, দুখ, সাধ, আশা।
কোথা তুমি, ভালবাসা, যে তুমি—সে তুমি দূরে !

কোথা তুমি, ভালবাসা, যে তুমি—সে তুমি দূরে।
গান ত হইল শেষ,
কোথা তুমি সুর-রেস্ ?
সুখ দুখ হ'লো শেষ, হ'লো শেষ কারে ঘুরে ?

উলটি পালটি পাতা,
ক্রমে শেষ হ'লো খাতা;
মুদে এলো আঁখি-পাতা, বুক গেল ভেঙে-চূরে।
কোথা তুমি, মহামূর্ত্তি, নাম যার ধরা জুড়ে?
মিছে এ কল্পনা মোর, লাগিল না কোন কাজে।
মিছে এ জোয়ার, ভাটা;
মিছে ফোটা, খোলা কাঁটা,
মিছে বাঁধা বাঁধা-বীণা, মিছে রঙ্ ছবি-ভাঁজে।

মিছে এ জোনাকী-রেখা,
শারদ জ্যোস্নায় লেখা;
মিছে লঘু মেঘ-ছায়া, মধ্যাহ্ন তপন-ঝাঁজে।
মিছে এ তরুর কম্পে,
ঝটিকার ভীম ঝম্পে;
মিছে এ উর্ম্মির ঘূর্ণি, তরঙ্গের রঙ্গ মাঝে।

১লা আষাঢ়, ৯৪ সাল।

সমাপ্ত

শঙ্খ

অক্ষয়কুমার বড়াল

[আশ্বিন ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ : চৈত্র ১৩৬২

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে রঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত
১১—২৫. ৩. ৫৬

সম্পাদকীয় ভূমিকা

১৩১৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (১৯১০ সন) অক্ষয়কুমারের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'শঙ্খ' প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১২৭। ঠিক তিন বৎসরের মধ্যেই (আশ্বিন ১৩২০) দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সংস্করণের দীর্ঘ "অনুবন্ধ"টি লিখিয়া দেন; পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৩। অক্ষয়কুমারের জীবিতকালের ইহাই শেষ সংস্করণ। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অনুবন্ধ"সহ এই সংস্করণের পাঠই বর্তমান গ্রন্থাবলীতে গৃহীত হইয়াছে।

'শঙ্খ' কাব্যখানি কবির ঠিক পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হয়। কবির দ্বিধাবিভক্ত জীবনের পরিচয় এই কাব্যে আছে। প্রথমাংশ 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি' ও 'ভুলে'র ধারা ধরিয়া রচিত। এই কাব্যের খণ্ড খণ্ড কবিতা রচনার কালেই কবির জীবনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে—১৩১৩ সালের ১৯শে মাঘ তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। এই শোচনীয় আঘাতে কবির কাব্যজীবনও পূর্বাপর বদলাইয়া যায়। 'শঙ্খে'র শেষাংশ 'এষা'র সমপর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে 'শঙ্খে'র "বিপত্নীক" কবিতা হইতেই 'এষা'র আরম্ভ। কবি-সমালোচক ডক্টর সুশীলকুমার দে নিপুণ বিশ্লেষণান্তে 'শঙ্খ' সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

> "সংগ্রামের শেষে...অবসাদের ভাব, ঝটিকার শেষে প্রকৃতির শ্রান্ত প্রসন্নতা—ইহাই অক্ষয়কুমারের...'শঙ্খ' কাব্যের প্রধান সুর। ইহাতে আর বিদ্রোহের ভাব নাই, যাতনার জ্বালা নাই, ইহা একটি বিষণ্ণমধুর আকার ধারণ করিয়াছে। উষার শুকতারাই সন্ধ্যার সন্ধ্যাতারা হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু সায়াহ্নের কোমল স্নিগ্ধতায় তাহার রূপ অপরূপ হইয়াছে"—'নানা নিবন্ধ', পৃ. ২৭৯-৮১।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সূচী

	অনুবন্ধ	...	।/০
	উপহার	...	৩
১	হৃদয়-শঙ্খ	...	৫
	কবি	...	৬
	হৃদয়	...	৭
	প্রতিভার উদ্বোধন	...	৭
	প্রতিভার নিবর্ত্তন	...	১০
	আর্ত্ত	...	১১
	প্রীতি	...	১২
	শ্রী	...	১৩
	ত্রয়ী	...	১৬
২	প্রার্থনা	...	১৯
	পিতৃহীন	...	১৯
	বন্ধুর বিবাহ	...	২১
	সন্ধ্যা	...	২৩
	আহ্বান	...	২৫
	সদ্যোজাতা কন্যা	...	২৭
	আদর	..	২৯
	পূজার পর	...	৩১
	মাণিক	...	৩২
	বঙ্গভূমি	...	৩৩
	কিসের অভাব	...	৩৫
	রবীন্দ্রনাথ	...	৩৬
	পঞ্চদশ বর্ষ গত	...	৩৭
	জন্ম ও মৃত্যু	...	৩৯
	শিশু-হারা	...	৪০
	বিপত্নীক	..	৪১
	মাতৃহীন	..	৪৫
	মাতৃহীনা	...	৪৫

কন্যার বিবাহে ... ৪৭
সংসারে ... ৪৯
বালবিধবা ... ৪৯
হেমচন্দ্র ... ৫১
ঈশানচন্দ্র ... ৫২
নিত্যকৃষ্ণ বসু ... ৫২
হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৫৩
সন্ধ্যায় ... ৫৪
শ্মশান-প্রান্তে ... ৫৪
প্রার্থনা ... ৫৫

৩ প্রভাতে ... ৫৬
মধ্যাহ্নে ... ৫৮
অপরাহ্নে ... ৫৯
সায়াহ্নে ... ৬২
প্রদোষে ... ৬৩
নিশীথে ... ৬৪

অনুবন্ধ

শঙ্খ! এক খণ্ড অস্থিমাত্র; কুটিলকণ্ঠ, শূন্যগর্ভ, দীর্ণমেরু এক খণ্ড অস্থিমাত্র! কাহার অস্থি? যে অনন্তের তলে বেড়ায়, অসীম অম্বুনিধির কূলে গড়ায়, যে জীব সামান্য শব্দ করিতে পারে না, বুঝি বা সমুদ্রের অনবরত হাহাকারে যাহার শ্রবণ বধির, জিহ্বা স্থবির হইয়াছে, এমন নাতিবৃহৎ শম্বুকের অস্থি। এই অস্থিই তাহার ইহকালের সর্ব্বস্ব। ঐ কঠিন কণ্ঠ-আবরণের ভিতরে সে তাহার ইহকালের অতি কোমল জীবদেহ লুকাইয়া রাখে। ঐ আবরণের উপর ক্ষণে ক্ষণে নীলাম্বুর উর্ম্মিরাশি আসিয়া অব্যাহত পরম্পরায়, কেবল আছাড়ি-বিছাড়ি খেলা করিতেছে; ঐ আবরণের উপরে তিক্তাস্বাদ সাগরজল আসিয়া আশ্রয় লইতেছে, উহাকে ক্ষয় করিবার জন্য কতই চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু বিধাতার দান, তাই অমন কুটিল আবরণ সাগরের অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে চূর্ণ হয় না; বরং কঠিনীকৃত চূর্ণকের আকারে উহা নিত্য বিদ্যমান থাকে। এই অস্থি যতদিন সজীব, ততদিন নীরব; যে দিন উহার কুক্ষিগত জীবন অনন্ত জীবনে মিশিয়া যায়, সেই দিন হইতে উহা শব্দের—ধ্বনির—আরাবের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া থাকে। একবার উহার মুখে মুখ মিলাইয়া ফুৎকার দিলে আজীবন-সঞ্চিত অনন্তের ধ্বনির—প্রতিধ্বনি উহা শুনাইয়া দেয়। চিরজীবন যে হাহাকারের মধ্যে থাকিয়া, যে অব্যাহত বিকট ভৈরবধ্বনির লীলার মধ্যে থাকিয়া, উহা নীরবে যে মঙ্গল ও অমঙ্গল শব্দের সংস্কার স্বীয় অস্থির স্তরে স্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছে, যেন তাহাই নরনারীর অধরোষ্ঠের সম্মেলনে আবার ফুটাইয়া তোলে। ইহাই শঙ্খ; যাহা মরিয়া জীবনের সুখসোহাগের প্রতিধ্বনি করে, যাহা শূন্যগর্ভ হইয়া অব্যক্ত শূন্যের অশরীরিণী বাণীর প্রতিধ্বনি করে, যাহা সাগরের শব্দমহিমার পরিচয় তোমাকে দিয়া দেয়, যাহা ইহকাল ও পরকালের মধ্যে শব্দের—নাদের বন্ধনীস্বরূপ, তাহাই শঙ্খ।

কবি শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার বড়াল এই শঙ্খ বাজাইয়াছেন;—আবেগ ও আবেশ মিলাইয়া, সাধ ও সোহাগ জড়াইয়া, স্মৃতি ও বিস্মৃতির মিলন ঘটাইয়া, কি জানি কোন্ অজানা দেশের বার্ত্তা শুনাইবার দুরাকাঙ্ক্ষায় বড়াল কবি এই শঙ্খ বাজাইয়াছেন। তোমাদের শ্রবণে সে রব—ভাবের সে ঘনঘোর নির্ঘোষ পঁহুছিয়াছে কি? একদিন এই শঙ্খ বাজাইয়া ভারতের সৃষ্টিধর ভগীরথ পতিতপাবনী দুকূলপ্লাবিনী মন্দাকিনীকে ধরাধামে নামাইয়াছিলেন। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত প্রবহমা গঙ্গার কুল্ কুল্ ধ্বনিতে ভারতভূমি নিত্যমুখর হইয়া আছে। একদিন এই শঙ্খ বাজাইয়া পরশুরাম পিতৃঋণ পরিশোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন;—ধরাধাম একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছিল। একদিন এই শঙ্খ বাজাইয়া বিশ্বামিত্র ঋষি মা জানকীকে মিথিলা হইতে অযোধ্যায় আনয়ন করিয়াছিলেন। হরধনুর মীঢ়-মীঢ় ঘোর রবের প্রতিধ্বনি নিস্তব্ধ হইবার সঙ্গে

সঙ্গে এই শঙ্খের কল্যাণ-ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছিল। আর একদিন ভারত-জীবন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মক্ষেত্রে—কুরুক্ষেত্রে এই শঙ্খ বাজাইয়া গীতার অশরীরী গীতের সপ্তস্বর মুখর করিয়াছিলেন;—তিন গ্রাম,—কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—তারা, উদারা, মুদারা—পরিস্ফুট করিয়াছিলেন। আর সর্ব্বশেষে সংযুক্তার বিবাহ-বাসরে এই শঙ্খ একবার মঙ্গলধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল। মনে পড়ে কি সে সব শব্দ? সে আহ্বান, সে উদার ও উন্নত আকিঞ্চন,—ধ্বনি মনে পড়ে কি? শুন শুন! ভারত-সাগরের প্রত্যেক তরঙ্গের অভিঘাতে সফেন কোটী বুদ্‌বুদ্-মণ্ডিত জলবিস্তারে—বেলাভূমির উপর ব্যর্থ আঘাত-পারম্পর্য্যে বুঝি বা এই সকল শব্দ লুকান আছে;—যুগযুগান্তরের, কল্পকল্পান্তরের এই শব্দস্মৃতি যেন জড়ান মাখান আছে। কবি সেই অনন্ত সমুদ্রের অক্ষত শব্দ-ভাণ্ডারের তটভূমি হইতে অক্ষয় শঙ্খ আহরণ করিয়া, আজ সোহাগ-ফুৎকারে উহাকে শব্দময় করিয়া তুলিয়াছেন।

ইহাই শঙ্খ-কবিতা, আরাবের মঞ্জুষা, ধ্বনির পরম্পরা। শুনিয়াছি, শব্দই ব্রহ্ম; এই শব্দ তিনবার ধ্বনিত হইয়া ত্রয়ীর সৃষ্টি করিয়াছে। এই শব্দই ব্রহ্মার ওঙ্কার, পিনাকপাণির হুঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব। এই শব্দই সুখ-দুঃখ-অসুখের অভিব্যঞ্জনা। এই শব্দই পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ ও সম্ভোগের পরিচায়ক। ইহাই বিরহের হাহাকার, মৃত্যুর গদ্‌গদ্ ভাষা, চিতার চট্‌পটা। ইহাই জীবন ও মরণ, বিরহ ও মিলন,—ইহাই সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বময়। কেমন করিয়া বুঝাইব ইহা কি ও কেমন? শব্দের ত তুলনা নাই। যে শঙ্খ সূতিকাগারের দুয়ারে বাজে, যে শঙ্খ বিবাহের ছাল্‌না-তলায় বাজে, যে শঙ্খ মহাপ্রয়াণের দিনে বাজে, সে ত সবই একই শঙ্খ, একই ধ্বনি, একই নাদ। কিন্তু শ্রবণে পৃথক্ শুনায় কেন? ঐ এক সুরে বাঁধা শঙ্খ কখনও হাসে, কখনও কাঁদে কেন? কি জানি কেন! কবি বুঝি এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারেন। অক্ষয় কবি উত্তর করেন নাই, ভঙ্গী দেখাইয়াছেন;—

> 'আসে যায়—কেহ নাহি চায়, সবাই খুঁজিছে মুক্তামণি;
> কে শুনিবে হৃদয়ে আমার, ধ্বনিছে কি অনন্তের ধ্বনি!'

ঐ ত গোল! এ জগতে কেহ কাণ পাতিয়া শুনে না, সবাই চাহে, সবাই আকাঙ্ক্ষায় প্রমত্ত থাকে, লইতেই ব্যস্ত হয়, শুনিতে চাহে না। চিকিৎসক যন্ত্রসাহায্যে হৃদয়ের গুরু-গুরু ধ্বনি শুনেন না, রোগ আছে কি না, তাহাই নির্ণয় করেন। প্রণয়িনীও সে শব্দ শুনে না, কেবল প্রেম আছে কি না, তাহারই অন্বেষণ করে। শিশুপুত্র বুকে মাথা দিয়া সে শব্দ শুনে, কিন্তু বুঝিতে পারে না, তাই বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে জনকের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। সেই 'অনন্তের ধ্বনি' যে শরীরী হইয়া রক্তমাংসের অবয়ববিশিষ্ট হইয়া পুত্ররূপে বুকে শুইয়া আছে, শিশুকে এ বারতা ত কেহ দেয় না। বড়াল কবি সে খবর একটু দিয়াছেন।

'কিংবা আজীবন এই হৃদয়-ব্রহ্মাণ্ডে
যে আকুল স্নেহ—
অণু পরমাণু মত ঘুরিত রে অবিরত,
ঘুরে' ঘুরে' এত পরে ধরেছে ও দেহ!'

* * *

'অনাদি-অনন্তরূপা মহাকাল-মায়া,
আয়, বুকে আয়!
আয় সৃষ্টি-স্থিতি-মূর্ত্তি, আয় বিশ্বরূপা-স্ফূর্ত্তি,
কি যত্ন করিব তোরে—স্নেহে না কুলায়।'

স্নেহে কুলায় না বলিয়াই, এত আকুলি-বিকুলি, এমন হা-হুতাশ, স্নেহে কুলায় না বলিয়া ভাষা যুয়ায় না, কথা বলি-বলি করিয়া বলা হয় না। তাই কবির সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। কবি অক্ষয়, অক্ষয় শঙ্খে ধ্বনি করিয়া বলিতেছেন;—

'ওই প্রেমে প্রেমানন্দে, ওই স্পর্শে, বাহুবন্ধে,
আবার জাগুক্ মনে—আমি যে মহান্,
একেশ্বর, অদ্বিতীয়, অনন্ত-প্রধান।'

ইহাই শঙ্খের ধ্বনি। ইহাই শব্দ-ব্রহ্ম—আপ্তবাক্য। শঙ্খ না হইলে এমন ধ্বনি ফুটিয়া উঠে না। তাই প্রথমেই শঙ্খের পরিচয় দিতে হইয়াছে। এমন শঙ্খের রব যে ব্রহ্মময়, তাহাও বলিতে হইয়াছে। নহিলে এমন সমাচার শুনিতে পাই! ইহাই অনন্ত-ধ্বনির প্রতিধ্বনি, ইহাই বংশীরব। কথাটা আরও একটু খুলিয়া বলিব। কবিই বলিয়াছেন;—

'শিরে শূন্য, পদে ভূমি, মধ্যে আছি আমি-তুমি,
কল্প-কল্প বিকাশ-বারতা!
আছে দেহ—আছে ক্ষুধা, আছে হৃদি—খুঁজি সুধা,
আছে মৃত্যু—চাহি অমরতা!'

ইহাই জীবনের জিজ্ঞাসা; ইহাই শাস্ত্র, ইহাই বেদ ও বেদান্ত। আমি আছি যখন, তখন তুমি আছই; কেন না, আমার আমিত্বের উপলব্ধি যখন হইয়াছে, তখন তোমার তুমিত্বের অধ্যাস আমাতে হইয়াছে-ই। আমি তাই তোমাকে আমার করিতে চাহি, বা আমাকে তোমার করিতে চাহি। এই তোমার-আমার মিলনচেষ্টা এবং বিরহ-অনুভূতি লইয়াই সংসারের সুখ দুঃখ। কিন্তু এই সুখ-দুঃখে দেহই বিষম অন্তরায়। দেহ আছে বলিয়াই ক্ষুধা আছে, দেহ আছে বলিয়াই সে ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই। ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই বলিয়াই তুষ্টি-তৃপ্তি নাই। এই অতৃপ্তির জ্বালা—বিষম জ্বালা; তাই খুঁজি সুধা। সেই সুধার আস্বাদে, ভাগ্যে যদি থাকে ত, অমরতা লাভ করিতে পারি। চাই

অব্যাহত সুখ, অনন্ত তৃপ্তি। দেহের সাহায্যে কেবল এই সুখ ও তৃপ্তির অনুভূতি হইয়াছে। এই দেহজন্যই তোমার-আমার বিভেদ-বিচার, এই দেহজন্যই তুমি—তুমি, আমি—আমি। তাই অমরতার জন্য এত প্রয়াস! তোমার অমরতা এবং আমার অমরতা—উভয়ের অক্ষয়তার জন্য এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এই তত্ত্বকথাটি কবি অতি সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। যখন মনে হইবে, আমিই একেশ্বর অদ্বিতীয় অনন্তপ্রধান, তখনই আমার আত্মার টুকরাগুলি—সন্তানসন্ততিগুলিকে হৃদয়ব্রহ্মাণ্ডে অণুপরমাণুর মত ঘুরিত বলিয়াই মনে হইবে। এক এবং অদ্বিতীয় আমি বহু হইবার সাধ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে এক আমি বহু হইলাম; গতিকেই বলিতে হয়, আমার হৃদয়ব্রহ্মাণ্ডে যে অণু-পরমাণুগুলি ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহারাই সাকার হইয়া আমারই আত্মজ-আত্মজারূপে প্রকট হইয়াছে। অক্ষয় কবি বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি গূঢ় তত্ত্ব অতি মধুর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ইউরোপের ফিলজফি এই সিদ্ধান্তের—এই আত্মতত্ত্বের তেমন সমাচার রাখেন না। ইউরোপের কবিও মহাবাক্যের এমন প্রতিধ্বনি করিতে পারেন না। এই তুমি ও আমির খেলা, এই আমি ও তুমির সম্বন্ধ-বিচার লইয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব, উহাই জীবননাট্যের প্রথম শঙ্খধ্বনি; উহাই আদি, উহাই অন্ত। বুঝিবে কি? যদি বুঝিতে চাও ত বড়াল কবিকে বুঝিয়া লও। উহার শঙ্খধ্বনির ভঙ্গীটা জানিয়া লও। প্রভাতে কবি গায়িয়াছেন,—

'বুঝিতে পারি না আমি এ খেলা কেমন!
চিরদিন ধরি-ধরি,
খুঁজিয়া—খুঁজিয়া মরি
সেই এই-এই করি যাবে কি জীবন?'

ইহা ভোরাই গান, ভৈরবীর উদাস তান। একবার মধ্যাহ্নের গৌড়সারঙ্ সুরটা শুন! কবি বলিতেছেন,—

'হৃদয় এলায়ে পড়ে, যেন কি স্বপন-ভরে!
মুদে আসে আঁখিপাতা যেন কি আরামে!
অন্যমনে চাহি' চাহি'— কত ভাবি, কত গাহি!
পড়িছে গভীর শ্বাস—গানের বিরামে।
খসে খসে পড়ে পাতা, মনে পড়ে কত গাথা—
ছায়া ছায়া কত ব্যথা সহি ধরাধামে!'

মধ্যাহ্নের এই গানের পর কবি 'আকুল হৃদয়ে কাঁদে কোথা তুমি—তুমি'। সকালে বুঝি না, মধ্যাহ্নে ছায়া-ছায়া কত ব্যথা—বুঝি বা ধরি-ধরি করিয়া ধরিতে পারি না; শেষে সায়াহ্নে তোমার খবর—তাহার খবর যেন একটু বুঝিতে পারি, যেন একটু ধরিতে পারি, তখন উদাস প্রাণে কোথায় তুমি বলিয়া কাঁদিতে হয়। কাঁদিয়াও নিবৃত্তি হয় না, তাই বলিতে হয়—

'ছাড়া-ছাড়া হয়ে কেন বেড়াইছ ভাসি ?
ভাঙ্গিয়া স্বপন-কারা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়া—
নয়ন পলক-হারা, মুখে ভরা হাসি !
নাহি কথা, নাহি ব্যথা— কি গভীর নীরবতা !
হৃদয় হৃদয়ে পড়ে উচ্ছ্বাসি—উচ্ছ্বাসি।'

কবির এইটুকু বলিয়া যেন সাধ মিটিল না;—যেন সবটা বলার মতন বলা হইল না। তাই ডাক দিয়া কবি বলিতেছেন,—

'দাঁড়াও, অভেদ আত্মা ! পরলোক-বেলাভূমে
বাড়ায়ে দক্ষিণ কর মৃত্যুর নিবিড় ধূমে !
* * *
দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই,
বুঝেছি এ মরুভূমে মত্ত ব্রহ্মানন্দ তা-ই।'

ইহাই শঙ্খের ফিলজফি, শঙ্খের তত্ত্বকথা, উহার অনাহত ধ্বনি। এইটুকু বুঝাইব কেমন করিয়া ? বলিয়াছি ত, ইহাই বেদ-বেদান্ত, ইহাই তন্ত্রতত্ত্ব, ইহাই মানবতার আধার, পুরুষকারের বেদী।

কবি কে ? যিনি মনের কথা খুলিয়া বলেন;—যাহা বলি-বলি বলা হয় না—যাহা বলি-বলি বলিতে পারি না,—কবি তাহাই স্পষ্ট বলিয়া দেন। কেবল বলিয়াই ক্ষান্ত হন না; কবি এমন করিয়া কথাগুলি বলিয়া দেন, যাহার প্রভাবে অনেক নূতন কথা, কত অ-জানা দেশের অপরিজ্ঞাত কথা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। সে সব কথা বলা যায় না, পরন্তু বুঝা যায়;—বুঝি বা তেমন করিয়া বুঝাও যায় না, তবে কেমন-যেন কি-রকম ভাবে সে সব কথা আপনা হইতেই মনে জাগিয়া উঠে। তাই বলিতে হয় যে, সে সব বিষয়ের ভাষা নাই; অভিব্যঞ্জনার কোনও উপায় নাই। ভাগ্যে থাকে, বুঝিতে পারিবে; ভাগ্যে না থাকে, ত এ জীবনে আর সে বিষয়ের বোধ ও বোধ-লক্ষণা কোনও কিছুরই উপলব্ধি হইবে না। কাজেই বলিতে হয়, কবি বুঝান না—দেখান; কদাচিৎ দেখাইতেও পারেন না—কেবল ভাবান। কবি বলিতেছেন,—

'দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই,
বুঝেছি এ মরুভূমে মত্ত ব্রহ্মানন্দ তা-ই।'

বুঝাও দেখি, ইহার মর্ম্ম ! রসতত্ত্ব নিঙ্গাড়িয়া নিঙ্গাড়িয়া বহু বিষয়ের অবতারণা করিতে পার; পরন্তু যে রসিক নহে, তাহাকে ইহার মাধুরী কখনই বুঝাইতে পারিবে না। আমি ও তুমি—ইহারা দুই জন কাহারা ? আমি ? পৃথিবীবাসী শতকোটী নরনারী বলে, 'আমি'—কে আমি ? বলিবে,—আত্মা ? সে আবার কি সামগ্রী ? সে আবার কেমন পদার্থ ? সবাই আমি—আমি বলে, সবাই আমাকে লইয়া ব্যস্ত;

পরন্তু কেহই 'আমি' পদার্থটাকে চিনে না, জানে না। উহা জ্ঞাত হইয়াও অজ্ঞাত, করতলগত হইয়াও আকাশের চাঁদ, হৃদয়ের সামগ্রী হইয়াও স্বপ্নের নিধি। এ যে সব আমি!—আমি-ময়, আমি-মাখা, আমিত্বে ঢাকা! আমার পরিচয় আমি দিব কাহাকে? আমার পরিচয় শুনিবার লোক নাই বটে, পরন্তু সে পরিচয় দিবার সাধ আমাতে আজন্ম—অনাদিকাল হইতে গাঁথা আছে। আমি সেই পরিচয় দিতে চাহি বলিয়াই,—সে পরিচয় দিতে না পারিলে আমার শান্তি, তুষ্টি, তৃপ্তি, কান্তি হয় না বলিয়াই,—আমি 'তোমাকে' খুঁজিয়া বেড়াই। কে তুমি? এ প্রশ্নের উত্তর করাও বড় কঠিন। আমি আছি বলিয়াই তুমি আছ; পরন্তু আমি যেমন অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত, তুমিও তেমনি অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত। তোমায় যখন নির্নিমেষনয়নে দেখিতে থাকি, তখন তোমাতে আমি আমাকে দেখি কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু সে দেখার যে মাধুরী ফুটিয়া উঠে, আমি তাহাকে প্রেম বলি, রস বলি, মধুরতা বলি। কেন বলি? বড় সাধ—তোমাকে আমি আমার করিয়া লইব; বড় আশা—আমি তোমার হইয়া থাকিব। কেন এমন সাধ হয়? পরকে আপনার করিবার, আপনাকে বিনামূল্যে বিলাইয়া দিবার, প্রাণ লইয়া এই রসের হাট—সংসারে ফিরি করিবার কেন এমন সাধ হয়? হয় বলিয়াই হয়—হইতে হয় বলিয়াই হয়—'স্বভাব এই যে তোমা বৈ আর জানি না,' তাই হয়—নিয়তির এমনই বিধান, তাই হয়! কেন হয়, কে বলিতে পারে! স্বয়ং সদাশিব এইখানে মূক। কাজেই বলিতে হয়, মত্ত ব্রহ্মানন্দ তা-ই। কিন্তু এই ব্রহ্মানন্দ বুঝিতে হইলে যে প্রীতির প্রয়োজন, সে প্রীতি যে অতি অসহায়া! কবি অক্ষয় তাহা খুলিয়া লিখিয়াছেন। অহঙ্কারের বেত্রাঘাতে প্রীতির যে দুর্দ্দশা হয়, তাহা কবি অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন। সেই অহঙ্কার-বিবশা শ্রীরও অভিব্যঞ্জনা কবি করিতে ছাড়েন নাই। আমার শাস্ত্র এইখানে আসিয়া কবিকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। চণ্ডী অতুল্য ভাষায় বলিয়া রাখিয়াছেন যে, প্রীতি ও শ্রী জগন্ময়ী জননী—মা অন্নপূর্ণা! এক কথায় জীবনভরা তপ্তশ্বাসের ঝঞ্ঝা মলয়সমীরে—সুখ-শিহরণে পরিণত হইল। সাধকে এবং কবিতে এইটুকু পার্থক্য। কবি সদাই মৃগমদমত্ত, স্বীয় কল্পনাগত সৌরভে আকুল; সাধকে সে কস্তূরীমঞ্জুষা খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেন। আশীর্ব্বাদ করি, অক্ষয় কবি, অক্ষয় সাধক হউন।

'এ জীবনে পূরিত সকল,
সে যদি গো আসিত কেবল!
গানে বাকি সুর দিতে, ফুলে বাকি তুলে নিতে,
স্বপ্ন বাকি হইতে সফল—
সে যদি গো আসিত কেবল!'

বটেই ত! সে যদি গো আসিত কেবল! ঐ দুঃখেই ত জীবনে মরণ ঘটিয়াছে,—ক্ষণে ক্ষণে মরিতেছি, ক্ষণে ক্ষণে মরণে জীবনলাভ করিতেছি।—সে যদি গো আসিত

কেবল!—শতচাঁদ নিঙড়ান সুধামাখান নিধি আমার, জীবনমরীচিকার হেম-মৃগ আমার, সে যে আসে-আসে করিয়া আসে না,—ধরা দেয়—দেয়—দেয় না। শ্মশান-ক্ষেত্রে গঙ্গার তীরে চিতাচুল্লী জ্বালিয়া যখন বসিয়া থাকে, গঙ্গার কোটী বীচি-বল্লরীবিতানের কুল্-কুল্ ধ্বনির উপর দিয়া যে সময়ে বাতাস বহিয়া যায়, তখন মনে হয়, তাহার অঞ্চলখানি বুঝি কপোলের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। যায় বটে, কিন্তু আর আসে না। চমক্ ভাঙ্গে বটে, কিন্তু সাধ মিটে না। পরিণয়-বাসরে ফুলসজ্জায় সজ্জিত হইয়া যখন বসিয়া থাকে, তখন পার্শ্বের চেলাঞ্চলবিমণ্ডিতা বালিকার সাবধান প্রশ্বাসের শব্দে মনে হয়, সে বুঝি গো আসিয়া বসিল! পরক্ষণেই সব অন্ধকার—শুব্ধ, শান্ত, সংযত, স্থবির! চম্‌ক ভাঙ্গে বটে, কিন্তু সাধ যে মিটে না। এমনই জীবনের সকল ব্যাপারে পদে পদে, উঠিতে—বসিতে, খাইতে—শুইতে কেবল ঠকিতে থাকি; কোটী জন্মেও ট্যাণ্টালসের তৃষার উপশান্তি ঘটে না।

'বহিতেছে সেই বায়—
চমকিয়া পায় পায়
ফুলের সুবাস মত কেহ নাহি আসে!'

তাই বুক ফাটাইয়া—গগন পবন শুব্ধ করিয়া বলিতে হয়—দুই বাহু তুলিয়া, ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া ফুকারিয়া বলিতে হয়,—'কোথা এ দুঃখের শেষ—কোথা ভগবান!'

ইহাই শঙ্খ! মড়া হাড়ের শুষ্ক নীরস পঞ্জর ভেদ করিয়া ইহাই শঙ্খধ্বনি! জন্ম-জন্ম এমনই ভাবে কত শঙ্খ বাজাইলাম—কত কাঁদিলাম, কত হাসিলাম। সাগরকূলের ঐ মৃত অস্থিখণ্ডের শব্দ-মহিমা আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিলাম না। কাহাকে ডাকে? কাহার আহ্বান এমন শুষ্ক রব করে?

'এস চণ্ডীদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি;
প্রতাপ-কেদার-বাপ্পা, গনেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী!'

এস—এস! বাঙ্গালার অনন্ত অতীতের শঙ্খবাদকগণ, তোমরা সবাই একবার এস! বলিতে পার কি, এখনও কেন শঙ্খ বাজাই! বলিতে পার কি, এখনও কেন গৃহলক্ষ্মীদের হাতে ঐ শঙ্খ দিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করি! কেন তাহাদের স্নেহ-ফুৎকারের একটানা শব্দে প্রমত্ত হই? কেন শ্মশানের হাড় লইয়া এখনও সংসার-লীলাকে মুখর করি?

অশরীরিণী বাণী এ জিজ্ঞাসার উত্তর করিবে! বড়াল কবি সে উত্তরের ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাই শঙ্খ পড়িয়া আমি ধন্য হইয়াছি। বিস্মৃতির ভগ্নস্তূপ এক ফুৎকারে উড়িয়াছে। দেখ—দেখ, ভাগ্যে থাকে যদি তবে একটা স্ফুলিঙ্গও খুঁজিয়া

পাইবে। অগ্নিহোত্রীর দেবকুণ্ড এই বিন্দুর সাহায্যে আবার ধূ-ধূ জ্বলিয়া উঠিবে। ঐ শুন—শ্রবণময় হইয়া শুন, কবি শঙ্খধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

'এই মায়া মোহ ক্লেশ এইখানে হোক্ শেষ,
তুমি যেন আর—
একটী একটী করি', ন্যায়-তুলাদণ্ড ধরি'
ক'রো না বিচার!'

কলিকাতা,
১৩ই আশ্বিন, ১৩২০ সাল

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যা

I have sinuous shells of pearly hue
Within, and they that lustre have imbibed
In the Sun's palace-porch, where when unyoked
His chariot-wheel stands midway in the wave :
Shake one and it awakens, then apply
Its polisht lips to your attentive ear
And it remembers its august abodes,
And murmurs as the ocean murmurs there.

W. S. LANDOR.

উপহার

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত প্রমথচন্দ্র কর

করকমলেষু

সে দিন—বর্ষার দিন, অতীব দুর্দ্দিন।
অতি অন্ধকার ধরা,
আকাশ জলদে ভরা,
ঝরিছে মুষল-ধারা—বিশ্রাম-বিহীন;
বিজলী জ্বলিয়া উঠে,
কড়-কড় বজ্র ছুটে,
আছাড়ে করকা-শিলা—ধ্বংস সম্মুখীন।
দাপটে ঝাপটে বায়ু
ছিঁড়িছে বিশ্বের স্নায়ু—
পিচ্ছিল গন্তব্য-পথ, কর্ত্তব্য কঠিন।

ভীষণ অদৃষ্ট-রণ—সম্মুখে বিনাশ।
ফিরে' চাই ধরা পানে—
আঁধার ভ্রূকুটী হানে,
ঝটিকা ঝাপটে আনে তীক্ষ্ণ উপহাস।
আকাশের পানে চাই—
দেবতার চিহ্ন নাই,
কুণ্ডলিছে অন্ধকার—গাঢ় নিরাশ্বাস।
পদে পদে উঠি পড়ি,
দেখি,—তুমি করে ধরি'
দিতেছ হৃদয় ভরি' মমতা বিশ্বাস।

বিগত বরষা ; আজ তুফানের শেষে
এনেছি এ হৃদি-শঙ্খ,
(থাক্ বালু, থাক্ পঙ্ক ;)
আগ্রহে কম্পিত-বক্ষে—বড় ভালবেসে।
আমি ক্ষুদ্র, আমি দীন—
সে যে জীবনের ঋণ !
স্মরিয়া বিগত দিন—লও, ভাই, হেসে।
সৌভাগ্য-সম্পদ সহ
তার স্নেহাশিস্ লহ—
দেবতায় অহরহ
ডেকেছিল যে তোমার মঙ্গল-উদ্দেশে।

১

হৃদয়-শঙ্খ

তুচ্ছ শঙ্খসম এ হৃদয়
পড়িয়া সংসার-তীরে একা—
প্রতি চক্রে আবর্ত্তে রেখায়
কত জনমের স্মৃতি লেখা।

আসে যায়—কেহ নাহি চায়,
সবাই খুঁজিছে মুক্তামণি;
কে শুনিবে হৃদয়ে আমার
ধ্বনিছে কি অনন্তের ধ্বনি।

হে রমণী, লও—তুলে' লও,
তোমাদের মঙ্গল-উৎসবে—
একবার ওই গীতি-গানে
বেজে' উঠি সুমঙ্গল রবে।

হে রথী, হে মহারথী, লও,
একবার ফুৎকার' সরোষে—
বল-দৃপ্ত, পরস্ব-লোলুপ
মরে' যাক্ এ বজ্র-নির্ঘোষে।

হে যোগী, হে ঋষি, হে পূজক,
তোমরা ফুৎকার' একবার—
আহুতি-প্রণতি-স্তুতি আগে
বহে' আনি আশীর্ব্বাদ-ভার।

কবি

আমরা স্বপনে মাতি,
জগতে স্বরগে গাঁথি,
গায়ি নিত্য নব গান ;
কখন সাগর-তীরে,
কখন ভূধর-শিরে—
কোথাও নাহিক স্থান।

আমরা জানি না ছল,
মানি না পাশব বল,
নাহি চাই ধনজন ;
ল'য়ে সুখহীন সুখ,
ল'য়ে দুখহীন দুখ
সহি কত অনশন।

আমরা চাহি না কিছু,
কাল পড়ে' রয় পিছু,
ধরণী লুটায় পায় ;
আমাদের অনুরাগে
জগতে মানব জাগে—
চির-দেব-মহিমায়।

আমরা জীবন গড়ি,
মরণে মধুর করি,
নিরাশায় দেই আশা ;
শিশুরে হৃদয়ে টানি,
রমণীরে দেবী মানি,
যুবজনে ভালবাসা।

পীড়িতের লাগি' যুঝি,
পতিতের ব্যথা বুঝি,
সচেতন রাখি দেশ ;
আমরা দেশের প্রাণ,
প্রীতি, স্মৃতি, ধ্যান, জ্ঞান ;
আমরা আদি ও শেষ।

হৃদয়

যে মন্দির পানে চাহি' স্বতঃ মনে হয়,—
এ নহে মর্ম্মর-স্তূপ, শিল্পীর হৃদয় ;
সে-ই দেব-গেহ।
যে মূর্ত্তি হেরিয়া চিত্ত আনন্দে বিহ্বল,—
নিকষে শিল্পীর প্রাণ করে ঢল্-ঢল্ ;
সে-ই দেব-দেহ।

যে গীতে ঝঙ্কারে সুরে গায়কের মন,—
কত-না অব্যক্ত আশা, অস্ফুট ক্রন্দন ;
সে-ই দেব-গীতি।
যে কাব্যে বিকাশে ছন্দে কবির অন্তর,—
জীবনে জাগিয়া উঠে জন্ম-জন্মান্তর ;
সে-ই দেব-প্রীতি।

কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্ত্তি নয়,
ধরণী চাহিছে শুধু,—হৃদয়—হৃদয়।

প্রতিভার উদ্বোধন

বিধাতার নিষ্কাম হৃদয়ে
চমকিল প্রথম কামনা ;
চমকিল নব আশা-ভয়ে
আনন্দের পরমাণু-কণা।

অসহ্য এ নব জাগরণ—
আকুল ব্যাকুল চিত্তাকাশ।
স্পন্দন—কম্পন—আলোড়ন—
এ কি আশা, না এ অবিশ্বাস?

কাঁপিতেছে ক্ষুব্ধ অন্ধকার,
অপেক্ষায় হৃদয় অস্থির;
গড়িছে—ভাঙ্গিছে বারবার—
এ কি খেলা মুগ্ধা প্রকৃতির।

বারবার মুছেন নয়ান,
ক্রমে ছায়া—ক্রমশঃ আভাস;
নাহি জ্ঞান, নহেন অজ্ঞান—
সহসা জগৎ পরকাশ।

পড়িল গভীর দীর্ঘশ্বাস,
এ কি দুঃখ—না এ সুখ অতি।
বাস্তব—না কল্পনা-বিকাশ?
কামনা-বাসনা মূর্ত্তিমতী।

বিস্ময়-বিহ্বল মহাকবি
চাহিয়া আছেন অনিমিখে—
সম্মুখে ফুটিছে নব রবি,
তারকা ফুটিছে দশ দিকে।

মহাশূন্য পরিপূর্ণ আজি
সুকোমল তরল কিরণে।
ঘুরে গ্রহ-উপগ্রহরাজি
দূরে—দূরে বিচিত্র-বরণে।

গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে ছুটে
ওঙ্কার-ঝঙ্কার অনাহত।
পঞ্চভূত উঠে ফুটে' ফুটে'
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে কত।

ছন্দে বন্ধে যতি-গরিমায়
চলে কাল ললিত-চরণে।
অন্ধশক্তি পূর্ণ সুষমায়,
চেতনার প্রথম চুম্বনে।

নীলবাসে ঢাকি' শ্যামদেহ
শশিকক্ষে ভ্রমে ধরা ধীরে ;
কত শোভা, কত প্রেম-স্নেহ,
জলে স্থলে প্রাসাদে কুটীরে।

চাহে উষা—চকিত নয়ন,
ফুলবাসে বায়ু সুবাসিত ;
উঠে ধীর বিহগ-কূজন—
সৃষ্টি 'পরে স্রষ্টা বিভাসিত।

সমাপ্ত বিধির সৃষ্টি-ক্রিয়া,
অসমাপ্ত সৃজন-কল্পনা—
এস তবে, এস বাহিরিয়া
চিত্ত হ'তে, চিন্ময়ী চেতনা।

এস, নিত্য-স্বরগ-স্বপন,
রূপ-রস-শব্দ-অসীমায়—
মর-জন্ম করিয়া লুণ্ঠন
অমর সৌন্দর্য্য-মহিমায়।

ল'য়ে এস—সে আদি-কল্পনা,
সুখে দুঃখে মরণে নির্ভয়,
সে অব্যক্ত আনন্দ-বেদনা,
সেই প্রেম—অনাদি অক্ষয় !

প্রতিভার নিবর্ত্তন

কেন এই শূন্য অনুভব ?
কাতরে কাঁদিছে মনঃপ্রাণ ।
কি অব্যক্ত যন্ত্রণার রব—
শ্বাসে শ্বাসে মরণ-আহ্বান !

কোন্ অমরীর দেবদেহ
ছিল মর্ম্মে জড়ায়ে গোপনে—
দিয়া শোভা, দিয়া প্রেম-স্নেহ,
নাহি দিত বুঝিতে আপনে !

চলে' গেছে অলক্ষ্যে কখন্—
কি চঞ্চল দেবতার প্রীতি !
এ কি সত্য—কল্পনা—স্বপন ?
না এ কোন জন্মান্তর-স্মৃতি ?

খুঁজিতেছি—আকুল নয়ন,
আলোকে জগৎ গেছে ভরি' ।
কোথা প্রেম—স্নিগ্ধ আবরণ !
শূন্য হৃদি ধূ-ধূ করে পড়ি' !

কেন দুঃখ—আশা-ভাষা-হীন,
স্মৃতি-হীন বিরহ-হুতাশ !
কোথা সেই যৌবন নবীন ?
পড়িছে প্রৌঢ়ের দীর্ঘশ্বাস ।

আর্ত্ত

অন্ধ যথা খর জ্ঞানে অনুভবে'—অনুমানে
গন্তব্য আপন ;
নাহি সে অন্তর-দৃষ্টি, বুঝি না তোমার সৃষ্টি—
জীবন মরণ।

অধর-কম্পন যথা হেরি', বুঝে' লয় কথা
বধির যে জন ;
কেন সুখ-দুঃখ সাথ তোমার ইঙ্গিত, নাথ,
নাহি বুঝে মন।

আঘ্রাণি' সহজ-জ্ঞানে পশু ভাল-মন্দ জানে ;
বুদ্ধি ল'য়ে নর—
প্রতি চিন্তা—প্রতি কর্ম্মে কি পরীক্ষা ধর্ম্মাধর্ম্মে
সহে নিরন্তর।

শত আশা-ভাষা নিয়া মূক পুত্র আকুলিয়া
কাঁদে উভরায় ;
তুমি পিতা, স্নেহে দুখে আদরে না নিলে বুকে—
কি তার উপায়।

দেহ কি চঞ্চল মর্ম্ম, কি ক্ষুধার্ত্ত অস্থি-চর্ম্ম—
সহস্র তাড়না।
এত নিগ্রহের মাঝে ভুলিতেছি তব কাজে—
কর হে মার্জ্জনা।

ফিরে' লও তব দান,— এই দেহ মনঃ প্রাণ,
শ্রান্ত ক্লান্ত অতি ;
ফিরে' লও ভুল, ভ্রম, পাপ, তাপ, বৃথা শ্রম—
দাও অব্যাহতি।

প্রীতি

অতি অসহায় প্রীতি দাঁড়াইয়া পথ-ধারে,
দিয়া হাসি, দিয়া গান, বরিয়া লহ গো তারে।
নগর প্রান্তর ঘুরি',
ত্যজি' কত রাজপুরী,
কি পুণ্যের ফলে আজি এসেছে তোমার দ্বারে।
হে দম্পতি, উঠ ত্বরা,
ফুলে ভরে' গেছে ধরা,
বিহগ ডাকিয়া সারা, কাঁপে আলো মেঘ-আড়ে
দেখ—দেখ আঁখি ভরি',
কি স্বপনে, মরি মরি,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে বাছা হাসি-মুখে বাহু নাড়ে।

দ্বারে প্রীতি দাঁড়াইয়া, আগুসর'—আগুসর'।
চেয়ো না—কয়ো' না এত, আদরে হৃদয়ে ধর।
পদশব্দে চমকায়,
দূর পথপানে চায়,
পরশে কম্পিত কায়, ভুরু-ভঙ্গে জড়-সড়।
ডাকিলে পলায় ত্রাসে,
না ডাকিলে ছুটে' আসে,
দিলে পথে ফেলে' যায়, না দিলে কাতর বড়।
হে গৃহিণী, দীপ আনি,
দেখ বধূ-মুখখানি—
হাসিতে মধুর অতি, রোদনে মধুরতর।
এসেছে নূতন দেশে,
কোলে তুলে' লও হেসে,
ভালবেসে—ভালবেসে পরে আপনার কর।

ছুটিছে ব্যথিত প্রীতি ক্ষোভে রোষে অভিমানে,
সম্মুখে সহস্র অসি, কোন বাধা নাহি মানে।

মরে যে ফুলের ঘায়,
মরণে না ভয় পায়,
ভাঙ্গি' লৌহ-কারাগার প্রিয়জনে বুকে টানে।
ঝরে রক্ত তনু বেয়ে,
দেখ, কবি, দেখ চেয়ে—
আছে চেয়ে অনিমিখে প্রিয়জন-মুখপানে।
মুদে' আসে আঁখি-পাতা,
পতি-পদে লুঠে মাথা,
মরণ চরণ-প্রান্তে দাঁড়ায়ে বিহ্বল-প্রাণে।

অতি অসহায় প্রীতি বসিয়া তটিনী-তীরে,
পশ্চিমে রক্তিম রবি ডুবিতেছে ধীরে ধীরে।
আলু-থালু রুক্ষ কেশ,
ধূলি-ধূসরিত বেশ,
পাণ্ডুর কপোল-দেশ, আঁখি দুটী অন্ধ নীরে।
দূরে ভেসে' যায় তরী,
পড়ে মেঘ মেঘোপরি,
পড়ে ঘন কালো ছায়া—জলে স্থলে তরুশিরে।
নাহি গেহ, নাহি কেহ,
শূন্য প্রাণ, জীর্ণ দেহ,
তোমার মরণ-স্নেহ দাও, দেব, দুঃখিনীরে।

শ্রী

দেবী,
তোমার মধুর হাসে,
তুচ্ছ ম্লান ছিন্নবাসে
চকিতে জাগিয়া উঠে নিদ্রিতা অমরী।
আলু-থালু কেশরাশ,
মুখে হাসি, চোখে ত্রাস,
লাজে টানে বক্ষোবাস আজীবন ধরি'।

সেই চাঁদ আধ চায়,
সেই ফুল ঝরে গায়,
আলোকে আঁধারে সেই দূরে জড়াজড়ি।

তোমার কোমল স্পর্শে
পাষাণ মুঞ্জরে হর্ষে—
সহস্র নয়ন 'পরে দাঁড়ায় উর্ব্বশী।
কিবা মুখ অভিরাম,
কিবা কম্বুকণ্ঠ-ঠাম।
মুরছিয়া পড়ে কাম উরস পরশি'।
কোথা ঊষা অচঞ্চল,
নির্জ্জন মন্দার-তল,
কোথা মন্দাকিনী-জল—তরল আরসী।

তোমার করুণ শ্বাসে
কাঁদে প্রাণ কি উচ্ছ্বাসে।
জগৎ মুদিয়া আসে শুনে' সে বাঁশরী।
সুর পায় কিবা সুর—
আশা-ভাষা শত-চূর।
মুগ্ধ-প্রাণ দেবাসুর সুধা পান করি'।
ধরা ফুলে ফুলময়,
যমুনা উজানে বয়,
রমণী ত্বরিতে ধায় ভরিতে গাগরী।

তোমার নয়ন-রাগে
কি নব-বসন্ত জাগে।
মুঞ্জরিয়া উঠে দেহ, গুঞ্জরিয়া মন
ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ মতি
লভে কি তড়িৎ-গতি—
যেন মূলা পরাকৃতি বেড়ে ত্রিভুবন।

আপনে আপনি লিখে'
চেয়ে থাকে অনিমিখে,
জগতে চেতনা দিয়ে নিজে অচেতন।

দেবী,
তোমারি চরণ-মূলে
আছি আমি বিশ্ব ভুলে'।
আমারে না হেরে' রাধা কাঁদে উভরায়।
শকুন্তলা নিত্য আসি'
হেরে মম রূপরাশি।
রত্নাবলী লতা-ফাঁসী গলে দিতে যায়।
মহাশ্বেতা আমা তরে
চির ব্রহ্মচর্য্য করে।
সাবিত্রী আমারে ধরে' যমেরে তাড়ায়।

তোমারি বিরহে কাঁদি'
মেঘে আমি কত সাধি,
খুঁজি কত পদ্মবন, ডাকি দেবগণে।
চাঁদে ফিরে' ফিরে' চাই,
মলয়ে আঘ্রাণ পাই,
বাহুভ্রমে ছুটে' যাই লতা-আলিঙ্গনে।
শক্রধনু হেরি' ক্রোধে
ধরি ধনু দৈত্যবোধে;
অর্দ্ধ-বস্ত্র শনি-গ্রস্ত ভ্রমি বনে বনে।

মূর্চ্ছান্তে চমকি' চাই,
বায়ু বলে নাই—নাই,
পতি-নিন্দা-শোকে সতী ত্যজেছে ভূতল।
স্কন্ধে ল'য়ে মৃতদেহ,
বুকে ল'য়ে প্রেম-স্নেহ—
ত্রিভুবনে নাহি গেহ—ছুটিছে পাগল।

কালের কুটিল দিঠে
পড়ে অঙ্গ পীঠে পীঠে—
পতি-প্রেমে দেবী তুমি, পীঠে তীর্থস্থল।

বিরচি' জগৎ-মাঝ
মমতার 'মমতাজ'—
বুক-ভরা নিরাশায় স্বপন-রচনা।
অশ্রু দিয়া, শ্বাস দিয়া,
মনঃপ্রাণ নিঙ্গাড়িয়া,
তোমারি প্রীত্যর্থ, প্রিয়া, তোমারি কল্পনা।
সে তপস্যা ঘেরি' ঘেরি'
ঘুরে তব স্মৃতি-চেড়ী,
মরণ মধুর করি'—জীবন ছলনা।

ত্রয়ী

জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র মহান্—
প্রতিজনে করিতেছে সতত আহ্বান।
তবু নর অন্যমনে
তুচ্ছ সুখ-দুঃখ গণে,
প্রাণ-পণে রুদ্ধ করি' নিজ মনঃপ্রাণ।
ক্ষণ-তরে স্বার্থ ভুলি'
হৃদি-শঙ্খ লহ তুলি',
শুন, কি ওঙ্কার-ধ্বনি—বিশ্ব কম্পমান।
কি ধীর গভীর শব্দ—
ধরণী ধূসর স্তব্ধ,
সুরনর থর-থর—নাহি পরিত্রাণ।
মূর্চ্ছিত মলিন ভানু,
শ্লথ অণু-পরমাণু,
বাজিছে পিনাকি-করে প্রলয়-বিষাণ।
জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র মহান্।

১

জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র ভীষণ—
ডাকিতেছে জনে জনে গর্জ্জি' অনুক্ষণ।
তবু নর, এ কি ভ্রান্তি,
ল'য়ে ক্ষুদ্র কড়াক্রান্তি,
ল'য়ে ক্ষুদ্র দ্বেষ গর্ব্ব, সদা জ্বালাতন।
যেন মত্ত দৈত্য সবে
মাতিয়াছে রণোৎসবে—
দেব-নর-রক্তে বিশ্ব রক্তিম বরণ।
কুল-কুণ্ডলিনী মা গো,
উঠ—উঠ, জাগো—জাগো,
এস—এস সহস্রারে, রক্ষ' ত্রিভুবন।
এস রণে, কপালিনী—
কালভয়-নিবারিণী।
মুক্তকেশী, উলঙ্গিনী, পদে ত্রিলোচন।
জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র ভীষণ।

২

জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র মধুর—
বেহাগে আলাপে কার বাঁশরী সুদূর।
আবেশে অবশ প্রাণ,
মুদে' আসে দু' নয়ান,
ঘুমে আলু-থালু ধরা—সোহাগে বিধুর।
পাপিয়া ডাকিয়া সারা,
যমুনা আপনা-হারা,
কানন কুসুমে ভরা, পবন মেদুর।
এ অলস-জাগরণে
পড়িয়া পড়ে না মনে—
দেখি-দেখি-দেখি-না সে বদন বঁধুর।

আকুল ব্যাকুল আশা,
কি পিপাসা—নাহি ভাষা।
হৃদয় ভ্রমিছে কোথা—কোন্ স্বর্গ দূর!
জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র মধুর।

৩

জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র সুন্দর—
প্রকৃতির অসংবৃত বক্ষঃ-নীলাম্বর।
সুমেরু-চুচুক-পাশে
সুকুমারী উষা হাসে ;
বিসর্পী হোমাগ্নি-ধূমে মরুত কাতর।
তুষার, নীবার দলি'
ঋষিকন্যা যায় চলি' ;
চরে সরস্বতী-তটে কপিলা নধর।
আহরি' সমিধ-ভার
আসে শিষ্য সুকুমার ;
যজ্ঞ-কুণ্ডে ঢালে হবিঃ ঋত্বিক ভাস্বর।
সোমগন্ধে সামচ্ছন্দে
নামিছেন কি আনন্দে
অরুণ বরুণ ইন্দ্র উজ্জ্বলি' অম্বর।
জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র সুন্দর।

২

প্রার্থনা

দুঃখী বলে,—'বিধি নাই, নাহিক বিধাতা;
চক্র সম অন্ধ ধরা চলে।'
সুখী বলে,—'কোথা দুঃখ, অদৃষ্ট কোথায়?
ধরণী নরের পদতলে।'

জ্ঞানী বলে,—'কার্য্য আছে, কারণ দুর্জ্জেয়;
এ জীবন প্রতীক্ষা-কাতর।'
ভক্ত বলে,—'ধরণীর মহারাসে সদা
ক্রীড়ামত্ত রসিক-শেখর।'

ঋষি বলে,—'ধ্রুব তুমি, বরেণ্য ভূমান্।'
কবি বলে,—'তুমি শোভাময়।'
গৃহী আমি, জীবযুদ্ধে ডাকি হে কাতরে,—
'দয়াময়, হও হে সদয়।'

পিতৃহীন

এখনো নিদ্রিত, পিতা! এল সন্ধ্যা হ'য়ে,
কত ক্ষণ ঘুমাইবে আর?
করিবে না সন্ধ্যাহ্নিক? গঙ্গোদক ল'য়ে
রাখিয়াছি শিয়রে তোমার।
উঠ, দেখ চেয়ে, দেছি গবাক্ষ খুলিয়া,
সূর্য্য ওই বসেছেন পাটে;
মেঘ হ'তে মেঘে আলো পড়িছে ঢলিয়া,
অন্ধকার জমিতেছে মাঠে।

সন্ধ্যা হ'ল—উঠ, পিতা ! মন্দিরে মন্দিরে
আরতির বাজিছে বাজনা।
জ্বালিব কি দীপ ?—জ্বলে কুটীরে কুটীরে ;
করিবে না গায়ত্রী-বন্দনা ?
বড় অন্ধকার গৃহ, পাইতেছি ভয়,
উঠ, পিতা, কও—কথা কও।
অন্যদিন কত পাঠ, কত গল্প হয় ;
তুমি ত কঠোর কভু নও।

কেন এ ঘর্ঘর-ধ্বনি, কেন এ ভ্রূকুটী ?
কেন, পিতা, কেন হেন রোষ ?
সেই আমি আছি বসে' ল'য়ে ভাই দুটী,
করি নাই আজ কোন দোষ।
পদাঘাত ? তাই কর—পুনঃ পদাঘাত ?
বড় বাজিয়াছে, পিতা, বুকে।
বেজেছে তোমার পায় ? বুলাব কি হাত ?
কও, পিতা, কও হাসি-মুখে।

এ কি, পিতা ! কেন পদ তুষার-শীতল,
কেন হেন নিঃশ্বাস সঘন ?
দিব কি উত্তাপ আমি ? জ্বালিব অনল ?
শীতে বুঝি করিছ এমন।
এস, ভাই, বস' হেথা নিমেষের তরে,
দীপ জ্বালি' শীঘ্র অগ্নি করি ;
এখনো হয় নি রাত, দিব ভাত পরে,
কাঁদিস্ না, পায়ে তোর পড়ি।

পিতা ! পিতা ! কেন মাথা লুঠায় এমন ?
এ কি নব দেবতা-প্রণতি !

এ কি মুখভঙ্গী—এ কি ঘূর্ণিত নয়ন।
ক্ষমা কর, ভীত আমি অতি।
কি করুণ-কণ্ঠে শিবা ডাকিছে বাহিরে—
পেচকের কি তীব্র চীৎকার।
কি চঞ্চল দীপ-শিখা—আঁকিছে প্রাচীরে
কত মূর্ত্তি—বিকট-আকার।

পিতা। পিতা। ঘুমালে কি? গৃহ অন্ধকার,
আকুলি' উঠিছে প্রাণ ত্রাসে।
আশে-পাশে ঘুরিতেছে শুভ্র বাস কার—
রুদ্ধ গৃহে কেবা যায় আসে?
এ কি নিদ্রা?—সর্ব্বদেহ শীতল কঠিন,
নাহি শ্বাস, না বহে ধমনী।
এ কি মৃত্যু?—যে মৃত্যু মাগিতে প্রতিদিন?
লভেছেন যে মৃত্যু জননী?

প্রভাতে ফিরিছে গৃহে স্বপ্নাতুর মত,
গলে শোক-উত্তরীয় দোলে;
প্রতিবেশী জনে জনে বুঝাইছে কত—
দ্বারে এসে ডাকে 'পিতা' বলে'।

বন্ধুর বিবাহ

১ম। কি কুহকী ফুলবাণ—
মধুময় কি সন্ধান।
কে জানে কখন্ মলয় বহিল—
কুয়াসা টুটিল, কুসুম ফুটিল,
বিহগ গায়িল গান।

শিহরিল দেহ, উথলিল স্নেহ,
জাগিল হৃদয়ে কোন্ দূর গেহ,
কবে সেই প্রাণ-দান।

২য়। চারি দিকে চায় আকুল-হৃদয়,
হাসিতে বাঁশীতে ধরা মধুময় ;
কার কথা যেন মনে হয়—হয়,
তবুও হয় না মনে।
পথ-পানে চেয়ে সে যেন এমনি
যাপিছে জীবন পল গণি' গণি',
চোখে কত কথা, বুকে কত ব্যথা,
কোলে মালা অযতনে—
তবুও হয় না মনে।

৩য়। এস, প্রিয়সখী, তিথি অনুকূল,
আশা-পিপাসায় প্রাণে কত ভুল।
কত গাহি গান, কত তুলি ফুল—
মজিয়া তোমার ধ্যানে।
সেই সুখে সাধে, সেই প্রেমে লাজে,
দাঁড়াও—দাঁড়াও এসে ধরামাঝে।
এস প্রতিপলে, এস প্রতিকাজে,
এস মনে, এস প্রাণে।

৪র্থ। ঘুচাও বিষাদ শোক পাপ তাপ,
নর-জীবনের চির-অভিশাপ—
তোমার প্রণয়-দানে।
এস প্রেমময়ী, এস সুমঙ্গলে,
ডাকিছেন মাতা ল'য়ে দূর্ব্বাদলে ;
সখারা ডাকিছে গানে,—
এস মনে, এস প্রাণে।

সন্ধ্যা

দূরে—সুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারাণী,
সুনীল বসনে ঢাকি' ফুল-তনুখানি।
তরল গুণ্ঠন-আড়ে
মুখ-শশী উঁকি মারে ;
সরমে উছলি' পড়ে কত প্রেম-বাণী।

নব-নীলোৎপল মত
আঁখি দুটী অবনত ;
সম্ভ্রমে সঙ্কোচে কত বাধিছে চরণ।
পতির পবিত্র ঘরে
সতী পরবেশ করে—
হাতে সুবর্ণের দীপ, হৃদয়ে কম্পন।

নয়নে গভীর তৃপ্তি—
ক্ষীরোদ-সমুদ্র-দীপ্তি ;
অধরে চন্দ্রিকা-হাসি—বিজয়-বিশ্রাম।
নিঃশ্বাসে মলয়াবেগ,
অলকে অলক-মেঘ,
শুক্রতারা-মুকুতার—নৃত্য অভিরাম।

আসে ধনী আখি-বিথি,
কপালে তারকা-সিঁথী,
সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু—দিনান্ত-তপন ;
গুচ্ছে গুচ্ছে কালো চুলে
স্তব্ধ অন্ধকার দুলে ;
দিগন্ত-বসনাঞ্চলে কত না রতন।

গলে নীহারিকা-মালা,
করে সপ্তঋষি-বালা,
রাশিচক্র-মেখলার কি ক্রীড়া মঙ্গল।
জলদ চরণ-তলে
কাঁদিছে মঞ্জীরচ্ছলে ;
বনানী-বসনপ্রান্তে—চিত্র ঝল-মল্।

অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব দৃশ্য।
সম্ভ্রমে প্রণমে' বিশ্ব,
দেবতা আশিস্-ছলে বরষে শিশির।
নদীমুখে কল-গীতি,
সমুদ্র-হৃদয়ে স্ফীতি,
অগুরু-চন্দন-ধূপে অলস সমীর।

ঘরে ঘরে দীপ জ্বলে—
পুলিনে, তুলসী-তলে,
যেন শত চক্ষু মেলে' হেরিছে ধরণী।
মন্দিরে মঙ্গলারতি,
বালা পূজে সন্ধ্যাসতী,
পুরনারী ভক্তিভরে করে শঙ্খ-ধ্বনি।

এস, প্রিয়া—প্রাণাধিকা,
জীবন-হোমাগ্নি-শিখা।
দিবসের পাপ-তাপ হোক্ হতমান্।
ওই প্রেমে—প্রেমানন্দে,
ওই স্পর্শে, বাহু-বন্ধে,
আবার জাগুক্ মনে,—আমি যে মহান্,
একেশ্বর, অদ্বিতীয়, অনন্য-প্রধান।

আহ্বান

১

হের, প্রিয়া, এই ধরা— তরু-লতা-পুষ্প-ভরা,
গিরি-নদী-সাগর-শোভনা—
নগ্ন দেহে, মুক্ত প্রাণে চাহিয়া আকাশ-পানে ;
নাহি লজ্জা, নাহিক ছলনা।

হের, ওই মহাকাশ— ল'য়ে মেঘ রাশ রাশ,
লইয়া আলোক অন্ধকার—
কি গাঢ় গভীর সুখে পড়িয়া ধরার বুকে ;
নাহি ঘৃণা, নাহি অহঙ্কার।

শিরে শূন্য, পদে ভূমি, মধ্যে আছি আমি তুমি—
কল্প-কল্প বিকাশ-বারতা।
আছে দেহ—আছে ক্ষুধা, আছে হৃদি—খুঁজি সুধা,
আছে মৃত্যু—চাহি অমরতা।

আছে দুঃখ, আছে ভ্রান্তি, আছে সুখ, আছে শ্রান্তি,
আছে ত্যাগ, আছে আহরণ ;
তুমি সাগরের প্রায় পারিবে কি ঝটিকায়
উঠিতে পড়িতে আমরণ ?

২

আজি করে কর দিয়া বুঝিছ আমারে, প্রিয়া ?
বুঝিছ কি মনঃপ্রাণ সব ?
নহে মৃৎ, নহে শূন্য, নহে পাপ, নহে পুণ্য,—
আত্মায় আত্মার অনুভব।

বুঝিছ কি এ আনন্দ— এত আলো, এত ছন্দ,
এত গন্ধ, এত গীতিগান।
কত জন্ম-মৃত্যু দিয়া, কত স্বর্গ-মর্ত্ত্য নিয়া
করি আজ তোমারে আহ্বান।

বিস্ময়ে—কাতর চক্ষে হের, এ কম্পিত বক্ষে
কত শোভা—কত ধ্বংস, প্রিয়া।
শত শত ভগ্ন স্তূপ— কি বিরাট—অপরূপ—
জন্ম-জন্ম আশা-স্মৃতি নিয়া।

চিত্রে শিল্পে কাব্যে গানে মগন তোমার ধ্যানে,
তুচ্ছ করি' কালের গরিমা।
পাষাণে পাষাণে রেখা— তোমার প্রণয়-লেখা,
মর জড়ে অমর মহিমা।

৩

আসে সন্ধ্যা মৃদু-গতি, আকাশ কোমল অতি,
জল স্থল নিস্পন্দ নির্ব্বাক্,
পশু পক্ষী গেছে ফিরে', ফুটে তারা ধীরে ধীরে,
শ্রান্ত ধরা—শ্লথ বাহু-পাক।

এস, এ হৃদয়ে মম, অস্ফুট চন্দ্রিকা সম,
প্রেমে স্তব্ধ, স্নিগ্ধ করুণায়।
ঢেকে' দাও সব ব্যথা, অসমতা, অক্ষমতা,
জড়ায়ে—ছড়ায়ে আপনায়।

ল'য়ে প্রেম-সুধারাশি এস দেবী, এস দাসী,
এস সখী, এস প্রাণপ্রিয়া।
এস, সুখ-দুঃখ-দূরে, জন্ম-মৃত্যু ভেঙ্গে-চূরে,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপিয়া।

সদ্যোজাতা কন্যা

১

কে তুই রে সুধারাশি পড়িলি ঝাপায়ে
প্রেয়সীর কোলে।
সমুদ্র আকুল-হিয়া, কোটি বাহু আস্ফালিয়া,
তোরে কি ডাকিতেছিল কল্লোলে কল্লোলে?

তোরে কি ডাকিতেছিল অধীর ঝটিকা
শ্বসি' বার বার?
করি' ধরা ঢুলু-ঢুল, উপাড়িয়া তরু-মূল,
ভাঙ্গিয়া সমুদ্র-কূল—করি' হাহাকার?

তোরে কি খুঁজিতেছিল শত চক্ষু দিয়া
বিহ্বল আকাশ?
ফুল, ফল, লতা, তরু, নদ, নদী, গিরি, মরু—
জড়ায়ে সমস্ত ধরা মিটে নি পিয়াস?

২

কোথা ছিলি এত দিন? ছিলি কি লুকায়ে
শারদ জ্যোৎস্নায়?
কোথা ছিলি এত দিন? ছিলি কি বসন্তে লীন?
ছিলি কি বরষা-প্রাতে, নিদাঘ-সন্ধ্যায়?

কোথা ছিলি এত দিন? ছিলি কি লুকায়ে
প্রেয়সীর পাশে?
প্রেম-আলিঙ্গন-স্পর্শে, না জানি—কি সুখে হর্ষে,
ঝাঁপায়ে পড়িলি বুকে সরল বিশ্বাসে।

কিংবা আজীবন এই হৃদয়-ব্রহ্মাণ্ডে
যে আকুল স্নেহ—
অণু-পরমাণু মত ঘুরিত রে অবিরত,
ঘুরে' ঘুরে' এত পরে ধরেছে ও দেহ।

৩

আয় বাছা, কর্ম্মক্ষেত্রে মহাজন তুই,
অতীতে নবীন।
ধরিয়া নূতন কায়া এসেছ মায়ের মায়া,
পুত্র হ'তে ফিরে' নিতে পূর্ব্ব স্নেহ-ঋণ।

আয় বাছা, আমাদের ভাগ্যলিপি তুই,
দেব-আশীর্ব্বাদ।
দেহ যাবে ধরা হ'তে, চির-প্রাণ রেখে' তো'তে ;
আয় সান্ত জীবনের অনন্ত আস্বাদ।

কিংবা সৃষ্টি-আদি হ'তে আজিকে অবধি
ধরার ভিতর—
যত প্রাণ গেছে টুটে', তোমাতে এসেছে ফুটে'—
মরণ-সাগরে নব-জীবন সুন্দর।

কিংবা ভবিষ্যৎ-গর্ভে আছে যত প্রাণ,
রে উষা-আলোক।
তোমারেই করে' ভর, আসিছে তোমার পর—
বীজে যথা কল্পতরু, অণুতে ভূলোক।

৪

অনাদি-অনন্ত-রূপা মহাকাল-মায়া,
আয়, বুকে আয়।
আয় সৃষ্টি-স্থিতি-মূর্ত্তি। আয় বিশ্বরূপা স্ফূর্ত্তি।
কি যত্ন করিব তোরে—স্নেহে না কুলায়।

নমি প্রজাপতি-পুণ্য, লক্ষ্মী-স্বরূপিণী !
ধন্য কর্ম্মভূমি !
ধন্য এ মোহের ঘোর—পাপ তাপ দুঃখ মোর,
জীবন-মন্থন-শেষে এলে যদি তুমি !

এস, তুমি লো প্রকৃতি ! শক্তি-রূপিণীরে
ল'য়ে কোলে তবে !
নিষ্কম্প-প্রদীপ-আঁখি— জন্ম-জন্ম চেয়ে থাকি,
দুলুক হৃদয়-পদ্ম প্রেমের প্রণবে !

আদর

[প্রতি শ্লোকের শেষাংশ হুড্ হইতে গৃহীত]

বড় দুষ্ট, না—না, যাদু, অতি শিষ্ট তুমি !
আর ফুলায়ো না ঠোঁট, এই মুখ চুমি ।
তোমারে বকিতে পারে হেন সাধ্য কার—
সসাগরা ধরিত্রীর সম্রাট আমার !
ছাড়্,—ছাড়্, লক্ষ্মীছাড়া, গোঁফগুলো গেল,
এই লও রাঙ্গা লাঠী, বসে' বসে' খেল' ।

খেল', ভদ্র দিগম্বর, লইয়া খেলনা,
করিব তোমার নামে কবিতা রচনা ।
তুমি নয়নের মণি, বিশ্ব-চরাচর
তোমার নয়নপাতে কি শুভ সুন্দর !
আলোকে পুলকে ধরা উঠিছে রাঙ্গিয়া—
ওই যা ! বেহালাখানা ফেলিল ভাঙ্গিয়া !

অমরীর কর-চ্যুত তুমি ফুল-ইষু,
নিষ্কলঙ্ক শাপ-ভ্রষ্ট ক্ষুদ্র দেব-শিশু !
কত পুণ্যে পাইয়াছি তোরে, প্রাণাধিক !
রোদনে মুকুতা ঝরে, হাসিতে মাণিক ।

স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভুলে' থাকি তোরে কোলে নিলে—
দেখ—দেখ, সিকি ছুটো ফেলে বুঝি গিলে'।

তুমি বসন্তের ফুল, বসন্তের পিক,
তোমার সুবাসে গানে মুগ্ধ দশ দিক্।
তুমি দেবতার শ্বাস—মলয় নির্ম্মল;
তুমি শরতের জ্যোৎস্না—অমরী-অঞ্চল।
ছাড়্—ছাড়্, হুঁকা ছাড়্, কি বিষম টান—
এই বার লঙ্কাকাণ্ড করে হনুমান।

তুমি অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যের আশা,
চপল জীবনে তুমি অচল পিপাসা।
দম্পতির নিত্য-নব প্রেম-অনুরাগ
তোমার সলীল স্পর্শে সতত সজাগ।
ধর—ধর, হতভাগা কিছু নাহি বুঝে,
সিঁড়ি হ'তে পড়ে বুঝি ঘাড়-মুখ গুঁজে'।

দেহ পারিজাতে গড়া, চক্ষে ধ্রুবতারা,
চরণে ললিত গতি—মন্দাকিনী-ধারা।
মুখে পূর্ণিমার শশী—কলঙ্ক-বিহীন;
অধরে অরুণ-হাসি, ভাষে বাজে বীণ।
পরশে সোহাগ-রাগে রোমাঞ্চ শরীরে—
কি জ্বালা! চাদরখানা দাঁতে করে' ছিঁড়ে!

তোমারে ধরিতে কোলে, করিতে চুম্বন,
বাহু বাড়াইয়া আছে দিগঙ্গনাগণ!
অস্ত যায় রক্তরবি—তবু চায় ফিরে',
খেলিতে তোমার কম-কমল-শরীরে।
কত গন্ধ, কত গান দেয় বায়ু আনি'—
কুকুরের কাণ ধরে' এ কি টানাটানি!

ধরণীর সর্ব্ব শোভা করি' আহরণ
গড়েছে প্রকৃতি তব অপূর্ব্ব গঠন।
এ কুসুমে সুধা দিতে বিধি দয়াময়
নিঙ্গাড়িয়া দিয়াছেন স্বর্গ সমুদয়।
থাকিলে সহস্র প্রাণ দিতাম হেলায়—
ধর—ধর, ঝুঁকিতেছে ভাঙ্গা জানালায়।

আশীর্ব্বাদ করি, বৎস, যেন চিরদিন
এমনি সরল থাক, এমনি নবীন।
বিধাতার আশীর্ব্বাদ, পিতৃবাহু সম,
চিরদিন আগুলিয়া রাখে, প্রিয়তম।
পাপ-তাপ দূর করি' চির-পুণ্য-আলো—
আমি বলি হাত দুটো বেঁধে' রাখা ভালো।

ধনে হও যক্ষরাজ, দাতাকর্ণ দানে,
বলে হও ভীমার্জ্জুন, বেদব্যাস জ্ঞানে;
স্বদেশ-সহায় হও, হও পুণ্যশ্লোক,
ধরণী তোমার নামে চির-ধন্য হোক্।
ওগো, খাতাখানা গেছে, কালি দেছে ফেলে',
লিখিতে পারি না, তুমি নিয়ে নাহি গেলে।

পূজার পর

কোন মতে ভাঙ্গা ঢোল করি' আহরণ,
সন্ধ্যায়, আহার-অন্তে, বীরমদে মাতি,'
দুলাল, লইয়া লাঠী, ফুলাইয়া ছাতি,
খুকীরে গর্জ্জিয়া বলে,—'আরে দুরাত্মন্!'
ভীরু কন্যা বলে,—'দাদা, নাহি চাহি রণ—'
ভয়ে শুষ্ক-মুখে বসে ভূমে জানু পাতি';
তথাপি নিস্তার নাই, ভূমে মারি' লাথি,
বলে পুত্র,—'মোর হস্তে নিশ্চয় নিধন!'

না হেরিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী, মত্ত রণোন্মাদে,
দ্বারে শত্রু অনুমানি' করে মুষ্ট্যাঘাত—
আচম্বিতে করপদ্মে হেরি' রক্তপাত,
বীর-সহ সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে।
গৃহিণী দিলেন আসি' ঘা-কত অবাধে ;
ব্যথায় কোঁপায় বাছা শুয়ে সারা রাত।

মাণিক

পাঁচ বছরের আমি, হ্যাঁগা বড় মামী,
আর ক' বছর পরে বড় হ'ব আমি ?
বড় হ'লে দেখো তুমি, আমি ও মহিম
দু' জনে ঘোরাব সুধু সোনার লাটিম।

ইচ্ছে হয় পাঠশালে যাব, বা যাব না,
করিবে না 'শ্যামা' আর পিছনে তাড়না।
বই ছিঁড়ি, কালি ফেলি, হারাই পেন্সিল,
মারিবে না দাদা আর ঘাড় ধরে' কীল।

দেখো তুমি—বড় হ'লে সুধু খা'ব মুড়ি,
ওড়াব সকাল হ'তে ছাদে বসে' ঘুড়ি।
হাত ভাঙ্গি, পা ভাঙ্গি, ছাদ হ'তে পড়ি—
চেঁচাবে না বাবা আর অত রাগ করি'।

খাই আর না-ই খাই, বড় হ'লে মা—
জোর করে' ঘাড় ধরে' ভাত খাওয়াবে না।
কাদা মাখি, ঢেলা ছুঁড়ি, করি মারামারি—
লাগাবে না ভয়ে কেউ আমাদের বাড়ী।

বড় হ'লে দেখে নিও, পিসিমা কেমন
মেনিরে তাড়ায় রেগে' যখন-তখন।

বাবার সোনার সেই বড় চেন দিয়ে,
মেনিরে ঠাকুর-ঘরে রাখিব বাঁধিয়ে।

বোসেদের বানরটা ধরা যদি যায়—
লুকায়ে রাখিব, দেখো, বৈঠক-খানায়।
কাছারীতে গেলে বাবা, বেত্তে দমাদ্দম,
লাফাতে শেখাব তারে কতই রকম।

রোজ আমি যাত্রা দেব, হনুমান বেড়ে
লাফাবে, খিঁচোবে, যাবে ছেলেদের তেড়ে।
রোজ তুমি যাবে, নেবে যা ইচ্ছে, মামী।
তোমার ও কাকাতুটা, নিয়ে যাব আমি?

বঙ্গভূমি

প্রণমি তোমারে আমি, সাগর-উত্থিতে,
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, অয়ি জননী আমার।
তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।

শত শৃঙ্গ-বাহু তুলি' হিমাদ্রি—শিয়রে
করিছেন আশীর্ব্বাদ—স্থির-নেত্রে চাহি';
শুভ্র মেঘ-জটাজাল দুলে বায়ুভরে,
স্নেহ-অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষঃ বাহি'।

জ্বলিছে কিরীট তব—নিদাঘ-তপন,
ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্ত রশ্মি-শিখা;
জ্বলিয়া—জ্বলিয়া উঠে শুষ্ক কাশবন,
নদীতট-বালুকায় সুবর্ণ-কণিকা।

গভীর সুন্দর-বনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী
বসি' স্নিগ্ধ বটমূলে—নেত্র নিদ্রাকুল।

শিরে ধরে ফণাচ্ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,
অবলেহে পা ছ'খানি আগ্রহে শার্দ্দূল।

নব-বরষায় চূর্ণ-জলদ-কুন্তল
উড়িয়ে—ছড়িয়ে পড়ে শ্রীমুখ আবরি'।
চাতকী ডাকিছে দূরে, শিখিনী চঞ্চল,
মেঘমন্দ্রে কৃষকের চিত্ত যায় ভরি'।

বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
বসে' আছ মেঘস্তূপে অসিত-বরণা।
নক্রকুল নত-তুণ্ড পড়ি' পদমূলে,
তুলি' শুণ্ড করিযূথ করিছে বন্দনা।

সরে মেঘ, ফুটে ধীরে বদন-চন্দ্রমা!
বিভোর চকোর উড়ে নয়ন-সোহাগে;
লুটে ভূমে শ্রীঅঙ্গের শ্যামল সুষমা,
চরণ-অলক্তরাগ তড়াগে তড়াগে।

মূর্ত্তিমতী হ'য়ে, সতী, এস ঘরে ঘরে,
রাখ' ক্ষুদ্র কপর্দ্দকে রাঙ্গা পা ছ'খানি।
ধান্য-শীর্ষ স্বর্ণ-ঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
ভুলে' যাই—সর্ব্ব দৈন্য, সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি।

ছুটি নবোৎসাহে মাঠে ল'য়ে গাভীদলে,
হিমসিক্ত তৃণভূমি, শুষ্ক পদ্মদল;
হরিদ্র ধান্যের ক্ষেত্রে, পীত রৌদ্রতলে
বিছায়ে দিয়েছ তব সুবর্ণ-অঞ্চল।

কুজ্ঝটি-সায়াহ্নে হেরি—মৃগযূথ সাথে
ছুটিছ নির্ঝর-তীরে চকিতা চঞ্চলা।
মদির মধুক-বনে ম্লান জ্যোৎস্না-রাতে
ল'য়ে তুমি ঋক্ষশিশু ক্রীড়ায় বিহ্বলা।

নিস্তব্ধ-জয়ন্তী-চূড়ে সান্দ্র অন্ধকার,
কণ্টকী লতায় গেছে গিরিভূমি ভরি' ;
গহ্বরে গহ্বরে বন্য-বরাহ-ঘূৎকার,
বহিছে উত্তর-বায়ু শিহরি' শিহরি'।

হেরি,—তুমি সাশ্রুনেত্রে, অবনত-শিরে
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী !
ভগ্নস্তূপে, শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে
খুঁজিছ পুত্রের কীর্ত্তি—অতীত কাহিনী !

অশোকে কিংশুকে গেছে ছাইয়া প্রান্তর,
পিককণ্ঠ-কলতান উঠে দিকে দিকে ;
চূত-মুকুলের গন্ধে মরুত মন্থর,
এস হৃৎ-পদ্মাসনে, সর্ব্বার্থ-সাধিকে !

এস—চণ্ডীদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি !
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী !

কিসের অভাব

মা, তোর কিসের অভাব বল্ ?
কেন ঝরিছে নয়নে জল ?
কেহ দেছে কাব্য, কেহ গীতিগান,
কেহ দেছে শক্তি—বিশ্বব্যাপী মান,
কেহ দেছে দেহ, কেহ দেছে প্রাণ,
কেহ নেত্র-নীলোৎপল।
কেহ দেছে বেদ, কেহ দেছে মন্ত্র,
কেহ চক্রভেদ, কেহ দেছে তন্ত্র,
কেহ দেছে মূর্ত্তি, কেহ দেছে যন্ত্র,
কেহ রত্ন সমুজ্জ্বল।

কেহ দেছে মঠ, কেহ দেছে স্তূপ,
কেহ দেছে সরঃ, কেহ দেছে কূপ,
কেহ দেছে ধ্যান, কেহ দেছে যূপ,
কেহ দেছে হোমানল।
কেহ দেছে বর্ম্ম, কেহ দেছে সেতু,
কেহ দেবালয়, কেহ চূড়ে কেতু,
কেহ দেছে তর্ক, কেহ দেছে হেতু,
কেহ পথে তরুদল।
কেহ দেছে হল, কেহ ধনুর্ব্বাণ,
কেহ রণপোত, কেহ বা কামান,
কেহ বা ভেষজ, কেহ বা বিধান,
কেহ গ্রহ-ফলাফল।
উঠ মা—উঠ মা, ফিরা' আঁখি দুটী!
কত স্বর্গ তোর রাঙ্গা পায়ে ফুটি'!
আমরা হেরি না আমাদের ক্রুটী—
লুঠি পর-পদতল।

রবীন্দ্রনাথ

[১২৯১]

দূরে—মেঘ-শিরে-শিরে পূরব আকাশে
ফুটে স্বর্ণরেখা সম প্রভাত-কিরণ।
তরুলতা নতমাথা—ডাকে পুষ্পবাসে,
বিহঙ্গম কলকণ্ঠে করে আবাহন।
শিথিল পাণ্ডুর শশী মেঘখণ্ড পাশে,
পলাইছে নিশীথিনী ধূসর-বরণ।
ঝরণা ঝরিছে দূরে, বায়ু মৃদু শ্বাসে,
পাটল তটিনী-বক্ষে আলোক-কম্পন।

ফুটিছে হিমাদ্রি-শৃঙ্গে হিরণ্য-কুসুম।
মেখলায় উঠে স্তোত্র উদাত্ত গম্ভীর।
তীরে তীরে জাহ্নবীর পল্লব-কুটীর—
অঙ্গনে দোহন-গন্ধ, চূড়ে যজ্ঞ-ধূম।
অর্দ্ধ-নিদ্রা-জাগরণে ধরা স্বর্গচ্ছবি—
জীবনে স্বপন-ভ্রম, ফুটে রবি—কবি।

পঞ্চদশ বর্ষ গত

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

কে জানে এমন বিধির লিখন—দাসত্বে হইব রত।
এত খচমচ এ জমা-খরচ, হিসাব-নিকাশ দায়;
ব্যাজে, খতীয়ানে, কণ্ঠাগত প্রাণে—জীবন যাপিব হায়।

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

কি হ'ল পড়িয়া মাথে হাত দিয়া কাব্য উপন্যাস শত?
কিবা আজি হয় তদ্ধিত প্রত্যয়, কিসে লাগে সে সমাস?
ফরাসী-বিপ্লব লণ্ড-ভণ্ড সব, রোম-গ্রীস ইতিহাস।

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

আজি মনে হয় সেই বিদ্যালয়, প্রিয় সহপাঠী যত;
সেই ব্যাট্ বল, ঝাউবৃক্ষতল, কত কথা কাণে কাণে,
সেই হাসি-খুসি, সেই ঘুসা-ঘুসি, তুচ্ছ দুঃখে অভিমানে।

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

ভূস্বামী নবীন আজি গৃহ-হীন, ফিরিছে কাঙ্গাল মত;
দীর্ঘ মামলায় সর্ব্বস্বান্ত হায়, পথে ঘাটে থাকে পড়ি',
আহার অভাবে ছেলেগুলা যাবে দু' চারি দিবসে মরি'

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

সে রুগ্ন গোপাল দেখিছে খেয়াল, ভারত-উদ্ধার-ব্রত।
পেটের ব্যথায় এখনো লুটায়, 'অম্বল' বেড়েছে বেশী;
বকেছে, লিখেছে, চাঁদাও দিয়েছে, হবে ভল্‌ন্টিয়ার দেশী।

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

বুদ্ধিমান্ ননী কয়লার খনি কিনিয়া সর্ব্বস্ব-হৃত।
নির্ব্বোধ পরাণ, আজি বুদ্ধিমান্, ছিল তার অংশীদার,
বাগিচা কিনিছে, জুড়ি হাঁকাইছে; ননী ট্রাম-কণ্ডাক্টার।

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

আজি ভোঁদা হর—রতি-মনোহর, খাঁদা নাক সমুন্নত।
মৃতা শ্বশ্রূ তার—তারি অধিকার আজি জমিদারীখানি।
অদৃষ্টের ফের—শ্যাম পণ্ডিতের বিফল ভবিষ্য-বাণী।

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

সে শান্ত নিখিল হয়েছে উকীল, মেরুদণ্ড অবনত;
ট্রামে দেখা হয়, বড়ই সদয়, কথা কয় কাছে আসি';
দিন দিন দিন, শামলা মলিন, নাই সে প্রফুল্ল হাসি।

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

বিলাতে যাইয়া হাকিমী লইয়া ফিরিয়াছে মন্মথ।
যদি দেখা হয় কথা নাহি কয়, চশমায় ঢাকে চোখ,
চুরুট্ টানিয়া, তুড়ি শিশ্ দিয়া, রঙ্গে ঢঙ্গে কত রোখ।

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

সেই ঘনশ্যাম, কিনিয়াছে নাম, জমীজমা কিছু মত।
দরশনী লয়, তবে কথা কয়, তা' পরে তামাকু ডাকে,
প্রেস্ক্রিপ্সন-পানে চেয়ে হুঁকা টানে—যতক্ষণ কিছু থাকে।

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

মৃত জগদীশ, গা-ঢাকা সতীশ, শিরীষ সীমান্তে হত ;
ডেপুটী সুরেশ, মাষ্টার নরেশ, পরেশ পোড়ায় গাঁজা,
কংগ্রেসে হরি, পাশায় ঈশ্বরী, প্যারী থিয়েটারে রাজা।

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

ক্ষিপ্ত বনমালী, বিপত্নীক কালী লয়েছে সন্ন্যাস-ব্রত ;
বিধু পদ্য লেখে, নিধু গান শেখে, সিধু পত্র-সম্পাদক ;
যদু জুয়া খেলে' অধমর্ণ-জেলে, মধু ধর্ম্ম-প্রচারক।

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

শনিবারে দেশে, সোমবারে এসে মসীযুদ্ধ অবিরত।
'মেসে' থাকি খাই—দালে নুন নাই, ঝোলে মাছ যায় ভেসে,
কাপড় হারায়, তামাকু ফুরায়, খরচ মেলে না শেষে।

পঞ্চদশ বর্ষ গত।

বরষে বরষে গৃহিণী হরষে প্রসবিছে কন্যা যত।
তবু নহে ভীত। সর্ব্বস্ব বিক্রীত, ঋণে অন্ধকার হেরি—
বেয়ানের রাগে প্রাণে ধর্ম্ম জাগে, কমণ্ডলু ল'তে দেরি।

ভাবিতেছি অবিরত,—

কোন্ তপস্যায় লভি পুনরায়, যে বাল্য বিফলে গত।
দিও বেত্রাঘাত, পড়া শত পাত, সমস্ত জ্যামিতিখান ;
বিনা নেত্রজলে দাঁড়াইব 'হলে', ধরি' নিজ দুই কাণ।

জন্ম ও মৃত্যু

ওই সদ্যোজাত শিশু—বৃন্তচ্যুত ফুল,
শুইল ধরণী-অঙ্কে হ'য়ে নিদ্রাকুল ;
বারেক মেলিল আঁখি, ফেলিল নিঃশ্বাস—
কত জন্ম-পরিচয় মুহূর্ত্তে প্রকাশ।

মরণ শিয়রে বসি' গায়ি' মৃদু গান,
আদরে যতনে দিল ঢাকি' দু' নয়ান।
শোকে দুঃখে ভূমে পড়ি' মূর্চ্ছিতা জননী—
শুনিছে কি ধরাপ্রান্তে নূপুরের ধ্বনি।

হে মায়াবী, দাঁড়াইয়া বৈতরণী-কূলে,
কি ভাবিছ মনে মনে আঁখি দুটী তুলে'?
আলু-থালু মতিচ্ছন্না ছুটে ঊর্দ্ধশ্বাসে—
কাতর আহ্বান তোর শুনে কি বাতাসে?

শিশু-হারা

১

হা বিধি,
  কেন রে করিলি তারে চুরি।
অভাব কি হয়েছিল স্বরগে মাধুরী?
    ভরিতে কাহার বুক
    হরিলি আমার সুখ।
তার সেই হাসি-মুখ চাঁদে নাহি দিলে—
যেত কি রে সব আলো নিবিয়া অখিলে?

    বুকখানা ভেঙ্গে'-চূরে'
    কার বুকে দিলি জুড়ে'—
আমার সে বুকে বাঁধা বাহু দুটী তার?
ছিঁড়েছিল কোন্ শাখা কল্প-লতিকার।

    আমারে করিয়া অন্ধ,
    কারে দিলি সে আনন্দ?
কোন্ স্বর্ণ-হরিণীর অন্ধ শিশু ছিল—
সেই দুটী টানা চোখে মায়েরে হেরিল।

কোন্ নন্দনের পাশে,
অলস জ্যোৎস্নার হাসে,
কোন্ মন্দাকিনী-স্রোত থেমেছিল ভুলে'—
চলি-চলি চলা তার দিলি কূলে কূলে।

কোন্ অপ্সরীর বীণা
হতেছিল সুরহীনা?
দিয়ে তার আধ কথা—নবীন ঝঙ্কার,
বিষণ্ণ দেবতাকুলে ভুলালি আবার।

২

বাছা রে,
আজি স্বর্গ-রঙ্গভূমে
কত দেবী তোরে চুমে—
সে আনন্দ-কোলাহলে খুঁজিস্ কি মোরে?
পেয়েছে কি হেন কেহ,
জানে জননীর স্নেহ।
তেমনি কি ভয়ে—ভূমে নামায় না তোরে?
শত কোলে ফিরে' ফিরে'
কার কোলে ঘুমালি রে—
আপন করিলি কারে মায়ে ক'রে পর।
জীবন-শ্মশান-কূলে
বসে' আছি বড় ভুলে'—
মরণে কাতরে ডাকি জুড়ি' দুই কর—
আজ তুই কোথা, বাছা, কত দূরান্তর।

বিপত্নীক

বিশাল সংসার সেই পড়ে' আছে, হায়।
সেই দিন যায় ব'য়ে
আলোক-আঁধার ল'য়ে;

একা আছি শূন্যে চেয়ে—এ শূন্য ধরায়।
সে-ই নাই, হায়!

নাই সে উষার হাসি—
প্রভাত-আনন্দরাশি।
নাই সে সন্ধ্যার তারা—বিশ্রাম-আশ্রয়।
নাই সে জীবন-মায়া—
মধ্যাহ্ন-বকুল-ছায়া।
কোলে সে সেতার নাই, দেহে সে হৃদয়।

বহিতেছে সেই বায়—
চমকিয়া পায় পায়
ফুলের সুবাস মত কেহ নাহি আসে।
ফুটিতেছে সেই শশী—
জ্যোৎস্না মত খসি' খসি'
গায়ে পড়ে'—বুকে পড়ে' কেহ নাহি হাসে।

সেই উপবন-গায়
সে তটিনী বহে' যায়,
সে প্রমোদ-তরী আর ভেসে না বেড়ায়।
লতা-ফাঁকে, তরু-কোলে
সে জ্যোৎস্না নাহি দোলে।
পথে পড়ে' ফুলরাশি—কে দলিয়া যায়।

সে শয়ন-গৃহ এই,
গৃহে সে আলোক নেই,
আলোকে সে খেলা নেই, খেলায় সে টান।
পালঙ্কের আশে-পাশে
সে হাসি আর না ভাসে—
যবনিকা-অন্তরালে সে মুগ্ধ নয়ান।

কতদিন গেছে চলে’—
নাহি আর গৃহতলে
লুণ্ঠিত-অঞ্চল চিহ্ন, চরণের রাগ।
নাহি আর এ শয্যায়
সে রূপ-আভাস, হায়,
সে পবিত্র দেহ-গন্ধ—সে স্বপ্ন সজাগ।

সে বৈকুণ্ঠধাম মম
আজি রে শ্মশান সম—
হানা ঘরে বায়ু যেন ঘুরি হাহা করে’।
কোণে কোণে জমে ধূলা,
হেথা-হোথা বইগুলা,
ছেঁড়া ছবি, ভাঙ্গা বীণা অযতনে পড়ে’।

তার সে মুখর শুক
পাখায় ঢেকেছে মুখ,
আদর না পায় কারো—আদর না চায়।
সাধের শিখীটী তার
নাচে না নিকুঞ্জে আর,
সাধের হরিণী তার মরেছে কোথায়।

তার সে আদুরে মেয়ে
দ্বারে ব’সে পথ চেয়ে—
ঠোঁটে আর হাসি নাই, মুখে নাই রব।
কোলে তুলে’ নিতে গেলে,
অমনি কাঁদিয়া ফেলে—
ঘরে যেন কেহ নাই, পথে যেন সব।

দাস দাসী পরিজন
সকলেই ভাঙ্গা মন,
ফিরিয়া—পলাতে পেলে প্রাণ যেন পায়।

আঁধারে দুঃস্বপ্ন সম
কি দীর্ঘ জীবন মম—
কারে কি সান্ত্বনা দিব, কে দিবে আমায়।

বুঝেছি কপাল মোর,
তবু ঘুচে নাই ঘোর—
ভাবিতে—ভাবিতে কভু সব ভুলে' যাই।
রজনী গভীরা হেন,
তবু সে আসে না কেন—
সহসা চমক ভাঙ্গে, তবু দ্বারে চাই।

আবার মুদিয়া আঁখি
কত কি ভাবিতে থাকি—
মৃতেরা এ ধরাতল দেখিতে কি আসে ?
কোথা হ'তে সে যদি রে
সহসা আসিয়া ফিরে—
আঁখি-যুগ ঢাকে করে, বসে হেসে' পাশে।

বলে বসে' গতকথা,
বাঁধে গলে বাহুলতা,
বলে চুম্বি'—দেহ-অন্তে হইবে মিলন।
বলিবে কি এখনো রে
ভুলিতে পারে নি মোরে—
মরণেও আছে তার জীবন-বন্ধন।

কেবা দেয় সে বিশ্বাস—
মৃত্যু পরে স্বর্গবাস,
এ সংসার কর্ম্মভূমি—স্বর্গের সোপান।
পাপ হ'তে কেবা রাখে ?
পুণ্য-পথে কেবা ডাকে ?
কোথা এ দুঃখের শেষ—কোথা ভগবান্।

মাতৃহীন

জীবনের পঞ্চমাঙ্কে, হে নট নবীন,
কি নূতন অভিনয় দেখাইবে আর।
ঘনায়ে আসিছে সন্ধ্যা, অদৃষ্ট কঠিন,
টানিছেন কর্ম্মসূত্র—প্রকৃতি তাঁহার।
নড়ে নীল যবনিকা, আকাশ মলিন,
ধূসর ধরণী-পানে চাহি বার বার।
প্রণয় বন্ধুত্ব স্নেহ—আস্বাদ-বিহীন,
সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য—শূন্য—শূন্যাকার

কেন এ কাতর দৃষ্টি—মায়ার বন্ধন?
মুমূর্ষু জীবনে তীব্র মদিরা-তাড়না।
কেন এ অস্ফুট ভাষা—করুণ ক্রন্দন?
বিয়োগান্ত নাটকের অব্যক্ত বেদনা।
কেন এ সরল হাসি, সহাস চুম্বন?
আবার জাগ্রত-স্বপ্ন—ভবিষ্য কল্পনা।

মাতৃহীনা

ধূলায় বসে' কাঁদিস কেন, আয় রে বাছা, বুকে আয়—
যেমন ধীরে চাঁদের হাসি পড়ে ভাঙ্গা প্রাসাদ-গায়।
আয় করুণা, নয়ন মুছে,' বুকে 'আমার ছুটে' আয়—
সাঁঝে যেমন দখিণ-বায়ু গহন বনে লুটে' যায়।
সারাটা দিন আছি বসে' মরুর মতন প্রতীক্ষায়—
দু'কূল-ভরা নদীর মতন উছ্‌লে উছ্‌লে আয় রে আয়।

দুলে' দুলে', বাহু তুলে', আয় রে কোলে, মা আমার।
উথ্‌লে' হৃদয় আছ্‌ড়ে' পড়ুক, ফেলুক ভেঙ্গে' বুকের হাড়।
পাত্‌লা ঠোঁটে ঠোঁটে-টেপা হাসিটী তোর উঠুক ফুটে'—
মেঘের কোলে, সাগর-জলে ঊষার কিরণ পড়ুক লুটে'।

নিয়ে নূতন দেশের কথা, নূতন রঙ্গে, নূতন নাটে—
আয় রে ক্ষুদ্র সোনার তরী, আমার ভাঙ্গা বিজন ঘাটে।

কোথা হ'তে সোনার লতা, লতিয়ে লতিয়ে আসিস বুকে—
রাশি রাশি ফুলের হাসি, ফুলের গন্ধ মাখিয়ে মুখে।
কচি কচি কোঁকড়ান চুল চোখে মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে;
পাহাড়-পাশে ঝরণা যেন, আছিস বিভোর আপন স্বরে।
দূর আকাশের স্বপন কত চোখের ভিতর ঘুমিয়ে আছে—
চাইলে ভয়ে চম্‌কে পলায় শুকতারাটী মেঘের কাছে।

বুকে দলি, কোলে তুলি, তবু তিয়াষ নাহি পূরে—
কোথায় রাখি—কোথায় রাখি, বাঁশী যেন বাজ্‌ছে দূরে।
পরাণ-পাখী ছড়িয়ে পাখা কোথায় উড়ে' যেতে চায়—
কোন্ স্বরগের শ্যামল রেখা, দূরে ঈষৎ দেখা যায়।
ঘুমায় নিথর চাঁদের আলো শিবালয়ের স্বর্ণচূড়ে;
ঘুমের ঘোরে ডাকে কোকিল—কুঞ্জে কুঞ্জে করুণ সুরে।

এসেছিস কি সন্ধ্যাসতী, মরুভূমে রোদের পরে—
আশার আভাস, স্মৃতির উছাস, প্রেমের সুবাস বুকে করে'।
শীতের পরে ভাঙ্গা ঘরে এসেছিস কি মধু-রাণী—
কচি দুটী বাহু-লতায় ছাইতে ভাঙ্গা চালাখানি।
এসেছিস কি শুকো দেশে নূতন ভাঙ্গা-মেঘের রাশি।
তুই কি আমার উঠিস ফুটে' বাদ্‌লা-মেঘে উষার হাসি:

সেই হাসিটী, সেই দিঠিটী, একটু যেন মধুর বেশি।
একটু বেশি আকুল-ব্যাকুল, একটু অধিক মেশামেশি।
তেম্‌নি অধর একটুকুতেই মানের ভরে কতই রাঙ্গা—
অশ্রুভরা নয়ন দুটী, শ্বাসে বচন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা।
আয় রে গত-সুখের স্বপন, সাঁঝের মেঘে সোনার হাসি—
জীবন-ভরা নবীন হৃদয়, কানন-ভরা কুসুমরাশি।

মায়ের আমার কতই আশা ফুট্‌ত নিত্য আমায় হেরে'—
সকল দুঃখে আড়াল দিয়ে, জীবনখানি ছিলেন ঘেরে'।
হাতটী স্নেহে দিতেন মাথায়, কতই স্বস্তি অধীর শ্বাসে,
সদাই যেন হারান-হারান, কি হয়—কি হয় ব্যাকুল ত্রাসে।
আমায় রেখে' যাবেন কিসে, ভেবে' হ'তেন পাগল-পারা ;
ঠাকুর-ঘরে পড়ে' পড়ে', কেঁদে' কেঁদেই হ'তেন সারা।

ছিল আমার দুখের ঘরে—সুখের চির-মধুর হাসি,
সরল লজ্জা, কোমল ব্যঙ্গ, গভীর ভালবাসা-বাসি।
নিত্য নূতন কতই যতন, কতই সোহাগ, সাধা-সাধি।
হাসির ঢেউয়ে দুল্‌ছে হৃদয়, বাইরে তবু কাঁদাকাঁদি।
সব কথাটা বল্‌তে গিয়ে আধেক কথায় থেমে যাওয়া ;
হারিয়ে দিয়ে কেঁদে' আকুল, হেরে' গিয়ে হেসে' চাওয়া।

তোমার মতন কেউ রে বাছা, ঢেউয়ের মতন আসে নাই—
কূল-কিনারা ভাসিয়ে দিয়ে কেউ রে এমন হাসে নাই।
আলো-মাখা বৃষ্টির মতন কেউ রে এমন কাঁদে নাই।
মালার মতন শতেক পাকে কেউ রে এমন বাঁধে নাই।
জ্যোৎস্নার মতন ভাঙ্গন ঢেকে' কেউ রে বুকে দোলে নাই।
উষার মতন নয়ন মেলে' স্বপন-জগৎ খোলে নাই।

কন্যার বিবাহে

ছিলি আমাদের মেয়ে, আমাদের মুখ চেয়ে,
একান্ত আপন ;
আমাদের কোলে কাঁখে, আমাদের বাহু-পাকে
জড়ায়ে জীবন।
দেছি পূর্ণ দশ বর্ষ স্নেহ, যত্ন, সুখ, হর্ষ,
আদর, সোহাগ ;
আমাদের যাহা শুভ, যাহা সত্য, যাহা ধ্রুব,
যাহা পুণ্যভাগ।

এ আনন্দ-মহোৎসবে— মধুর বাঁশরী-রবে
বিষণ্ণ হৃদয়।
এত হাসি, ফুলরাশি— তবু আঁখিজলে ভাসি,
কত মনে হয়।
মনে হয়,—সংসারের শত সুখ-দুঃখ ফের—
তরঙ্গ ভীষণ;
কত কষ্ট, কত ব্যথা, কত ছলা, কুটিলতা,
কতই পীড়ন।

বৃথা মনে মনে ডরি, রাখিতে পারি না ধরি'—
উঠে হুলুধ্বনি।
হৃদি-অন্তঃপুর হ'তে সহস্র নয়ন-পথে
দাঁড়াও, বাছনি।
জগতের আলোরাশি পড়ুক মুখেতে আসি'।
দয়া মায়া ভুলি'—
কঠোর জগৎ-মাঝ, কঠোর কর্ত্তব্য-কাজ
দিনু হাতে তুলি'।

এ পূত মঙ্গল বেশে বারেক অঙ্গনে এসে
দাঁড়াও, দম্পতি।
হের—সুপ্ত নীলাকাশে, ম্লান চন্দ্রমার পাশে
শুদ্ধ শান্ত সতী—
কি স্নেহ-আকুল প্রাণে চাহে তোমাদের পানে
সজল নয়নে।
অধরে কম্পিত হাস, অশ্রুত আশিস্-ভাষ।
প্রণম' দু' জনে।

বাঁধিতে নূতন ঘর যাও, বাছা, অতঃপর।
বাঁধ' বুকে বল।
লও সুখ, লও সাধ, লও পিতৃ-আশীর্ব্বাদ
ভরিয়া আঁচল।

লও নিত্য নব আশা জগজনে ভালবাসা
পূরিয়া হৃদয় !
লও তৃপ্তি, লও শান্তি ! রেখে' যাও ভুল, ভ্রান্তি,
দুঃখ সমুদয় ।

সংসারে

কোথা হে জগৎ-পিতা ! ডাকি হে কাতরে—
দলিত মথিত আমি সংসার-সমরে !
নিত্য এই পরাজয়—দীনতার মাঝে,
বল, তব শুভ ইচ্ছা সতত বিরাজে !
এ জীবন কাল-রাত্রি—বল বল, নাথ,
অদূরে রয়েছে চির-বসন্ত-প্রভাত !
এ ভীষণ ভূমিকম্প—ধরা বিদারিয়া,
বল, কত স্বর্ণখনি দিবে দেখাইয়া !
প্রলয়-সাগরোচ্ছ্বাসে বৃথা ভয় গণি,
বল, দিবে কূলে আনি' কত মুক্তামণি !

বালবিধবা

হারায়েছে পতি নবম বরষে,
বিবাহের প্রায় দু' মাস পরে ।
লোকে বলে তার কি পোড়া কপাল,
এমন স্বামী কি অকালে মরে !

বিবাহের কিছু মনে নাহি পড়ে,
শুধু মনে পড়ে দূরে বাজিছে বাঁশী—
উঠানে উঠিছে কল কল রব,
ছুটাছুটি করে সকলে হাসি' ।

কখন অলস মনেতে ভাবিতে ভাবিতে
স্বপনের মত চমকে প্রাণে—
চেয়ে আছে যেন দুটী টানা চোখ,
অতি শ্রান্ত হ'য়ে চোখের পানে।

কখন ঘুমাতে ঘুমাতে উঠে চমকিয়া,
কে যেন হাতটী ধরিল আসি'—
চারি দিকে চায়,—কেহ কোথা নাই,
বিছানায় কাঁপে চাঁদের হাসি।

কখন ভোরেতে সহসা উঠে শিহরিয়া,
কে যেন ঈষৎ চুমিল তায়—
চারি দিকে চায়—কেহ কোথা নাই,
বহে পরিমল-শীতল বায়।

কেমন সারাটা সকাল উদাস হৃদয়,
সব কাজে যেন করিছে ভুল—
গাছের তলায় কি ভেবে' দাঁড়ায়,
তুলিতে আসিয়া পূজার ফুল।

কেমন সারাটা দুপুর কাটিয়া কাটে না,
বসিয়া বসিয়া নদীর তীরে—
উড়ে' যায় চিল, ভেসে' যায় মেঘ,
ডিঙ্গি বেয়ে গেয়ে জেলেরা ফিরে।

কেমন সাঁঝের সময় চোখে আসে জল,
কোলে পড়ে' মালা—কি ভেবে সারা।
বার বার চায় আকাশের পানে,
উঠিয়াছে কি না সাঁঝের তারা।

বসন্তে কেমন ভেঙে' পড়ে বুক,
আলোকে জগৎ গিয়াছে পূরে' ।
সবাই বলিছে আসিছে—আসিছে,
কোথা তুমি, নাথ, জগৎ দূরে ।

বরষায় হৃদি অতি গুরুভার,
মেঘে মেঘে গেছে আকাশ ভরি'—
এস গো স্বামিন্—এস গো বাহিয়া
মরণ-সাগরে সোনার তরী ।

এস তুমি নাথ, জন্মান্তর-ছায়া,
বারেক দেখিব নয়ন ভরি' ।
বারেক কাঁদিব চরণে পড়িয়া—
যে দুটী চরণ স্বপনে গড়ি ।

হেমচন্দ্র

[১৩১০]

হে কবি, হে পূজ্য কবি, চির-দুঃখিনীর
ভক্তিমান্ কীর্ত্তিমান্ কৃতজ্ঞ সন্তান ।
অন্ধ নেত্র—আজীবন ঢালি' নেত্রনীর—
ক্রীতদাসী জননীর হেরি' অসম্মান ।
অক্ষরে অক্ষরে তব হৃদয়-রুধির
কি গৌরবে মহাযজ্ঞে করিছে আহ্বান ।
নিরাশা নির্ভীক আজ—বিশ্বাস গভীর,
অন্ধ বর্ত্তমান হেরে ভবিষ্য মহান্ ।

হে দরিদ্র, একদিন ক্ষোভে শোকে দুখে
আলোড়িলে জীবনের উদ্দেশ্য অতল ।
হে জয়ন্ত, তব যশোমুকুট-ময়ূখে
জটিল কর্ত্তব্য আজ সরল উজ্জ্বল ।

স্বর্ণ-সিংহাসনে নৃপ দু' দিন জীবনে—
চির-প্রতিষ্ঠিত তুমি বঙ্গ-হৃদাসনে।

ঈশানচন্দ্র

মথিয়া কবিত্ব-সিন্ধু বঙ্গ-কবিগণ
লইল বাঁটিয়া সুধা, অমরা-বিভব।
রঙ্গলাল নিল শশী—নির্ম্মল কিরণ,
নিল ঐরাবতে মধু—দ্বিতীয় বাসব;
হেম নিল উচ্চৈঃশ্রবা—গতি অতুলন,
নবীন ধরিল বক্ষে কৌস্তুভ দুর্লভ;
বিহারী—করুণা-লক্ষ্মী—করুণ-লোচন,
রবি নিল পারিজাত—ত্রিদিব-সৌরভ।

তুমি মন্থনের শেষে আসিলে, যোগেশ,
উঠিল তোমার ভাগ্যে ভীষণ গরল।
কালকূট-কটুগন্ধে সৃষ্টি হয় শেষ,
সুর নর যক্ষ রক্ষঃ আতঙ্কে বিহ্বল।
প্রজাপতি যুক্তকর—রক্ষ' বিশ্ব-প্রাণ,
মূর্ত্তিমান্ প্রেম-মন্ত্র—সাক্ষাৎ ঈশান।

নিত্যকৃষ্ণ বসু

[১৩০৭]

হে নিত্য, অনিত্য সব—সকলি দু' দিন।
সেই প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-করুণ অন্তর,
দারিদ্র্যের মৃদু গর্ব্বে চরিত্র সুন্দর,
স্বভাবে সরল অতি, কর্ত্তব্যে প্রবীণ।

ধীর ভাষা, স্থির আশা, জ্ঞান সর্ব্বাঙ্গীণ,
সংসারের সুখে দুঃখে সদা অকাতর ;
জীবন-পাবন-যজ্ঞে মগ্ন নিরন্তর—
হৃদয়ে অজেয় বীর, বিশ্বে উদাসীন।

হে সুহৃদ্, গেলে কোন্ মানসের তীরে
নবীন প্রভাতে ল'য়ে নব জাগরণ।
রঞ্জিত দু'খানি পাখা পরাগে শিশিরে,
নয়নে জড়িত স্বপ্ন, মুখে গুঞ্জরণ।
বাণীর চরণ-পদ্ম ঘিরে' ঘিরে' ঘিরে'
করিতে জীবন-গীতি পূর্ণ সমাপন।

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

[১৩০৫]

কোথায় সে দেশ—তুমি যেতেছ যেথায় ?
জীবনের পরপারে—রবি-শশী দূরে।
প্রেম প্রীতি স্মৃতি ধ্যান যায় কি সেথায় ?
বাজে কি হৃদয় আর জগতের সুরে ?
হাসিয়া কাঁদিয়া মোরা দু' দিন হেথায়—
আবার কি মিলি সবে সে অমর-পুরে ?
এমনি কি শোকে দুঃখে স্নেহে মমতায়
প্রিয়জনে ধরি' বুকে সুখ-অশ্রু ঝুরে ?

যাও—তবে যাও, সখা, তুমি নিজ ঘরে।
কত বসন্তের গান, শরতের মেঘ,
কত-না বিফল স্বপ্ন-কল্পনা-উদ্বেগ
ছুটিছে তোমার পিছে কাঁদিয়া কাতরে।
গেছে—যাবে কত মাতা, কত শিশু, নারী—
দু' দিনের আগুপিছু,—মিছে নেত্রবারি।

সন্ধ্যায়

স্নেহময়ী মাতা ওই দিবা-অবসানে,
চঞ্চল বালকে তাঁর, দুটী হাতে ধরি',
কত ছলে, কত বলে, কত স্নেহে, মরি,
পথ হ'তে ল'য়ে যান নিজ গৃহ পানে।
যায় শিশু—চায় পিছে কাতর নয়ানে—
কত সাধ, কত আশা, কত ধূলা পড়ি'।
বাধে পদ, উঠে দুঃখে কাঁদিয়া গুমরি',—
'মা গো, আর কিছুক্ষণ খেলি এইখানে।'

হা প্রকৃতি—জননী গো। জীবন-সন্ধ্যায়
ওই মূঢ় শিশু সম, না বুঝে' তোমার
স্নেহ-আকর্ষণে—ভাবি মরণ-তাড়না।
পলাইতে তোমা হ'তে পড়িয়া ধূলায়
আঁকড়িয়া ধরি বুকে ধূলার সংসার—
রোগ, শোক, হাহাকার, অভাব, লাঞ্ছনা।

শ্মশান-প্রান্তে

কত দেহ হইয়াছে ভস্ম এ শ্মশানে—
কে জানে।
যেতে এই পথ দিয়া—আকুলিয়া উঠে হিয়া,
বার বার ফিরে' চাই দূর গ্রাম পানে।

জ্বলিতেছে চিতানল, কাঁদিছে বাতাস ;
তটিনী আকুল স্বরে তটে এসে শুয়ে পড়ে ;
ম্লান শশী, ছিন্ন মেঘে স্তম্ভিত আকাশ।

কত গৃহ, কত মুখ মনে যেন পড়ে।
আর নাহি চলে পদ—স্নেহে-প্রেমে গদ-গদ,
কত-না অজানা স্বর ডাকিছে কাতরে।

এ কি জীবনের ব্যাখ্যা—মরণের পথে।
দেখি নি—ভাবি নি কভু, এত ভালবাসা তবু
জীবনে মরণে আছে জড়ায়ে জগতে।

প্রার্থনা

ভগবন্—ভগবন্, এই শেষ নিবেদন
চরণে তোমার—
করেছি অনেক পাপ, সহেছি অনেক তাপ
লইয়া সংসার।

এই মায়া মোহ ক্লেশ এইখানে হোক্ শেষ,
তুমি যেন আর—
একটী একটী করি', ন্যায়-তুলাদণ্ড ধরি'
ক'রো না বিচার।

আজি—বহু দিন পরে ভ্রান্ত পুত্র ফেরে ঘরে,
তুমি পিতা তার—
সব অপরাধ ভুলে', লও—লও বুকে তুলে'
আগ্রহে আবার।

৩

প্রভাতে

বুঝিতে পারি না আমি এ খেলা কেমন।
চিরদিন ধরি-ধরি,
খুঁজিয়া—খুঁজিয়া মরি,
সেই এই-এই করি' যাবে কি জীবন?

উদ্বেল সাগর মত
আশা-ভালবাসা যত
উছলিবে অবিরত বিরহে কেবল?
কোথা সে পূর্ণিমা-চাঁদ
পেতেছে প্রেমের ফাঁদ—
কেন এ হৃদয়-বাঁধ সদা টল-টল্?

কার ঘরে কার হাস
করে' আছে মধুমাস—
আমি কেন ফেলি শ্বাস শীত-কুয়াশায়?
কোথা রূপে ঢলাঢলি,
কোথা প্রেমে গলাগলি—
আমি কেন দুখে জ্বলি' কাঁদি নিরাশায়?

মেঘের ঘোমটা খুলে'
চায় ঊষা নদীকূলে,
আমি কেন ভাবি ভুলে'—সে চাহিছে বুঝি।
অলক্ষ্যে পোহায় নিশি—
আলোকিত দশ দিশি,
জাগিয়া—জগতে মিশি' দেহে প্রাণে যুঝি।

কাঁপে বায়ু ফুলবাসে,
মনে হয় সে নিঃশ্বাসে—
কাছে বুঝি আসে-আসে—চমকিয়া উঠি।
তরুতলে পড়ে' ছায়া,
মনে হয় তার কায়া—
গিয়া দেখি আলো-মায়া—মিছা ছুটাছুটি।

শুনি দূরে ডেকে' কা'য়,
কে কেঁদে চলিয়া যায়—
কাছে গিয়া দেখি, হায়, বহে নির্ঝরিণী।
কাহারো নাহিক দেখা,
কূলে নাহি পদ-রেখা—
আমি সুধু ঘুরি একা, কোথা বিরহিণী।

কোথা তুমি, কত দূরে,
কোন্ সুর-অন্তঃপুরে—
স্বর্ণমেঘ ঘুরে' ঘুরে' রাখে কি আড়ালে ?
ফুলে ছেয়ে দেছে দিক্,
গাছে গাছে ডাকে পিক,
কত শশী অনিমিখ চায় চক্রবালে।

আমি দুখে অভিমানে,
চাহিয়া আকাশ পানে,
বৃথায় কাতর প্রাণে ডাকি কি তোমায় ?
সজল নয়ন-আগে
কেন ইন্দ্রধনু-রাগে
তোমার বদন জাগে স্বপ্ন-সুষমায়।

তুমি কি জীবনে ভুলে'
কখন গবাক্ষ খুলে'
দেখ নি বাতাসে দুলে কত দীর্ঘশ্বাস—

কত শোভা, কত গন্ধ,
কত সুর, কত ছন্দ,
কি যন্ত্রণা, কি আনন্দ, কি চির-বিশ্বাস।

কোন্ জন্মে, কোন্ লোকে
দেখেছি সহস্র চোখে—
এস গো বিরহ-শ্লোকে মিলন-আশ্বাস।
ছায়া পিছে কায়া নিয়ে
আজীবন ছুটি, প্রিয়ে,
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে কর দেহ নাশ।

মধ্যাহ্নে

১

একেলা জগৎ ভুলে' পড়ে' আছি নদীকূলে,
পড়েছে নধর বট হেলে' ভাঙ্গা তীরে;
ঝুরু-ঝুরু পাতাগুলি কাঁপিছে সমীরে।

চাতক কাতরে ডাকে, চরে বক নদী-বাঁকে,
ডাকে কুবো কুব্ কুব্ লুকায়ে কোথায়।
গাভী শুয়ে তরুতলে, হংসী ডুবে উঠে জলে,
ডিঙ্গাখানি বেঁধে কূলে জেলে ঘরে যায়।

দূরেতে পথিক দুটী চলে' যায় গুটি-গুটি,
মেঠো পথ দিয়া।
পাশ দিয়া ল'য়ে জল, আঁখি দুটী ঢল-ঢল্,
কুলবধূ দ্রুত গেল লাজে চমকিয়া।

২

নিঝুম মধ্যাহ্ন-কাল, অলস স্বপন-জাল
রচিতেছি অন্যমনে হৃদয় ভরিয়া।

দূর মাঠ পানে চেয়ে, চেয়ে—চেয়ে, শুধু চেয়ে
রয়েছি পড়িয়া।

ধূ-ধূ ধূ-ধূ করে মাঠ, ধূ-ধূ-ধূ আকাশ-পাট,
পড়িয়া ধূসর রৌদ্র পরিশ্রান্ত মত।
হু-হু হু-হু বহে বায়— ঝাঁপাইয়া পড়ে গায়,
কোথাকার কথা যেন ল'য়ে আসে কত।

হৃদয় এলায়ে পড়ে যেন কি স্বপন-ভরে।
মুদে' আসে আঁখি-পাতা যেন কি আরামে।
অন্য মনে চাহি' চাহি'—কত ভাবি, কত গাহি।
পড়িছে গভীর শ্বাস—গানের বিরামে।
খসে' খসে' পড়ে পাতা, মনে পড়ে কত গাথা—
ছায়া-ছায়া কত ব্যথা সহি ধরাধামে।

অপরাহ্নে

শুনি নাই কার কথা, বুঝি নাই কার ব্যথা—
এত কাব্যে, এত গাথা-গানে।
দেখি নাই কার মুখ— এত সুখ, এত দুখ,
এত আশা, এত অভিমানে।

এ জীবনে পূরিত সকল,
সে যদি গো আসিত কেবল।
গানে বাকি সুর দিতে, ফুলে বাকি তুলে নিতে,
স্বপ্ন বাকি হইতে সফল—
সে যদি গো আসিত কেবল।

অযতনে ব্যর্থ হয় সবি।
ধরিয়া তুলিটী শুধু দুটী রেখা টেনে' গেলে—
শূন্য হৃদি, হ'য়ে যেত ছবি।

কি কথা বলিতে হ'বে একবার বলে' গেলে—
লক্ষ্য-হারা, হ'য়ে যেত কবি।

কোথা তুমি ফুটিয়াছ ফুল
এ শুষ্ক তরুর।
কোথা তুমি বহিছ তটিনী,
এ তপ্ত মরুর।
যূথীর শীতল মৃদু বাস,
বায়ু সুধু আনিছে হেথায়
কার মুখ চুমি'।
কে আছ—কোথায় আছ তুমি।

বিহঙ্গম ডাকে যে প্রত্যূষে,
ডাকে সে কি বৃথায়—বৃথায়।
ফুটে না কি প্রভাত-আলোক,
সে ডাক্ কি শূন্যে ভেসে যায়।
জীবনের এই আধখানা,
দরশ-পরশাতীত আশা—
এ রহস্যে কোন অর্থ নাই?
এ কি সুধু ভাবহীন ভাষা।

এ কি সুধু ভাবহীন ভাষা—
এই যে কথার পিছে প্রাণান্ত-পিপাসা।
এই যে আঁখির কাছে কত অশ্রু ফুটে আছে,
কি আশা নিঃশ্বাস পিছে অবিরত যুঝে—
এই বুক-ভরা ব্যথা কেহ নাহি বুঝে?

এই যে নীরব প্রীতি— শারদ জ্যোৎস্নার স্মৃতি,
আপন হৃদয়-ভারে ব্যথিত আপনি—
বাজিছে বাঁশরী দূরে করুণ পূরবী সুরে,
এই আছে, এই নাই—উছলিছে ধ্বনি—

এই যে আকুল শ্বাসে— জগৎ মুদিয়া আসে,
অথচ জানি না নিজে কি দুঃখে বিহ্বল—
কিছু নয়—কিছু নয় তবে এ সকল ?

এই যে নদীর কূলে পলে পলে ঘুরি ভুলে',
আগ্রহে তরুর তলে চাহি কার তরে—
গাঁথিয়া ফুলের মালা খেলে না কি কোন বালা,
চাহে না পথিক পানে সন্ধ্যায় কাতরে।

ওই কুটীরের দ্বারে, এ ভাঙ্গা বেড়ার পারে
কেহ কি বসিয়া নাই মোর অপেক্ষায় ?
চমকি' উঠিলে বায়ু চমকিয়া চায়।
আসে যায় কত লোক, কাহারো সজল চোখ
পড়িবে না মোর চোখে, হ'বে না মিলন—
এ জীবন-হেঁয়ালির চরণ-পূরণ।

ঘনায়ে আসিছে সন্ধ্যা, স্তব্ধ বনভূমি ;
সোণালী মেঘের গায়ে, সুরভি-শীতল বায়ে,
শিথিল তটিনী-ভঙ্গে লুকালে কি তুমি।
পিক-কণ্ঠে, মৃগ-নেত্রে, কম্পিত শ্যামল ক্ষেত্রে,
মুদ্রিত কমল-পত্রে রয়েছ কি ঘুমি'।
আকুল হৃদয় কাঁদে, কোথা তুমি—তুমি।

ছাড়া-ছাড়া হ'য়ে কেন বেড়াইছ ভাসি' ?
ভাঙ্গিয়া স্বপন-কারা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়া—
নয়ন পলক-হারা, মুখে ভরা হাসি।
নাহি কথা, নাহি ব্যথা— কি গভীর নীরবতা।
হৃদয়ে হৃদয় পড়ে উচ্ছ্বাসি'—উচ্ছ্বাসি'।

সায়াহ্নে

মলয়-সমীর,
মৃদু মৃদু, ঝুরু-ঝুরু, মেদুর, অধীর।
কত দূর হ'তে এস বহিয়া,
তাহার পরশ-বাস লইয়া।
নাহি জানি সে কোন্ জগতে—
হৃদয়ের পরতে পরতে
পড় তুমি লুটিয়া।
স্বরগে মরতে ভেদ— বিরহের দীর্ঘচ্ছেদ
যাক্ যাক্ টুটিয়া।

পূর্ণিমা রজনী,
জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেছে সমস্ত ধরণী।
অদূরে পুলকে পিক কুহরে,
ফুলে ফুলে তরুলতা শিহরে;
নয়ন আলসে ঢুলু-ঢুলু,
কূলে নদী বহে কুলু-কুলু;
ওই দূরে নীপমূলে তাহার আঁচল দুলে—
কত হয় ভুল।
ভুলি' বিশ্ব-চরাচর আগ্রহে বাড়াই কর—
হৃদয় আকুল।

আধ ঘুমে, আধ জাগরণে—
কতই—কতই ভাবি মনে।
সে যেন ব্যাকুল হ'য়ে, সেই ভালবাসা ল'য়ে,
আছে কাছে বসি'।
সারা রাত—সারা রাত বুলাইছে দেহে হাত
নিঃশ্বসি' নিঃশ্বসি'।

আধ-আধ স্বপ্ন-ভরে কভু কর পড়ে করে,
প্রাণে পড়ে প্রাণের নিঃশ্বাস—
শিরায় শোণিত-ধারা সুরে তালে দেয় সাড়া,
হৃদে হৃদি—জীবনে বিশ্বাস।

প্রদোষে

রজনী রে,
কি কাব্য লিখিছ তুমি তারকা-অক্ষরে,
আকাশের 'পরে।
সারা রাত চেয়ে থাকি ওই শূন্য পানে
নিশ্চল নয়ানে।
যেই আশা, যে পিপাসা,
যেই ভাষা, ভালবাসা
বুঝিতেছি মর্ম্মে মর্ম্মে স্বপনে সঙ্গীতে—
কথায় না ধরা যায়,
বুঝাতে না পারি, হায়,
চাহি চারি ভিতে।

সেই কথা, সেই ব্যথা,
সে আকুল-নীরবতা,
সেই সুখ, সেই মুখ, বায়ু ঢুলু-ঢুলু,
নদী কুলু-কুলু,
সেই পরিচিত ঘর,
সেই প্রিয়জন, পর,
সেই ফুল, সেই ভুল, বিরহ মিলন,
সেই হাসি, সেই বাঁশী, কল্পনা স্বপন,—
সেই চোখে ঘোর-ঘোর,
সেই প্রাণে ভোর-ভোর,
অক্ষরে অক্ষরে তোর কেমনে উছলে
এ আকাশ-তলে।

নিশীথে

১

আজি নিশি জ্যোৎস্নাময়ী, সৌরভে আকুল বায়,
দুলে' দুলে' স্রোতস্বিনী কূলে কূলে বহে' যায়।
চোখে আসে ঘুম-ঘোর, মন কি ভাবিতে চায়—
আধেক গেঁথেছি মালা, আর নাহি গাঁথা যায়।
সমীরণে ভেসে' আসে সুদূর অপ্সরা-গান—
অলস স্বপন সম ছায়িতেছে মনঃপ্রাণ।
এই জীবনের পারে, এই স্বপনের শেষে,
কে যেন আমার আছে জীবন্ত কল্পনা-বেশে।
উড়ে কেশ বায়ু-ভরে, ছল-ছল দু' নয়ান,
বুকে উছলিছে প্রেম, মুখে কত অভিমান।

২

কোথা তুমি—কোথা তুমি—জন্ম-জন্মান্তর মায়া—
স্মৃতিময়ী, প্রীতিময়ী, গীতিময়ী সেই কায়া।
নন্দনে—মন্দার-কুঞ্জে মন্দাকিনী-তীরে বসি',
অন্যমনে দেখিছ কি নীল নভে পূর্ণশশী।
করে মৃণালের ডোর, কোলে পারিজাত-রাশি,
বাতাসে বিরহ-গীতি ক্ষণে ক্ষণে আসে ভাসি'।
ধীরে ধীরে ঝরে অশ্রু, পড়ে শ্বাস গুরু-ভার—
চাহিছ কাতর-দৃষ্টে ধরা পানে বার বার।
কারে কি বলিতে ছিল—অভিশাপে ছিলে ভুলি',
জ্যোৎস্নায় সৌরভে গানে—দূর-স্মৃতি উঠে দুলি'।

৩

পৃথিবীর শত দুঃখে হৃদয় শতধা চূর,
কেঁদে' কেঁদে' ক্লান্ত হ'য়ে দেখিছে স্বপন দূর—
মেঘেদের আঁকা-বাঁকা পথ যেন দিয়ে দিয়ে,
অবশেষে পৌঁছিয়াছে মন্দাকিনী-তীরে গিয়ে।

দূর হ'তে দেখিতেছে করুণ দৃষ্টিটী তব—
পলকে পলকে ফুটে কত শোভা নব নব।
জ্ঞান আর নাহি জ্ঞান, শত বাহু বাড়াইয়া—
আকুলি' ব্যাকুলি' হৃদি তোমারে ডাকিছে, প্রিয়া!
তরঙ্গে তরঙ্গে বিশ্ব—আলোকে আঁধারে মেলা,
ছায়া নিয়ে—মায়া নিয়ে এ জীবন-প্রেমখেলা।

৪

দাঁড়াও, অভেদ আত্মা। পরলোক-বেলাভূমে,
বাড়ায়ে দক্ষিণ-কর মৃত্যুর নিবিড় ধূমে।
জগতের বাধা-বিঘ্ন জগতে পড়িয়া থাক্,
নীরবে সৌন্দর্য্য-মাঝে কবিত্ব ডুবিয়া যাক্।
দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই,
বুঝেছি এ মরভূমে মত্ত ব্রহ্মানন্দ তা-ই।
তারকায় তারকায় হা-হা করে' তোমা তরে
ছুটিতে না হয় যেন আবার মরণ-পরে।
এ মৃত্যু কি শেষ মৃত্যু—যন্ত্রণার অবসান?
ধর এ জীবনাহুতি—বিরহের শেষ গান।

সমাপ্ত

এষা

অক্ষয়কুমার বড়াল

[শ্রাবণ ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক

সজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৬২
দ্বিতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৭২

মূল্য তিন টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীপশুপতি দে কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—১৫. ৯. ৬৫

সম্পাদকীয় ভূমিকা

অক্ষয়কুমার নিষ্ঠাবান্ গৃহী, সন্তান-বৎসল ও অতিশয় পত্নীপ্রেমিক ছিলেন। ইহার নিদর্শন তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলীতে ছড়াইয়া আছে। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ১৯এ মাঘ তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। মৃতা সহধর্মিণীকে কেন্দ্র করিয়া অক্ষয়কুমার এই 'এষা' কাব্যখানি রচনা করেন। ১৩১৯ সালের শ্রাবণ মাসে (১৯১২ খ্রীঃ) ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৬৭।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যখানি অতিশয় জনপ্রিয় হওয়াতে বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। ১৩২০ সালের ভাদ্র মাসে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল এই সংস্করণে "পরিচয়" অধ্যায়টি লিখিয়া দেন। দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৭৫। আমরা এই গ্রন্থাবলীতে বিপিনচন্দ্রের সমগ্র "পরিচয়" সহ এই দ্বিতীয় সংস্করণটিই পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইহাই গ্রন্থকারের জীবিতকালের শেষ সংস্করণ। 'এষা' কবির জীবনের শেষ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কাব্য।

১৩২৬ বঙ্গাব্দের ৪ঠা আষাঢ় (১৯ জুন ১৯১৯) কবির মৃত্যু হয়। 'এষা'র দ্বিতীয় সংস্করণ তখন নিঃশেষিত। স্বজাতীয় কবির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবশত ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা 'এষা'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। কবির মৃত্যুর পরে ৪ঠা আশ্বিন ১৩২৬, (২১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৯) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় ডক্টর লাহা "৺কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল ও তাঁহার কাব্য-প্রতিভা" শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৃতীয় সংস্করণে বিপিনচন্দ্রের "পরিচয়ে"র সঙ্গে সেটিও সম্পূর্ণ যোজিত হয়। এই প্রবন্ধে চমৎকারভাবে 'এষা'র সৌন্দর্য বিশ্লেষিত হইয়াছে। আমরা এখানে তাহা হইতে কোনও কোনও অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

> ...অক্ষয়কুমারের 'প্রদীপ' 'কনকাঞ্জলি' 'ভুল' 'শঙ্খে' তাঁহার কবি-প্রতিভার অসামান্য পরিচয় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু 'এষাতেই তাঁহার রচনা-মাধুর্য্যের ও কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও পরিণতি লক্ষিত হয়। পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী বা আত্মীয়-বিয়োগের ফলে বঙ্গসাহিত্য যে সমস্ত গদ্য ও পদ্য রচনা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে, 'এষা' তাহাদের মধ্যে মুকুটমণি। কেন না, 'এষা'

বাঙ্গালীর গার্হস্থ্যজীবনের একখানি আলেখ্যকে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত কাব্যের শ্রেষ্ঠ রূপান্তরে পৌঁছাইয়া দিতে পারিয়াছে।…

পত্নী-বিয়োগের আঘাত পাইয়া কবি-হৃদয়ে যে ভাবের প্রবল তরঙ্গ উঠিল,—তাহারই আঘাতে আঘাতে, 'এষা'র এক একটী কবিতার সৃষ্টি হইল। এই শোক মানব-হৃদয়ে অহরহ আঘাত করিতেছে,—কেহ নীরবে ইহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া তুষাগ্নিদাহনে দগ্ধ হইতেছেন, কেহ বা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া সে শোকের কতকটা লাঘব করিতেছেন। কিন্তু যিনি কবি, শোকের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার প্রাণে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়; তিনি এই নিদারুণ বিয়োগ-বেদনা ভাষার সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিয়া ইহাকে সাধারণের গোচরীভূত করেন। আবার ফুটাইবার ক্ষমতা যাঁহার যত বেশী, তিনি এই প্রকাশ ব্যাপারে তত অধিক সিদ্ধকাম হন। বন্ধু-বিয়োগ-জনিত শোকে ব্যথিত হইয়া ইংরাজ কবি টেনিসন্ যে অপূর্ব্ব *In Memoriam* কাব্য রচনা করেন, তাহা ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের একখানি অমূল্য গ্রন্থ। আমাদের বাঙ্গালায়—

গদ্যে—চন্দ্রশেখরের—উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম
শ্রীমতী মানকুমারীর—প্রিয়-প্রসঙ্গ
স্বর্গীয়া শ্রীকুসুমকুমারীর—প্রসূনাঞ্জলির প্রথমাংশ
শ্রীমতী সরযূবালার—বসন্ত-প্রয়াণ
এবং পদ্যে—রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীবিয়োগের কবিতানিচয়
স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের—স্ত্রীবিয়োগের কবিতানিচয়
শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমারের—পত্রপুষ্প
" মুন্সী কায়কোবাদের—অশ্রুমালা
" যদুনাথ চক্রবর্ত্তী—সতীপ্রশস্তি
" সুশীলগোপাল বসুর—শোক ও শান্তি এবং ব্যথা
শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনীর—অশ্রুকণা
শ্রীমতী সরলাবালা দাসীর—প্রবাহের কয়েকটী কবিতা
জনৈক বঙ্গনারী প্রণীত—নির্ব্বাণ,—

শোক-সাহিত্যের কলেবর পুষ্টি করিয়াছে। গদ্যে চন্দ্রশেখরের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এই এক গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি অমর হইয়াছেন। পত্নীবিয়োগবিধুর শোকাহত স্বামীর হৃদয়ের গভীর অভিব্যক্তি। তারপর সুপ্রসিদ্ধা ও প্রতিভাশালিনী মহিলা কবি স্বামীহারা গিরীন্দ্রমোহিনীর 'অশ্রুকণা' একদিন অনেকের নয়নে অশ্রুর প্রবাহ বহাইয়াছিল। অক্ষয়কুমার গিরীন্দ্রমোহিনীর 'অশ্রুকণা' সম্পাদনের ভার লইয়া বিশেষ যত্ন ও কৃতিত্বের সহিত ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।…

'এষা' অক্ষয়কুমারের শেষ রচনা। এই 'এষা' রচনার পূর্ব্বে, তিনি যে সমস্ত শোকের কবিতা লিখিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ইহা জানিতে পারি যে, শোক-কবিতা রচনায় কবি দক্ষ ছিলেন। তাঁহার 'শঙ্খে'র "পিতৃহীন" "মাতৃহীন" "বালবিধবা" প্রভৃতি কবিতায় ইহার পরিচয় পাই। তাঁহার যে প্রতিভা এই কবিতাগুলির ভিতর দিয়া ফুটিবার চেষ্টা করিতেছিল, 'এষা'য় তাহা একেবারে পূর্ণবিকশিত হইয়াছে।

শোকের নিদারুণ আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি কবিরচিত শোককাব্য পাঠ করিলে তাঁহার হৃদয়নিহিত শোকের লাঘব হয়, এ শ্রেণীর লোকের শোক-ক্ষতে 'এষা' শান্তি-প্রলেপ প্রদান করিবে। 'এষা'র মধ্যে অক্ষয়কুমারের স্বাতন্ত্র্য, কবিত্ব, প্রতিভা, অন্তর্দৃষ্টি, ভাব-বিশ্লেষণ-শক্তি পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে। 'এষা' রচনা করিতে বসিয়া তিনি কোথাও ভাষা বা ভাবের অপব্যবহার করেন নাই, অতিরঞ্জিত দোষে 'এষা'র কোন কবিতা দুষ্ট হয় নাই। বাস্তব জগতের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়াই তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার চরম বক্তব্যের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন।

'এষা'র কবিতার প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব—যাঁহার শোকে তিনি মুহ্যমান, তাঁহার ছবি ইহার মধ্যে কবি পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন।···

ঘটনা ও ভাবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, 'এষা'র কবিতাগুলি পরে পরে সাজান হইয়াছে। অক্ষয়কুমার শোকের উন্মত্ত আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া, কোথাও খেই হারান নাই। মৃত্যু, অশৌচ, শোক ও সান্ত্বনা—এই চারি অধ্যায়ে 'এষা'র কবিতাগুলি বিভক্ত হইয়াছে। মৃত্যু, অশৌচ ও শোকের সোপানাবলী, একে একে অতিক্রম করিয়া, তিনি সান্ত্বনার নিকেতনে পৌঁছিয়াছেন। এই স্তরবিন্যাসের পরতে পরতে, পরলোকবিশ্বাসী হিন্দুর পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে,—আর সঙ্গে সঙ্গে এই শোকবেষ্টনীর মধ্যে, তাঁহার গৃহের নিষ্ঠা ও ভক্তি-দৃপ্ত ছবিখানি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমেই মৃত্যু অধ্যায়ে, পত্নীর অন্তিম-দশা-দর্শন-ভীতা কন্যার প্রশ্ন ও পিতার উত্তর; তারপর পুত্রমঙ্গল-সংবাদ-শ্রবণ-তৃপ্তা জননীর শান্তিপূর্ণ মৃত্যু, মৃত্যু-সন্দেহ ও ব্যাকুলতা; ইহার পরেই একটা কঠিন সমস্যা কবি-হৃদয়কে আলোড়িত ও বিক্ষোভিত করিল,—

> "মরণে কি মরে প্রেম! অনলে কি পুড়ে প্রাণ?
> বাতাসে কি মিশে গেল, সে নীরব আত্মদান?"

বহু পরে "সান্ত্বনা"র অধ্যায়ে কবি নিজেই এ সমস্যার সুন্দর সমাধান করিয়াছেন,—

"নয়,—এ মরণ নয়, দু'দিন বিরহ!
আলোকে সুবর্ণ ফুটে
আঁধারে সুগন্ধ ছুটে;
মিলনে নিঃশঙ্ক প্রেম, যত্ন, অনাগ্রহ।
* * * *
ভাঙ্গিতে গড় নি—প্রেম, ওহে প্রেমময়
মরণে নহি ত ভিন্ন,
প্রেমসূত্র নহে ছিন্ন,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয়!"

কবির সুর এখানে একেবারে উদাত্তে উঠিয়াছে,—ক্রম বিকাশের ফলে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে।

কবি মোহিতলাল মজুমদার তাঁহার 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে' "অক্ষয়কুমার বড়াল" এবং ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে তাঁহার 'নানা নিবন্ধে' "অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতা" প্রবন্ধে 'এষা'র কাব্যসম্পদ্ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মোহিতলালের রচনাটি হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

সমগ্র 'এষা' কাব্যখানি কবির confession বা আত্মচরিত-উদ্ঘাটন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বাঙ্গালী-কবির দাম্পত্য-প্রীতি নারীর একটি মহিমময়ী মূর্ত্তি না গড়িয়া পারে না; মধুসূদন যাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, বিহারীলাল যাহাকে আপন ইষ্টদেবতার আসনে বসাইয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ যাহাকে সংসারে ও সমাজে তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং দেবেন্দ্রনাথ ভাব-ভোলা কবিত্বের আবীর-কুঙ্কুমে যাহার অর্চ্চনা করিয়াছেন, অক্ষয়কুমার তাহাকেই বাঙ্গালীর গৃহ-প্রাঙ্গণে—নিত্যলক্ষ্মী-পূজার উৎসবে—বাস্তব সুখ-দুঃখের গন্ধপুষ্প ও সুগভীর স্নেহরসের আলিপনায়, হৃদয়েশ্বরীরূপে বন্দনা করিয়াছেন। এ নারী কোনও কবিপ্রিয়া বা কাব্যের আদর্শরূপা নহে, ধ্যান-কল্পনার ভাব-বিগ্রহও নহে। নারীর যে একটি বিশেষ রূপ, শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়বিধ সাধনার সাধক, প্রকৃত পৌত্তলিক, দেহবাদী বাঙ্গালীর গৃহধর্ম্ম-সাধনায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল—যে-রূপ একাধারে রাধিকা ও অপর্ণা, আত্মবিগলিত অথচ আত্মস্থ—গ্রহণে দুর্ব্বল, ত্যাগে রাজরাজেশ্বরী—যে রূপ যুগল-প্রেমের রসাবেশেও দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ভাবুকের প্রাণে ভাবের ঘোর সৃষ্টি করে—অক্ষয়কুমার জীবনে সেই রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া সেই নারী-বিগ্রহের আরতি করিয়াছেন।...

শ্রীসজনীকান্ত দাস

পরিচয়

বিপিনচন্দ্র পাল

এষা—ইষ ধাতু নিষ্পন্ন; বৈদিক অর্থ—
অন্বেষণীয়া, প্রার্থনীয়া, বাঞ্ছনীয়া।

অক্ষয়কুমার বাঙ্গালার এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। তাঁহার নাম বহুদিনই জানিতাম; কিন্তু এষা পড়িবার পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই। তাঁহার অন্য কোন গ্রন্থও ইতিপূর্ব্বে আদ্যোপান্ত পড়ি নাই। সাময়িক পত্রে কখন কখন তাঁহার দু'একটী কবিতা পড়িয়া থাকিতে পারি; কিন্তু সে সকলে তাঁহার কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে ভালমন্দ কোন বিশেষ সংস্কার জন্মে নাই। সুতরাং সর্ব্বসংস্কারশূন্য হইয়াই বইখানি পড়িতে বসি। পড়িতে আরম্ভ করিয়া আর ছাড়িতে পারিলাম না; প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একাধিকবার পড়িলাম; বন্ধুবান্ধবদিগকে অনেকবার ইহার বাছা বাছা কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইলাম। সকলেই এই কবিতাগুলির মৌলিকতা, বস্তুতন্ত্রতা ও সর্ব্বোপরি ইহার কুত্রাপি কোন প্রকার কষ্টকল্পনার বা নাটুকে ছলাকলার গন্ধমাত্র নাই দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। আমার মনে হয়, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে অক্ষয়কুমার এই শোকাত্মক গীতিকাব্যে এক অপূর্ব্ব বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন। এই শ্রেণীর কাব্যসৃষ্টির মধ্যে এই এষাখানি বিশ্বসাহিত্যেও অতি উচ্চ স্থান পাইতে পারে; ইহাতে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি আছে বলিয়া মনে করি না।

কাব্যের লক্ষণ

আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলিয়াছেন। রসাত্মকতা কাব্যের একটী অপরিহার্য্য লক্ষণ। যে বাক্যে কোন না কোন রস উথলিয়া না উঠে, তাহা যে আদৌ কাব্য নহে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। যাহা মিষ্ট লাগে, অর্থাৎ যে বাক্যের ঝঙ্কার আছে, সচরাচর লোকে তাহাকেই রসাত্মক বলিয়া মনে করে। কিন্তু রস বলিলে কেবল মিষ্টত্ব বুঝায় না; হাস্যাদ্ভুতকরুণরুদ্রাদিকে এখানে রস বলা হইয়াছে। এ সকল রস যে বাক্যে ফুটে না, তাহা রসাত্মক নহে, তাহা কাব্য হইতেই পারে না। যে বাক্য কেবল ঝঙ্কারই তুলে, কাণেই মধু ঢালিয়া দেয়, এবং আপনার স্বরলালিত্যের দ্বারা চিত্তকে নাচাইয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহা বাক্যহীন সঙ্গীতের তানলয়ের মত বিবিধ ভাবের দ্যোতক হইলেও, প্রকৃত কাব্য নহে। কাব্য কেবল ধ্বনি নহে, কাব্য বাক্য। বাক্য—অর্থযুক্ত শব্দ। সুতরাং কাব্যের রস কেবল ঝঙ্কারে ফুটিলেই চলে না, সার্থক শব্দেও তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। যে বাক্য আপনার অর্থের দ্বারা হাস্যাদ্ভুতকরুণরুদ্রাদি রস ফুটাইয়া তুলে, তাহাই কাব্য। কিন্তু কাব্যালোচনার ইহাই শেষ কথা নহে। কেবল রসবিশেষের উদ্রেক করিতে পারিলেই, যে কোন রচনা কাব্যত্বের দাবী করিতে পারে, এমনও নহে।

জগতের সর্ব্বত্র বিবিধ রস ছড়াইয়া আছে। এমন বিষয় বা বস্তু, অবস্থা বা ব্যবস্থা কিছু নাই, যাহাতে কোন না কোন একটী রস স্বল্পবিস্তর ফুটিয়া না উঠে; কিন্তু তাই বলিয়া এ সকলই যে কাব্যের উপাদান, এমন নহে। হাসিকান্না সংসার জুড়িয়া আছে; কিন্তু সকল হাসি-কান্নাতেই কাব্য গঠিত হয় না। শৃঙ্গারাদি স্থায়ী রসও জনসমাজকে নিয়ত চঞ্চল ও সরস করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু এ সকলের সকলগুলিতেই যে কাব্য স্থষ্টি হয়, বা হইতে পারে, এমনও নহে। সন্তানবতী রমণী সংসারে অসংখ্য। সন্তানবাৎসল্যও স্বল্পাধিক সকল মাতার মধ্যেই ফুটিয়া আছে। এ রস—বিশিষ্ট, বিশ্বজনীন নহে। সকল মাকে দেখিয়াই গণেশজননীর বা ম্যাডোনার ভিতরে দৈব-প্রতিভাশালী শিল্পী যে অদ্ভুত রস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহার আস্বাদন পাই না। র‍্যাফেল বিশাল বিশ্বের বাৎসল্যকে ছাঁকিয়া, সেই রসে অমৃতময়ী জননীমূর্ত্তির রচনা করিয়াছেন। মা বস্তু—রসময়, রসাত্মক। ম্যাডোনা এই রসের মূর্ত্তি। বাৎসল্য রস যেমন বিশ্বজনীন, সে রসের সত্য মূর্ত্তিও সেইরূপ বিশ্বজনীন হওয়া চাই। এই রসের যে মূর্ত্তি, তাহা শ্বেত কৃষ্ণ, হিন্দু ম্লেচ্ছ—সকলেরই প্রকৃত জননীমূর্ত্তি। ম্যাডোনা সকলের মা। আর ম্যাডোনার অঙ্কে যে অপরূপ শিশু, প্রভাত-অরুণের আভা অঙ্গে মাখিয়া মাতৃবাহু-লীন হইয়া আছে, সেও কোন ব্যক্তিবিশেষের সন্তান নহে, সে বিশ্বের সন্তান। বিশাল বিশ্বে অগণ্যকোটী জীবের শরীর-মনের ভিতর দিয়া যে বাৎসল্য নিয়ত প্রবাহিত হইয়া অনন্ত জীবপ্রবাহকে রক্ষা করিতেছে, ম্যাডোনা সেই নিখিল-বিশ্বের মাতৃশক্তির প্রতিচ্ছবি। আর তাঁহার কোলের এই শিশুটী বিশ্ব-বাৎসল্যের উপজীব্য ও উদ্দীপনা—সন্তানাবতার। এই বিশ্ব-সম্বন্ধটীকে বিশদ করিয়াই ম্যাডোনার রসমূর্ত্তি হইয়াছে।

এই বিশ্ব-সম্বন্ধটীও কাব্যের একটি অপরিহার্য্য লক্ষণ। বাক্য এক দিকে যেমন রসাত্মক হইবে, অন্য দিকে সেই রসও আবার বিশ্বজনীন হওয়া আবশ্যক। রসাত্মকতার ন্যায় এই বিশ্বজনীনত্বও কাব্যের বিশেষ লক্ষণ। ইহার একটীকেও ছাড়িলে কাব্যের কাব্যত্ব থাকে না। ফলতঃ যে কাব্য কোন না কোন রসের বিশ্বজনীনত্বকে ফুটাইয়া তুলে না, তাহা যতই কেন শ্রুতিমধুর বা চিত্তোন্মাদকর হউক না, সে কাব্য শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা দূরে থাকুক, আদৌ কাব্যত্বেরই দাবী করিতে পারে না।

লোককে হাসান, কাঁদান, মাতান, এ সকল যে বড় একটা বেশী কথা, তাহা নহে। হাস্যরসের অবতারণা করে বলিয়া মুখবিকৃতিকে কেহ কাব্যস্থষ্টি বলে না। আর ইহা কাব্যস্থষ্টি নয়,—কারণ, হাস্যরসের যে একটী বিশ্বজনীনতা আছে, সে গুণটী এখানে ফুটিয়া উঠে না। সেইরূপ লোককে কাঁদানও সহজ; কিন্তু সেই কান্নার ভিতরে বিশ্বব্যাপী যে ক্রন্দনরোল দিবানিশি প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাহার সুর জাগাইয়া তোলা কঠিন। আর যতক্ষণ না সে সুর জাগিতেছে, ততক্ষণ ক্রন্দনের মধ্যে কারুণ্য জাগে না, আর সে কান্নাতেও কাব্যস্থষ্টি হয় না। মারামারি ব্যাপারটা যে রসাত্মক,

ইহা অস্বীকার করা যায় না ; কিন্তু ইহার ছবি বা বর্ণনাকে কেহ কি কখন কাব্য বলে? বার বৎসর পূর্ব্বে, ব্রিটিশ-বুয়র যুদ্ধের সময় রডিয়্যার্ড কিপ্‌লিং এইরূপ অনেক কবিতা ও গান লিখিয়া ইংরেজ জাতিকে একেবারে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিয়াছিলেন। কিপ্‌লিং-এর আর কোন কবিতা বাঁচিবে কি না, জানি না ; কিন্তু এগুলি যে বাঁচিবে না, ইহা স্থিরনিশ্চিত। স্বদেশীর উত্তেজনার ও উদ্দীপনার মুখে ছোট বড়, নূতন পুরাতন, কত বাঙ্গালী কবি কত গান রচিয়াছিলেন ; সে সময়ে সেগুলি কতই না প্রভাববিস্তার করিয়াছিল! উত্তেজনার জোয়ারের মুখে সেগুলি ভাসিয়া আসিয়াছিল, অবসাদের ভাটার মুখে তাহারা আপনি সরিয়া গিয়াছে। সেগুলি জাতীয় জীবনের বিবর্ত্তনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হইলেও, জাতীয় সাহিত্যের স্মৃতিমন্দিরে কখন স্থায়িত্বলাভ করিবে না।

আবার এই স্বদেশীর মুখেই দু'চারিটী সঙ্গীতে বিশ্বসঙ্গীতের সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' তাহাদের অন্যতম। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ,' বোধ হয়, ইহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই দুইটী সঙ্গীতই প্রকৃত কাব্য। 'সোনার বাংলা' ও 'আমার দেশ' উভয়েরই দেবতা এই বঙ্গভূমি, সত্য ; কিন্তু বঙ্গমাতৃকাকে আশ্রয় করিয়া ইঁহাদের কবিপ্রতিভা যে রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বঙ্গের ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ নহে। ফলতঃ রসমাত্রই বিশিষ্ট আধারে ফুটিয়া উঠে। বিশেষ দাসে দাস্য, বিশেষ সখায় সখ্য, বিশেষ পিতায় কি মাতায় বাৎসল্য, নায়ক বা নায়িকা-বিশেষে মধুর রস ফুটিয়া উঠে। এই সকল বিশিষ্ট-আধার-বর্জ্জিত হইয়া কোন নিরাধার, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ও সার্ব্বজনীন দাস্য বা সখ্য, বাৎসল্য বা মাধুর্য্য রস জগতে কুত্রাপি নাই। এই সকল বিশিষ্টের মধ্যেই বিশ্বজনীন রসমূর্ত্তি প্রকট হয়, বিশিষ্টের বাহিরে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে কেবল বাঙ্গালার কথাই বলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে মার বন্দনা করিয়াছেন, তিনি এই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, সপ্তকোটী সন্তানজননী বঙ্গভূমি। তথাপি এই বিশাল ভারতভূমির যে যেখানে এই গান শুনিয়াছে, এবং তাহার অর্থবোধ করিতে পারিয়াছে, সে-ই ইহাকে আপনার দেশমাতার বন্দনা বলিয়া তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কেহ সপ্তকোটী কাটিয়া ত্রিংশৎকোটী করিয়াছেন, জানি ; কিন্তু এরূপ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে কবি যে সুরটী গাহিয়াছেন, তাহা কেবল বাঙ্গালার দেশমাতার বন্দনাগীতি নহে, কেবল ভারতের দেশমাতার বন্দনাগীতিও নহে, তাহা বিশ্বজনীন দেশভক্তির নিত্যসাধ্য ও নিত্যসিদ্ধ সুর। এ সুর যে—যে গ্রামেই গাউক, সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যে নিত্যকাল বাজিয়াছে ও বাজিতেছে।

ফলতঃ দেশকালপাত্রাদির বিশেষত্ব কদাপি কোন কাব্যের বিশ্বাত্মকতা বা বিশ্বজনীনতা নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করে না। এই সকল বিশেষত্ব বা বিশিষ্টকে লইয়াই এই বিশাল বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। এই সকল বিশিষ্টের সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ—অঙ্গাঙ্গী। বিশ্ব অঙ্গী,

যাহা কিছু বিশিষ্ট—তাহা এই অঙ্গীর অঙ্গ। অঙ্গীতে অঙ্গ সকল প্রতিষ্ঠিত। আবার অঙ্গেও অঙ্গী—অঙ্গের কর্ম্মের প্রেরণারূপে নিগূঢ়ভাবে নিত্য বিরাজিত। অঙ্গী অঙ্গকে ছাড়িয়া থাকে না, অঙ্গও অঙ্গীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। তবে অঙ্গ কখন কখন মোহবশতঃ আপনাকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবিয়া অঙ্গীকে উপেক্ষা করে। তখন অঙ্গে অঙ্গীর সুর বাজিয়া উঠে না। তানপুরার কোন একটা তার, যদি অপর তারগুলির সঙ্গে সঙ্গতি না রাখিয়া, আপনার একটা নিজস্ব ঝঙ্কার তুলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সে যেমন বেসুরা হইয়া পড়ে, সেইরূপ মানুষও যখন বিশ্বসঙ্গীতের অপরাপর তারের সঙ্গে সঙ্গতি না রাখিয়া কেবল আপনার ক্ষুদ্র বিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন সুরটী ভাঁজিতে থাকে, তখন সেও বিশ্বজনীন জ্ঞান ও রসের ধারা হইতে সরিয়া গিয়া অজ্ঞান ও অরসিক হইয়া পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া বঙ্গমাতারই বন্দনা করিয়াছিলেন, সত্য; কিন্তু তাঁহার মানসনেত্রোদ্ভাসিতা দেবপ্রতিমা নামরূপের দ্বারা পরিচ্ছিন্না হইলেও, তিনি যে দেবতার বন্দনা করিয়াছেন, তিনি বিশ্বের দেবতা; বিশিষ্ট দেশের বা বিশিষ্ট কালের নহেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' সম্বন্ধেও এই কথা। এই সঙ্গীতে কবি বাঙ্গালার জীবনেতিহাস গাঁথিয়া দিয়া, বাঙ্গালীর নিকটে ইহাকে অদ্ভুত সত্যোপেত, বস্তুতন্ত্র ও শক্তিশালী করিয়াছেন বটে; কিন্তু সেগুলি মূল রসের আলম্বন ও উদ্দীপনা মাত্র। সেই রস ফুটিয়াছে,—

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ—

এই অপূর্ব্ব ভক্তির উচ্ছ্বাসে, এই অপূর্ব্ব ত্যাগে ও স্পর্দ্ধায়। আর ফুটিয়াছে যখন কবি দেশমাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।

এই ভাব ও ভক্তি কোন দেশে বা কালে আবদ্ধ নহে; ইহা স্বদেশপ্রেমিকের সাধারণ ও সার্ব্বজনীন ভাব। রবীন্দ্রনাথের অনেক স্বদেশসঙ্গীত আছে; তাহার কোন কোনটীতে যে বিশ্বসঙ্গীতের সুর বাজে নাই, এমন নহে। কিন্তু যে তেজ, যে গর্ব্ব, যে স্পর্দ্ধা, যে ভক্তি, যে নিঃসঙ্কোচ আত্মীয়তা ও নিঃশেষ আত্মদান দ্বিজেন্দ্রলালের এই গানে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় আর কোথাও জাগে নাই। বিশ্বজনীনতার জন্যই এই সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য।

এষার বিশেষত্ব

যে কারণে বাঙ্গালা ভাষার স্বদেশসঙ্গীতের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' এইরূপ অনন্যলব্ধ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, ঠিক সেই কারণেই, কেবল বাঙ্গালার নহে, সম্ভবতঃ সমগ্র সভ্যজগতের আধুনিক সাহিত্যে অক্ষয়কুমারের এই এষাখানি শোকসঙ্গীতের মধ্যে একটী অনন্যলব্ধ সত্য ও সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে। এ জগতে বিরহবিষাদ বিরল নহে। অপিচ সৃষ্টির প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত জীবন ও মরণ, আলোক

ও ছায়ার ন্যায় পরস্পরে নিত্যযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। 'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্—' মর্ত্ত্যের ইহা চিরন্তন অভিজ্ঞতা. আর সেই জন্য শোকও মানুষের সাধারণ নিয়তি। যেখানে জীবন, সেইখানেই মৃত্যু ; সেইরূপ যেখানে ভালবাসা, সেইখানেই বিরহ ও শোক। যেখানে এ সংসারের দুটী প্রাণীতে কোন প্রেমের সম্বন্ধ গড়িয়া তুলে, সেইখানেই, বরুণের ন্যায়, মৃত্যুর ছায়া ও শোকের নিঃশ্বাস, তৃতীয় হইয়া তাহাদের মাঝে আসিয়া দাঁড়ায়। জীবনের মাঝখানেও আমরা মৃত্যুকে ভুলিতে পারি না। মিলনের গভীরতম আনন্দালোকের মাঝখানেও বিরহের কৃষ্ণমেঘখণ্ড সকল সর্ব্বদাই উড়িয়া বেড়ায়।

সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥

এই বিরহভীতি প্রেমের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। জননী সন্তানকে বুকে ধরিয়া যখন এক চক্ষে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন, তখনও আর এক চক্ষে বিরহাশঙ্কায় শোকাশ্রু ভরিয়া আসে, এবং অমঙ্গল-চিহ্ন ভাবিয়া তিনি তখন জোর করিয়া তাহা চাপিয়া রাখেন। অন্ধকার নিশীথে পেচকের ধ্বনি শুনিলে কুলকামিনীরা যেমন 'দূর দূর' করিয়া উঠেন, সেইরূপ মানুষমাত্রই প্রিয়জনসঙ্গসুখের মাঝেও এক একবার মৃত্যুর সাড়া পাইয়া 'দূর দূর' করিয়া তাহাকে তাড়াইতে চাহে। প্রেম যেখানে যত অধিক, শোকভীতিও সেখানে তত প্রবল। জীবনবস্তু যেমন বিশ্বজনীন, মৃত্যুব্যাপারও সেইরূপ বিশ্বজনীন ; সুতরাং শোকও একটী বিশ্বজনীন অভিজ্ঞতা। এমন কে আছে, যে এ সংসারে স্নেহ-প্রেমাদির আস্বাদন করিয়াছে, অথচ মৃত্যুর বিষদন্ত যাহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হয় নাই ? অক্ষয়কুমারের এই গীতিকাব্যের উৎপত্তি—শোকে, ইহার বিষয়—জীবনমৃত্যুর নিত্য সমস্যা। এ অভিজ্ঞতা বিশ্বজনীন। এ সমস্যা সার্ব্বজনীন। আর সেই জন্যই ইহা কাব্যসৃষ্টির উৎকৃষ্ট উপকরণ।

অনেক লোকেই এই সামান্য কথাটা বুঝে না। তাহারা ভাবে, শোক শোকার্ত্তের অন্তরঙ্গ বস্তু, তাহার নিজস্ব জিনিস। কিশোর দম্পতির নববাসর-প্রকোষ্ঠ যেমন অপরের দ্রষ্টব্য নয়, সে প্রকোষ্ঠের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিলে মাধুর্য্যের মর্য্যাদা নষ্ট হয় ; শোক ও বিরহ সেইরূপ দুনিয়াকে দেখাইবার বা জগতে জাহির করিবার বস্তু নহে ; বহিঃপ্রকাশে তাহার গুরুত্ব ও পবিত্রতা নষ্ট হয়। সত্য ও গভীর শোক আপনার চাপে আপনি প্রাণের ভিতরে জমাট বাঁধিয়া উঠে, এমন কি, চোখের ভিতর দিয়াও গলিয়া বাহির হয় না, মুখে ব্যক্ত হওয়া ত দূরের কথা। শোকের প্রথম প্রকোপে তাহাই হয় বটে। কিন্তু এই জমাট নীরব নিরশ্রু শোক তখন কেন্দ্রীভূত, ব্যক্তিবিশেষের অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ প্রাণের মধ্যে নিষ্পিষ্ট ও নিবদ্ধ। শোকার্ত্ত তখন আপনি আপনাতেই নিমগ্ন, আপনার মায়ায় আপনি দৃষ্টিহীন, আপনার ক্ষুদ্র-সুখ-দুঃখের ভাবে ও ভাবনায় আপনি আচ্ছন্ন। শোকবস্তু যে কেবল তাহার নিজের নহে,—সকলের, জগতের,

বিশ্বের—বিধান ; এ কথা তখন সে ভুলিয়া গিয়াছে। স্বজনবর্গ যত তাহাকে নিজের আলোহীন, বায়ুহীন, নিটোল, 'আমি'ত্বের সূচ্যগ্রপ্রমাণ ছিদ্র হইতে বাহিরে আনিতে চাহেন, ততই সে জোর করিয়া সেই বিবরে আরও লুকাইতে চাহে। এইরূপ যে লোক শোককে আমারই নিজস্ব ভাবে, সে কদাপি তাহার বিশ্বজনীনতা উপলব্ধি করিতে পারে না। এই শ্রেণীর শোক তামসিক ; ইহা ভ্রমপ্রমাদাদিপ্রসূত। এই শোক দেহসর্ব্বস্ব ও অহংসর্ব্বস্ব। এই স্থূল ও জড় বস্তু লইয়া কোমল কাব্যের সৃষ্টি সম্ভবপর নহে।

কিন্তু শোকের আর একটী দিক্‌ আছে। শোকের আঘাতে মানুষ যেমন কখন কখন দৃষ্টিহীন হয়, সেইরূপ কখন কখন দিব্যদৃষ্টিও লাভ করে। যে স্নেহ, যে প্রেম, যে সেবা জীবনে এক আধারে নিবদ্ধ ছিল, মৃত্যু যখন সে আধার হরিয়া লয়, তখন নিরাশ্রয় প্রেম প্রথমে কিছুকাল হাহাকার করে বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা ক্রমে বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ে, এমনও দেখা গিয়াছে। ফলতঃ বিশ্ববিধানে ইহাই শোক ও বিরহের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট নিয়তি। এই নিয়তি লাভ না করিলে, শোক ও বিরহ কদাচ সম্যক্‌ সফলতা লাভ করে না। আর শোক যখন শোকার্ত্তের ক্ষুদ্র জীবনের সংকীর্ণ পরিধি অতিক্রম করিয়া বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়,—তাহার দুঃখ যখন জগতের দুঃখ, তাহার বেদনা যখন বিশ্বের বেদনা, তাহার সমস্যা যখন বিশ্বের সমস্যা হয়, তখন সে শোক কাব্যের উপযোগী উপাদান হইয়া উঠে। অক্ষয়কুমার তাঁহার এষাকে যে শোকের উপর গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা এই বিশ্বজনীনত্ব লাভ করিয়াছে। এই জন্যই যাহা তাঁহার নিতান্ত নিজের কথা ও নিজের ব্যথা, তাহাও তোমার আমার সকলেরই কথা ও সকলেরই ব্যথা হইয়া পড়িয়াছে। এষার শ্রেষ্ঠত্বের মূল তত্ত্বটী এই। কবি এখানে সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে একাত্ম হইয়া সমগ্র মানব-প্রাণের সঙ্গে সঙ্গতি মিলাইয়া আপনার শোকগাথা গাহিয়াছেন। তাই তাঁহার এষার মধ্যে প্রত্যেক শোকার্ত্ত পাঠক আপনাকে দেখিতে পাইয়া, এবং আপনার অন্তরের শোকের বা শোকস্মৃতির বিশ্বজনীনত্বটুকু উপলব্ধি করিয়া, চকিত, স্তম্ভিত ও পুলকিত হইয়া উঠেন।

পরলোকের কল্পনা

জীবন-মরণের সমস্যা মানব-সমাজে নূতন নয় ; চিরদিনই মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া দিশাহারা হইয়াছে ; জীবনের প্রহেলিকাও ভেদ করিতে পারে নাই, মৃত্যুর মর্ম্মও উদ্‌ঘাটন করিতে পারে নাই। বর্ব্বর সাধনার শৈশব-কল্পনা এ পারের ছবিগুলিকে পরপারে ফুটাইয়া তুলিয়া একটা পরলোক রচনা করিয়া লইত ; এবং সে লোকের যাত্রীদের সঙ্গে তাহাদের নিত্যব্যবহার্য্য অস্ত্রশস্ত্রাদি, ক্রমে গোমেষাদি, এবং পরে তাহাদের দাসদাসী, এমন কি, জীবনসঙ্গিনীদিগকেও পাঠাইয়া দিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইত। আমরা আর এ সকল করি না বটে, কিন্তু এখনও অনেকেই যে একটা কল্পিত

পরলোকের সৃষ্টি করিয়া শোকে সান্ত্বনা অন্বেষণ করে, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। তাহারা একটা স্থূল সাকার পরজগৎ কল্পনা করিত; আমরা একটা সূক্ষ্ম নিরাকার পরলোক গড়িয়া, সেখানে সর্ব্ববিধ আনন্দের ও ঐশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি—এইমাত্র প্রভেদ। ফলতঃ পরলোকতত্ত্ব পূর্ব্বে যেমন, আজিও তেমনই অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু এ সমস্যা অত্যন্ত পুরাতন হইলেও, যুগে যুগে মৃত্যু মানুষকে নূতন নূতন ভাবে ব্যাকুল করিয়া তুলে। বর্ব্বর সাধনার অন্য অপূর্ণতা যাহাই থাকুক, বর্ব্বর-সমাজের শ্রদ্ধা অত্যন্ত কোমল, এবং কল্পনা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বিধাতা পুরুষ যেন সেই শ্রদ্ধা ও কল্পনার দ্বারাই বর্ব্বর-সমাজের অজ্ঞতা ও অক্ষমতার ক্ষতিটা পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা এখন যাহাকে জড় বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকি, তাহারা সেই জড়েরই ভিতর চৈতন্যের অধ্যাস করিয়া বিশ্বসংসারকে সচেতন রাখিত। জড়ে ও জীবে তখন এমন একটা মাখামাখি ছিল, এমন একটা আলাপ-আত্মীয়তা, আদান-প্রদানের ভাব ছিল, যাহা এখন আমরা কেবল কবি-কল্পনার মায়িক সৃষ্টিতেই দেখিতে পাই; দৈনন্দিন জীবনে অনুভব করিতে পারি না। আমরা আর প্রাচীন দেবতাদের দ্বারা নৈসর্গিক বিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা করি না। আমাদের জড়বিজ্ঞান ও শক্তিবাদ পুরাতন দেবতাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। আমরা বিশ্ববিবর্ত্তনের অন্তরালে ভিন্ন ভিন্ন লীলা প্রত্যক্ষ করি না; কিন্তু এক ভীষণ ও বিরাট্ শক্তিপুঞ্জের লক্ষ্যহীন সংঘর্ষণ এবং সংগ্রামেরই প্রতিষ্ঠা করি।

প্রাচীন দেববাদের নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে, আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের পরলোক-বিষয়িণী কোমল শ্রদ্ধাটুকুও হারাইয়াছি। তাঁহারা মৃতদিগের জন্য চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, দেবলোক, পিতৃলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকলে বিশ্বাস করিয়া তাঁহারা শোকে অশেষ সান্ত্বনা লাভ করিতেন। আমাদের সে বিশ্বাস নাই; সুতরাং মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া আমরা আজ যত অধীর হই, মৃত্যু আমাদিগকে যতটা নিঃস্ব করিয়া ফেলিয়া যায়, প্রাচীনেরা তত অধীর হইতেন না; মৃত্যু তাঁহাদিগকে এতটা কার্পণ্যোপহত করিতে পারিত না। প্রাচীনেরা যেমন পরলোকের কল্পনা করিতেন, আমরা যে তাহা একেবারেই করি না, এমনও নহে। কিন্তু তাঁহাদের সে কল্পনার সঙ্গে তাঁহাদের সমসাময়িক সাধনার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ও সঙ্গতি ছিল। আমাদের পরলোক-কল্পনার মধ্যে সে যোগ ও সঙ্গতি থাকে না, এই জন্য অনেক সময় আমাদের শোক লঘু ও সান্ত্বনা অলীক হইয়া পড়ে।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ মৃতদিগের জন্য আপন আপন কর্ম্মোচিত লোক নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সাধু-অসাধু, ভক্ত-অভক্ত নির্ব্বিশেষে সকলেই যে ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইত, এমন অদ্ভুত কল্পনা তাঁহারা করিতেন না। এই জন্য তাঁহাদের পরলোকতত্ত্ব কল্পিত হইলেও, সে কল্পনার অন্তরালে একটী সত্য ও সংযম বিদ্যমান

ছিল। শ্রদ্ধা যেখানে—সংযম সেখানে আপনা হইতেই আসে। আর ইহলোকের বস্তুর ধারণা যেখানে সহজ ও সরল, অথচ দৃঢ় থাকে, সেখানে পরলোকের কল্পনাও নিতান্ত সত্যভ্রষ্ট হয় না। আমাদের দৃষ্টের ধারণা যেমন দুর্ব্বল, অদৃষ্টের কল্পনাও সেইরূপ অলীক হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক কবিদিগের পরলোক-চিত্রে এই জন্য অনেক সময় বস্তুতন্ত্রতার লেশমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা জীবিতকে তেমন সমগ্র প্রাণ দিয়া আঁকড়িয়া ধরি না বলিয়াই, মৃতের প্রজ্বলিত চিতালোকে দাঁড়াইয়া গলা ছাড়িয়া গায়িতে পারি,—

যাও রে অনন্তধামে মোহমায়া পাশরি,
দুঃখ আঁধার যথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দস্রোত চলিছে প্রবাহি।

অক্ষয়কুমারের শোকগাথায় কোথাও এইরূপ কোন অলীক কল্পনার চিহ্নপর্য্যন্ত নাই।

অক্ষয়কুমার তত্ত্বদর্শী সিদ্ধপুরুষ নহেন। আমাদের প্রাচীন ঋষিবাক্যে যে তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, অক্ষয়কুমার এ পর্য্যন্ত তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই। করিলে, এ কবিতাগুলি তিনি লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু সে তত্ত্ব কয় জনের ভাগ্যেই বা প্রকাশিত হয়? সে তত্ত্বের উপদেষ্টা দুর্লভ; উপযুক্ত অধিকারী শ্রোতাও তদধিক দুর্লভ। 'দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা—' অতি প্রাচীনকাল হইতে দেবতারাও এ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। 'নহি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ'—এই সূক্ষ্মতত্ত্ব মনুষ্যদিগের পক্ষে সুবিজ্ঞেয় নহে। অক্ষয়কুমার এই দেবদুর্লভ তত্ত্ব আয়ত্ত করেন নাই, এ কথা বলিলে কেবল এই তত্ত্বেরই মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, অক্ষয়কুমারের কবিপ্রতিভার বা মনীষার কোন অবমাননা করা হয় না। ইদানীন্তন কালে সভ্যজগতে যে শিক্ষাদীক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, অক্ষয়কুমার তাহাই লাভ করিয়াছেন। তিনি এ-কালেরই কবি ও মনীষী। এ কালটা যুক্তিপ্রধান, অতিশয় প্রত্যক্ষবাদী। এ কালের শিক্ষা ও সাধনার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ,—ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপরেই বিশেষভাবে এ যুগের শ্রেষ্ঠতম সাধনা আপনাকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং তর্কের দ্বারা যে তত্ত্ব লাভ করা যায় না, অক্ষয়কুমার সে তত্ত্ব লাভ করেন নাই, ইহা নিন্দার কথা নহে। বরং অক্ষয়কুমার এই অতর্কপ্রতিষ্ঠ তত্ত্বের সাক্ষাৎকার না পাইয়াও যে ইহার কল্পিত উপদেশ দিতে যান নাই,ইহাই তাঁহার বিশেষ প্রশংসার কথা।

আধুনিক কবিতা ও এষা

এই গ্রন্থে এক দিকে যেমন কোন গভীর তত্ত্বদর্শিতার প্রমাণ-পরিচয় নাই, অন্য দিকে সেইরূপ কোন প্রকার লঘুচিত্ততার নাম-গন্ধও নাই। লঘুচিত্ত লোকেই কেবল মায়িক কল্পনার গোলাপী নেশা করিয়া, নানাবিধ জল্পনার সাহায্যে আপনার শোকে

সান্ত্বনা অন্বেষণ বা লাভ করিয়া থাকে। ফলতঃ লঘুচিত্তের উপর শোকের দাগ কখন গভীরভাবে পড়ে না। তাহার প্রেম যেমন হাল্‌কা, শোকও সেইরূপ হাল্‌কা; আর সে শোক কদাপি সর্ব্বগ্রাসী হয় না। সে শোকের আঘাত জীবন-মৃত্যুর গভীর ও জটিল সমস্যাকে জাগাইয়া তুলিতে পারে না। অক্ষয়কুমারের প্রেম প্রগাঢ়, বিচ্ছেদ দুর্ব্বিষহ, শোক সর্ব্বগ্রাসী। তাই এই শোকের আঘাতে তাঁহার পুরাভ্যস্ত জগৎটা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সমগ্র বিশ্বসমস্যাকে নূতন ও বিরাট্ আকারে, তাঁহার চক্ষের উপরে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন রস যতক্ষণ না গাঢ় হইয়া উঠে, ততক্ষণ তাহার নিজস্ব রূপ সুস্পষ্ট হইয়া ফুটে না। যেখানে কোন বিশেষ রস, কোন ক্ষেত্রবিশেষে, তাহার নিজস্ব রূপগুলিকে ফুটাইয়া তুলে, সেখানেই তাহা আপনার বিশিষ্ট আধারের সঙ্কীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করিয়া, সার্ব্বজনীন ও বিশ্বজনীন হইয়া উঠে। একের রস তখন সকলের রস, একের ভয় ও ভাবনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ ও শ্রদ্ধা—তখন বিশ্বের ভয় ও ভাবনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ ও শ্রদ্ধা হইয়া পড়ে। দর্পণে লোকে যেমন আপন আপন মুখ দেখিয়া থাকে, সেইরূপ এই প্রস্ফুট ও উজ্জ্বল রসচিত্রের মধ্যে বিশ্বজন আপন আপন অন্তরের অদৃষ্টপূর্ব্ব রসের,—রূপের ও স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিস্মিত, পুলকিত, মুগ্ধ ও তৃপ্ত হয়। এইরূপ কাব্যসৃষ্টিই রসবিচারে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হয়। শোকচিত্রের মধ্যে, এই গুণেই এষাখানি অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

এষার প্রথম ও প্রধান গুণ—ইহার অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা। কবি আপনার জীবনের—বাহিরের ও ভিতরের অতি ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত অভিজ্ঞতার উপর এই কবিতাগুলি গড়িয়াছেন। যে যেমন দেখে, সে তেমনি আঁকে। চিত্রের অস্পষ্টতা চিত্রকরের দৃষ্টির অক্ষমতাই সপ্রমাণ করে। এষার চিত্রগুলিতে কোথাও এরূপ অস্পষ্টতা দেখিতে পাই না; ইহার মধ্যে কোথাও কিছুই দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য নাই। অক্ষয়কুমার সুকুমার গোধূলিলগ্নে তাঁহার কবিতাসুন্দরীর অবগুণ্ঠনখানি ঈষদপসৃত করিয়া, সেই আলো-আঁধারের ইন্দ্রজালের মধ্যে, তাহার অপ্রাকৃত মাধুর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি কাব্যেরই সৃষ্টি করিয়াছেন। সুললিত শব্দ সাজাইয়া ইন্দ্রসভার আনন্দ্য সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিয়া, কবিতার নামে কেবল মোহিনী হেঁয়ালির রচনা করেন নাই। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শের অনুকরণ না করিয়া, প্রাচীন কবিকুলশিরোমণিদিগেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্র, ইঁহাদের কেহই কাব্যের ছল করিয়া হেঁয়ালি রচেন নাই। সুনিপুণ সঙ্গীতজ্ঞের মত কেবল শব্দহীন রাগরাগিণীর আলাপ করেন নাই। হেঁয়ালি জিনিসটা হেয় নহে; উৎকৃষ্ট সুনিপুণ হেঁয়ালি সাহিত্যভাণ্ডারের রত্নবিশেষ, সন্দেহ নাই। রাগিণীর অনর্থক আলাপও নিষ্ফল হয় না; কিন্তু সে সকল কবিতা নহে।

বৈষ্ণব-কবিতা ও এষা

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিরা সার্থক অথচ সহজবোধ্য, সুললিত অথচ গভীর ভাবদ্যোতক শব্দ যোজনা করিয়া গভীর রসের চিত্র সকল রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কবিতাগুলি পড়িলেই মর্ম্ম বুঝা যায়, তাহাতে অস্পষ্ট বা দুর্ব্বোধ্য কিছুই নাই। তাঁহাদের রসানুভূতি সত্য ও গভীর ছিল বলিয়াই, এই সকল অনুপম রসচিত্রও এমন অদ্ভুতভাবে এত উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। এমন সকল আন্তরিক রসানুভূতি আছে, যাহাকে কোন ভাষায় ভাল করিয়া প্রকাশ করা যায় না, ইহা সত্য। সে সকলকে কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতে হয়। কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ এই সকল গভীরতম রসের রূপও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা কেমন সরল ও সুষ্ঠু, কেমন সুন্দর অথচ রসিকজনের নিকট কেমন সহজবোধ্য!

অক্ষয়কুমারের কবিতায় বৈষ্ণব কবিদিগের সেই গভীর রসানুভূতি আছে, এমন কথা বলি না। বৈষ্ণব কবিগণ যে বিরহের চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুরূপ কোন কিছু জগতের আর কোন সাহিত্যে আছে বলিয়া শুনি নাই। সুরার সঙ্গে যেমন জলের তুলনা হয় না, বৈষ্ণব কবিগণের বিরহচিত্রের সঙ্গে এষারও সেইরূপ কোনই তুলনা হয় না। অক্ষয়কুমারের বিরহ কেবল বিরহ; ইহার মধ্যে সেই নিগূঢ়তম মিলনের অনুপম আনন্দটুকু লুকাইয়া নাই। বিরহের দশ দশার সন্ধান অক্ষয়কুমার এখনও পান নাই; তাহার তন্ময়ভাব এখনও আস্বাদন করেন নাই। অক্ষয়কুমারের কাব্যে বৈষ্ণব-কবিতার সেই নিগূঢ় রসানুভূতি ফুটিয়াছে, এমন কথা বলি না। এ কালে তাহা ফুটিতে পারে না। আবার যদি সে সহজ সাধনা ও সহজ প্রেম কখন জাগিয়া উঠে, তবে হয় ত কোন দিন বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিকুলগুরুদিগের শূন্য আসন কোন ভাগ্যবান্ সাধক-কবির দ্বারা পুনরায় পূর্ণ হইতেও পারে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদিগের রসানুভূতি ও সাধনসম্পদ্ লাভ না করিয়াও,—আপনার অধিকারে, অক্ষয়কুমারের কাব্যসৃষ্টি, সত্যে ও সারল্যে, প্রাচীন কবিকুলগুরুদিগের কাব্যসৃষ্টি অপেক্ষা বড় বেশী হীন হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের নিজেদের সময়ের ও নিজেদের সমাজের বিশিষ্ট সাধনার নিগূঢ়তম ও সার্ব্বজনীন তত্ত্ব ও ভাবগুলিকে আপনাদের কবিতায় গাঁথিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়কুমারও তাঁহার কাব্যে আমাদের সমসময়ের বিশিষ্ট সাধনার নিগূঢ় ও সার্ব্বজনীন সমস্যা ও ভাবগুলিকে অতি বিশদ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাই তাঁহার কাব্যসৃষ্টির বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

ইন্ মেমোরিয়ম ও এষা

যে সকল আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির ভিতর দিয়া আমাদিগের পিতৃপিতামহগণের ইহ-জীবন গঠিত হইত, সেই সকল আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া, আর সে ভাবে আমরা মৃত্যুকে দেখিতে পারি না। তাঁহারা

একান্তভাবে বিষয়ভোগে লিপ্ত থাকিলেও, প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডের যম-নিয়মাদির সাধনাপ্রভাবে তাঁহাদের চরিত্রে একটী অদ্ভুত যোগশক্তি প্রায়শঃ লুক্কায়িত থাকিত। তাঁহাদের শ্রদ্ধা কোমল ও সহজ ছিল, গতানুগতিককে আশ্রয় করিয়াই সে শ্রদ্ধা বাঁচিয়া থাকিত। তাঁহারা বিনা বিচারে, বিনা যুক্তিতর্কে প্রচলিত মতামতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া জীবনযাপন করিতেন। তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা সমধিক শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্নও ছিলেন। বীর্য্যবান্ লোক কষ্টসহিষ্ণু। কষ্টসহিষ্ণুতা তিতিক্ষার একটী মুখ্য অঙ্গ ও উপাদান। মৃত্যুর আঘাত তিতিক্ষু লোককে বিশেষভাবে বিচলিত বা বিভ্রান্ত করিতে পারে না। আমরা তাঁহাদের সে কোমল শ্রদ্ধাটুকু হারাইয়াছি; অথচ শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা প্রচলিত বিশ্বাসকে সংশোধিত ও সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া, শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধারও অধিকারী হই নাই। আমাদের চিত্ত সংশয়প্রবণ, অধ্যাত্মবুদ্ধি অত্যন্ত ক্ষীণ—তত্ত্বদৃষ্টি নাই বলিলেও চলে। অন্য দিকে আমরা যে কেবলই প্রত্যক্ষবাদী ও নিতান্তই জড়বুদ্ধি এবং ইহসর্ব্বস্ব, এমনও নহে। ইন্দ্রিয়ভোগেও আমরা একান্ত তৃপ্ত নহি; কেবল ইন্দ্রিয়সুখভোগে হৃদয়ে যে নির্ম্মমতা ও কাঠিন্য জন্মে,—সে আসুরী সম্পদ্‌ও আমরা লাভ করি না। কলাবিদ্যার অনুশীলনে ও উৎকর্ষসাধনে, আমাদের মধ্যে একান্ত ইন্দ্রিয়সুখলালসার ভিতরেও একটি অতীন্দ্রিয়ানুভূতি অল্পে অল্পে জাগিয়া উঠিয়াছে। আধুনিক সামাজিক জীবনের ঔদার্য্যে ও বিশ্বপ্রেমের প্রেরণায়, আমাদের হৃদয় অভূতপূর্ব্ব কোমলতা লাভ করিয়াছে। জীবনের পরিসরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুখদুঃখানুভূতির শক্তিও বাড়িয়াছে। সুতরাং জীবন-মৃত্যুর সমস্যাও আমাদের নিকট এক নূতন ভাবে, নূতন অর্থে, নূতন শক্তিতে উপস্থিত হইতেছে। আমরা সহজে পরলোকে বিশ্বাস করিতে পারি না, আবার বিশ্বাস না করিয়াও থাকিতে পারি না। আমাদের বুদ্ধি একপ্রকার সিদ্ধান্ত করে, কিন্তু আমাদের প্রাণ সে সিদ্ধান্তকে ধরিয়া সান্ত্বনা পায় না বলিয়া, তাহার বিরোধী বিশ্বাসকেও আলিঙ্গন করিতে ব্যগ্র হয়। এই দু'টানায় পড়িয়া, আমরা কখন এক দিকে, কখনও বা অন্য দিকে ঝুঁকিয়া পড়ি। ইহাই আধুনিক সাধনার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা,—বর্ত্তমান যুগের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মন্তুদ ট্র্যাজেডি। অক্ষয়কুমার তাঁহার এষাতে এই ট্র্যাজেডি অতি সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ইংরেজি সাহিত্যে লর্ড টেনিসন্ তাঁহার 'ইন্ মেমোরিয়মে' এই আধুনিক ট্র্যাজেডির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আধুনিক সাধনার এই বিশ্বসমস্যাকে আশ্রয় করিয়াই, টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়ম'—বিশ্বসাহিত্যে এতটা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। অক্ষয়কুমারের এষা ও টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়ম' একই শ্রেণীর কাব্যসৃষ্টি। অক্ষয়কুমার টেনিসন্ জানেন, ভাল করিয়াই পড়িয়াছেন। তাঁহার কাব্যকল্পনার কোন কোন রস, এমন্ কি, তাহার কোন কোন অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত এই আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী কবি একেবারে আত্মসাৎ করিয়াছেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

এই জন্য এষায় কোথাও কোথাও 'ইন্ মেমোরিয়মে'র ছায়া পড়িয়াছে, এমনও বা মনে হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এষাখানি অক্ষয়কুমারের,—টেনিসনের নহে। ইহার পংক্তিতে পংক্তিতে বাঙ্গালী কবির প্রাণের ছাপ, হিন্দুকবির যুগযুগান্তবাহী বিচিত্র জাতীয় সাধনার সহি-মোহর অঙ্কিত রহিয়াছে। আমরা ইংরেজি শিখিয়া টেনিসন্ বহুবার পড়িয়াছি। টেনিসনের কতকগুলি কথা আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে প্রবাদবাক্যের মত প্রচলিত হইয়াছে। ইংরেজি পড়িতে ও লিখিতে, শুনিতে ও বলিতে, সেই সকল ভাব ও ভাষা আমাদের চিন্তার সঙ্গে একেবারে জড়াইয়া গিয়াছে। তাই টেনিসনের সঙ্গে সামান্য বাঙ্গালী কবির নাম করিতে আমাদের শঙ্কা হয়; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, এষাতে টেনিসনের অনুকরণের চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয় না।

'ইন্ মেমোরিয়মে'র সর্ব্বপ্রথম কবিতাটী বস্তুতঃ তাহার শেষ কবিতা। তাহার সহিত এষার শেষ কবিতাটীর তুলনা করিলেই, অক্ষয়কুমার টেনিসনের নিকট কতটা ঋণী, আর কতটাই বা তাঁহার কবিপ্রতিভার মৌলিক-সৃষ্টি, ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায়। এই দুইটী কবিতার বিষয় ও উপলক্ষ্য একই। দুইটীতেই মানব-প্রাণের একটী গভীর প্রার্থনা, মানব-মনের একটী গভীর সমস্যা, মানব-হৃদয়ের কতকগুলি গভীর ও জটিল রসকে অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। দু' এক স্থলে, কোন কোন শব্দের অনুবাদ সত্ত্বেও, কিছুতেই অক্ষয়কুমারের কবিতাটীকে টেনিসনের অনুকরণ বলা যায় না।—ইহা ভাবের আংশিক ঐক্য। অক্ষয়কুমার হিন্দুর ভাষায়, হিন্দুর ভাবে, হিন্দুর তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কবিতাটী লিখিয়াছেন। টেনিসন্ খৃষ্টীয়ানী ভাষায়, খৃষ্টীয়ানী ভাবে, খৃষ্টীয়ানী তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার কবিতা রচিয়াছেন। টেনিসনের কবিতাটী যতই সুন্দর ও সুমিষ্ট হউক না কেন, অক্ষয়কুমারের কবিতার তুলনায় লঘু—হাল্‌কা।

এই দুইখানি কাব্যের এই দুই আত্মনিবেদনে যে বৈষম্য, যে পার্থক্য, যে উৎকর্ষাপকর্ষ লক্ষিত হয়, এষা এবং 'ইন্ মেমোরিয়মে'র আদ্যোপান্তেই তাহা লক্ষ্য করা যায়। অক্ষয়কুমারের কবিপ্রতিভা সর্ব্ববিষয়ে টেনিসনের কবিপ্রতিভার সমকক্ষ, এত বড় কথাটা বলিতে চাহি না। কিন্তু একটু ধীরভাবে সর্ব্বপ্রকার পূর্ব্বসংস্কার ও পক্ষপাতিত্বশূন্য হইয়া বিচার করিলে, বাঙ্গালা ভাষার এই সামান্য গ্রন্থখানি, তাঁহার 'ইন্ মেমোরিয়ম' অপেক্ষা মূল বিষয়ের আলোচনায় ও মূল রসের অভিব্যক্তিতে যে কোন অংশে হীন নহে, বরং অনেক বিষয়েই গভীরতর ও শ্রেষ্ঠতর, এ কথা কতকটা নিঃসঙ্কোচেই বলিতে পারি। কথাটা প্রতিপন্ন করিতে হইলে, প্রত্যেক কবিতার তুলনায় সমালোচনা করিতে হয়। সে বিচার বিস্তর সময়সাপেক্ষ। 'ইন্ মেমোরিয়ম' বহু বহু বার পড়িয়াছি, তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছি, শোকার্ত্ত হৃদয়ে মৃত্যুর অন্ধকারে বসিয়া দিবানিশি পড়িয়াছি। কিন্তু তাহা জীবন-মৃত্যুর সমস্যাকে যে এষার মত এমন তন্ন তন্ন করিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছে, এমন কখন অনুভব করি নাই। 'ইন্

মেমোরিয়মে' অতি সুন্দর, অতি গভীর, অতি মধুর কথা অনেক আছে ; কিন্তু ভাবের ঐক্য, রসের সঙ্গতি, রচনার ঘননিবিষ্টতা বড় বেশী নাই। টেনিসন্ বহু বর্ষ ধরিয়া বিবিধ বিষয়কর্ম্মের বিক্ষেপের মধ্যে ইহার এক একটী অংশ রচনা করিয়াছিলেন ; তিনি গ্রন্থখানি যোগস্থ হইয়া, একৈক রসানুভূতিতে বিভোর হইয়া লেখেন নাই। সুতরাং তাঁহার এই কাব্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা আছে। একটী রসের অভিব্যক্তি, স্তরে স্তরে একটী রসের ভাব মানুষের মনে কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে, শোকার্ত্তের চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা কিরূপ, আর বিরহরসেরই বা প্রকৃতি কি, ইহা একেবারেই ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমারের এষা টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়ম' অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। 'ইন্ মেমোরিয়মে'র বুহুনী আলগা, এষার বুহুনী ঠাসা। শোককাব্যের মূল লক্ষ্য করুণরসের অভিব্যক্তি। টেনিসনের কাব্যে সে গভীর কারুণ্য কোথায় ? অক্ষয়কুমারের এই কাব্যখানির প্রতি ছত্রে নিদারুণ, মর্ম্মস্পর্শী কারুণ্য-অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

এষার রসমূর্ত্তি

করুণরসের অভিব্যক্তিতে এষাখানি প্রাচীন পদকর্ত্তাদিগের বিরহগাথা ভিন্ন বাঙ্গালার অন্য সকল কবিতাকে অতিক্রম করিয়াছে বলিয়াই আমার ধারণা। সচরাচর শোক-কবিতায় হা-হুতোস্মির বাহুল্য দেখিতে পাই ; কিন্তু অক্ষয়কুমারের শোক সত্য, তাই সংযত, গভীর ও একান্ত বস্তুতন্ত্র। এই জন্য যে সকল সত্য ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া এ সংসারে শোক ক্রমে তীব্র ও পরিস্ফুট হয়, তিনি তাহারই এক একটী অপূর্ব্ব প্রতিকৃতি আঁকিয়া এই কারুণ্যকে এমন অদ্ভুতভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

শোক যতই কঠোর হউক, বস্তুতঃ তাহা নির্ম্মম নহে। নির্ম্মম হইলে মানুষ সে আঘাত সহিতে পারিত না। শোকের শেল সর্ব্বদাই যেন একটু অহিফেনসার-সিক্ত হইয়া হৃদয়কে বিদ্ধ করে। এই জন্য সে বেদনা যে কতটা, তাহা আমরা প্রথমে বুঝিতেই পারি না। কিন্তু আমাদের শূন্যতা—পরিজনের দৈন্যরূপে যখন আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তখনই শোকের স্বার্থপর আর্ত্তনাদের মধ্যে গভীর কারুণ্য জাগিয়া উঠে। এষায়—এই ভাবেই এই অপূর্ব্ব কারুণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ নৈপুণ্য টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়মে' নাই, কালিদাসের 'রতিবিলাপে' নাই, বেহুলার গানে নাই, রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণে' নাই। আছে কেবল কোথাও কোথাও বৈষ্ণব পদকর্ত্তা-দিগের দূরবিরহবর্ণনায়। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে, কেবল ব্রজগোপীগণের নহে—বৃন্দাবনের পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, তরুলতাগুল্মাদিরও যে দীনতা উপস্থিত হইয়াছিল,—তাহার সহিত শ্রীমতীর দূর-বিরহব্যাধিকে মিলাইয়া দিয়া বৈষ্ণব কবিকুলগুরুগণ এই নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। রসের যে একটী আলম্বন ও উদ্দীপনা আছে, বৈষ্ণব রসতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা কখনও বিস্মৃত হন নাই। রসকে তাঁহারা কেবল

আস্বাদন করিতেন না, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাধন করিতেন। এই জন্য প্রত্যেক রসের প্রকৃতি এবং অভিব্যক্তির নিয়ম তাঁহাদের নিকট প্রত্যক্ষবৎ ছিল। জগতে আর কোন কবি-সম্প্রদায় এমন করিয়া প্রত্যেক রসের—রূপের ও স্বরূপের সাধন করিয়া উহাদের সাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই। কিন্তু, এই যুগে জন্মিয়া, অক্ষয়কুমার যে এই নৈপুণ্য এমন করিয়া লাভ করিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা।

এষাকে কেবল করুণরসাত্মক কাব্য বলিলেই তাহার যথাযথ বিচার করা হয় না। মনোবিজ্ঞানের (Psychology) অভিব্যক্তিরূপেও এই কবিতাগুলির শ্রেষ্ঠত্ব অল্প নহে। কবি কি আশ্চর্য্য কুশলতাসহকারে এই পদগুলির সমাবেশ করিয়াছেন! এ কৌশল কৃত্রিম নহে, কষ্টসাধ্য নহে, নিতান্ত সহজসিদ্ধ। শোকার্ত্ত হৃদয়ের অভিজ্ঞতাগুলি যেমন একটীর পর আর একটী আসিয়াছিল, সেই ধারার অনুসরণ করিয়াই কবির শোকাহত কল্পনা যেন ভাসিয়া চলিয়াছে, আর যখন যেরূপ বাহিরে আশ্রয় জুটিয়াছে, তখন তাহাকে ধরিয়াই, কবি মাঝে মাঝে ধ্যানস্থ ও আত্মস্থ হইয়াছেন। এই জন্য এই পদগুলি এমন অদ্ভুত স্বাভাবিকতায় ও সারল্যে পরিপূর্ণ। মানুষের শোকের,—বিশেষতঃ পত্নীবিয়োগবিধুর পতির মর্ম্মের—স্তরে স্তরে যে বিরহের ব্যথা জাগিয়া উঠে, তাহার একখানি পরিষ্কার, প্রামাণ্য, ধারাবাহিক ইতিহাসরূপেও এষা অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।

পতি-পত্নীর সম্বন্ধ কেবলমাত্র দুইটী প্রাণীকে লইয়া নহে। যতক্ষণ এই সম্বন্ধ দ্বিপাদ মাত্র আশ্রয় করিয়া রহে, ততক্ষণ পতি-পত্নী কেবল রমণ ও রমণী। এই দাম্পত্য সম্বন্ধ যতই গভীর হউক, কখনই উদার হইতে পারে না। কিন্তু পতি যখন পত্নীর মাতৃত্বকে এবং পত্নী যখন পতির পিতৃত্বকে ফুটাইয়া তুলেন, তখনই অভিনব বাৎসল্যে আচ্ছন্ন হইয়া মাধুর্য্যের মোহিনী—চিরকল্যাণী হইয়া উঠে। দ্বিপাদ প্রেম ত্রিপাদে পরিপূর্ণ হয়।* মাধুর্য্য তখন স্নেহসারে পরিণত হইয়া বাৎসল্যকে আপনার আলম্বন ও উদ্দীপনা রূপে গ্রহণ করে। এই স্নেহসারস্থিত দাম্পত্যপ্রেম যখন মৃত্যুর আঘাতে ছিন্ন হইয়া যায়, তখন তাহার শোকও স্নেহাশ্রয়-বিহীন বাৎসল্যের দৈন্য দেখিয়া আপনার তীব্রতা অনুভব করে। মাধুর্য্যের সঙ্গে বাৎসল্য তখন একই আঘাতে আহত হইয়া অপূর্ব্ব ও গভীর কারুণ্যের সৃষ্টি করে। এই অদ্ভুত ও জটিল কারুণ্যের চিত্র এষায় যেমন ফুটিয়াছে, এমন আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ফলতঃ, অক্ষয়কুমার এই গ্রন্থে কেবল তাঁহার নিজের শোকদগ্ধ অন্তরের চিত্র অঙ্কিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার সমস্ত পরিবার-পরিজনের মর্ম্মবেদনা তাঁহার

---

* **Love, in human wise to bless us,**
In a noble Pair must be;
But divinely to possess us,
It must form a precious Three.
Goethe's Faust, Part II, Act III.

শোকাহত হৃদয়ের ছিন্ন তন্তুগুলিকে জড়াইয়া ধরিয়া, যেন এই কবিতাগুলিতে বারংবার মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। কেবল তাহাই নহে। এই কবিতাগুলি যেন বিশ্বের সার্ব্বজনীন দাম্পত্য-বিরহের সাধারণ শোক-চিত্রগুলিকেও একে একে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এগুলি কেবল কবিতা নহে, কেবল এক একটী ভাবের উচ্ছ্বাস নহে, যেন এক একটী উজ্জ্বল তৈলচিত্র ;—এক একটী জীবন্ত প্রত্যক্ষ দৃশ্যের মত চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠে, এবং এক একটী অপূর্ব্ব কারুণ্য মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া আমাদের চিত্তপট অধিকার করিয়া বসে। কবিতাগুলির প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক বর্ণ-বৈচিত্র্য, প্রত্যেক 'খুটিনাটী' আমাদের অতি পুরাতন-পরিচিত বস্তু। চক্ষে যাহা দেখিয়াছি, এই শব্দচিত্রে তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রাণে যাহা ভুগিয়াছি, তাহাই এখানে পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে ;—পড়িতে পড়িতে সেই পুরাতন বিস্মৃত ভাবগুলি প্রাণের অন্তস্তলে সহসা নড়িয়া-চড়িয়া উঠে।

কাব্য ও চিত্র, সঙ্গীত ও ভাস্কর্য্যাদি সর্ব্ববিধ ললিতকলার উৎকর্ষের একটী অতি প্রধান লক্ষণ এই যে,—কথায় বা সুরে, প্রস্তরে বা চিত্রপটে রসবিশেষ যতটুকু ফুটে, তাহার ইঙ্গিতমাত্রে পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকের মর্ম্মস্থলে, নিগূঢ় আন্তরিক অনুভূতিতে—তাহার শতগুণ অধিক ফুটাইয়া তুলে। এষার প্রত্যেক কবিতায় এই লক্ষণ সুস্পষ্ট। কবি একটী দুইটী কথার ইঙ্গিতে এক একটী বিশাল রসরাজ্য পাঠকের মানস-চক্ষে খুলিয়া দিয়াছেন।

এষার কবিতাগুলির দৃশ্য সাধারণ, এবং উপকরণ সামান্য। কিন্তু এই কবিতাগুলির উপজীব্য যে কারুণ্য—তাহা অলোকসামান্য। এই সামান্য উপকরণ লইয়া অক্ষয়কুমার যে এমন সজীব, উজ্জ্বল রসমূর্ত্তি গড়িয়াছেন, ইহাই তাঁহার অলোকসামান্য কবি-প্রতিভার পরিচয়।

এষায় বিশ্বসমস্যা

এষার আর একটী দিক্ আছে। গভীর শোক কেবল রসেরই সৃষ্টি করে না, জীবন-মরণের দুর্ভেদ্য সমস্যাও জাগাইয়া তুলে। 'ইন্ মেমোরিয়মে' টেনিসন্ এই দিক্‌টাই বেশী করিয়া ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। জীবনের মর্ম্ম কি, মৃত্যুর অর্থ কি ; কেন এত আশার কুহক, নিরাশার কুলিশাঘাত ; কেন এত প্রেম, এত দুঃখ, এত নিষ্ফল আর্ত্তনাদ ? এই সকল বিশ্বসমস্যার মীমাংসা সহজে হয় না বটে, কিন্তু শোকে সমস্যাগুলি আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে। রসের ন্যায় তত্ত্বের দিক্ দিয়াও শোক বিশ্বজনীনতা লাভ করে। অক্ষয়কুমারের এষায় পারলৌকিক বিশ্বাসের যে অটল ভিত্তি পাওয়া যায়, এমন কথা বলি না। 'ইন্ মেমোরিয়মে'ও তাহা নাই ; তবে নানা দিক্ দিয়া এ সমস্যার আলোচনা আছে। আর, টেনিসন্ যেমন খৃষ্টীয় ধর্ম্মের

সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া সান্ত্বনা অন্বেষণ করিয়াছেন, অক্ষয়কুমারও সেইরূপ নানা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে, শেষে হিন্দুর তত্ত্বসিদ্ধান্তে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শোকাবেগ সংবরণ করিয়াছেন। হিন্দুর সিদ্ধান্ত যে পরিমাণে খৃষ্টীয়ান্ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গভীর,—এষার এই বিশ্বসমস্যার অভিব্যক্তিও ঠিক্ সেই অনুপাতে, টেনিসনের অভিব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গভীর বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

কলিকাতা,
১লা আশ্বিন, ১৩২০ সাল

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

এষা

Whoe'er you be, send blessings to her—she
Was sister of my soul immortal, free!
My pride, my hope, my shelter, my resource,
When green hoped not to grey to run its course:
She was enthronod Virtue under heaven's dome
My idol in the shrine of curtained home,

VICTOR HUGO.

উপহার

আবার—আবার—
ল'য়ে সেই দিব্য দেহ,
সে অতৃপ্ত প্রেম-স্নেহ,
আসিছ—ভাসিছ কেন সম্মুখে আমার!
হাসি-হাসি মুখখানি,
সরমে সরে না বাণী,
আঁচলে নয়ন, রাণী, মুছি' বার বার!

কত যুগ-যুগ পরে—
এখনো কি মনে পড়ে
তোমার সে হাতে-গড়া সোনার সংসার!
কবিত্ব-কল্পনা-ভরা,
জীবন-মরণ-হরা,
ত্রিভুবন-আলো-করা প্রীতি দু'জনার!

বৈতরণী তীরে বসি'
মরণের তরে শ্বসি—
আশা-তৃষ্ণা-হীন বৃদ্ধ—রুদ্ধ-অশ্রুভার;
তুমি কেন, পৌর্ণমাসী,
আবার উদিছ আসি'
দুঃখ-শিরে-শিরে করি' কৌমুদী-বিস্তার!

প্রেমের কুহক-মন্ত্রে
কি বাজাবে ভাঙ্গা যন্ত্রে?
বুঝি না এ ছিন্ন তন্ত্রে কি বাজিবে আর!
আছি কি জীবন নিয়ে—
তুমি বুঝিবে না, প্রিয়ে,
আপনি ভাবি না ভয়ে কথা আপনার!

কেন আঁখি ছল-ছল্ ?
স্বর্গ-মর্ত্ত্য—রসাতল !
ঝরিছে হৃদয়-ক্ষতে নব রক্তধার ।
আবার যে প্রেমোচ্ছ্বাসে
শত প্রাণ ছুটে আসে !
ছিন্ন হয় শত গ্রন্থি মিথ্যা-সান্ত্বনার !

তব বরাভয় করে
ধর কর চিরতরে !
চল—চল নিজ গৃহে,—দূর-মেঘপার !
প্রিয়তমে, প্রাণাধিকে,
কোথা তুমি—কোন্ দিকে !
জীবনে—মরণে আমি তোমার—তোমার !

নিবেদন

কোথা পাব বাল্মীকির সে উদাত্ত স্বর ?
কোথা কালিদাস-কণ্ঠ ষড়জ-মধুর ?
কোথা ভবভূতি-ভাষ—গৈরিক-নির্ঝর ?
ছিন্ন-কণ্ঠ পিক আমি, মরণ-আতুর ।

সে নহে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, সতী,—
চিরোজ্জ্বল দেবী-মূর্ত্তি কবিত্ব-মন্দিরে ;
ল'য়ে ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ মমতা ভকতি,
ক্ষুদ্র এক বঙ্গনারী দরিদ্র-কুটীরে ।

নহে কল্পনার লীলা—স্বরগ নরক ;
বাস্তব জগৎ এই, মর্ম্মান্তিক ব্যথা ।
নহে ছন্দ, ভাব-বন্ধ, বাক্য রসাত্মক ;
মানবীর তরে কাঁদি—যাচি না দেবতা !

মৃত্যু

[কৃষ্ণপক্ষ, চতুর্থী, শনিবার, দিবা ৩॥০ ঘটিকা, ১৯শে মাঘ, ১৩১৩ সাল]

১

"বাবা,
মা—কেন এত কর জপে আজ,
করে এত ঠাকুর-প্রণাম ?"
কাছে যা, বাছা রে, শুনা গে তাহারে
জনমের মত হরি-নাম।

"বড় ভয় করে, তুমি এস ঘরে,
এলো-মেলো কি বলে কেবল !"
গঙ্গা-মৃত্তিকায় লেপে দাও গায়,
দাও গিয়া মুখে গঙ্গাজল।

"চোখ বড় রাঙ্গা, গলা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা,
দিদিমা ঠাকুমা বড় কাঁদে !"
কর গে বারণ, ঘুমাবে এখন ;
বাঁধিও না আর মায়া-ফাঁদে !

"তবে মা আমার—" ইচ্ছা বিধাতার !
এখনো ত রয়েছে জীবন।
যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ ;
ভক্তিভরে ডাক নারায়ণ।

"ডাকি বার বার—" কাঁদিও না আর,
যাও, তার পদধূলি লও।
বাছা, প্রাণ ভরি' আশীর্ব্বাদ করি,—
তারি মত সতীলক্ষ্মী হও।

২

পত্রবাহী ডাকে,—"চিঠি আছে।"
দেখি পত্র খুলি',—
কর্ম্মস্থল হ'তে আসিয়াছে
শুষ্ক তিক্ত বুলি।

"অময়ের চিঠি ?—ভাল আছে ?"
মুমূর্ষু জিজ্ঞাসে।
(সংবাদ দেই নি পুত্র কাছে—
কি ভুল হুতাশে !)

অশ্রুভরা কাতর নয়ন
এক-দৃষ্টে চায় ;
নাহি শ্বাস, হৃদয়ে কম্পন,
উত্তর-আশায়।

হে দেবতা, লই তব নাম,
এই মিথ্যা শেষ,—
'ভাল আছে, করেছে প্রণাম,
পড়িতেছে বেশ।'

বক্ষঃ হ'তে নেমে' গেল ভার—
গভীর নিঃশ্বাস ;
ম্লান মুখে ফুটিল আবার
ধীর স্থির হাস।

শান্ত—তৃপ্ত, কৃতজ্ঞতা-নীরে
উজ্জ্বল নয়ন ;
শান্ত—তৃপ্ত, ধীরে পার্শ্ব ফিরে'
করিল শয়ন—
ফুরাল জীবন !

৩

এই কি মরণ ?
এত দ্রুত—সহসা এমন !
চিরতরে ছাড়া-ছাড়ি, দেহে প্রাণে কাড়া-কাড়ি,
নাই তার কোন আয়োজন !
বলিবে না কোন কথা, জানাবে না কোন ব্যথা,
ফিরাবে না বারেক নয়ন !
মন কি গো কাঁদিছে না ? প্রাণে কি গো বাধিছে না ?
যেতেছ যে জন্মের মতন !

হও নাই গৃহের বাহির ;
আজ তুমি কোথা যাবে ? কার মুখ-পানে চাবে
সুখে দুঃখে হইলে অস্থির ?
অচেনা অজানা ঠাঁই, কেহ আপনার নাই—
কে মুছাবে নয়নের নীর ?
কোমলা সরলা অতি, পতি গতি, পতি মতি ;
কে বুঝিবে মর্য্যাদা সতীর !

এ কি দেখি জাগিয়া স্বপন ?
দুই যুগ জানা-জানি—আজ কিসে মিথ্যা মানি—
দুই দেহে এক প্রাণ-মন !
এত আশা, হাসা-কাঁদা, এত বুকে বুকে বাঁধা,
এত ভক্তি, মমতা, যতন—
ভাবি নাই একবারো তুমি যে মরিতে পারো,
পারো মোরে ভুলিতে এমন !

বুঝিতে যে চাহে না হৃদয় !
বলিতে সোহাগে রাগে,—মরিবে আমার আগে,
এ যেন তাহারি অভিনয় !
এখনো যেতেছে দেখা অধরে হাসির রেখা,
মুখ যেন কথা কয়-কয় !

আশে-পাশে কোন্‌-খানে   লুকায়ে রেখেছ প্রাণে ?
অভিমান আর নয়—নয় !

মা—মা, কাঁদিও না আর।
শ্বাস ওই পড়িল না ?   দেহ ওই নড়িল না ?
খুলে' দাও জানালা দুয়ার।
দেখ—দেখ এই কর   যেন কিছু উষ্ণতর,
দাও তাপ সর্ব্বাঙ্গে আবার !
দাও, মা, চরণ-ধূলি,   আশিস' হৃদয় খুলি',
সত্য হোক্‌ আশিস্‌ তোমার !

বাঁচাও—বাঁচাও, দয়াময় !
ভিক্ষা মাগি যুড়ি' হাত,   করিও না বজ্রাঘাত,
জ্বলে' পুড়ে' যায় সমুদয় !
সহস্র প্রণাম করি,   নিও না—নিও না হরি'
একমাত্র সান্ত্বনা-আশ্রয় !
ধরণীর এক কোণে   লইয়া আপন-জনে
আছি সুখে—সন্তুষ্ট-হৃদয়।

মেল আঁখি, সর্ব্বস্ব আমার !
ম'রো না—ম'রো না, প্রিয়ে,   একমাত্র তোমা নিয়ে
আমার এ সাজান সংসার।
চেষ্টা করি,' প্রাণেশ্বরি,   নয়—তবে দয়া করি'
নিশ্বাস ফেল গো একবার !
না পারো, আমার প্রাণ   আমি করিতেছি দান—
শ্বাসে—শ্বাসে অধরে তোমার।

নিও না গো—নিও না কাড়িয়া !
একা—একা, অতি একা !   এই দেখা—শেষ দেখা
যায়—যায় হৃদয় পুড়িয়া !

কোথা হ'তে কি যে হয়! শূন্য—সব শূন্যময়!
নিষ্ঠুরতা জগৎ জুড়িয়া!
অশ্রুরোধ—শ্বাসরোধ, অসহ্য জীবন-বোধ!
ইচ্ছা হয়,—মার আছাড়িয়া।

৪

মরণে কি মরে প্রেম? অনলে কি পুড়ে প্রাণ?
বাতাসে কি মিশে গেল সে নীরব আত্ম-দান?
জীবন-জড়ান সত্য—সকলি কি মিথ্যা আজ?
গৃহ ছাড়ি' গৃহ-লক্ষ্মী শুইয়া শ্মশান-মাঝ!

সহসা নিদ্রার মাঝে এ কি জাগরণ মম!
এই ছিলে—আর নাই, চলে' গেছ স্বপ্ন সম!
প্রতিপল-পরিচিতা! তোমারে বিচ্ছিন্ন করি'
কেমনে এ শূন্য-মনে এ শূন্য-জীবন ধরি!

কি ছিলে আমার তুমি,—প্রেয়সী না ক্রীতদাসী?
দুটী হাতে সেবা ভরা, বুকে ভরা প্রেমরাশি!
একান্ত-আশ্রিত-প্রাণা—নাই নিজ সুখ দুখ,
সব আশা—সব সাধ আমাতেই জাগরূক!

জাগে শোকে অভিমান,—কেন এত ভালবেসে
আভাসে বল নি তুমি, এত দুখ দিবে শেষে!
তুমি অভিশপ্তা দেবী—কেন বল নাই আগে,—
শুধু স্বরগের ছায়া দেখাইছ অনুরাগে?

একে একে প্রতি দিন, প্রতি কথা মনে পড়ে,
আবার যে হয় ভ্রম,—তুমি বসে' আছ ঘরে!
পরিজন-মুখপানে কাতর-নয়নে চাই,
আকুলিয়া উঠে প্রাণ, নাই তুমি, নাই—নাই!

আকাশের পানে চাই,—কোন দেব আসি' যদি
দেন মৃত-সঞ্জীবনী, দেন কোন মন্ত্রৌষধি !
কি আদরে বুকে করে' ঘরে ফিরে' ল'য়ে যাই !
আকুলিয়া উঠে প্রাণ, সে তপস্যা নাই—নাই !

ধূধূ ধূধূ জ্বলে চিতা, উঠে শূন্যে ধূমভার ;
চেয়ে আছি—চেয়ে আছি—সুধু মোহ, কে কাহার !
অশ্রুহীন দগ্ধ আঁখি আসে যেন বাহিরিয়া,
বুকে ঘুরে দীর্ঘশ্বাস সমস্ত হৃদয় নিয়া।

চেয়ে আছি—চেয়ে আছি, হৃদয়ে পড়িছে ছেদ,—
পশ্চাতে আলোক-ছায়া, স্বর্গে মর্ত্ত্যে অবিভেদ !
সম্মুখে উঠিছে জাগি' কি কঠোর দীর্ঘ দিন !
ভ্রমিতেছি শোক-বৃদ্ধ দীন হীন উদাসীন !

চেয়ে আছি—চেয়ে আছি, নিবিতেছে চিতানল ;
জলদ করুণ-প্রাণ ঢালিতেছে শান্তিজল।
বিধবা বিস্ময়-দৃষ্টি, সধবা প্রণাম করে ;
শ্বসিয়া—শ্বসিয়া বায়ু কাঁদিতেছে বনান্তরে।

বিদায়—বিদায় তবে ! দিবা হ'ল অবসান ;
জানি না মৃত্যুর পরে বিধাতার কি বিধান !
যেথা থাক—সুখে থাক ! ঝরে তপ্ত অশ্রুভার ;
অদূরে জাহ্নবী বহে, ধরা অতি অন্ধকার।

৫

ডুবিয়া—ডুবিয়া জলে জ্বালা না জুড়ায়
নহে দূর—নহে দূর,
ওই মরণের পুর !
আর এক পদক্ষেপে সকলি ফুরায়।

উথলি' উছলি' দুলি' চলে জলরাশ ;
হৃদয়-শ্মশান খুলে'
ধরণী পড়িয়া কূলে ;
নিকটে এসেছে নেমে' বিষণ্ণ আকাশ।

নাহি তারা, নাহি তরী, জলদ ঘনায় ;
ঘুরে ঢেউ আসে-পাশে,
কত কল-কল ভাষে,
ঝাঁপায়ে পড়িয়া বুকে তলাইতে চায়।

হৃদয় উদাস অতি, নয়ন উদাস।
সম্মুখে গভীর বারি
ডাকে দীর্ঘ-বাহু নাড়ি' !
মনে পড়ে দূর গৃহ—পড়ে দীর্ঘশ্বাস।

এই ত জগতে সুখ, এই ত জীবন !
সহে না নিমেষ-ভর,
মরণেরি নামান্তর !
দেখি না—দেখি না তবে মরণ কেমন !

নাহি আশা, নাহি তৃষা, জীবন যন্ত্রণা ;
মরিয়া জুড়াতে চাই,
মরিতে সাহস নাই !
শিথিল শরীর মন, বিচ্ছিন্ন ভাবনা।

৬

গৃহতলে আছে বসি' পুত্রকন্যাগণ
করিয়া মণ্ডল ;
নববস্ত্র-পরিহিত, বাক্যহীন, সঙ্কুচিত,
ম্লান মুখ, রুক্ষ কেশ, নেত্র ছল-ছল্।

মধ্যে বসি' ক্ষুদ্র শিশু, কিছু নাহি বোঝে-
কেন যে এমন !

দেখে বস্ত্র আপনার, দেখে মুখ সবাকার,
দেখে দ্বার-পানে চাহি'—কাতর-নয়ন।

প্রাঙ্গণে ধূলায় পড়ি' কাঁদিছেন মাতা
গুমরি' গুমরি';
সোদরা বুঝাতে যায়, সেও কাঁদে উভরায়;
অদূরে কাঁদিছে দাসী হাহাকার করি'।

এ ঘরে ও ঘরে ঘুরে' কাঁদে বিড়ালীটী,
কী দীন ক্রন্দন!
অতি বিশৃঙ্খল ঘর, বহে গেছে মহাঝড়!
আসে যায় প্রতিবেশী নিঃশব্দ-চরণ।

জ্বলে দীপ ক্ষীণপ্রভ, ম্রিয়মাণ শিখা
কাঁপে ঘন ঘন;
প্রাচীরে পড়িছে ছায়া,—যেন তার স্নেহ-মায়া
এখনো ঘুরিছে ঘরে—এখনো—এখনো!

রয়েছি জানালা দিয়া শূন্যপানে চাহি'—
অতি শূন্য মন।
স্তব্ধ ক্ষুব্ধ অন্ধ তমঃ—ভীষণ দৈত্যের সম
ঘুমায়—ছড়ায়ে দেহ—ভরিয়া গগন।

৭

এই কি জীবন?
এত শ্রম—এত ভ্রম—এত সংঘর্ষণ!
কত-না কামনা করি'
আকাশ-কুসুম গড়ি!
কত গর্ব্ব-অহঙ্কার, কত আস্ফালন।
ধরা যেন পায়ে ঘুরে,
পড়ে' থাকি বিশ্ব জুড়ে',
আপন মহিম্ন-স্তবে আপনি মগন।

তার পর, এ কি আজ !—নির্ম্মেঘ গগন,
মধ্যাহ্ন মধুর অতি,
সমীরণ ধীর-গতি,
রচিতেছি নিজ মনে দিবস-স্বপন—
সহসা কি ভয়ঙ্কর
শত বজ্র কড়-কড় !
প্রিয়জনে আগুলিতে কত প্রাণপণ !

নিমেষে নন্দন-বন শ্মশান ভীষণ !
বিশ্বাসিতে হয় ভয়,
তবু বিশ্বাসিতে হয় !
আঁখি হ'তে গেছে মুছে' কুহক-অঞ্জন।
সুখ-স্বপ্ন গেছে টুটে',
হৃদয় ধূলায় লুটে,
মুখে নাহি কথা সরে—ঝরে না নয়ন।

অহো, কি মানব-ভাগ্য—কি পরিবর্ত্তন !
ধরা—জড় পরমাণু,
প্রাণ—বজ্র-দগ্ধ স্থাণু,
বহি এক কি দুর্ব্বহ নিরাশ্রয় মন !
মরিতে পারিলে বাঁচি,
শ্বাসে শ্বাসে মৃত্যু যাচি,
দূরে—দূরে সরে' যায় নির্দ্দয় মরণ !

কাহার সৃজন এই নগণ্য জীবন ?
এ কি শুধু প্রহেলিকা ?
ওই আলেয়ার শিখা
জ্বলিতে—জ্বলিতে গেল নিবিয়া যেমন !
বাঁধিতে বাঁধিতে সুর
সপ্তস্বরা শত-চূর !
মেলিতে—মেলিতে আঁখি মিলাল স্বপন

এই প্রাণ !—এর লাগি' কত-না যতন !
কামে ক্রোধে সদা অন্ধ,
লোভে মোহে কত দ্বন্দ্ব,
কত-না মাৎসর্য্য-মদে জগত-মর্ষণ !
কত আধি ব্যাধি সহি,
কত দুখ ক্লেশ বহি,
সুখ-ভ্রমে করি কত অভাব-সৃজন ।

এই কি এ জগতের শুভ বিবর্ত্তন ?
এই হাড়ে হাড়ে শোক
দেখাবে কি পুণ্যালোক ?
ভূমিকম্প—ঘূর্ণবাত্যা কি করে সাধন ?
স্বর্ণ-মন্দিরের চূড়া
বজ্রাঘাতে করি' গুঁড়া,
পাতিব অঙ্গারে ভস্মে কোন্ দেবাসন ?

কোন্ অপরাধে এই কঠোর শাসন ?
কোন্ পিতা পুত্র প্রতি
এমন নির্দ্দয় অতি ?
আমিও ত করিতেছি সন্তান-পালন—
কত রাগি চোখে মুখে,
তখনি ত টানি বুকে,
মুছাতে নয়ন তার—মুছি ত আপন !

এ নহে দেবের দয়া—দৈত্যের পীড়ন ।
গিয়াছে প্রাণের সার,
মর্ম্মে মর্ম্মে হাহাকার,
নিরাশার অন্ধকার ঘেরিয়া ভুবন !
মরণের পথে আজ—
দূরে ফেলি' ঘৃণা লাজ,
কে দেবতা তার স্থান করিবে পূরণ ?

কই শোকে সমাশ্বাস—স্নেহ-নিদর্শন ?
কত শোভা বুকে ধরি'
অকালে সে গেল মরি'—
কে দেবতা স্মরি'—স্মরি' করিল রোদন
বৃথা আসি, বৃথা যাই,
কিছুই উদ্দেশ্য নাই ;
উর্ম্মি সম মৃত্যু-সিন্ধু করি সম্পূরণ !

এ যে অদৃষ্টের সুধু নির্ম্মম পেষণ !
যায় দিন—পায় পায়,
সুখ যায়, দুঃখ যায় ;
কত আসে, কত যায়—কে করে গণন !
যায় দিন—যায় আশা,
যায় প্রীতি, ভালবাসা,
ভাবনা, ধারণা, স্মৃতি, কল্পনা, স্বপন ।

যায় দিন—যায় জীব, নিস্তার গগন ;
শতধা-বিদীর্ণ ভানু,
শ্লথ অণু-পরমাণু ;
লুপ্ত শশী, লুপ্ত ধরা—উদ্দীপ্ত মরণ ?
বিধাতা নিষ্কম্প-দৃষ্টি,
হেরিছে—তাহার সৃষ্টি
মরণের স্তরে স্তরে করে আরোহণ !

হৃদি-হীন বিধির কি দুর্ব্বোধ সৃজন !
নাহি বুঝে নিজ শক্তি,
নাহি লক্ষ্য আনুরক্তি,
নাহি অনুভব-তৃপ্তি—সূক্ষ্ম দরশন !
উন্মত্ত কবির মত,
গড়ে ভাঙ্গে অবিরত
ল'য়ে এক অন্ধ শক্তি—কল্পনা ভীষণ !

অশৌচ

১

এই কি প্রভাত !
এত ক্ষণে পোহাল কি শোক-দীর্ঘ রাত ?
ওই সেই উষালোকে—
সেই ধরা জাগে চোখে !
সত্যই জীবিত আমি দেহ-মনঃ সাথ !

রবি নিরুজ্জ্বল
আকাশের এক প্রান্তে করে টল্-টল্ ।
সমস্ত আকাশ ভরি'
ছিন্ন ভিন্ন মেঘ পড়ি'—
নিশীথে চষেছে শূন্য যেন দৈত্যদল !

ছিন্ন ভিন্ন সব !
মূক পশু পক্ষী প্রাণী, জগৎ নীরব ।
বায়ু বহে কি না বহে ;
মানুষে কতই সহে !
কি শূন্য-জীবন আজ করি অনুভব !

জন্মেছি ত একা !
না হয় কৈশোর-শেষে তার সনে দেখা !
তার মিলনের আগে,
কিছুতে না মনে জাগে
কেমনে কাটিত দিন—কি অদৃষ্ট-লেখা !

কে বলিবে আজ—
কি ছিল কৈশোর-আশা, কৈশোরের কাজ !
সেই আদি সূত্র ধরি'
আবার জীবন গড়ি—
সে যদি মুছিয়া যায় জীবনের মাঝ !

কি গড়িব আর ?
আমি শুষ্ক ছিন্ন সূত্র—দেব-মালিকার !
কোথা হ'তে কি যে এলো,
গেল—গেল, সব গেলো—
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ—সর্ব্বস্ব আমার !

গেছে—যাক্, যাক্—
বলিতে পারি না আর শোক-গর্ব্ব-বাক্
হৃদয় পুড়িয়া ছাই,
নাই, আর কিছু নাই !
ধুলায় মিশিয়া যাই,
দু' পায়ে দলিয়া যাক্ শত দুর্ব্বিপাক ।

২

মৃত্যু !—প্রতি- দিবস ঘটনা ;
তাহে কেন এত শোক ?
সবাই মরিবে, সবারি মরেছে,
চির-জীবী কোন্ লোক ?

পিতা ভাবে,—কবে অবসর ল'বে,
পুত্র তার হ'লো কৃতী ;
কর্ম্মক্ষেত্রে ঘুরে আজো বৃদ্ধ পিতা
ল'য়ে শোক-দীর্ঘ স্মৃতি ।

স্থবিরা জননী, একই বাছনী,
পূজা না হইতে শেষ,—
পথে পথে ওই ছুটে পুত্র-হারা,
আলু-থালু রুক্ষ কেশ ।

বিধবা ভগিনী পথ চেয়ে র'বে,
বুঝিবে না কোন মতে—
মাতৃপিতৃ-হীন ক্ষুদ্র ভ্রাতা তার
সেই যে গিয়াছে পথে !

দেশে আসে পতি, নবীনা যুবতী-
বুকে না আনন্দ ধরে ;
কূলে ডুবে তরী, ধরা-ধরি করি'
বিধবায় আনে ঘরে ।

বিব্রত জনক, মাতৃহীন শিশু
কিছুতে নাহি যে ভোলে—
পথে পথে যাবে, ঘোমটা দেখিবে-
কাঁদিবে 'মা—মা' বলে' ।

ঘরে ঘরে মৃত্যু—শোক-হাহাকার,
আমার একেলা নয় ;
সবাই সহিছে, আমিও সহিব,
সময়ে সকলি সয় ।

কারা ছিল কাল ? কে আমরা আজ ?
পরশ্বঃ আসিবে কারা ?
হাসিয়া কাঁদিয়া অন্ধ মৃত্যু-মুখে
ছুটিছে জীবন-ধারা ।

কোথায় মিলায় ? কে জানে কোথায় !
কোথায়—কোথায়, প্রিয়া !
আকুলিয়া বায়ু চিতাভস্ম তার
দেয় দেহে মাখাইয়া ।

কোথায়—কোথায় ? আসে প্রতিধ্বনি-
আবার শ্মশান-যাত্রী !
মেঘে মেঘে মেঘে দিবস ফুরাল,
সম্মুখে আঁধার রাত্রি ।

৩

গৃহ নিরানন্দ অন্ধকার ।
আমি কি এ গৃহ-স্বামী ?
চোরের মতন আমি
ভয়ে ভয়ে হেরি চারি ধার !

সারাদিন ঘুরি পথে পথে,
মিলি জন-কোলাহলে ;
হৃদয় বাঁধিয়া বলে,
বিশ্বাস করিয়া কোন মতে—

ফিরিয়াছি গৃহে আপনার ।
আঁখি মেলি' দেখিবারে
সাহসে কুলায় না রে—
পাছে ভুল ভাঙ্গে পুনর্ব্বার !

নিঃশব্দে দাঁড়ায়ে আছি দ্বারে ;
জগৎ আঁধার স্তব্ধ,
হৃদয়ে দারুণ শব্দ—
ভুলিতে পারি না আপনারে !

আবার আশায় করি ভর ;
ঘরে বা তুলসী-তলে
যদি তার দীপ জ্বলে—
যদি তার শুনি কণ্ঠ-স্বর—

ঘুচে' যায় এ চিত্ত-বিকার !
বলি তারে,—'আয়ুষ্মতি,
দেখেছি দুঃস্বপ্ন অতি,
কি যে কষ্ট—নহে বলিবার !

'পা দিও না আর মৃত্তিকায় !
মিলন-কাতরা ধরা
রোগ-শোক-মৃত্যু-ভরা,
বিরহ ফিরিছে পায় পায় ।

'এস, বুকে রাখি লুকাইয়া—
কঠিন এ অস্থি-চর্ম্ম,
গভীর হৃদয়-মর্ম্ম,
দীর্ঘ—এই দীর্ঘ—প্রাণ দিয়া !

'তার পর, যা হয় তা হোক্ ।
মরণে মরণে যোগ—
একত্র স্বরগ-ভোগ,
না হয় একত্র প্রেতলোক !'

৪

হে বিগ্রহ, পাষাণ-হৃদয় !
এই কি তোমার সৃষ্টি ? তুমি সেই স্থির-দৃষ্টি !
তুমি ত আমার কেহ নয় ।
কি দেখিছ স্বর্ণচক্ষে ? প্রলয় ছুটেছে বক্ষে !
নর-ভাগ্যে, অহো, কত সয় !

কি মাগিব ? কি দিবে আমায় ?
ধূপে পুষ্পে দীপালোকে, স্তব-স্তুতি-মন্ত্র-শ্লোকে
মুগ্ধ তুমি নিজ মহিমায় ;
ষড়ৈশ্বর্য্য ষড়্ভুজে—কাতর-নয়ন খুঁজে
স্বপ্নময়ী হারাল কোথায় !

বুঝিবে না, বধির দেবতা !
চিরদিন লক্ষ্মী সনে বিরাজিছ সিংহাসনে,
ভাবিতেছ বিশ্বের বারতা !
কাংস্য-ঘণ্টা-শঙ্খ-রোলে—তবু না শ্রবণ খোলে,
পশে না নরের ক্ষুদ্র কথা ।

কিছু নাই আমার প্রার্থনা ।
সে অতি-প্রত্যূষে উঠি', আসিত হেথায় ছুটি',
করিত এ মন্দির-মার্জ্জনা ;
তুলি' ফুল, গাঁথি' মালা, সাজাত নৈবেদ্য-ডালা,
সচন্দন তুলসী, অর্চ্চনা ।

জানু পাতি'—কৌষেয়-বসনা,
স্থির-নেত্রে, যুক্ত-করে, ঝর-ঝর অশ্রু ঝরে,
তোমা-পানে চাহি' একমনা !
পড়ে-কি-না-পড়ে শ্বাস, সিক্ত মুক্ত কেশ-রাশ,
শিথিল-অঞ্চলা, স্মিতাননা ।

আবার সন্ধ্যায় হেথা আসি'
দীপ দিয়া, ধূপ দিয়া, প্রণমিয়া—প্রণমিয়া
ফুরাত না তার ভক্তিরাশি !
প্রহর বহিয়া যায়—ধ্যান তার না ফুরায়,
কতক্ষণে উঠিত নিঃশ্বাসি' !

এখন সকলি বিশৃঙ্খল ;
হয় কি না হয় সেবা, তত্ত্ব তার লয় কে বা !
তুমি তাহে নহে ত চঞ্চল ।
অনুরাগে—কি বিরাগে তোমার না চিত্ত জাগে ;
'দেব' 'দৈত্য' কথা কি কেবল ।

দিনু পদে কত অর্ঘ্য-ভার,
সারা নিশা পড়ি' দ্বারে ডাকিলাম হাহাকারে,
বুঝিলে না যন্ত্রণা আমার !
শত্রু হ'লে—আমি প্রাণী—লই তবু বুকে টানি,'
নাহি হানি বজ্র বুকে তার !

দেব-দয়া নাহি চাহি আর !
হয়,—দৈত্য সম ল'য়ে নিজ তমঃ ভ্রম
মৃত্যুরে আক্রমি একবার—
গ্রহ-উপগ্রহ টানি' প্রিয়ারে ফিরায়ে আনি
দেখি, মৃত্যু কি করে আমার !

ত্যজ' গৃহ, যাও নিজ স্থান।
আর আমি পূজিব না, হৃদয়ে যে পারিব না
তোমা মত হইতে পাষাণ !
গেছে সুখ, গেছে প্রীতি ; আছে বুকভরা স্মৃতি,
যাবে দিন করি' তার ধ্যান।

৫

হে পূত তুলসী, বিষ্ণুর প্রেয়সী
বিবর্ণ তোমার দল ,
প্রভাতে আসিয়া প্রণাম করিয়া,
কে বা মূলে ঢালে জল !

সন্ধ্যায় আসিয়া, গলে বস্ত্র দিয়া
কে বা তলে দীপ জ্বালে !
নীরস মঞ্জরী পড়ে ঝরি' ঝরি',
লূতা-তন্তু ডালে ডালে।

বলিতে আমায়,—নমিতে তোমায়
দুগ্ধ পুষ্প তিল দিয়া ;
তোমার নিঃশ্বাসে সর্ব্ব রোগ নাশে,
যায় দুঃখ পলাইয়া।

আর—এ অন্তর ছিল কি সুন্দর !
প্রণয়-স্বপনে লীন—
সহজ, সরল, কবিত্ব-বিহ্বল,
সুখে দুখে উদাসীন !

ছিল এই ধরা কত মনোহরা !
নয়নে নয়ন পড়ে,—
আকাশে বাতাসে দেবতা নিঃশ্বাসে,
জলে স্থলে সুধা ঝরে।

হেরি' নরে—মম হ'ত ঋষি-ভ্রম,
নারী ছিল দেবী সমা ;
মন্দার-কলিকা বালক বালিকা,
বিধাতা সাক্ষাৎ ক্ষমা !

আজ প্রেম-হারা এরা সব কারা ?
স্বার্থ-ভরা নারী নর !
জগৎ—নরক, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ;
মৃত্যু এক সর্ব্বেশ্বর !

বিধি বিধি-হীন, চলে' যায় দিন,—
আছি চেয়ে অন্য কেহ !
উঠি চমকিয়া, বুকে হাত দিয়া
বুঝি—এ আমার দেহ।

হুহু করে প্রাণ, এ গৃহ শ্মশান ;
বৈকুণ্ঠ-শ্মশান-মাঝ !
চিতাভস্মে তার উড়িছে আমার
সুখ-স্বপ্ন-আশা আজ !

চল, হে তুলসি, ভস্মে তার বসি',
স্মরি' তারে, স্মরি'—স্মরি'—
আলোক মরুক্, আঁধার ঝরুক্,
আমরা নিঃশব্দে মরি ।

৬

দ্বিপ্রহর ; বর্ষানিশা ;
অন্ধকার দশ দিশা,
দুর্গ-দ্বারে একা সান্ত্রী মত,
জীবনে জাগিয়া অবিরত !

প্রতি পলে, প্রতি শ্বাসে
জীবন গুটায়ে আসে—
বুঝিতেছি অতি পরিষ্কার !
উঠি, বসি, চলি বার বার ।

নিশা না পোহাতে চায়,
জীবন না ছুটী পায় !
দূরে—বাজে রাজার তোরণে
তৃতীয় প্রহর, কত ক্ষণে !

একে একে, গণি' গণি'—
মিলাল ঘটিকা-ধ্বনি,
দুলে' দুলে' সমীরে, তিমিরে,
নদীপারে, অরণ্যের শিরে ।

দ্বিগুণ নিস্তব্ধ সব ;
করিতেছি অনুভব—
নিঃশ্বাস হতেছে ক্ষীণতর,
বাড়িছে মৃত্যুর পরিসর ।

কিছুতে কাটে না কাল,
রচিতেছি চিন্তা-জাল
কত কি যে জড়ায়ে—জড়ায়ে,
'গুটী' সম, আপনা হারায়ে ।

মাঝে কোথা ভুলে যাই—
আকাশের পানে চাই
অভ্যাসে জুড়িয়া দুই কর ;
শূন্য দৃষ্টি—কি শূন্য অন্তর !

পেচক ডাকিল দূরে,
বাদুড় পলাল উড়ে,
ফেরুপাল করিল চীৎকার ;
অচল অটল অন্ধকার !

নাহি আশ, নাহি ত্রাস,
খুলে' দেছি বক্ষোবাস,
এস মৃত্যু, নির্ম্মম বিজয়ী !
প্রতীক্ষায় শত মৃত্যু সহি !

৭

একবার চীৎকারি'—চীৎকারি,'
দেখি ওই গগন বিদারি'
কোথা সে আমার !
পশু পক্ষী কীট অগণন,
সকলেরি রয়েছে জীবন ;
শুধু—নাই তার !

গেল কি—গেল কি একেবারে ?
মরিলেও পাব না তাহারে ?
ফুরাল সকল !
প্রাণ তবে, নয়,—কিছু নয় ?
দেহে জন্মি' দেহে হয় লয়—
পুষ্পে পরিমল ?

বীণে যথা সুর-আলাপন,
সংযোজনে তাড়িত-স্ফুরণ,
তেমনি কি প্রাণ—
সুধু—সুধু রসায়ন-ক্রিয়া ?
পঞ্চভূত পঞ্চভূতে গিয়া
লভিছে নির্ব্বাণ ?

প্রীতি, স্মৃতি, ভাবনা, কল্পনা,
সকলি কি ক্ষণিক ছলনা—
অলীক স্বপন ?
অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার !
জড় ধরা—জড় দেহ সার ?
মৃত্যু কি ভীষণ !

যেতেছিল জীবন বহিয়া—
নিজ ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ নিয়া
সরল নিশ্বাসে ;
আচম্বিতে সিন্ধুশৈলে ঠেকি'—
মরণে প্রত্যক্ষ আজ দেখি !
জাগি সর্ব্বনাশে !

আশা শুষ্ক, বাসনা নিঃশেষ,
ভুলেছি সে যুক্তি, উপদেশ,
সে আত্ম-প্রত্যয় ;

শিক্ষা দীক্ষা—সব মিথ্যা ভ্রম,
অবিশ্বাস—সংশয় বিষম,
বিহ্বল হৃদয় !

মনে হয়,—বসিয়া গম্ভীরে,
জগতের প্রতি শিরে শিরে
চালাইতে ছুরী ;
ছিন্ন-ভিন্ন তন্ন-তন্ন করি,'
প্রতি অণু-পরমাণু ধরি'
দেখি কি চাতুরী !

জীবনের এ শোক-বিস্বাদ—
শুধু কি জীবের অপরাধ,
জীবের নিয়তি ?
এক দিন—কেহ একবার
করিবে না তোমার বিচার,
হে অন্ধ-শকতি !

৮

নাই যদি—নাই লোকান্তর,
জীবনের অভিনব স্তর,
পবিত্র বিকাশ ;
প্রতি দিন কেন প্রাণী তবে
স্ব-ইচ্ছায়, গরবে, গৌরবে
করে দেহ-নাশ ?

কেন বুদ্ধ ত্যজিল আবাস,
কেন নিল নিমাই সন্ন্যাস—
মৃত্যু যদি শেষ ?

কেন—তবে কিসের কারণ
জ্ঞানী যোগী ভক্ত অগণন
সহে তপঃক্লেশ ?

যেথা গেলে, কেন ভাবে প্রাণী,—
নাহি রহে ধরণীর গ্লানি,
তুচ্ছ দুঃখ শোক ?
নাহি রহে বিফল বাসনা,
পাপ, তাপ, অদৃষ্ট-ছলনা
বিমুক্ত নির্ম্মোক।

সূক্ষ্ম দেহ, মন নির্ব্বিকার,
কি আনন্দ স্থির চেতনার—
আনন্দে মগন !
শত্রু-মিত্র সনে দেখা হয়,
নাহি আর পূর্ব্ব-পরিচয়,
বিস্মৃত স্বপন।

দেবলোকে দেবত্ব লভিয়া
সে কি গেছে দেবত্বে ডুবিয়া ?
সে নাই 'সে' আর ?
জ্যোতির মণ্ডলে বসি'—বসি'
সে কি আর উঠে না নিঃশ্বসি',
স্মরি' গৃহ তার ?

কি দেবত্ব !—তীব্র ভয়ঙ্কর !
ভাবিতে যে শিহরে অন্তর,
হয় না ধারণা,—
প্রতি মুহূর্ত্তের সে বন্ধন,
সকলি কি প্রলাপ-বচন—
বিকৃত কল্পনা ?

জগৎ কি সুধু নাট্যালয়,
জীবন কি সুধু অভিনয়,
মিথ্যা—মিথ্যা সব ?
ধীরে ধীরে যবনিকা পড়ে,
যে যাহার চলে' যাই ঘরে—
বিভিন্ন মানব ?

নাই তবে—আর তবে নাই,
যাহা ছিল, যাহা আমি চাই,—
ঘরের ঘরণী,
সুখে দুঃখে জীবন-সঙ্গিনী,
শুদ্ধা, স্বচ্ছা, শুভ-আকাঙ্ক্ষিণী,
পুত্রের জননী।

দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক
এতদিনে কি করিল ঠিক ?
সুধুই কথায়—
জগতের সুখ-শোভা নিয়া,
আর এক জগৎ গড়িয়া
ভুলায় বৃথায় !

আহো, সেই অনির্দ্দেশ-দেশ,
যেথা জীব করিলে প্রবেশ
আর নাহি ফিরে !
আমরা ছলিতে আপনায়,
মৃতজনে পূত কল্পনায়
রাখি সদা ঘিরে' !

৯

কেন শোকে, মূঢ়ের মতন,
ত্যজিয়া বিশ্বাস সনাতন,
করি হাহাকার ?
ল'য়ে নিজ ভ্রান্ত মতামত
কেন—কেন আত্মহত্যা-পথ
করি পরিষ্কার ?

সত্য দেহ, সত্য এই প্রাণ,
সত্য এই সুখ-দুঃখ-জ্ঞান,
সত্য এ জগতী ;
আদি নাই, অন্ত নাই যার—
কভু সত্য হয় মধ্য তার ?
অর্থ-হীন অতি।

ছিনু, আছি, র'ব চিরকাল,
সে-ও আছে, চোখের আড়াল—
এইমাত্র ভেদ
যত দিন ছিল কর্ম্মভোগ,
সয়েছিল দুঃখ শোক রোগ ;
কেন তাহে খেদ ;

আমার রয়েছে কর্ম্মফল,
তাই আমি হতেছি বিহ্বল—
পাগলের প্রায়।
আমিও আমার কর্ম্ম-শেষে
পলাইব, তার মত হেসে—
জানি না কোথায় !

জীর্ণ দেহ করি' পরিহার,
নব দেহ ধরিয়া আবার
আসিব কি ভবে ?

মানুষে মানুষ পুনঃ হয়,
পশু পক্ষী—অন্য জীব নয় ?
কে আমারে ক'বে !

আবার কি হইবে মিলন ?
গত-জন্ম নাহি ত স্মরণ—
নূতন সকল !
এত আশা, এত ভালবাসা
পাবে না এ জীবনের ভাষা—
এ জন্ম বিফল ?

না না, না না, কর্ম্মে আছে ধারা,
কত গ্রহ রবি শশী তারা
রয়েছে আকাশে—
সে আমার নিশ্চয় কোথায়
বসিয়া আমার অপেক্ষায়,
গভীর বিশ্বাসে !

অণুতে অণুতে সম্মিলন,
আত্মায় আত্মায় আলিঙ্গন,
সুখ দুঃখ চূর্ণ !
শির 'পরে সময় না চলে,
বাধা বিঘ্ন নাহি পদতলে,
প্রেম পূত পূর্ণ !

সে পেয়েছে তার কর্ম্মফলে,
আমি পাব কোন্ পুণ্যবলে
সেই পরকাল ?
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, লক্ষ্যে, আচরণে
কি বিভিন্ন ছিলাম দু' জনে—
আকাশ পাতাল !

কি বিশ্বাসে বাঁধি বুক আর—
কোথায় মিলন ছু' জনার ?
বিফল কামনা !
পুরাতনে নূতনে মিলায়ে
ফেলিতেছি সকলি ঘুলায়ে—
কোথায় সান্ত্বনা !

ছু' জনে ঢেউয়ের মত ফুটে',
গায়ে গায়ে, হেসে, কেঁদে, লুটে',
নিমেষের তরে—
কে বলিবে নয়—নয়—নয়,
কে কোথায় হতেছে বিলয়
কারণ-সাগরে !

১০

নিশ্চয় আছেন এক জন।
যে অর্থ আমরা বুঝি, যে অর্থে তাঁহারে খুঁজি,
হয় ত তেমন তিনি নন।
কত দূরে সূর্য্যকায়া, জলে পড়িয়াছে ছায়া—
ছায়ামাত্র করি নিরীক্ষণ !

সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ-দল,
সবে চলে তালে তালে ; নীহারিকা বাঁধা জালে,
ধূমকেতু সময়ে উজ্জ্বল ;
ঘুরে ধরা নিজ কক্ষে, বর্ষ ষড়-ঋতু-বক্ষে—
মরণ কি সুধু বিশৃঙ্খল ?

নদ, নদী, হ্রদ, প্রস্রবণ,
উত্তাল সাগর-ভঙ্গ, চঞ্চল জলদ-রঙ্গ,
কত ছন্দে করে বিচরণ ;

করে ত প্রবল বন্যা ধরণীরে রসে ধন্যা—
কি করিছে অকাল-মরণ ?

প্রকৃতির নাহি ব্যভিচার ।
বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝাবাত, স্খলিত তুষার-পাত,
আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুদ্গার,
ভূমিকম্প, জলস্তম্ভ, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-দম্ভ—
রাখিতেছে সমতা ধরার ।

মরণ ত সৃষ্টির বাহিরে ।
বীজে তরু, ফুলে ফল, ফলে পুনঃ বীজদল ;
ঝরে বৃষ্টি, উঠে বাষ্প ধীরে ।
শিখর পড়িছে টুটে,' ভূধর তেমনি উঠে—
জীবন কি আসে পুনঃ ফিরে ?

সতী মরি' জন্মিল পার্ব্বতী ;
সে ত পুরাণের কথা, মৃত্যুঞ্জয় নিজে যথা
স্কন্ধে ল'য়ে গতপ্রাণা সতী
ছুটিল পাগল-পারা, ত্রিভুবন শোকে সারা—
মরণ পলাল দ্রুতগতি ।

নহি দেব—সামান্য মানব,
মৃত্যু-নামে সদা ভীত, মৃত্যু-ভয়ে নিয়ন্ত্রিত,
একমাত্র জীবন বিভব ;
ক্ষুদ্র জীবনের তরে কি না সহি অকাতরে—
মরণে করিতে পরাভব !

কভু ভাবি,—তাঁহারি জীবন
রয়েছে সৃজন ভরি,' সৃজনে জীবন্ত করি,'
বায়ু যথা ভরিয়া ভুবন ।
অপ্রকাশ, স্বপ্রকাশ, ঘট-পট-শূন্যাকাশ—
আমাদেরি বিভ্রান্ত নয়ন ।

দেখিতেছি পাষাণে চেতনা,
শুনিতেছি ধাতু-মাঝে জীবন-স্পন্দন বাজে,
জীবন-চঞ্চল অণুকণা।
স্থাবর, জঙ্গম, জীব, জল, স্থল, শূন্য, দিব,
ধূলি, বালু—তাঁহারি ব্যঞ্জনা।

কভু দেখি—মৃত্যু তুচ্ছ নয়।
ক্ষুদ্র শুক্তি, ক্ষুদ্র কীট, ধরিত্রীর পাদপীঠ ;
শম্বুকে প্রবালে দ্বীপোদয়।
কি গূঢ়-উদ্দেশ্য তরে মরিতেছি স্তরে স্তরে—
দিয়া আত্ম, করি বিশ্বজয় ?

সে আমার কোথা গেল চলি' ?
ছিল সত্য, ছিল স্থূল, হ'ল সূক্ষ্ম, হ'ল ভুল,—
মনেরে বুঝাব এই বলি' ?
ব্যষ্টিতে সমষ্টি-ভাব ? ক্ষুদ্রত্বে মহত্ত্ব-লাভ ?
আবার যে রহস্য সকলি !

১১

সদ্যঃস্নাত জ্যেষ্ঠ পুত্র, মুণ্ডিত-মস্তক,
বসি' কুশাসনে ;
গলে উত্তরীয় বাস, পড়ে ঘন দীর্ঘশ্বাস,
পড়ে মন্ত্র গাঢ়-স্বরে, স্খলিত-বচনে।

কনিষ্ঠে লইয়া কোলে জ্যেষ্ঠা কন্যা বসি,'
গলে বস্ত্র দিয়া ;
শুনে মন্ত্র এক-মনে, মুছে অশ্রু ক্ষণে ক্ষণে,
ক্ষণে ক্ষণে শূন্য-পানে দেখিছে চাহিয়া।

গায়ে গায়ে আছে বসি' ক্ষুদ্র কন্যা দুটী,
মলিন-বদনে ;
কভু ধীরে অশ্রু ঝরে, কভু চায় পরস্পরে,
কভু দু' জনার চক্ষুঃ মুছায় দু' জনে।

চঞ্চল অবোধ শিশু হতেছে চঞ্চল,
চারি দিকে চায় ;
সবাই কাঁদিছে কেন ? ভয়ে সে আড়ষ্ট যেন,
বারেক উঠিতে পেলে ছুটিয়া পলায় ।

উজাড়ি' সমস্ত গৃহ আনিছেন মাতা,
কিসে স্বর্গ পায় !
কভু কাঁদি' উচ্চরোলে করেন আমারে কোলে,
বলেন কাঁদিয়া কভু,—'তীর্থে রেখে আয় !'

'যে জীবা—অনল-দগ্ধা,—' পড়ে পুরোহিত,
কণ্ঠ শোকাকুল,—
তাহারি তৃপ্তির তরে দিতেছি যতন-ভরে
তৈজস, তণ্ডুল, শয্যা, বস্ত্র, ফল, ফুল ।

কি অদেয় তারে আজ ! তেমনি হাসিয়া
সে কি ল'বে আর ?
সমস্ত জগৎ দিলে যদি তার দেখা মিলে !
সমস্ত জীবন যদি চাহে একবার !

পিতা নাই, মাতা নাই, পতি-পুত্র নাই,
অতি অসহায়—
সকল বন্ধন ছিঁড়ে' একাকিনী কোথা ফিরে—
অনলে, অনিলে, শূন্যে, কোথায়—কোথায় ।

কোথায় ক্ষরিছে মধু, কোথা বিশ্বদেব,
কোথা প্রেতপুরী !
আমি আজ ধরাতলে, সভক্তি নয়ন-জলে,
মাগিতেছি মুক্তি তার, দুই কর জুড়ি' ।

১২

দাও শান্তিজল !
দাও—দাও, ঘুচে' যাক্ যন্ত্রণা সকল !

সংসার—শ্মশান-ভূমি,
কোথা দেব, কোথা তুমি !
চিতাধূমে অন্ধ চক্ষুঃ, দগ্ধ মর্ম্মস্থল ।
নিরাশার হা-হুতাশে
কত কি যে মনে আসে !
কোথায় তোমার স্নেহ—অমৃত-শীতল !

করহ সংশয় দূর,
অশুভ অসত্য চূর,
দুর্ব্বল হৃদয়ে, দেব, দাও পূত বল !
দূর কর দুঃখ শোক,
জীবন সার্থক হোক্,
ধন-ধান্যে মধুময় কর ধরাতল ।

কর বায়ু মধুগতি,
মধুময়ী স্রোতস্বতী,
মধুময় বনস্পতি, মধু ফুল ফল,
মধুময়ী নিশীথিনী,
মধুময়ী পয়স্বিনী,
মধুময় সূর্য্যালোক, মধু মেঘদল !

ঘুচে' যাক্ হাহাকার,
গর্ব্ব, দর্প, অহঙ্কার,
অবিচার, অত্যাচার, স্বার্থ-কোলাহল
ঘুচে' যাক্ হিংসা দ্বেষ,
ব্যাধি জরা হোক্ শেষ—
দুরাশা, ভাবনা, ভয়, কপটতা, ছল ।

ঘুচাও এ তমঃ-ভ্রম,
মুছাও নয়ন মম,
ভূলোকে দ্যুলোকচ্ছায়া হউক্ উজ্জ্বল !
যেন মনে প্রাণে মানি,—
লইতেছ কোলে টানি',
তোমারি সন্তান আমি, হে চির-মঙ্গল !

শোক

১

উঠিছে ডুবিছে তারাগণ.
জন্মিছে মরিছে কত মেঘ,
আসিছে শ্বসিছে সমীরণ —
প্রাণহীন কিবা নিরুদ্বেগ !

তেজোহীন রবি দিন দিন,
মসীঘন শশীর গহ্বর,
বার্দ্ধক্যে প্রকৃতি শোভাহীন,
ধরা—শুষ্ক পতিত প্রান্তর !

মৃত প্রিয়া। মৃত্যু সর্ব্বভুক্,
মৃত্যুর নাহিক কালাকাল ;
গেছে সুখ, নাহি ডরি দুখ,
জীবন ত শুধু ইন্দ্রজাল !

শূন্য—ওই শূন্য ছিন্ন করি,'
ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসি ধাতায়,—
'শূন্য হস্তে আছ শূন্য ধরি,'
সত্য সুখ দুঃখ কেন তায় ?

'সেই প্রেম—সে কি গো কুহক ?
এখনো নয়নে মনে ভাসে !
এই স্মৃতি—জীবন-শোষক,
এও কি শূন্যতা হ'তে আসে ?'

২

হে প্রিয়, ভাবিয়াছিলে,—হয়েছি কাতর
প্রিয়ার মরণে ;
তার কথা—দুটী কথা, কথা অবান্তর
কহিনু দু'জনে।

হয় ত একটী শ্বাস,—নহে দীর্ঘ স্পষ্ট,
ছিলে তুমি শুনি’ ;
বলেছিনু,—‘বড় কষ্ট !—কি এমন কষ্ট ?’
কথা গুণি’ গুণি’ ।

নহি শিশু, নহি নারী,—ছুটি দিশি দিশি
করিয়া ক্রন্দন ;
নহি নির্ব্বিকার-চিত্ত, জ্ঞানী, ভক্ত, ঋষি—
বিমুক্ত-বন্ধন ।

এ দুঃখ বরণ্যে ভূমা—জীবনের সাথী,
মরণ-সম্বল,
অসহ্য, অপরিহার্য্য,—বক্ষে দিবারাতি
জ্বলে যজ্ঞানল !

ইষ্টমন্ত্র কেহ যথা করে না প্রকাশ—
গুপ্ত অতিশয়,
নাহি রয় পবিত্রতা দৃঢ়তা বিশ্বাস,
সিদ্ধি নাহি হয় ;

ধরণী অন্তরে ধরে প্রচণ্ড অনল,
বক্ষে শষ্পভার ;
প্রকৃতির ধীর শ্বাস সুবাস-চঞ্চল,
প্রাণে হাহাকার ;

আকাশের ছায়া যথা সমুদ্র-হিয়ায়
রহে সদা পড়ি’—
তেমনি তাহার স্মৃতি বিবিধ মায়ায়
মনঃপ্রাণ ভরি’ !

উড়ে পাখী, স্রোতে যথা ক্ষুদ্র ছায়া তার
নিমেষে মিলায় ;
অন্য সুখ দুঃখ আজ হৃদয়ে আমার
আশ্রয় না পায় ।

এ নয়—কল্পনা, তর্ক, কবিত্ব-বিচার,
নিমেষের ভাণ ;
হয়েছি উন্মত্ত কি না—দুঃখ-ধারণার
নহে পরিমাণ ।

চক্ষে স্বপ্ন-কুহেলিকা, বক্ষে মরীচিকা,
মৃত্যুর তিমিরে—
নিঃশব্দে তাহার প্রীতি—দীপহীন-শিখা
ধুমাইছে ধীরে ।

৩

দুস্তর প্রান্তর—নাহি যেন শেষ,
যত চাই—যত চাই ;
নাহি তরু লতা, নাহি তৃণ গুল্ম,
ধরার সম্পর্ক নাই ।

ক্রোধ-তপ্ত বায়ু ছুটিছে আক্রোশে,
উড়িতেছে ধূলারাশি ;
তাম্র-তপ্ত রবি মধ্যাহ্ন-আকাশে
হাসিছে নিষ্ঠুর হাসি ।

নিঃসঙ্গ একক শুষ্ক ভগ্ন তরু
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া ;
একমাত্র তার দীর্ঘ শীর্ণ বাহু—
শূন্যপানে বাড়াইয়া !

আসে না মধুপ, বসে না বিহগ,
আসে না পথিকজন ;
আকাশের তলে দাঁড়ায়ে একাকী,
গত-সুখ-নিদর্শন !

শরতে আর সে হয় না সরস,
বসন্তে ফুল না ধরে,
বরষায় তার ঝরে না নয়ন,
নিদাঘে নাহিক মরে ।

আমি—আর আমি—জীবিত না মৃত !
জগৎ করিছে ধু-ধু ;
এক তার আশা—দীর্ঘ শীর্ণ আশা—
শূন্যে চেয়ে আছে শুধু !

৪

জীবনে চাহি না কিছু আর
সুধু তারে দেখি একবার,
একবার তার মুখখানি !
জ্বলুক—যতই জ্বলে প্রাণ,
করিব না কোন অভিমান,
হব, 'সুখে আছে' জানি' ।

জীবনে সে পায় নাই সুখ,
দুখে কভু ভাবে নাই দুখ,
রোগে শোকে হয় নি চঞ্চল ;
সরল অন্তরে, হাসিমুখে,
সকলি সহিয়াছিল বুকে ;
কাঁদিলে যে হবে অমঙ্গল !

বলেছি অনেক রূঢ় কথা,
দিয়েছি অনেক বুকে ব্যথা,
সকলি সয়েছে ভালবাসি' ;
অনাদরে ফাটিয়াছে বুক,
তবু ফুটে নাই কভু মুখ,
হাসিতে ঢেকেছে অশ্রুরাশি ।

পায় নাই যতন আদর,
তবু—তবু ছিল কি সুন্দর !
ইঙ্গিতের বিলম্ব না সয়—
প্রাণের মমতা যত্ন দিয়া
সব দুখ দিত মুছাইয়া,
দিত পদে পাতিয়া হৃদয় ।

সুখে দুখে ছিল চির-সাথী,
জগৎ-জুড়ান জ্যোৎস্না রাতি !
জীবনের জীবন্ত স্বপন !
আপনারে হারায়ে—হারায়ে
গিয়াছিল আমাতে জড়ায়ে,
প্রতিদিন অভ্যাস মতন !

পড়ে' আছে নয়নে নয়ন—
অসঙ্কোচে করি আলাপন ;
দেহে দেহ, নাহিক লালসা ;
হৃদে হৃদি, প্রাণে প্রাণ হেন—
অতি স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব যেন !
এক আশা ভাবনা ভরসা ।

ছায়া সম ফিরি' নিরন্তর,
কখন দিত না অবসর
বুঝিতে সে প্রেমের মহিমা ;

মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি আজ,—
তার প্রতি-দিবসের কাজ,
চলা, বলা, চাহনি, ভঙ্গিমা !

আহারে বসিলে, বসি' কাছে,
"খাও, নাও, কেন পড়ে' আছে ?"
কত তৃপ্তি, কত ব্যাকুলতা !
নিশায় চরণ-সেবা করি',
নিদ্রায় আনিত বলে ধরি' ;
প্রভাতে চরণে অবনতা।

যখন যা করেছি মনন—
আগে-ভাগে করি' আয়োজন,
অপেক্ষায় রহিত বসিয়া ;
ক্ষুদ্র দুখ, তুচ্ছ অনটন—
যখনি হয়েছি অন্যমন,
অমনি চেয়েছে নিঃশ্বসিয়া !

রোগে জাগি দ্বিপ্রহর রাতে—
শিয়রে বসিয়া পাখা হাতে,
নাহি নিদ্রা, নিমেষ নয়নে ;
স্বপ্নে যদি কভু কাঁদিয়াছি,
বলিয়াছে,—"এই কাছে আছি" ;
দেছে ঘর্ম্ম মুছায়ে যতনে।

ঘর দ্বার জগৎ সংসার,
সকলি—সকলি ছিল তার !
আমি নিত্য অতিথি নূতন ;
দিলে পাই, নিলে তুষ্ট হই,
গৃহ-পানে কভু চেয়ে রই—
অনায়াস দিবস কেমন !

দিত মনে কি ধীর উল্লাস !
দিত প্রাণে কি দৃঢ় বিশ্বাস !
		শোকে দুখে কি স্নিগ্ধ সান্ত্বনা !
কত শক্তি আপদে বিপদে !
কত শোভা গৌরবে সম্পদে !
		ভুলে ভ্রমে নীরব মার্জ্জনা !

আজ বুঝি,—আমি অপরাধী,
মর্ম্মে মর্ম্মে তাই এত কাঁদি,
		সহি নিজ পাপ-তুষানল।
অহঙ্কারে রুদ্ধ করি' মন,
করেছিনু প্রেম-সংযমন—
		খুঁজেছিনু ছলনা কেবল।

বলি নি, বলিতে ছিল কত !
লুকাইতে ছিলাম বিব্রত,
		লয়ে অভিমান রাশি রাশি ;
মন খুলে'—প্রাণ খুলে' তারে
বলি নাই কেন বারে বারে,—
		'ভালবাসি—বড় ভালবাসি !'

শূন্য-গৃহে বসে' আজ ভাবি,—
করেছি প্রেমের সুধু দাবী !
		সে দেছে সর্ব্বস্ব হাসিমুখে !
শূন্য-প্রাণে চেয়েছে কাতরে,
প্রেম-বিন্দু দেই নি অধরে !
		ম্লান-মুখ চাপি নাই বুকে !

ল'য়ে তুচ্ছ বাদ-বিসংবাদ
ফুরাইল জীবনের সাধ !
		অপ্রকাশ রহিল সকলি !

জীবনে সহজ ছিল যাহা,
মরণে দুর্ল্লভ আজ তাহা !
কে ক্ষমিবে ? সে গিয়াছে চলি'।

৫

নাহি সে উৎসাহ, আশা, কামনা, কল্পনা ;
আজ আমি মরণের ত্যক্ত আবর্জ্জনা।
শীতে যথা শুষ্ক সরঃ—পড়িয়া নীরবে,
কুয়াসা-দুর্গন্ধ-ভরা গলিত-পল্লবে।
উবে' গেছে সুখ শোভা সুরভি সুসার ;
রয়েছে শৈবাল পঙ্ক—যা নহে যাবার !

গিয়াছে রাখিয়া মোর কি দীন জীবন !
আসে না প্রভাতে আর নব-জাগরণ ;
পড়ে না মধ্যাহ্নে আর সে শ্রম-নিঃশ্বাস ;
হয় না সায়াহ্নে আর আপনে বিশ্বাস।
আসে যায় দিনরাত, সেই অবসাদ—
মানে, জ্ঞানে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে নাহিক আস্বাদ।

ধরা জুড়ে' পড়ে' আছে সুধু সেই দিন,—
সে ফুল্ল উজ্জ্বল চক্ষুঃ হতেছে মলিন !
চায়—চায়—তবু চায়, কি বলিতে চায়—
হৃদয়ের ভাষা তার অধরে মিলায় !
হাতে ধরি, বুকে পড়ি, মুখে রাখি কাণ ;
শীতল নিস্পন্দ দেহ, মুদ্রিত নয়ান !

মরণ-কালিমা দেহে, তবু কি সুষমা !
রাহুর কবলে যেন পূর্ণিমা-চন্দ্রমা !

কি মহিমা—কি ভঙ্গিমা—নির্ভয় হৃদয়
এখনি জাগিবে যেন মৃত্যু করি জয় !
কোথা তুমি—কোথা আজ, মৃত্যু-বিজয়িনী—
সর্ব্বার্থ-সাধিকে গৌরী শিবে নারায়ণী !

দিয়া তব রূপ-গুণ না হয় মরণে—
বাঁচিলে না কেন আর দু' দিন জীবনে !
সুধুই বুঝায়ে গেলে,— কি ছিলে আমার !
জীবনের সর্ব্ব-সুখ, জগতের সার !
না লইলে প্রেম-পূজা—প্রেম-প্রতিদান,
না করিতে আবাহন, দেবী অন্তর্দ্ধান !

মনে হয়,—ছুটে' যাই পিছে পিছে তব,
হউক না যত দুখ, সব দুখ স'ব ।
এক দিন—কোন দিন—যদি কোন কালে,
চোখে চোখে দেখা হয় মেঘ-অন্তরালে !
বলিব না কোন কথা, দুটী করে ধরি',
চেয়ে—চেয়ে মুখপানে র'ব বুকে মরি' !

৬

অজয়ে জিজ্ঞাসে দাসী,—"কোথা মা তোমার ?"
মুখপানে চেয়ে রয়,
মনে যেন হয়-হয় ;
"মা—মা—আমা(র) মা"—বলে বার বার ।
যেন ক্রমে ক্রমে বোঝে,
আঁখি চারি দিকে খোঁজে,
ক্রমে ফুলে' উঠে ঠোঁট, আঁখি ছল-ছল্ ।

"গিয়েছে মামার বাড়ী ?"
সায় দেয় মাথা নাড়ি',
আঁচল ধরিয়া বলে,—"চ(ল্)—চ(ল্)—চ(ল্) !"
"কোথা যাবে ? অন্ধকার—"
মানা নাহি মানে আর,
কাঁদিয়া লুটায় ভূমে,—সান্ত্বনা বিফল !

৭

গেছে নিশা ! দুঃস্বপ্ন অনিদ্রা ল'য়ে তার।
হৃদয়ে বাঁচিল যেন ফেলিয়া নিঃশ্বাস।
সেই পরিচিত গৃহ—সম্মুখে আমার,
ঘুমাইছে শিশুগুলি, মুখে স্বপ্ন-হাস।

ঝরে বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি, কভু বা ঝর্ঝরে ;
ছিন্ন ভিন্ন লঘু মেঘ ভাসিছে আকাশে ;
এখনো সুষুপ্ত গ্রাম—তরু-ছায়ান্তরে ;
স্তব্ধ মাঠে শ্রান্ত-পদে শূন্য দিন আসে !

অদূরে নধর বট, দূরে ত্রস্ত শিবা,
খসিছে হরিদ্র পত্র সিক্ত মৃত্তিকায় ;
এলায়ে পড়েছে লতা, সঙ্কুচিয়া গ্রীবা
ভিজিছে বায়স দুটি বসিয়া শাখায়।

জনহীন গ্রাম্য পথ কর্দ্দমে পিচ্ছল ;
গলিত বনজ-গন্ধে বায়ু ওতপ্রোত ;
অঙ্কুরিত ধান্যক্ষেত্রে 'কাণে কাণে' জল,
কোথা বা বুদ্বুদ উঠে, কোথা বহে স্রোত

ক্ষীণা সরস্বতী আজ দুই কূল ভরি'
পড়ে' আছে গতিহীনা হরিৎ-বরণা ;
ভাসিছে শৈবাল-দাম, ক্ষুদ্র তাল-তরী ;
বংশ-সেতু 'পরে ক্রৌঞ্চী মুদ্রিত-নয়না।

তীর-বেণু-বনে উঠে ভেক-কণ্ঠস্বর ;
ডাকিছে চাতক দূরে আসার-পিপাসী ;
সজল শ্যামল তৃণ, শ্যামল প্রান্তর ;
বৃতিপাশে শেফালিকা, মূলে পুষ্পরাশি।

ক্বচিৎ তড়িৎ-মুখে ম্লান হাসি লুটে ;
ক্বচিৎ বলাকা যায় নভঃতলে ভাসি' ;
ক্বচিৎ প্রভাত-আলো মেঘ ভেদি' ফুটে ;
ক্বচিৎ সমীর ছুটে গভীর নিঃশ্বাসি'।

সারা নিশা ঘুরিয়াছি কত গ্রহলোকে,
জন্মিয়াছি—মরিয়াছি কত শত বার !
কত শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—কত রোগে শোকে
খুঁজিয়াছি—মিলে নাই তবু দেখা তার !

৮

আবার দুঃস্বপ্ন সেই !—আবার পরাণ
জগতের দেহখানা জগতে ফেলিয়া,
ছুটিতেছে উর্দ্ধ-মুখে—উল্কার সমান,
রাশি রাশি বায়ুরাশি দু' হাতে ঠেলিয়া।

স্পর্শনে—ঘর্ষণে বায়ু উঠে জ্বলি' জ্বলি' ;
দাপটে—ঝাপটে মেঘ দূরে সরে' যায় ;
ছুটে' আসে অন্ধকার উচ্ছ্বসি' উচ্ছলি' ;
বিজলী অশনি শিলা পায়ে আছড়ায়।

হতেছে নিঃশ্বাস-রোধ—নাহি বহে বায়,
ঘুরে' ঘুরে' সরে' গেছে পদ হ'তে ধরা !
সম্মুখে অসহ্য সূর্য্য—ক্রুদ্ধ-নেত্রে চায়,
তরল প্রলয়-অগ্নি ক্ষত বক্ষে ভরা !

কত গ্রহ উপগ্রহ, বিচিত্র-দর্শন,
বিচ্ছুরি' বিবিধ বর্ণ ঘুরে নিরন্তর !
কোথাও দহন সুধু, কোথাও বর্ষণ,
কোথা গিরি, কোথা মরু, কোথা বা সাগর !

কোথা আমি !—ল'য়ে ক্ষুদ্র গ্রহ-পরিবার
চক্রবালে ক্ষুদ্র রবি ধীরে অস্ত যায়।
এ কি সেই ছায়াপথ—সম্মুখে আমার !
পড়ে মোর দেহচ্ছায়া তারায় তারায়।

ঊর্দ্ধে—ক্রমে ঊর্দ্ধে—কোথা কিছু নাহি আর,
সুধু করি অনুভব ঈষৎ কম্পন !
সুধু শূন্য – চির শূন্য—অসীম—অপার !
আলোক-আঁধার-হীন স্তব্ধতা ভীষণ !

কোথা তুমি প্রাণাধিকা !—প্রতিধ্বনি ছুটে,
কি তুমুল কোলাহল, শূন্য শতখান !
কোথা ফুঁসে, কোথা দুলে, কোথা ধ্বসে, টুটে !
চমকি তরাসে—দেখি দিবা অবসান।

৯

আসে সন্ধ্যা, মুখে ল'য়ে দুরন্ত ঝটিকা,
রাশি রাশি শুষ্কপত্র ঘুরে' উড়ে' যায়।
ডুবিয়া গিয়াছে রবি,—দুটী রশ্মি-শিখা
লুটিছে দিগন্ত-কোলে মৃত্যু-যন্ত্রণায় !

থর-থর উঠে মেঘ,—পড়ে মেঘ মেঘে ;
ছিন্ন ভিন্ন পিকদল নীড়-মুখে ধায় ;
মড়্-মড়ে অরণ্যানী কাতরে উদ্বেগে ;
ঊর্দ্ধ-পুচ্ছে গাভীকুল ছুটে গায় গায় ;

ঝোপে-ঝাপে তরুতলে আঁধার ঘনায় ;
ঝিকি-মিকি করে আলো নারিকেল-শিরে ;
হাঁকিছে—ডাকিছে সবে আপন জনায় ;
ফুলিয়া—ফুঁসিয়া নদী আছাড়িছে তীরে ।

দাপটে—ঝাপটে বায়ু ছাড়িছে হুঙ্কার,
ভাঙ্গে শাখা, পাড়ে চাল, তরু উপড়ায় ;
দেখিতে—দেখিতে ধরা মেঘে অন্ধকার,
তড়্-তড়্ ঝরে বৃষ্টি মুষল-ধারায় ।

উঠিতেছে চারি দিকে হাহাকার-ধ্বনি,
মেঘ হ'তে মেঘান্তরে ঝলসে বিজলী ;
কড়্-কড়্ মুহুর্মুহু গরজে অশনি ;
তরু-শির, গৃহ-চূড়া উঠে ধু-ধু জ্বলি' ;

মনে হয়,—পাই যদি ওই বজ্র-বল,
ধরারে গুঁড়ায়ে ফেলি ধূলার সমান !
ঘুচে' যায় শোক দুঃখ ভাবনা সকল,
নাহি রহে বিশ্বে আর জন্মমৃত্যু-স্থান !

১০

প্রভাত প্রশান্ত স্থির ;
সম্মুখে বিহগ-নীড়,
বিহগী পড়িয়া তরুমূলে,
খোলা চোখ, কাদা-মাখা পাখা দুটা তুলে' ।

অন্ধক শাবকগুলি,
জিহ্বা মেলি', মুখ তুলি',
নড়ে-চড়ে, চাৎকারে কাতরে—
প্রভাত-বায়ুর স্পর্শে, তরুর মর্ম্মরে।

হৃদয় কেমন করে,—
শিশুগুলি মনে পড়ে!
আশঙ্কায় ঘরে ছুটে' যাই,
চাপিয়া—চাপিয়া বুকে, মুখে চুমা খাই।

মরেছে তাহার দেহ,
মরে নি ত প্রেম-স্নেহ—
রেখে' যেন গেছে সমুদয়!
সেই ক্ষুদ্র সুখ দুখ আশা তৃষা ভয়।

তারি হৃদি হৃদে ধরি'
তারি গৃহকার্য্য করি;
প্রতি কার্য্যে স্মরি অনুক্ষণ,
মরমে মরমে কাঁদি, মুছি দু' নয়ন।

সদা কাছে কাছে রই,
কত হাসি, কত কই,
রাখি চোখে চোখে, কোলে কোলে;
কি করিলে তার কথা, তার শোক ভোলে!

তেমনি পাতিয়া কোল
দিতেছি আদর-দোল—
কত সুরে করি গুন্-গুন্!
দিন দিন স্নেহে আমি কত সুনিপুণ

ভালবাসি বুক পূরে',
তবু—তারা দূরে দূরে !
প্রাণ ভরে' তেমন না হাসে,
ঘুমায়ে—ঘুমায়ে তারে খোঁজে আশে-পাশে !

বকা-বকি ঘুষা-ঘুষি—
আমি যদি কভু রুষি,
এক জোটে সবে ওঠে কাঁদি' !
আমি শেষে অপরাধী—জনে জনে সাধি ।

১১

সুপ্ত গ্রাম । দ্বিপ্রহরা অমা-নিশীথিনী,
দৃঢ় আলিঙ্গনে তার মূর্চ্ছিতা মেদিনী ।
পথ ঘাট নদী মাঠ অরণ্য প্রান্তর
অভেদে মিশিয়া গেছে—কত দূরান্তর !
আলোকে ভূলোকে যেন ছিলাম হারায়ে,
আঁধারে আমারে পুনঃ পেতেছি কুড়ায়ে !
মৃদু-গতি হৃৎপিণ্ড, শিথিল শরীর ;
হৃদয় বাসনা-হীন, উদাস, গম্ভীর ।
জন্ম মৃত্যু, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কত মনে হয়,—
কি ভীষণ নর-ভাগ্য—চির-নিরাশ্রয় !
কাতর-অন্তরে ভয়ে ভাবি বারংবার,—
কোথা জীবনের শেষ—সমাপ্তি আমার !
বৃথা কূটবুদ্ধি, তর্ক, জ্ঞান-অভিমান !
কারণ-সাগরে সুপ্ত পুরুষ-প্রধান ;
জন্মিল স্বয়ম্ভূ-হৃদে সৃষ্টির কল্পনা,
কেমনে—কখন—কেন, হয় না ধারণা ।
কল্পনার পরিণতি—জন্মিল শকতি,
নাহি জানি,—অন্ধ কিংবা সংবেদ-সংহতি

সেই শকতির ক্রিয়া—এই ভূমণ্ডল,
দ্রষ্টা দৃশ্য উভ আমি—কর্ম্ম কর্ম্মফল।
অবরোহে জীব আমি, অধিরোহ-ক্রমে
লভিব ব্রহ্মত্ব শেষে—কত পরিশ্রমে!
নতুবা নিস্তার নাই,—জন্মি' বারংবার
হইবে সহিতে মোরে নিজ অত্যাচার!

অদূরে ডাকিল শিবা, চমকিল হিয়া,
পুনঃ ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ উঠিল জাগিয়া।
বক্ষে বিশ্বশোষী তৃষা—আজন্ম যন্ত্রণা,
কেন গণ্ডুষের লাগি' কাতর প্রার্থনা?
যে চক্ষে ডুবিছে বিশ্ব প্রলয়-তিমিরে,
কেন তারে রুদ্ধ করি ঘেরিয়া প্রাচীরে?
হে সত্তা—হে পরমাত্মা! এস একবার,
তোমায় আমায় হোক্ সম্বন্ধ-বিচার!
ঘুচে' যাক্ দেশ-কাল-পাত্রাপাত্র-ভেদ,
মিলনের সুখ-শান্তি, বিরহের খেদ!
যাক্—ঘটিকার শঙ্কু চিরতরে থামি'!—
সৃষ্টি নাই—স্রষ্টা নাই, নাই তুমি—আমি!

১২

অপগত মেঘ-আবরণ;
নির্ম্মল আকাশ আজি; উজ্জ্বল তারকা-রাজি—
নির্নিমেষ হসিত-নয়ন
শুভ্র সূক্ষ্ম মেঘগুলি হেথা-হোথা উঠে দুলি'—
অমরীর চঞ্চল গুণ্ঠন।
দেবতারা মূর্ত্তি ধরি' নামিছে আকাশ ভরি'!
সৌরভে আকুল সমীরণ।

আমি এই ক্ষেত্র তীরে, যুক্ত-করে, নেত্র-নীরে,
করি, দেবী, তোমারে বন্দন।

কর, মা গো, এ শোক মোচন!
মুছিয়া নয়ন-জলে হাসে ধরা ফুলে ফলে,
কাঁপে বুকে শ্যামল বসন।
পূজিতে ও রাঙ্গাপদ বিল-ভরা কোকনদ,
জবা-ভরা মালঞ্চ, অঙ্গন।
ঘরে ঘরে পুরাঙ্গনা দেছে দ্বারে আলিপনা,
পূর্ণ-কুম্ভ, পল্লব-গ্রন্থন।
পূজা-গৃহে, গ্রাম-মাঝে, বলির বাজনা বাজে,
মা মা ধ্বনি—শুভ সন্ধিক্ষণ!

মুহূর্ত্তেক—স্তম্ভিত ভুবন,
বসি' যেন যোগাসনে, অর্দ্ধ-নিদ্রা-জাগরণে,
হেরিছে তোমার পদার্পণ!
অর্দ্ধ-শশী অষ্টমীর, চিত্রে যেন আছে স্থির—
দিক্-প্রান্তে ছড়ায়ে কিরণ!
কি সম্ভ্রমে—কি আতঙ্কে— নত-জানু ভূমি-অঙ্কে,
সঘনে শিহরে প্রাণ-মন!
সে যেন গভীর শ্বাসে, ছায়া সম বসি' পাশে,
ম্লান-মুখ উপবাসে,
গল-বস্ত্রে—আমা সনে যাচে শ্রীচরণ!

১৩

শোকাচ্ছন্ন, পুরী-প্রান্তে শান্তির আশায়
ধীরে পাদচারে একা ভ্রমি সিন্ধুতীরে;
বিষণ্ণ সায়াহ্ন—দূর-দিগন্তে মিশায়,
ধরণী মলিনমুখী তরল তিমিরে।

সমীর অধীর কভু, কভু ধীর-শ্বাস ;
　　সরোষে আক্রোশে উর্ম্মি আক্রমিছে বেলা।
বিগত—বিশ্বাস ভ্রম সুখ দুঃখ ত্রাস ;
　　জীবনে মরণে আজ সম অবহেলা !

জমিছে পশ্চিমে তমঃ কুণ্ডলি'—কুণ্ডলি',
　　কাঁপিতেছে পূর্ব্বাকাশ—অপূর্ব্ব সুষমা !
বাজিছে মঙ্গল-শঙ্খ ; উচ্ছলি' উজ্জ্বলি'
　　উদ্ভাসি' বিচিত্র মেঘ, উদিছে চন্দ্রমা।

কল্‌-কল্‌, ছল্‌-ছল্‌, মত্ত অট্টহাস,
　　উদ্বেল উদ্দাম সিন্ধু পড়ে আছাড়িয়া।
কত আশা—কত ভাষা—কত অভিলাষ
　　আলোড়িয়া মর্ম্মতল উঠে ঘর্ঘরিয়া !

কি নীলিমা—কি অসীমা—ভঙ্গিমা হৃদয়ে !
　　মহিমায়—গরিমায় ভীষণ মহান্‌ !
বিমূঢ়—আনন্দে ভয়ে, সৌন্দর্য্যে বিস্ময়ে—
　　কি তুচ্ছ মানব-দুঃখ গর্ব্ব-অভিমান !

তরঙ্গে তরঙ্গে ছন্দ—শব্দ-আবর্ত্তন,
　　নাহি মাত্রা, নাহি যতি, অতৃপ্তি-বিহ্বল !
অনন্ত দুরন্ত বক্ষে অব্যক্ত ক্রন্দন—
　　ছন্দোহীন শব্দহীন স্পন্দন কেবল !

দূর গিরি—মেঘ সম মেঘে গেছে মিশি' ;
　　বায়ুর হিল্লোল মিশে সাগর-কল্লোলে।
চন্দ্রালোকে সুপ্ত ধরা, স্তব্ধ দশ দিশি ;
　　একা সিন্ধু—ক্ষুব্ধ দৈত্য, গর্জ্জে দৃপ্ত রোলে।

আকুলিয়া ক্ষণে ক্ষণে—সর্ব্ব মনঃপ্রাণ
আসিছে নয়ন-অগ্রে, ভাষা না কুলায় !
ওই সাগরের যেন আজীবন-গান
আছাড়িয়া পড়ি' কূলে নিমেষে মিলায় !

দীপিছে কম্পিত আলো দূর-স্তম্ভচূড়ে ;
উড়িছে তির্য্যক্-গতি সাগর-কপোত,—
এই জলে, এই স্থলে, এই কাছে—দূরে,
যেন শুভ্র চন্দ্র-কণা স্রোতে ওতপ্রোত ।

পুলকে ঝলকে প্রান্ত, শ্লথ নিদ্রালসে,
শুভ্র, নবনীল অভ্র স্তরে স্তরে পড়ি' ।
ক্বচিৎ তড়িৎ-ক্ষীণ ঈষৎ উল্লসে ;
কালো মেঘে আলো দিয়া শশী যায় সরি'

নীল—সুগভীর নীল—ফেনিল সাগর
তীরে রাখি' ফেন-রেখা সরে ধীরে ধীরে ।
ভাবিতেছি,—ইতি নেতি, জন্ম জন্মান্তর—
ধূসর দিগন্ত ধীরে মিলায় তিমিরে ।

আমি কি তোমারি ক্রিয়া, হে অন্ধ প্রকৃতি !
মুহূর্ত্ত-বিকার-মাত্র—ওই উর্ম্মি-প্রায়—
ল'য়ে ক্ষণ-সুখ-দুঃখ-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভীতি,
ফুটিয়াছি বিশ্ব-মাঝে অতি অসহায় !

বৃথা এই জন্ম-মৃত্যু, বৃথা এ জীবন
অদৃষ্টের ক্রীড়নক, সৃজনের ত্রুটী !
বিধাতার কোন্ ইচ্ছা করি সম্পূরণ
বাসনায় উচ্ছ্বসিয়া, নিরাশায় টুটি' !

আলোকে আঁধারে দ্বন্দ্ব পূরব-সীমায়—
নবীন জীবনে যেন জাগিছে জগতী !
জাগিছে ধূসর সিন্ধু নব-নীলিমায়—
সুদূর মন্দিরে বাজে মঙ্গল-আরতি ।

হে ধর্ম্ম ! হে দারুব্রহ্ম ! কেন কর্ম্মভূমে
জীবের অবোধগম্য মৃত্যু-পরিণাম ?
লোক হ'তে লোকান্তরে কামনার ধূমে
ছুটিছে কি ক্ষুব্ধ আত্মা—লুব্ধ অবিশ্রাম ?

এ নিত্য অদৃষ্ট-যুদ্ধে—নিত্য পরাজয়ে
গড়িতেছি স্বর্গ-রাজ্য—ভবিষ্য কল্পনা ;
সে কি, নাথ, দেবশূন্য ভগ্ন দেবালয়ে
মুমূর্ষু প্রদীপ-শিখা—বিফল বেদনা ?

দিন দিন এই সিন্ধু করে প্রাণপণ,
তবু ত বিস্তীর্ণ তীর দেয় ক্রমে ছাড়ি' ।
অস্থির বাসনা হ'তে, হে বিশ্ব-শরণ,
তেমনি কি দৃঢ় কূলে লহ মোরে কাড়ি' ?

১৪

যায়, দিন যায় ।
সে সুঠাম অভিরাম যৌবন কোথায় !
ক্রমে দৃষ্টি বিমলিন,
কেশ শুভ্র দিন দিন,
শোণিত উত্তাপ-হীন, বক্র ঋজু-কায় !
হে বসন্ত, বর্ষে বর্ষে
ধরারে সাজাও হর্ষে,
দিয়া নব পত্র পুষ্প, মৃদু মন্দ বায় !

সেই প্রেমে, সেই স্নেহে,
এস, এই জীর্ণ দেহে,
সে বিচিত্র বর্ণে গন্ধে ছন্দে সুষমায়
যায়, দিন যায়।

যায়, দিন যায়।
সে নির্ম্মল সুকোমল হৃদয় কোথায়!
খুঁজে খুঁজে নিজ হিত—
দিন দিন সঙ্কুচিত,
দিন দিন কলঙ্কিত স্বার্থ-তাড়নায়।
হে কবিত্ব, এস ঘুরে'
এ বার্দ্ধক্য ভেঙ্গে-চুরে'—
শত গানে, শত সুরে, শত কল্পনায়!
ঘুচে' যাক্ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব,
ঘুচে' যাক্ ভাল-মন্দ,
ঘুচে' যাক্ জন্ম-মৃত্যু—প্রেম-মহিমায়!
যায়, দিন যায়।

যায়, দিন যায়।
সে ফুল ফোটে না আর—যে ফুল শুকায়!
কালস্রোত নাহি ফিরে,
পলি-রেখা পড়ে তীরে;
শুষ্ক পত্র ধীরে ধীরে মিশে মৃত্তিকায়!
কেন বসন্তের পরে
ডাকে পিক ভগ্ন-স্বরে,—
নাহি মিলে গানে সুরে তানে মূর্চ্ছনায়!
ভালবেসে ছিল এসে,
দেখি নাই ভালবেসে'—
আজি জীবনের শেষে ভাবিতেছি তায়!
যায়, দিন যায়।

১৫

ওই বহ্নি—ওই ধূম—ওই অন্ধকার—
বিগত জীবন-স্বপ্ন, কিছু নাই আর !

জীবন-প্রথম হ'তে ওই পথে ধাই—
কাহারো চরণ-চিহ্ন কূলে পড়ে নাই ।

কি ঘন-জলদে ঢাকা মৃত্যু-পরপার—
বায়ু না আনিতে পারে দূর-সমাচার !

তপন-কিরণে যায় সর্ব্ব বিশ্ব দেখা,
কোথা চির-মিলনের উপকূল-রেখা !

দুর্ভেদ্য দুস্তর শূন্য, ক্ষুদ্র-দৃষ্টি নর ;
ওই বহ্নি—ওই ধূম ! কিবা তার পর ?

১৬

শিশু আজ সন্ধ্যাবেলা দিবে না পড়িতে ;
ল'বে এই বই-খানা,
কিছুতে না মানে মানা,
কোনমতে পাতাগুলা হইবে ছিঁড়িতে ।
ছেঁড়া বই, ছেঁড়া পাঁজি—
কিছুতে সে নহে রাজি ;
হাঁড়ি, সরা, হাতী, ঘোড়া—চাই না তাহার ;
ছবি, তাস, বাঁশী, ঢোল—
তবু সেই গণ্ডগোল,
অবশেষে ঘা-কতক দিলাম প্রহার ।

কাঁদিতে কাঁদিতে দুষ্ট ঘুমা'ল এখন ।
এবার নিশ্চিন্ত বেশ
বই-খানা করি শেষ—
দিনে দিনে হইতেছে আদুরে কেমন !
প্রতিদিন মনে হয়,—
এত স্নেহ ভাল নয়,
অনিত্য মায়ায় মজি' ভুলি নিত্য কাজ ।
"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে—"
অক্ষর পড়িছে নেত্রে,
বুঝিতে পারি না অর্থ, থাক্ তবে আজ ।

নিঃশব্দে চুমিয়া—দিনু মুছায়ে নয়ান ।
ম্লান জ্যোৎস্না মুখে লোটে,
ঈষৎ বিভিন্ন ঠোঁটে
এখনো কাঁপিছে যেন ক্ষুব্ধ অভিমান !
ভিজা-ভিজা আঁখি-পাতা,
নেতিয়ে পড়েছে মাথা,
শ্বসিছে নিঃশ্বাসে কত অব্যক্ত বেদনা !
তুলিলাম বুকে করি',
নয়নে রয়েছে ভরি'
তার মৃত জননীর বিস্মৃত প্রার্থনা !

১৭

এখনো কাঁপিছে তরু, মনে নাহি পড়ে ঠিক,—
এসেছিল—বসেছিল—ডেকেছিল হেথা পিক !
এখনো কাঁপিছে নদ, ভাবিতেছে বার বার,—
ঢলিয়া কি পড়েছিল মেঘখানি বুকে তার ।

এখনো শ্বসিছে বায়ু, মনে যেন হয়-হয়,—
ছিল তরু-লতা-কুঞ্জ-তৃণ-গুল্ম ফুলময় !

এখনো ভাবিছে ধরা, নহে বহুদিন-কথা,—
আকাশে নীলিমা ছিল, ভূমিতলে শ্যামলতা !

এ রুদ্ধ কুটীরে মোর এসেছিল কোন্ জনা ?
এখনো আঁধারে যেন ভাসে তার রূপ-কণা !
মুরছিয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া উঠে মন,—
শয়নে তৈজসে বাসে কাঁপে তার পরশন !

এসেছিল কত সাধে, মনে যেন পড়ে-পড়ে,
পুরে নাই সাধ তার, ফিরে' গেছে অনাদরে !
কাতর-নয়নে চেয়ে—কোথা গেল নাহি জানি,
মরুর উপর দিয়া নব-নীল মেঘখানি !

কি ভাবিছে আমারে সে, কোথা বসে' অভিমানে !
আগে কেন বুঝি নাই,—সে-ও ব্যথা দিতে জানে !
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ঘুম, কেন গো স্বপন আর-
শীতের কুয়াসা ভাবে শারদ পূর্ণিমা তার !

১৮

গোলাপের দলে দলে পড়িয়াছে হিম-রাশি,
আদরে দুলায় শাখা প্রভাত-পবন আসি' ;
ঝরিতেছে হিম-ভার,
সরিতেছে অন্ধকার,
পাণ্ডুর অধরে তার ফুটিছে রক্তিম হাসি ।

ওগো, তুমি এস—এস, শ্বসিয়া সে প্রেম-শ্বাস !
কত দিন আছি বেঁচে'—ক্রমে হয় অবিশ্বাস !
এস, মৃত্যু-দ্বার ভাঙ্গি'
আকাশ উঠুক্ রাঙ্গি',
পড়ুক্ হৃদয়ে মোর তোমার হৃদয়াভাস !

আবার দাঁড়াও, দেবি, দৃষ্টি-মুগ্ধ করি' হিয়া,
নারীসম ভালবেসে সুখে দুখে আলিঙ্গিয়া।
কৈশোর-কল্পনা সম
জড়ায়ে জীবন মম,
আধ-স্বপ্ন-জাগরণে—জগতে আড়াল দিয়া!

১৯

তরল-আলোকে গেছে আকাশ ভরিয়া।
সাদা সাদা মেঘগুলি
ভেসে' যায় হেলি' দুলি';
সুবাস-শীতল বায়ু বহে শিহরিয়া।
কোথা সাড়া-শব্দ নাই,
সুধু শুনিবারে পাই,—
পুট্-পুট্ পাকা পাতা পড়িছে ঝরিয়া।

নিজ-মনে পড়ে আছে নিস্তব্ধ ধরণী;
গাছে পাতে ফলে ফুলে
নিটোল শিশির দুলে,
তৃণ 'পরে দেছে পাতি' শুভ্র আচ্ছাদনী।
শির 'পরে ক্ষুদ্রকায়
পিক এক উড়ে যায়,
অতি স্পষ্ট শুনা যায় তার পক্ষধ্বনি।

এখনো পড়ে নি আলো শাখায় শাখায়।
ফুলে ফুলে ঘুরে' ঘুরে'
প্রজাপতি যায় উড়ে',
চমকে সুবর্ণ-আলো হরিদ্র পাখায়।
আলো-ছায়া-কুয়াসায়
দূর-গ্রাম নিদ্রা যায়,
মন্দিরের চূড়া-চক্রে রশ্মি চমকায়।

অদূরে বহিছে নদী—সরিছে জুয়ার ;
নিঃশব্দে প্রবাহ সরে,
সিক্ত-তটে রেখা পড়ে,
চর-বালুকায় নড়ে আলোক-আঁধার।
দূরে ছোট ডিঙ্গি বেয়ে
জেলে যায় সারি গেয়ে,
পশিতেছে কাণে সুধু তীক্ষ্ণ কণ্ঠ তার

তরু-শিরে নব-পত্রে কিরণ দোদুল।
দূর মাঠে দেখা দিছে
গো-পাল, রাখাল পিছে ;
কুম্ভ-কক্ষে যায় বধূ, নয়ন চটুল।
ক্রমে সূর্য্য জ্বল্-জ্বল্—
পথে ঘাটে কোলাহল ;
চমকি' উঠিল মন—ভেঙ্গে গেল ভুল

২০

প্রকৃতি—জননী—জননী !
করিয়া তোমার স্তন-সুধা-পান
পরাণে জাগিছে নূতন পরাণ !
নূতন শোণিত, নূতন নয়ান,
নূতন মধুর ধরণী !

কি গভীর সুখ তোমাতে !
উদার পরাণ—নাহি পর কেহ,
উথলি' উছলি' বহিছে কি স্নেহ !
বিলায়ে ছড়ায়ে আপনারে দেহ—
কত কুড়াইব দু' হাতে !

কি মধুর গন্ধ বাতাসে !
নিশা সর্-সর্, বন মর্-মর্,
কাঁপিয়া ঝাঁপিয়া বহিছে নির্ঝর,
গ্রামে—গ্রামে—গ্রামে ওঠে কুহুস্বর,
স্বপনের স্তর আকাশে !

দেহ মনঃ প্রাণ শিহরে !
তরল আঁধার চিরি'--চিরি'—চিরি'
উষার আলোক ফুটে ধীরি ধীরি।
স্থির মেঘচ্ছবি—হিমালয়-গিরি,
রজতের রেখা শিখরে !

নয়ন আর যে ফিরে না !
ভুলে গেছে মন—আপনার কথা,
আপনার দুখ, আপনার ব্যথা ;
প্রাণ পায় যেন প্রাণের বারতা,
বুকে যে স্বপন ধরে না !

জলে ওঠে আঁখি ভরিয়া।
দেহে মিলে দেহ—পড়ে না নিঃশ্বাস,
প্রাণে মিলে প্রাণ-- মিটে না পিয়াস,
প্রেমে মিলে প্রেম, সুখে—দুখ-ত্রাস,
সে কি এল পুনঃ ফিরিয়া !

মিটে না—মিটে না পিপাসা !
ম্লান শশিকলা শ্বেত মেঘে পড়ি'—
তরুণ অরুণে কি রাঙ্গিমা মরি !
গিরি-শির হ'তে পড়ে ঝরি' ঝরি'
তরল অলস কুয়াসা !

ত্বলিছে ত্যুলোক আলোকে
জ্বল্-জ্বল্ জ্বলে ধবল শিখরী,
কত-না অমরা লুকান' ভিতরি !
কত-না অমর—কত-না অমরী
ধরা-পানে চায় পুলকে !

কি মধুর ধরা, আ মরি !
দূরে—দূরে গৃহ, চিত্রে যেন লিখা ;
চূড়ায় চূড়ায় ওঠে ধুম-শিখা ;
ফুল-ভূমে নাচে বালক বালিকা,
তৃণ-ভূমে চরে চমরী ।

গগনে কি মেঘ-কাহিনী !
বন-ছায়-ছায় উছলায় ঝরা,
তরু-লতা-গুল্ম ফলে ফুলে ভরা,
স্বর্ণ-শীর্ষ ক্ষেত্র—
দেছ যবে ধরা
আর ছাড়িব না, জননী !

২১

আবার এসেছি আমি তোমার নিকটে,
হে অসীম, হে অপার !
কি নীলিমা—কি বিস্তার—
কি সুন্দর—কি মহান্—উদ্বেগে দাপটে !
কি অস্থির সংক্রমণ !
কি গভীর আলোড়ন !
বিস্মিত—স্তম্ভিত আমি দাঁড়াইয়া তটে ।

নাহি দিবা-রাত্রি-জ্ঞান
অস্তমিত বিবস্বান্,
তুমি মত্ত আপনার প্রলয় নর্ত্তনে !

তরঙ্গ আছাড়ি' তীরে
কাতরে কাঁদিয়া ফিরে ;
ক্ষুব্ধ বায়ু হা-হা করে নিষ্ফল গর্জ্জনে।

উচ্ছ্বসিয়া—উল্লঙ্ঘিয়া,
সহস্র তরঙ্গ নিয়া,
সহস্র বাসুকি-ফণা ঘর্ঘর-নির্ঘোষে—
বক্ষে ফেন রাশি রাশি,
কি বিকট অট্টহাসি !
ধরারে ফেলিবে গ্রাসি' আহত সংরোষে !

এইখানে ধরা শেষ—
ধরার সংঘর্ষ-ক্লেশ,
জীবনে মরণে সন্ধি—লুপ্ত আত্ম-পর !
কম্পিত ভঙ্গুর তট,
মহাকাশ সন্নিকট,
সাগরে জলদ-বিম্ব—জলদে সাগর !

এই চির হাহা-রবে—
যেন আমি একা ভবে
হেরি মূল-প্রকৃতির হৃদয়-স্পন্দন !
পলকে পলকে হয়
কত-না উত্থান লয়—
কত অনির্দ্দেশ আশা, অস্ফুট স্বপন !

ওই দূর চক্রবালে—
রহস্যের অন্তরালে
আভাসে প্রকাশ পায়,—সে আদি-কিরণ !
কোথা—তুমি বিশ্বস্বামী !
কোথা—ক্ষুদ্র তুচ্ছ আমি !
কত তুচ্ছ—সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ !

সান্ত্বনা

১

সে সময়ে দিও দেখা !
নয়নে যখন ঘনাবে মরণ,
ধরণী হইবে ধূসর-বরণ ;
নয়নের তলে অতীত জীবন
স্বপনের সম লেখা !
পড়ে শ্বেতজাল শিব-নেত্র 'পর,
শিথিল শরীর, হিম পদ-কর,
আনাভি নিঃশ্বাস, কঠোর ঘর্ঘর—
সে সময়ে দিও দেখা !

পলাই—পলাই ভাঙ্গি' দেহ-কারা,
আছাড়ে হৃদয় উন্মদ পারা,
ডাকে পরিজন নাহি পায় সাড়া—
গভীর নিষুতি যাম ।
ভয়ে ভীত প্রাণ কাঁদিয়া কাতরে
শিরা-উপশিরা আঁকড়িয়া ধরে ;
দীপ নিবে-নিবে, সময় না নড়ে,
সবে করে হরিনাম ।

অতি নিরুপায়, কোথা ছিল পড়ি'—
আজীবন-স্মৃতি আসে হা-হা করি' !
প্রতি দিনে দিনে রহিয়াছে ভরি'
কি গাঢ় কলঙ্ক-দাগ !
নিজ পাপে তাপে অদৃষ্ট গড়িয়া
দেহ হ'তে আমি যাই বাহিরিয়া—
সে সময়ে কাছে দাঁড়াবে কি, প্রিয়া,
ল'য়ে চির-অনুরাগ ?

২

সতী,
মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি !
তুমি যাহে দেছ পদ—
সে যে ফুল্ল কোকনদ !
সে নহে শ্মশান-চুল্লী—ভীষণ-মূরতি।
মৃত্যু যদি নাহি হয়
প্রেম হ'তে মধুময়,
দিবেন কন্যারে মৃত্যু কেন বিশ্বপতি ?

তুমি চোখে মুখে হেসে,
উড়ায়ে আঁচলে কেশে,
চলে' গেলে নিজ দেশে অতি হৃষ্ট-মতি !
মানিলে না কোন মানা,
আমি কেন ভাবি নানা ?
চায় না দেখিতে বাপে কোন্ স্নেহবতী ?

কোন্ দিকে, কোন্ পথে—
চড়িয়া পুষ্পক-রথে
কখন চলিয়া গেলে তুমি দ্রুত-গতি !
চিতাধূম-অন্ধকারে,
বিষম শোকাশ্রু-ভারে,
তখন দেখি নি চেয়ে—ছিনু ছন্ন-মতি।

আজ—দেখি, মুছি' অশ্রুভারে,
তোমারে বরিয়া দ্বারে
ল'য়ে যান্ আগুসারে দেবী অরুন্ধতী !
দেববালা বেছে বেছে,
চরণে বিছায়ে দেছে,
মল্লিকা যূথিকা বেলা শেফালি মালতী !

আঁচলে নয়ন মুছে'
মাতৃলোক কত পুছে—
কত-না তারকা-দীপে করিছে আরতি !
অপ্সরী কিন্নরী কত
চামর-ব্যজনে রত,
অমর অমরী কত করে স্তুতি-নতি !

কমলা করুণা-ভরে
স্বর্ণ-ঝাঁপি দেন করে,
আদরে নয়ন দুটী মুছান ভারতী !
সম্ভ্রমে পরান শচী
পারিজাত-মালা রচি',
সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু পরান পার্ব্বতী !

শুভ সমারোহ হেন,
তবু যেন—তবু যেন—
তোমার সপ্রেম-দৃষ্টি খুঁজিছে জগতী !
আমি—রোগে দুখে শোকে,
গোধূলির ক্ষীণালোকে,
কর-যোড়ে করিতেছি মরণে মিনতি ।

৩

হে মরণ, ধন্য তুমি ! না বুঝে' তোমায়
বৃথা নিন্দা করে লোকে ;
জগতে—তুমি ত শোকে
অমর করিছ প্রেমে দেব-মহিমায় !
আজি মোর প্রিয়তমা
তব করে বিশ্বরমা—
ভাসিছে ইন্দিরা-সমা সৃষ্টি-নীলিমায় !

কিবা বর্ণ, কিবা গন্ধ,
কিবা সুর, কিবা ছন্দ—
জগৎ হতেছে অন্ধ প্রতি ভঙ্গিমায় ।
নাহি কায়া, নহে জায়া,
নাহি সে সম্পর্ক-ছায়া—
জাগে সুধু প্রেম-মায়া স্মৃতি-সুষমায় !
অতীত ঘটনা তুচ্ছ—
আজি কি পবিত্র উচ্চ !
গত-স্বপ্ন কি বিচিত্র মৃত্যু-অসীমায় !
কত স্বস্তি অনুপম
ঘুচায় বিরহ-ভ্রম !
কত স্বর্গ-পরিক্রম প্রতি লহমায় !
ধরার ঐশ্বর্য্য-আশে
আর না হৃদয় শ্বাসে,
সহি দুঃখ অনায়াসে প্রেম-গরিমায় !

৪

গৃহ-চূড়ে নর যথা সোপান বাহিয়া
উঠে ধীরে ধীরে—
এ জগতে নিরন্তর বাহি' শোক-দুখ-স্তর
উঠে কি মানব-আত্মা তোমার মন্দিরে ?

পদে পদে পরাজয়—অতি অসহায়,
অদৃষ্ট নির্ম্মম ;
এই অশ্রু, এই শ্বাস করে কি জড়তা-নাশ ?
দেয় কি নবীন আশ, নবীন উদ্যম ?

এই যে পশুর সম সতত অস্থির
প্রকৃতি-তাড়নে ;
এ মোহ-কলঙ্ক-লিখা— তোমারি কি হোম-শিখা,
দাহিয়া নীচতা দৈন্য উঠিছে গগনে ?

এই দর্প, অহঙ্কার, কু-চক্র, কু-আশা—
এ কি আরাধনা ?
এই কাম, এই ক্রোধ দিতেছে কি আত্মবোধ ?
লোভে ক্ষোভে হতেছে কি তোমার ধারণা ?

জগৎ-ভিতর দিয়া জগতের জীব
বুঝে কি তোমায় ?
এই পড়ে এই উঠে, এই হাহাকারে ছুটে—
পাপে অনুতাপে লভে দেব-মহিমায় ?

প্রবীণ জনক যথা শিশু-ক্রীড়া হেরি'
হাসিয়া আকুল—
অমনি কি দেহ-শেষে আমিও উঠিব হেসে,
স্মরি' নর-জনমের সুখ-দুখ-ভুল ?

জগতের পাপ-তাপ জগতেই শেষ—
কহ, দয়াময় !
উঠিয়া পর্ব্বত-চূড়ে, হেরি' ধরাতল দূরে—
পথের ত দুখ-ক্লেশ—ভ্রম মনে হয় !

৫

আর কেন বাঁধি তোরে—শিকল দিলাম খুলি' ;
কত বর্ষ অনভ্যাসে উড়িতে গিয়াছে ভুলি' ।
ঝাপটি' পড়িল ভূমে, ভয়ে কাঁপে পাখা দুটী ;
পুত্র-কন্যা দেয় তাড়া—করে ঘরে ছুটাছুটি ।

ল'য়ে গেনু গৃহ-শিরে অতি সন্তর্পণে ধরি',
সর্ব্বাঙ্গে বুলানু কর কত-না আদর করি' ;
ক্রমে সুস্থ, তুলি' গ্রীবা চাহিল আকাশ-পানে—
মুখরিত উপবন কূজনে গুঞ্জনে গানে।

স্ফুরিল কাকলী মুখে, সহসা উড়িল টিয়া—
উড়িছে—হরিৎ-পক্ষে স্বর্ণ-রৌদ্র আলোড়িয়া।
কি আলোক—পরিপূর্ণ! কি বায়ু—পাগল-করা!
প্রকৃতি মায়ের মত হাস্যমুখী মনোহরা!

ধায়—ছাড়ি' গ্রাম, নদী ; দূর মাঠে যায় দেখা,—
দিগন্তে অরণ্য-শীর্ষ—শ্যামল-বঙ্কিম-রেখা।
ল'য়ে শত শূন্য নীড় ডাকে ধরা অবিরত—
নীল স্থির নভস্তলে ভাসে ক্ষুদ্র মরকত।

চকিতে সরিল মেঘ—কোথা কিছু নাই আর!
চকিতে ভাতিল মেঘে অমরার সিংহদ্বার!
ঝটিতি মিশিল বায়ে মিলনের কলধ্বনি—
ত্রিদিব পেয়েছে ফিরে' যেন তার হারা-মণি!

এই মৃত্যু—এই মুক্তি! হে দেব, হে বিশ্বস্বামী!
আমিও ত বদ্ধ-জীব, আমিও ত মুক্তিকামী!
আমিও কি ফেলি' দেহ—বিস্ময়ে আতঙ্ক-হীন—
অসীম সৌন্দর্য্যে তব হইব আনন্দে লীন?

৬

ধর মোর কর!
সুখে দুঃখে লোভে অহঙ্কারে
যদি, দেব, ভুলিয়া তোমারে
যাই দূরান্তর!

রোগে শোকে দারিদ্র্যে সন্দেহে,
ভুলি' যদি তব পুত্র-স্নেহে
হই স্বতন্তর !
ধর মোর কর !

ধর মোর কর !
দেহ মন অস্থির সতত,
গড়িতে—ভাঙ্গিতে চায় কত
বিশ্ব-চরাচর !
বার বার পড়ি, উঠি, ছুটি,
কত চাই, কত তুলি মুঠি—
অতৃপ্তি-কাতর !
ধর মোর কর !

ধর মোর কর !
অবসন্ন দেহ মন আজ,
অসমাপ্ত জীবনের কাজ !
মৃত্যু-শয্যা 'পর—
শূন্য দৃষ্টি, শীর্ণ বাহু তুলি
কারে খুঁজি আকুলি' ব্যাকুলি' !
হে চির-নির্ভর,
ধর দুটী কর !

৭

কি স্বপন সুমধুর !
দূর—দূর—অতি দূর—
বৈকুণ্ঠের উপকণ্ঠে স্বর্ণ-অলিন্দায়
দিয়া ভর, একাকিনী
দাঁড়াইয়া বিষাদিনী !
হেরিছে কাতর-নেত্রে ধরিত্রী কোথায় !

নীলবাসে দেহ ঢাকা,
মেঘে ঢাকা শশী রাকা,
ঝলকে ঝলকে কিবা আভা উছলায় !
সবৃন্ত মন্দার তুটী
বাম করে আছে ফুটি' ;
সোনার আঁচল লুটি' পড়ে রাঙ্গা পায় ।

এলোকেশ বায়ুভরে
মুখে চোখে এসে পড়ে,
নত-মাথা কল্পলতা পড়ে তুলে' গায় ।
সন্ধ্যায় নলিনী মত
মুখখানি অবনত,
কাঁপে হিয়া তুরু-তুরু আশা-নিরাশায় ।

নিম্নে হিল্লোলিত ব্যোম,
কত সূর্য্য, কত সোম,
কত গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিয়া বেড়ায় ।
কোথা ধরা ? ধরা 'পর
কোথা তার ক্ষুদ্র ঘর ?
খুঁজিয়া না পায় আঁখি—জলে ভেসে যায় ।

আঁচলে মুছিয়া আঁখি,
করেতে কপোল রাখি',
আবার আগ্রহে কত চায়—চায়—চায় !
ওই না কন্দুক প্রায়
সে ধরণী দেখা যায় !
ওই না পূর্ণিমা-চাঁদ রৌপ্য-রেণু প্রায় !

পড়ি' ওই সেতুবৎ
তারকিত ছায়াপথ,
অবিশ্রাম মুক্ত-আত্মা আসে যায় তায় ।

অতি পরিচিত স্বরে
কেহ ডাকে সমাদরে,
কেহ স্নেহে এসে পাশে নীরবে দাঁড়ায়।

ছল্-ছল্ দু' নয়ানে
সে চায় সবার পানে,
কি ব্যথা বাজিছে প্রাণে—কে বলিবে তায়!
পড়ে শ্বাস গাঢ়তর,
দুখে লাজে জড়-সড়,
কাঁপে ম্লান বিম্বাধর—কথা না জুয়ায়।

[নহে শরতের বৃষ্টি,
এ যে গো তাহার দৃষ্টি—
কাঁপিছে অশ্রুর পিছে আশার কিরণ!
কি দীর্ঘ আমার প্রাণ—
করে হবে অবসান!
যায় দিন—যুগ সম, আসে না মরণ!]

সূর্য্য নয়, চন্দ্র নয়—
গোলোক আলোকময়
বিষ্ণুর প্রশান্ত স্নিগ্ধ নেত্র-নীলিমায়।
নহে মধু-ফুলবাস—
কমলার ধীর শ্বাস
বহিছে কি প্রেমানন্দে প্রেম-গরিমায়

নীল মেঘ নিরুপম
ছেয়ে আছে স্বপ্ন সম,
চপলা চেতনা-সম কভু শিহরায়

স্বর্ণগৃহ-চূড়ে-চূড়ে
নব ইন্দ্রধনু স্ফুরে,
ময়ূর ময়ূরী নাচে মণি-প্রস্তরায়।

কল্পতরু সারি সারি,
আলবারে কাঁপে বারি,
হরিণী অলস-আঁখি শীতল ছায়ায় ;
পারিজাতে সুধাগন্ধ,
আনন্দে ভ্রমর অন্ধ,
শাখায় শাখায় পিক মৃদু কুহরায়।

শূন্যে বাজে বীণা বেণু,
শষ্পভূমে কামধেনু,
ধূ-ধূ উড়ে স্বর্ণরেণু বিরজা-বেলায়।
দীর্ঘ নেত্র, দীর্ঘ ভুরু,
ক্ষীণ কটি, শ্রোণী গুরু,
দুলিছে তরুণী কত লতার দোলায়।

কত সুকুমার শিশু,
ফুল্ল পারিজাত-ইষু,
হেলে-দুলে হেসে-গেয়ে নাচিয়া বেড়ায় ;
কত যুবা, কত বৃদ্ধ,
কত ঋষি, কত সিদ্ধ
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া রজঃ আনন্দে গড়ায়।

[এ নহে প্রভাত-বায়,
এ যে বুক ভেঙ্গে' যায়—
আকুল নিঃশ্বাস তার, ব্যাকুল অন্তর !

প্রস্তরা—কার্ণিস্

আমি চিরদিন জানি,—
সে যে বড় অভিমানী !
সহিতে পারে না কভু প্রেমে অনাদর !]

কি মহান্—কি গম্ভীর—
প্রলয়-জলধি স্থির—
বিরাজে সর্ব্বতোভদ্র রুদ্র মহিমায় !
কি বন্ধুর—কি সরল !
কি কঠোর—কি কোমল !
পৌরুষে বিস্ময় ভয়, মোহ সুষমায় !

উত্তুঙ্গ শিখর-চূড়ে
গরুড়-কেতন উড়ে ;
নবগ্রহ নবদ্বারে গোপুর-মাথায় ।
গায়ে ফুল লতা পাতা,
কত-না কাহিনী গাথা ;
প্রাচীরে উদ্ভিন্ন মূর্ত্তি—নানা দেবতায় ।

মণ্ডপ সহস্র-দ্বারী,
রুদ্রকণ্ঠ স্তম্ভ সারি,
ঝলকে খিলান ছাদ নীল-মণিকায় ।
তলভূমি ঢাকা ফুলে,
ফুলের ঝালর ঝুলে,
ফুলের লহরী তুলে চারু বোধিকায় ।

যুগ্মে যুগ্মে নারী নর—
নত-জানু, যুক্ত-কর,
প্রেমে গদ-গদ স্বর, রাসলীলা গায় !

সর্ব্বতোভদ্র—বিষ্ণুর মন্দির বিশেষ । গোপুর—তোরণ ।
রুদ্রকণ্ঠ—ষোলপল-বিশিষ্ট স্তম্ভ । বোধিকা—স্তম্ভের শীর্ষস্থ কারুকার্য্য ।

বাজে শঙ্খ ঘন ঘন,
ফুটে পদ্ম অগণন,
ঘুরে চক্র সুদর্শন তড়িৎ-প্রভায় !

গর্ভগৃহে পদ্মাসন,
বসি' লক্ষ্মী-নারায়ণ !
বাক্য-মনঃ-অগোচর—নমামি তোমায় !
সৃজন-পালন-লয়
শ্রীপদে জড়িত রয়—
দেহি দেহি পদাশ্রয় শোকান্ধ জনায় !

৮

হা প্রিয়া—শ্মশান-দগ্ধা, হও পরকাশ !
ত্যজিয়াছ মর্ত্ত্যভূমি;
তবু আছ—আছ তুমি !
তুমি নাই—কোথা নাই, হয় না বিশ্বাস
এত রূপ গুণ ভক্তি,
এত প্রীতি অনুরক্তি,
সৃজনে যে পূর্ণতার নাহিক বিনাশ !

নয়—এ মরণ নয়, দু' দিন বিরহ !
আলোকে সু-বর্ণ ফুটে,
আঁধারে সুগন্ধ ছুটে ;
মিলনে নিঃশঙ্ক প্রেম—যত্ন অনাগ্রহ ।
বিরহে ব্যাকুল প্রাণ—
সেই জপ তপঃ ধ্যান,
সেই বিনা নাহি আন, সে-ই অহরহ ।

প্রতি কর্ম্মে—প্রতি ধর্ম্মে—উঠেছিলে, সতী,
উচ্চ হ'তে উচ্চতরে !
নিম্ন হ'তে নিম্নস্তরে
নামিতেছিলাম আমি অতি দ্রুতগতি
ক্রমে বাড়ে ব্যবধান,
তাই হ'লে অন্তর্দ্ধান—
তোমারে স্মরিয়া যাহে হই শুদ্ধমতি !

হে দেব, মঙ্গলময়, মঙ্গল-নিদান !
তোমারে হেরি নি, প্রভু,
বিশ্বাস করি হে তবু,—
সর্ব্ব-জীবে সর্ব্ব-কালে দাও পদে স্থান।
তোমারি এ বিশ্ব-সৃষ্টি,
আলো-অন্ধকার-বৃষ্টি,
জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোক তোমারি প্রদান

ভাঙ্গিতে গড় নি প্রেম, ওহে প্রেমময় !
মরণে নহি ত ভিন্ন,
প্রেম-সূত্র নহে ছিন্ন—
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয় !
শোকে ধূধু হৃদি-মরু,
আছে তার কল্পতরু !
নেত্র-নীরে ইন্দ্রধনু হইবে উদয় !

তুমি নিত্য সত্য শুদ্ধ, তোমারি ধরণী ;
তোমারি ত ক্ষুদ্র কণা
আমরা এ প্রতি জনা,
শোকে দুঃখে ভ্রমে কেন পরমাদ গণি ?

ব্যাপি' সর্ব্ব-কাল-স্থান
তব প্রভা দীপ্যমান,
ব্যোমে ব্যোমে কম্পমান তব কণ্ঠধ্বনি !

দুরন্ত বাসনাবর্ত্তে সতত ঘূর্ণন—
নিরন্তর আত্মপূজা,
তোমারে না যায় বুঝা—
সৌভাগ্যে বিস্মৃতি ব্যঙ্গ, দুর্ভাগ্যে দূষণ ।
মলিন চঞ্চল মনে
যদি প্রভা পড়ে ক্ষণে,
বুঝিতে না দেয়—তুমি কত যে আপন !

অনাদি অনন্ত তুমি—অসীম অপার ।
আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি'
কত ভাঙ্গি—কত গড়ি,
করি কত সত্য-মিথ্যা নিত্য আবিষ্কার
নিজ সুখ-দুঃখ দিয়া,
তোমারে গড়িয়া নিয়া,
বসি তব ভাল-মন্দ করিতে বিচার ।

মাজিয়া আপন জ্ঞানে আপনা বাখানি ;
রোগে-শোকে ভাবি ডরে
জন্মি নাই মৃত্যু তরে—
যদিও এ জন্ম-মৃত্যু কেন নাহি জানি !
জানি,—মনঃ প্রাণ দেহ
নহে আপনার কেহ—
তোমারে তোমারি দান দিতে অভিমানী !

দাও প্রেম—আরো প্রেম, চির-প্রেমময় !
আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি,
আরো আত্মজয়-শক্তি—
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয় ;
জীবন—মরণ-পানে
বহে যাক্ সুরে গানে,
হোক্ প্রেমামৃত-পানে অমর হৃদয় !

ক্ষম' এ ক্রন্দন-গীতি—শোক-অবসাদ !
সে ছিল তোমারি ছায়া—
তোমারি প্রেমের মায়া !
তার স্মৃতি আনে আজ তোমারি আস্বাদ !
এখনো সে যুক্ত-করে
মাগিছে আমার তরে—
তোমার করুণা-স্নেহ, শুভ-আশীর্ব্বাদ ।

সম্পূর্ণ

বিবিধ

(গ্রন্থাকারে অমুদ্রিত ও সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত
বিবিধ কবিতাবলী)

অক্ষয়কুমার বড়াল

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৬৩

মূল্য চার টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত
১৬—১৬.৮.৫৬

সম্পাদকীয় ভূমিকা

আমাদের দেশে একটা কথা আছে, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি। কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্য-গ্রন্থাবলীর 'বিবিধ' খণ্ড ঠিক তাহাই হইল। তাঁহার জীবৎকালে মুদ্রিত পাঁচটি কাব্য 'প্রদীপ' 'কনকাঞ্জলি' 'ভুল' 'শঙ্খ' ও 'এষা' আমাদের গ্রন্থাবলীতে যথাক্রমে ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৫ ও ৯১ পৃষ্ঠার আকার লইয়াছে; 'বিবিধ' ১৩৬ পৃষ্ঠায় শেষ হইল। শেষ হইল বলা বোধ হয় ঠিক হইল না, সন্দেহ হইতেছে ঝড়তি-পড়তি এখনও কিছু থাকিয়া গেল। যদি সংস্করণান্তর হয় তাহা হইলে ইহাকে সম্পূর্ণাঙ্গ (exhaustive) করিবার চেষ্টা করিব।

'বিবিধ' খণ্ড গ্রন্থাকারে সম্পূর্ণ অপূর্বপ্রকাশিত। ১২৮৯ বঙ্গাব্দের (বয়স বাইশ, জন্ম ১২৬৭, ১৮৬০ খ্রীঃ) অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কবিতা "রজনীর মৃত্যু" মুদ্রিত হয়। ১৩২৬ সালের ৪ঠা আষাঢ় মৃত্যু পর্যন্ত 'কল্পনা' 'প্রচার' 'বাণী' 'বিভা' 'ভারতী' 'নব্যভারত' 'সাহিত্য' 'অর্চ্চনা' 'সুবর্ণবণিক সমাচার' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তাঁহার বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃত্যুর পরেও অনেক দিন পর্যন্ত অনেক অপ্রকাশিত কবিতা মাসিকপত্রে স্থান পাইয়াছিল। কবি জীবিতকালে সাময়িক পত্রে ইতস্তত ছড়ানো কবিতার সকলগুলিকে তাঁহার পাঁচখানি কাব্যে স্থান দেন নাই। এই পরিত্যক্ত কবিতাগুলি ও মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কবিতাগুলি এই সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। পরিত্যক্ত হইলেও এগুলি কম মূল্যবান নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি, "পান্থ" কবিতাটি তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হইয়াও গ্রন্থে স্থান পায় নাই; তাঁহার রচিত গাথা ও সঙ্গীতগুলির অধিকাংশের সেই অবস্থা। সঙ্গীতে অক্ষয়কুমার রাম বসু, শ্রীধর কথক, নিধু গুপ্তের উত্তরসাধক। নির্দিষ্ট সুর-তালে গাহিলে কেমন দাঁড়াইবে জানি না, কিন্তু প্রেম-বিরহের এই সকল গানের কথা অনবদ্য, বাংলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাইবার দাবী এগুলির আছে।

সকল সাময়িকপত্র ঘাঁটিয়া সব পরিত্যক্তদের যে আমরা সংগ্রহ করিয়াছি বলিতে ভরসা নাই, কাজেই ভবিষ্যতের ভরসায় রহিলাম।

এইগুলি ছাড়াও পরিষৎ অক্ষয়কুমারের উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে তাঁহার দুইখানি কবিতার পাণ্ডুলিপি-খাতা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রথমখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২২৪, দ্বিতীয়খানির ২৪৪। কবির মনস্তত্ত্ব ও লিখনপদ্ধতি যাঁহারা বিচার করিবেন তাঁহাদের পক্ষে খাতা দুইখানি অমূল্য। কবি একই কবিতা কতবার যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এখানে একটি শব্দ, ওখানে একটি পংক্তি বদল করিয়া লিখিয়াছেন, কত কবিতা আরম্ভ করিয়া শেষ করেন নাই, কত কবিতা সম্পূর্ণ ঢালিয়া সাজিয়াছেন, কত কবিতার সামান্য পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন, মুদ্রিত পুস্তকের পাঠের সহিত সেগুলির তুলনামূলক আলোচনা গবেষকেরা করিতে পারিবেন। আমরা 'বিবিধ' খণ্ড প্রকাশে এই খাতা দুইখানি যথাসাধ্য ব্যবহার করিয়াছি এবং স্থানে স্থানে মুদ্রিত গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ কবিতার সহিত তুলনার জন্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। দুই-একটি কবিতা যে দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই, জোর করিয়া তাহা বলিতে পারি না। মোটের উপর এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, এই 'বিবিধ' খণ্ডে সম্পূর্ণ অপূর্বপ্রকাশিত এবং বহু উৎকৃষ্ট কবিতা স্থান পাইয়াছে।

কবি তাঁহার 'ভুলে'র আর সংস্করণ করেন নাই, অথচ 'ভুলে'র বহু কবিতাকে ঢালিয়া সাজিয়া 'প্রদীপ' 'কনকাঞ্জলি' প্রভৃতি কাব্যের পরবর্তী সংস্করণে স্থান দিয়াছেন। কবির মনের গতি বুঝাইবার জন্য যেমন আমরা 'ভুল' সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি, পাণ্ডুলিপি-খাতা হইতেও তেমনি অনেক কবিতা গ্রন্থমধ্যে পরিবর্তিত আকারে পাইয়াও 'বিবিধ' খণ্ডে ছাপিয়াছি।

সাময়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলিকে কালানুক্রমিক ভাবে সর্বাগ্রে স্থান দিয়া খাতার কবিতাগুলি পরে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। শুধু একটি ক্ষেত্রে এই ধারার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে—"গাথা" অংশে "মনোরমা" খাতা হইতে ছাপিতে ছাপিতে নজরে পড়িল যে, উহা সাময়িকপত্রে ('নব্যভারত' ১৩০৬, বৈশাখ) মুদ্রিত হইয়াছিল। সুতরাং "রঘুনাথে"র পরেই ইহার স্থান হওয়া উচিত ছিল।

এই গ্রন্থের ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "ফুলে গানে প্রেমে" গানটির পাঠান্তর 'কনকাঞ্জলি'র ২৭ পৃষ্ঠায় "আমার এ কাব্যে" নামে বাহির হইয়াছে। 'বিবিধ' খণ্ডে ইহার উল্লেখে ভুল হইয়াছে।

অক্ষয়কুমারের দুইটি গদ্যরচনাও নজরে পড়িয়াছে: ১২৯৩ বঙ্গাব্দের 'কল্পনা' পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ) "বঙ্কিমচন্দ্র" এবং ১২৯৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা 'নব্যভারতে' "সুকুমার-বিদ্যা ও সমাজ" প্রবন্ধ। এগুলির পুনঃপ্রকাশ এই কারণে করিলাম না যে, কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যকীর্তিই আমরা ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছি, অক্ষম গদ্যরচনা নয়।

গ্রন্থমধ্যে যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহা খাতার তারিখ।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সূচী

পান্থ :

ওমায়ের অনুকরণ, অনুবাদ ও অনুসরণ ... ১

গাথা :

সতী ... ১৭
রঘুনাথ ... ২১
কল্যাণী ... ২৭
যশোর যুদ্ধ ... ৩৩
মনোরমা ... ৪৮
অপরিচিত ... ৫০
অভাগিনী ... ৫৪

কবিতা ও গান :

ভুল ... ৫৮
বিরহ-সঙ্গীত ... ৫৯
প্রেমান্তে ... ৬২
প্রেম-লীলা ... ৬৫
আহ্বান ... ৬৫
কৈশোরের প্রেম-চিন্তা ... ৬৫
দর্শনে ... ৬৬
মিলনে ... ৬৬
সমাজ-ভয়ে ... ৬৬
অভিমানে ... ৬৭
মিলনান্তে ... ৬৭
বিদায়ে ... ৬৭
প্রবোধে ... ৬৮
বিরহে ... ৬৮
বিরহান্তে ... ৬৯
বিরহে শিক্ষা-লাভ ... ৬৯
বহু পরে ... ৭০
পুনর্দর্শনে ... ৭০
পুনর্মিলনে ... ৭০
ঔ শান্তি ... ৭১

হেমন্তে	৭১
বিরহ-সঙ্গীত	৭২
নববর্ষে	৭৭
বিরহ-সঙ্গীত	৭৮
রমণী	৮৪
বিরহ-সঙ্গীত	৮৫
বিবাহোৎসব	৮৯
ছিল এ পিরীতি মম	৯২
আবাহন-গীতি	৯৪
গান	৯৪
গান	৯৫
আমি সে প্রণয়ী ?	৯৬
দাও—দাও	৯৬
স্বজাতি সম্ভাষণ	৯৭
বিরহে	৯৯
প্রকৃতি	১০০
For Sabitri Library's 8th Anniversary	১০১
গাঙ্গিনীর তীরে	১০১
চিন্তা	১০২
জগতে সবি কি শেখা ?	১০২
অকৃতজ্ঞ	১০২
ফুলের প্রতি মূল	১০৩
নিরাশা	১০৪
রাজনৈতিক বক্তৃতা শ্রবণান্তর	১০৫
নিমন্ত্রণে	১০৭
সমস্যা	১০৭
বেহারিলাল	১১২
দর্শনে	১১৩
থাকে মুক্তা সাগরের তলে	১১৩
অঞ্চলের বাতাস	১১৪
নয়নে নয়ন	১১৪
বিরহী	১১৫
কেন এত ফোটে ফুল ?	১১৬

অভিমান কেন নাহি প্রাণে ?	...	১২৯
হা বিধি !	...	১২০
বুঝা	...	১২১
চ'লে গেল, ছুঁয়ে গেল	...	১২২
সবাই গাহিছে যবে	...	১২২
দিয়েছিলে জ্যোস্না তুমি	...	১২৩
প্রৌঢ়	...	১২৪
এই পথ দিয়ে যাবে	...	১২৫
প্রেম-উপহার	...	১২৬
সমাজ-পীড়নে	...	১২৭
গান	...	১২৮
অগ্রসর	...	১২৮
মুহূর্ত্তের চিত্র তুমি	...	১২৯
প্রশংসার মাঝে	...	১২৯
রোগে যশাকাঙ্ক্ষা	...	১৩০
সমালোচকের প্রতি	...	১৩১
দেখ	...	১৩২
উপহার	...	১৩২
নহে নহে সুখ ইহা	...	১৩৩
যাও যাও ফিরাও	...	১৩৩
স'রে স'রে পড়ে যবনিকা	...	১৩৪
গভীর গম্ভীর নিশা	...	১৩৪
এই প্রেম কে জানিত	...	১৩৫
উপহার	...	১৩৬
Poet's Simple Faith	...	১৩৬

পান্থ

[ওমারের অনুকরণ]

১

আর ঘুমায়ো না, পান্থ, মেলহ নয়ন।
প্রাচী-প্রান্তে ফুটে—ফুটে প্রভাত-কিরণ।
এলোকেশী নিশীথিনী পলায় তরাসে
অঞ্চলে কুড়ায়ে তার ছড়ান রতন।

২

কর্ব্বুরিত নীলাকাশ—প্রশান্ত সুন্দর;
মৃদুমন্দ গন্ধবহ সুবাস-মন্থর।
দেখ—দেখ আঁখি মেলি, আলোক-পুলকে
ঝলসিছে ধবলার সুবর্ণশিখর।

৩

কি শুভ কাকলিরব ওঠে চারিধারে।
পরিপূর্ণ তপোবন প্রণবে ওঙ্কারে।
চকিত চরণধ্বনি কত দেবতার
ইতস্ততঃ তরুতলে—ঘন অন্ধকারে।

৪

সাহসে করিয়া ভর, উঠ, ভীরু তুমি।
ধরা নয় দৈত্যাবাস—দেবপ্রিয়ভূমি।
হয় তো পাষাণ-দৃঢ় আবরণ তার,
সরস করে নি হৃদি এত নদী চুমি'?

৫

কি জবাকুসুম-দ্যুতি গগনে উছলে।
জগত উঠিল জাগি কলকোলাহলে।

মন্দিরে মন্দিরে বাজে মঙ্গল-আরতি—
কেন তুমি ম্লানমুখী গতস্বপ্নচ্ছলে ?

৬

সরিছে কুয়াসা ধীরে, ঝরিছে শিশির,
হে পান্থ, উন্মুক্ত মম হৃদয়-মন্দির।
এস, বস অন্তরালে পূত ধৌত এবে,
নাহি দিবা-খরদৃষ্টি, নিশীথ-তিমির।

৭

শুষ্ক বৃক্ষে মুঞ্জরিছে কত না মুকুল,
শুষ্ক খাতে প্রবাহিছে কি স্রোত আকুল!
অমরীর শ্বেতাঞ্চল চঞ্চল আকাশে,
নরদেহে অবতীর্ণ ঋষি-ঋভু-কুল।

৮

দেখ হৃদি-সিংহাসনে প্রেম মূর্ত্তিমান—
কি উজ্জ্বল স্নিগ্ধ দৃষ্টি, সহাস বয়ান।
সমস্ত জগত আজ পাদপীঠ ঘেরি
করযোড়ে ভক্তিভরে করে সামগান।

৯

ওগো, এস, মুছাইয়া দেই আঁখি দুটি—
নাহি জানি কত দূর হ'তে আস ছুটি।
নাহি জানি রবে তুমি কতক্ষণ আর,
জানি কিন্তু—যাবে যবে সর্ব্ববন্ধ টুটি।

১০

এমনি বসন্ত গেছে ল'য়ে ফুলদল।
নাহি সে মথুরাপুরী, নাহি সে কোশল।

নাহি সে বাল্মীকি ব্যাস, নাহি কালিদাস-
চঞ্চল জীবন অতি, মৃত্যু অচঞ্চল।

১১

পানপাত্র পূর্ণ কর, বিনষ্ট প্রভাস—
রেখে গেছে কিন্তু তার বিস্মৃতি-প্রয়াস
দেবতার সুধাপায়ী-অধর-চুম্বিত
অমরী-অধরদ্রাক্ষা এখনো প্রকাশ।

১২

'পান কর—পান কর, পুনঃ কর পান'
কি দেবভাষায় তন্ত্র করিছে আহ্বান।
এই জীর্ণ অহঙ্কার—ছিন্নবাস ফেলি'
এক শোষে জন্মাজন্ম কর অবসান।

১৩

ধর ধর হৃদি-পাত্র—একমাত্র রস।—
তিক্ত হোক—মিষ্ট হোক, চেতনা অবশ
পড়িবে কুদৃষ্টি কার, বিলম্ব ক'রো না
জগত ধূসর ক্রমে, নয়ন অলস।

১৪

এ বিলম্ব—মরীচিকা, মরণ মরুর,
পলে পলে খসে পাতা জীবন-তরুর।
দিবানিশি-দুই-পক্ষ বিস্তারি'—ছুটিছে
পলকে যোজন দূর সময়-গরুড়।

১৫

রজনীর প্রেমমালা বিচ্ছিন্ন প্রভাতে,
আর ফুটিবে না কভু শত বর্ষাপাতে।

অক্রূর সতত ক্রূর, ছলে লয় হরি'
বৃন্দাবন শূন্য করি বৃন্দাবন-নাথে।

১৬

কবে ধরা হবে স্বর্গ, কিংবা রসাতল,
দর্শনে বিজ্ঞানে কাব্যে চির কোলাহল
যে যাহার ভেরী তুরী বাজায় আপনি-
নগদে সন্তুষ্ট আমি, ধারে কিবা ফল!

১৭

নগর-প্রান্তরে চল, যেথা অরণ্যানী—
আকাশে বাতাসে কত করে কানাকানি
কি-রহস্য চুপি চুপি ভ্রমিছে ছায়ায়!
চমকি' পলায় ঝরা শুনি নিজবাণী!

১৮

নদী-কূলে তরুতলে দূর্ব্বাদলে বসি
তুমি বাজাইবে বীণা সুধীরে, রূপসী!
আমি সুধু চেয়ে রব মদিরা-আলসে—
সেই স্বর্গ—উঠে যাহে দেবত্ব বিকশি'!

১৯

সবে চায়। কেহ পায়, কেহ বা হারায়;
কারো জন্মে, কারো হাজে, আশা-বরিষায়;
বর্ষশেষে সযতন কৃপালু কৃষক
শুষ্ক ধান্যবৃক্ষমূলে আগুন লাগায়।

২০

প্রভাতে ফুটিয়া ফুল—হৃদয় খুলিয়া
সর্ব্বস্ব তাহার দেয় সমীরে ঢালিয়া।

আজীবন মধুকর করি আহরণ—
পড়ে থাকে মধুচক্রে সে মধু ভুলিয়া।

২১

ধনী যায় শ্মশানেতে—বাজে ঢাক ঢোল,
ছড়ায় সুবর্ণ, কত ক্রন্দনকল্লোল।
সেই অনির্দ্দেশ দেশে বংশখণ্ডে চড়ি
দুঃখী যায়—সেও পায় ধরণীর কোল।

২২

এক আসে আর যায়, কিবা তার খেদ।
ক্রমশঃ হতেছে গাঢ় মেদিনীর মেদ।
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে চরিছে গোপাল,
পাণ্ডবে কৌরবে আজ কিবা অবিভেদ।

২৩

কে বলিবে সত্য নয়—এ পলাশমূলে
অর্জ্জুনের তপ্তরক্ত নাহি আজ দুলে।
কে বলিবে সত্য নয়—ফুটে নাই আজ
সীতার সে পদ্মচক্ষু এ পদ্মমুকুলে।

২৪

দাও প্রিয়ে! মাধবীটি তুলিয়া শিরীষে,
কে মানিনী লুটে ভূমে অভিমান-বিষে!
স'রে এস, ঝরণাটি যাক—বহে যাক,
কত বিরহীর অশ্রু আছে আহা মিশে!

২৫

পানপাত্র পূর্ণ কর, বিলম্ব না সয়।
ঘুচুক অতীত দুঃখ ভবিষ্যত-ভয়।

আছে হাতে এ মুহূর্ত্ত—এ শুভ মুহূর্ত্ত,
এ মুহূর্ত্ত পরে কিছু নাহিক নিশ্চয়।

২৬

এই মুহূর্ত্তের পরে—কোন্ গ্রহদূরে
হয় তো কাঁদিব আমি কি করুণ সুরে।
কত যুগে কত কল্পে সে কাতরধ্বনি
কে জানে পৌঁছিবে কি না তব পুষ্পপুরে।

২৭

কল্য, অহো, গত কল্য করেছে প্রস্থান—
লইয়া বঙ্কিম মধু বিহারী ঈশান।
আজ আমি আছি যবে, জগত-চষকে
প্রাণপণে প্রাণ ভরি' করি সুধাপান।

২৮

কল্য, হা আগামী কল্য—দক্ষ বাজিকর,
বিছাবে শশ্মানে মম কুসুম-আস্তর
হবে কত নৃত্যগান! আর আমি—আমি—
কাঁপিবে না টলিবে না এ বক্ষ-পঞ্জর!

২৯

যাক তবে দূরে যাক ভূত ভবিষ্যৎ।
শূন্যে—মহাশূন্যে ঘুরে এ দৃঢ় জগৎ।
সত্য শুধু বর্ত্তমান, অসত্য সকলি,
সুধু সুধা—সুধু গান—সুধু তুমি সৎ।

('সাহিত্য,' বৈশাখ ১৩১১)

[ওমারের অনুবাদ ও অনুসরণ]

৩০

ঢাল'—তবে ঢাল' সুরা, ঢাল' হৃদি ভরি' ;
চরণ-মঞ্জীর তব উঠুক গুঞ্জরি'।
প্রেয়সী, নিচোল কষি', হাসি' হাসি' চাও—
প্রেম হোক্ বিশ্বব্যাপী—আপনা বিস্মরি'।

৩১

কহিও না কোন কথা,—অদৃষ্ট হাসিবে,
কি কথা বলিতে গিয়ে কি কথা আসিবে।
হয় তো কথার ভ্রমে সুধা হবে বিষ,
আমরণ আঁখিজলে হৃদয় ভাসিবে।

৩২

কাঁপুক অধরে তবে অব্যক্ত কামনা—
পলে পলে নব লীলা, নবীন ছলনা।
কত স্তব-স্তুতি-পূজা,—মেঘ নাহি সরে,
মেঘান্তরে করে নর স্বরগ-কল্পনা।

৩৩

অহো, যুগ-যুগ-শ্রম, জন্ম-জন্ম-আশ,
বিফল উদ্যম কত, প্রাণান্ত পিয়াস,
আকাশে বাতাসে ওই গভীর নিশ্বাসে—
খুঁজিছে কাতরে গত-জীবন-আবাস।

৩৪

উদ্যোগে প্রভাত গেল, জগত সজাগ,
গোলাপ কপোলে নাই সুষমা-সোহাগ।
শিশির শুকায়ে গেছে, বিন্দু বিন্দু ক্ষরি'
উবে যায় মদিরার সুগন্ধ সুরাগ।

৩৫

সে নবযৌবন কোথা—কি উৎসাহে মাতি'
কত মানী জ্ঞানী পিছে গেছে দিবা-রাতি।
ভূদেব কোথায় আজ, কেশব নীরব;
বিশ্বযোড়া মরণের বিশ্বযোড়া খ্যাতি।

৩৬

কোথা দ্রোণী, কোথা কৃপ, কোথা বিভীষণ!—
কাহার চরণে আমি লইব শরণ?
প্রতিদিন নব ধর্ম্ম, নব প্রচারক;
সত্য-মিথ্যা-পরীক্ষায় ফুরায় জীবন।

৩৭

পারিত গড়িতে যেই স্বর্গের সোপান,
গড়ি-গড়ি করি' কোথা করিল প্রস্থান।
যতটুকু আছে—তবে ততটুকু দাও,
প্রেম কভু নহে বিন্দু, সিন্ধু পরিমাণ।

৩৮

আজ যদি যায় দিন নয়নে নয়নে,
গতকল্য মধুময় হবে না কি মনে?
কে জানে—আগামী কল্য এই মত্ততায়
ঘুমাব না চিরস্বপ্নে—অনন্ত-শয়নে?

৩৯

যুড়ি' করপদ্ম দুটি কাতরে, ললনা,
আকাশের পানে চেয়ে কি কর প্রার্থনা?
জান না কি ওই শূন্য—আমাদেরি মত
সহিতেছে অবিরত অদৃষ্ট-তাড়না।

৪০

অস্থির গোলকে এই কেহ নহে স্থির,
সৃজনের শিরে শিরে বেদনা গভীর।
সমুদ্র আকুলি' উঠে, ভয়ে বায়ু ছুটে,
ফুটে পড়ে মর্ম্মজ্বালা ক্ষোভে ধরণীর।

৪১

সৃজন-মদিরা-পানে পূর্ণ মনোরথ
উলটি দেছেন শূন্য—পাত্র মরকত ;
কেবা কার তত্ত্ব লয়, কে জানে নিশ্চয়
নিদ্রিত না জাগরিত স্বয়ম্ভু শাশ্বত।

৪২

বিজ্ঞানের পঞ্চ ভূতে করিয়া ভ্রমণ,
দর্শনের ষড় অঙ্গ করিয়া দর্শন,
শ্রান্ত ক্লান্ত পথভ্রান্ত—মুছি ঘর্ম্ম আজ
জীবন-রহস্য-দ্বারে মূঢ় অকিঞ্চন।

৪৩

এত শোভা, এত আলো কি করে হেথায় ?
এত আশা ভালবাসা সবি কি বৃথায় ?
শোকে দুঃখে নিরাশ্বাসে—মনে প্রাণে আমি
গড়ি যে মঙ্গল-মূর্ত্তি, বরি কি মিথ্যায় ?

৪৪

হের ওই সূর্য্যমুখী চাহে ফিরে ফিরে,
চাতকী কাতরে ডাকে জলদ নিবিড়ে।
নতমুখী স্বর্ণলতা, তরু শীর্ণশাখা,
জননী বিদীর্ণবক্ষঃ লুটায় মন্দিরে।

৪৫

কে খুলিবে অদৃষ্টের চিররুদ্ধ দ্বার ?
কে করিবে নচিকেতা সমাধি-উদ্ধার ?
জীবনের চিরতর্ক কবে হবে শেষ—
ঘুচিবে স্থগিত স্রষ্টা, আধের আধার।

৪৬

চিরদিন আপনার আনন্দ-কিরণে
যে আত্মা ভ্রমিতে পারে গগনে গগনে,—
সে আত্মা—সে মুক্ত আত্মা অন্ধ পঙ্গু আজ,
পড়ি' জড়পিণ্ড সম জড়ের বন্ধনে।

৪৭

কি দুখ—ত্যজিতে দূরে জীর্ণ ছিন্ন-বাসে ?—
রাশি রাশি শুষ্ক পত্র উড়িছে বাতাসে।
মুঞ্জরিছে শাখা-অগ্রে শুভ্র কিশলয়,
বিহগের ভগ্নস্বরে বসন্ত উচ্ছ্বাসে।

৪৮

আমি যাব, কিবা তায় ? রবে তো ধরণী,
ল'য়ে রবি, শশী, তারা, দিবস, রজনী।
গোলাপে সুবাস দিয়া, বিহগে উল্লাস,
শিশুকক্ষে পতি-পার্শ্বে দাঁড়াবে রমণী।

৪৯

কার বিচারের কথা ?—কেন ভয় পাই ?
আসিবার কালে, প্রিয়, কিছু আনি নাই।
কাঁদিয়া এসেছি ভবে, কেঁদে যাব চলে,—
মুহূর্তের জলবিম্ব—মুহূর্তে মিলাই।

৫০

এ কি সত্য ?—পূর্ণজ্ঞান উঠিবেন রাগি'
অজ্ঞানের অক্ষমতা-অপরাধ লাগি' ?
ইহলোকে ভালবেসে পারি না ভুলাতে
পরলোক তরে হব কেমনে বিরাগী ?

৫১

লই নাই যেই ঋণ, জানি না যে ঋণ,
হইবে শুধিতে তাহা, কি আজ্ঞা কঠিন।
দাও নাই ভক্তি জ্ঞান,—এ কি অসম্ভব,
তাহারি পরীক্ষা তুমি ল'বে একদিন ?

৫২

আলোকে আঁধারে তুমি গড়িলে ভুবন,
জীবনে জড়ায়ে দিলে নানা প্রলোভন,
আমি যদি ভুলি পথ, সে কি মোর পাপ-
তোমার বিচিত্র স্বাদ করি আস্বাদন ?

৫৩

কেন গড়েছিলে পাপে পুণ্যের বরণে ?
কেন এত দিলে মোহ জড়ায়ে জীবনে ?
বিভ্রান্ত তোমারি ছলে,—কৃপাপাত্র তুমি,
কর ক্ষমা,—ক্ষমি আমি সর্ব্বান্তঃকরণে।

('সাহিত্য,' বৈশাখ ১৩১৮)

[ওমারের অনুবাদ ও অনুসরণ]

৫৪

একদিন কুম্ভকার-গৃহ-পার্শ্ব দিয়া
যাইতে, শুনিয়াছিনু,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া
কহিছে কর্দ্দম-পিণ্ড—নরকণ্ঠে যেন,—
"ধীরে, বন্ধু, বাজে বড়, মেরো না বাঁধিয়া।"

৫৫

শশব্যস্তে গৃহমধ্যে করিনু প্রবেশ;
বিবিধ মৃন্ময় পাত্র, মঞ্চে সমাবেশ।
গঠিত, চিত্রিত কেহ, কেহ ভগ্নদেহ,
কেহ বুঁদি, কেহ মুদি, কেহ অবশেষ।

৫৬

কেহ কহে,—"ভাঙ্গিও না, থাকুক্ এমনি।"
কেহ কহে,—"ভেঙ্গে গড়, ওগো গুণমণি।"
কেহ কহে,—"কে কুলাল? কাহার দুলাল?"
কেহ কহে,—"কার দোষ? গড়েছ আপনি?"

৫৭

কেহ কহে,—"তরু, লতা, সাগর, ভূধর—
সুন্দর জগতে এই সকলি সুন্দর।
আমি অসুন্দর কেন? গড়িতে আমায়
কাঁপিয়াছিল কি তবে বিধাতার কর?"

৫৮

দেখ ওই পানপাত্র চুম্বনের তরে
চেয়ে আছে মুখপানে কি আগ্রহভরে।
কে বিরহী—বুকে লয়ি অতৃপ্ত প্রণয়,
মুহূর্ত্তে মরিতে চায় অধরে অধরে।

৫৯

কত দিন স্বপনে বা অর্দ্ধ-জাগরণে
ভ্রমিয়াছি কত লোকে বিস্মিতনয়নে ;
পরিহরি' সর্ব্ব সুখ এসেছি ছুটিয়া,
যখনি মৃত্তিকা-রূপ ফুটিয়াছে মনে !

৬০

খুঁজি নাই উচ্চ পদ, যশঃ কিংবা জ্ঞান,—
'মদ্যপ' বলিলে,—ভাবি যথেষ্ট সম্মান।
ছিল কি দ্রাক্ষার মূল মোর মৃত্তিকায়,
বিধাতা নির্ম্মাণ-কালে পান নি সন্ধান ?

৬১

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—কাহারে না সাধি ;
সুরায় ডুবায়ে দেছি সর্ব্ব আধি ব্যাধি।
মৃত্যুকালে দেহ মোরে প্রক্ষালিয়া মদে,
নবীন দ্রাক্ষার তলে দিও গো সমাধি।

৬২

হে তার্কিক, থাক্ তব বিদ্রূপ-বচন,
কোন্ যুগে সৃষ্ট তুমি—আছে কি স্মরণ ?
শুকায়ে গিয়াছে রস, পানাধারে, প্রিয়,
সরস করিয়া লও নীরস জীবন।

৬৩

কে বলিল—মৃত্তিকায় হইব বিলীন ?
হয় ত মৃত্তিকা কিছু দিয়াছিল ঋণ ;
সুদে মূলে ফিরে দিতে কভু কি ফুরায়,
এই বিশ্বভরা প্রেম, জ্ঞান সর্ব্বাঙ্গীণ ?

৬৪

বাসনা—সহস্র-ফণা, খুঁজে বিশ্বময়,
কোথা সে কারণ-সিন্ধু—কার্য্যের আশ্রয় !
এই কি নিয়তি, বন্ধু,—শিক্ষা দীক্ষা বৃথা ;
ইচ্ছা এক, কর্ম্ম আর,—সর্ব্ব বিপর্য্যয় !

৬৫

হেরি জনপদ-প্রান্তে স্থির সরোবরে,
ভাবিতেছি শান্তি-সুখ কাতর-অন্তরে।
ভেদিয়া পর্ব্বত-গুহা, ক্ষুদিয়া ধরণী,
ছুটেছি—লুটিতে কিন্তু দুরন্ত সাগরে।

৬৬

প্রতিদিন মনে হয়,—শ্রেয়ঃপথে চলি
প্রতিদিন অনিচ্ছায় দেই আত্মবলি।
তুমি দেব ইচ্ছাময়, কর্ম্মভোগী নর—
ইচ্ছার বিচার নাই, কর্ম্ম কি সকলি ?

৬৭

তুমি হে বেতস-বুদ্ধি—জয়ী এ সংসারে ;
সুখে দুঃখে উঠ নামো—ভাগ্য-অনুসারে।
নির্ব্বোধ—উদ্ধত আমি, প্রতিঘাত দিয়া
ছিন্ন-ভিন্ন উচ্ছেদিত অদৃষ্ট-প্রহারে !

৬৮

থাক্ তর্ক, ঢালো সুরা। জীবন-পাশায়
প্রতি ক্ষেপে পরাজিত, আশায় আশায়
তবু খেলি প্রতিদিন সর্ব্বস্ব হারায়ে !
দেহে নয়,—মত্ত আমি দেহের নেশায় !

৬৯

হৃদয় দুর্ব্বহ অতি,—নহি আশা-হীন,
দুঃখের সোপান বহি' উঠি দিন দিন ;
একদিন সে মন্দিরে বক্ষে বক্ষঃ চাপি',
বুঝিব মানুষ কিংবা দেবতা কঠিন !

৭০

খুঁজিয়াছি, পাই নাই,—এইমাত্র দুখ ;
দুঃখের এ অন্বেষণ,—প্রেমের তো সুখ !
প্রেম নহে আহরণ,—চির অপব্যয়,
ইহ-পর-সর্ব্বকাল দিয়া সে মরুক ।

৭১

এ প্রেম কল্পনা শুধু ?—তনুহীন স্মর !
এ প্রেম উন্মাদ-রোগ ?—উন্মত্ত শঙ্কর !
এ প্রেম দীনতা নহে,—এ প্রেম মহান্,
মানিনী গোপিকা-পদে লুটে ব্রজেশ্বর !

৭২

যে হৃদে আছিল শোভা শত অমরার,
অমরী আসিত যেথা ছুটে বার বার ;—
তুমি, নারী, মৃদু হেসে, আঁখি-কোণে চেয়ে—
নিলে অনায়াসে লুটে সে হৃদি আমার !

৭৩

কখন যে এলো সন্ধ্যা,—ভাবিয়া না পাই ;
কেমনে সে মধু-ক্রমে ফিরে আর যাই !
সারাদিন বনে বনে, ফুলে ফুলে বুলে',
পিয়ে সুখ-দুঃখ-মধু, সে শকতি নাই !

৭৪

অস্ফুট-কৈশোরে সেই,—বসন্ত-প্রভাতে,
স্নিগ্ধ পুষ্প-গন্ধে, লোল-আলোক-সম্পাতে,
কি মদিরা দিলে ঢালি'! আনন্দে উল্লাসে
জগৎ উঠিল ফুলি' আশা-পদ্মপাতে।

৭৫

মধুর শরতে, বধূ,—প্রথম যৌবনে
কি প্রেম-মদিরা-পান চুম্বনে চুম্বনে।
মোহে না স্বপনে, চিত্রে কাব্যে না সঙ্গীতে—
কোথা দিয়া গেছে দিন—জানি না কেমনে।

৭৬

শীতের সায়াহ্নে আজ আঁধার আকাশ,
শূন্যমনে শুনিতেছি আপন নিঃশ্বাস।
নদী-পারে ডাকে চকা হারায়ে সঙ্গিনী,
শুষ্ক তরু-শাখে-শাখে কাঁদিছে বাতাস।

৭৭

বিশুষ্ক কমল-দল, পিক ভগ্নস্বর;
তরু শ্যাম-পত্র-হীন, অরণ্য ধূসর;
আসিছে দুরন্ত শীত, হে শ্রান্ত পথিক,
উঠ—উঠ, গৃহমুখে চল অতঃপর!

৭৮

নিশা ক্রমে হয় গাঢ়, ম্লান ধ্রুব-তারা
আর নাহি ঢালে তার মৃদু রশ্মিধারা।
অতি অন্ধকার পথ, হে অন্ধ পথিক,
কতদিন র'বে তুমি নিজ-গৃহ-ছাড়া।

৭৯

হে আত্মা, এ ভগ্ন-দেহে কি ভুঞ্জিবে আর ?
এখনো কি আছে আশা—সময় তোমার !
যে ফুল শুকায়ে গেছে, সে কি পুনঃ ফুটে—
জগতে বসন্ত যদি আসে শতবার ?

৮০

সম্মুখে দাঁড়ায়ে চির-অন্ধ বিভাবরী—
কি ফল বিলম্বে আর,—উঠি ত্বরা করি
সহায় সম্বল নাই, গেছি পথ ভুলে,
যেতে হবে বহুদূর,—দীর্ঘ পথ পড়ি' !

('সাহিত্য,' জ্যৈষ্ঠ ১৩২১)

গাথা

সতী

"তুমি নাথ, তুমি নাথ !" হয় না প্রত্যয়
ত্বরিতে ধরিল বুকে যদি স্বপ্ন হয়।
স্বপ্ন নয়, সত্য সেই আপনি দেবতা।
বহিয়া এনেছে মৃত্যু-মঙ্গল-বারতা !
নয়নে সে চিরস্বর্গ, চতুর্ব্বর্গ-ফল,
সেই সিন্ধু-বিধুনিত স্নিগ্ধ বক্ষঃস্থল।

"হে দেবতা !" রুদ্ধ কণ্ঠ স্ফুরে না বচন,
বিস্ময়ে আনন্দে ভয়ে প্রাণে মহারণ।
অবিরল অশ্রুজল—ধরা বাষ্পময়,
সবলে ধরিছে বুকে—অকূলে আশ্রয় !
সুদীর্ঘ জীবন যাপি সমুদ্র-উপরি
স্থলে যথা জলভ্রম কূলে অবতরি।

"কি দুর্দ্দিন সেই দিন—কেন নদীকূলে
গেছিনু আনিতে জল তব কথা ভুলে।
জীবনে করিনি পাপ—এক ভ্রম-পাপ
নারী-ধর্ম্মে বজ্রাঘাত—নরক-সন্তাপ।
ক্ষম দোষ দাসী আমি।" রক্তাক্ত কপাল।
"ইহকাল গেল, নাথ, রাখ পরকাল।"

"হায় রূপ—ছার রূপ—পাপরূপে ধিক্‌,
নারকী নরক দেখি পাগল-অধিক।
তরীতে তুলিল বলে চকিতে আমায়—
অনুনয় অভিশাপ ক্রন্দন বৃথায়।
ডুবিতে দিল না জলে, করিল বন্ধন—
আকাশে অশনি নাই, জগতে মরণ।

দিন নাই রাত নাই, নিত্য এ কাননে
প্রবোধিতে আসে চেড়ী নানা আভরণে,
কহে কত পাপ কথা। ও পদ স্মরিয়া
এখনো এ দেহে প্রাণ রেখেছি ধরিয়া।
এত দিনে, হে দেবতা, হলে কি সদয়!
মিলিল মরণমুখে হৃদয়ে হৃদয়!

পবিত্র কৃতার্থ দাসী, গৃহে যাও, স্বামী,
আশার অধিক ফল লভিয়াছি আমি।
আজি সে নির্দ্দিষ্ট দিন, পাপিষ্ঠ দানবে
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আলিঙ্গিতে হবে।
যাও প্রভু হাসিমুখে, বল দাও মনে,
লুটে না পূজার ফুল দানব-চরণে।"

সহসা খুলিল দ্বার, আলোক ঝকিল,
শুকাল বালার মুখ, নবাব দেখিল।

যুবক দাঁড়াল ফিরে স্থির নির্ব্বিকার,
বাম করে প্রিয়া-কটি, অন্যে তরবার।
নবাব ছুটিল পিছে, রোষে চক্ষু জ্বলে—
"নগ্ন করি দগ্ধ কর দোঁহে চিতানলে।"

২

রাজপথে জনতার পথ চলা দায়,
জ্বলিছে জ্বলন্ত রবি মধ্যাহ্ন-রেখায়।
আকাশ নিষ্কম্প স্থির, জগত নীরব,
নীরব নিস্তব্ধ সব, নড়ে না পল্লব,
প্রোথিত হইল দণ্ড, জনতা উদ্‌গ্রীব,
বাজে ঘন জয়ঢাক, ফুকারে নকীব।

নগ্ন করি দু'জনায়, দণ্ড-মধ্যস্থলে
ভিন্ন মুখে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে বান্ধিল শৃঙ্খলে।
কি সুন্দর!—শালতরু-বিশাল শরীর,
প্রতি স্ফীত ধমনীতে শোণিত অধীর।
নয়ন নাসিকা-লগ্ন, প্রসন্ন বদন,
"ভগবন্, তব ইচ্ছা হউক পূরণ।"

কি সুন্দরী!—রোমে রোমে রবিরশ্মি পড়ি—
আলোকে আলোকময়ী ধবলা-শিখরী!
কি সৌন্দর্য্য অচঞ্চল! যৌবন-মত্ততা
কূলে কূলে দেছে ঢেলে নিজ অকূলতা!
নাহি পাপ-অন্ধকার, প্রত্যেক শোণিমা
বিকাশিছে আপনার পবিত্র মহিমা!

সজ্জিত হইল চিতা, উদ্‌ভ্রান্ত জনতা
সভয়ে ছুটিল পিছে, এলো দুষ্ট তথা।

"কি প্রার্থনা, হে রূপসি!" সহচরগণ
হাসিল, ভাবিল কত বিরূপ বচন।
নতমুখী স্বর্ণলতা, রুদ্ধ আঁখিতারা,
কপোলে স্তনাগ্রে টুটে স্থূল মুক্তাধারা।

"কি প্রার্থনা, হে রূপসি!" "তোমার নিকটে
এই এক ভিক্ষা মম—মরণের তটে
আমায় মরিতে দাও পতিপদ চাহি।"
"আর কিছু?" ব্যঙ্গ হাসি। "কিছুমাত্র নাহি।"
"তাই হোক।" দিল বান্ধি করি মুখে মুখ।
জ্বলিয়া উঠিল চিতা—হোতা সর্ব্বভুক।

কি সুখ—পতির অঙ্গে দৃঢ় আলিঙ্গন।
জীবনের চিরসাধ প্রেম-উদ্‌যাপন।
সজল করুণ দৃষ্টি, সহাস অধর,
হৃদয়ে হৃদয়ে ভাষা অব্যক্ত সুন্দর।
কি চেতনা—কি সান্ত্বনা—যন্ত্রণা-মোহিত—
অস্থিতে পড়িছে অস্থি, শোণিতে শোণিত।

ধুধুধু জ্বলিছে চিতা, স্তম্ভিত জনতা,
অনলে দুলিছে কিবা কনকের লতা!
অন্ধ দৃষ্টি—তবু সেই কাতর নয়ন
অনলে খুঁজিছে যেন পতির চরণ।
দগ্ধ দেহ—তবু সেই স্থির ওষ্ঠাধর
প্রকাশিছে কত সুখ, কি প্রেম নির্ভর।

('সাহিত্য,' অগ্রহায়ণ, ১৩০৫)

রঘুনাথ

সন্ধ্যা—বরষার সন্ধ্যা, মেঘে অন্ধকার,
মৃদুমন্দ অবিশ্রান্ত ঝরে বৃষ্টিধার।
পথভ্রমে শ্রান্তদেহ, শুষ্ক উপবাসে,
রিক্তকরে রঘুনাথ গৃহমুখে আসে।

কোথা গৃহ ? আজি ঋণ-পরিশোধ-দিন,
গৃহস্বামী অর্থ লাগি কঠোর কঠিন।
পশারী মাসেক ঋণে রূঢ় দৃঢ়পণ,
প্রবঞ্চিতে নাহি চাই—অবস্থা ভীষণ।

এই কলি-রাজধানী—আলোকচ্ছুরিত,
আনন্দে উল্লাসে গর্ব্বে সদা মুখরিত ;
কামনার কামধেনু, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা,
ধনজনশুভস্থলী, দরিদ্র-বিমাতা।

বৃথা শিক্ষা, বৃথা দীক্ষা, বৃথা উচ্চ আশ—
থামিছে, ভাবিছে, কভু ফেলিছে নিশ্বাস।
চলিছে জনতারাশি ঠেসাঠেসি গায়,
দড়বড়ি কাদা দিয়া দ্রুত যান যায়।

চলিছে, পড়িছে মনে দূর বনগ্রাম—
তরুলতানদী-ঘেরা নিত্য অভিরাম।
চিররুগ্ন পুত্রকন্যা, শীর্ণ প্রণয়িনী,
পঙ্গু পিতা, অন্ধ মাতা, বিধবা ভগিনী।

নিত্য এই অনশন, ঋণ-নিপীড়ন,
প্রাণ কাঁদে ভিক্ষা মাগে,—সরে না বচন।
কি করিব, কোথা যাব, না দেখি উপায়,
মরিব—মরিব শেষে উদর-জ্বালায়।

ফিরিল, সেতুর পরে গেল ধীরে ধীরে,
লৌহদণ্ডে ভর দিয়া দাঁড়া'ল গম্ভীরে।
চলিয়াছে ভাগীরথী——ত্রিতাপহারিণী,
তরঙ্গিয়া কল্লোলিয়া বিপুলবারিণী।

করে মাথা, তীক্ষ্ণদৃষ্টে চাহিয়া নিশ্চল—
দেখিছে নদীর যেন কত দূরে তল।
শত বাহু বাড়াইয়া ডাকে উর্ম্মিরাশি—
"সর্ব্বদুঃখ-অবসান—দেখ হেথা আসি।

দিব তৃপ্তি, চির সুপ্তি, বল বাঁধ' মনে,
কে কার সংবাদ রাখে বিধির সৃজনে।
উর্ম্মিতে মিশিবে উর্ম্মি কিবা চিন্তা তায় ?"
চমকিল রঘুনাথ কণ্টকিত-কায়।

উন্মাদের স্বপ্ন সম সম্মুখে নগরী
বিকট আলোকে শব্দে স্তূপাকারে পড়ি।
মুখেতে নগররক্ষী ধরিল আলোক।
"জীবিত না মৃত আমি ? এ কি প্রেতলোক ?"

বুঝিল ; চলিল ; পথ ক্রমশঃ নির্জ্জন,
দূরে দ্বিপ্রহর-ঘণ্টা বাজে ঢন্ ঢন্।
ইতস্ততঃ নৃত্যগীত, সুরা-কোলাহল ;
"জীবন কি বিড়ম্বনা !"—বসিল বিকল।

"মৃত্যু নাই, অন্ন নাই, শরীর দুর্ব্বহ,
কোন্ অধিকারে তার দার-পরিগ্রহ ?
নিরন্ন জনক আনে কোন্ অধিকারে
নিরন্ন সন্তানদলে নির্ম্মম সংসারে ?

"নিরক্ষর গলগ্রহ অল্পায়ু বামন
জগতের কোন্ কার্য্য করিবে সাধন ?
পুণ্যচ্ছলে মূর্ত্তিমান পাপ দেয় দেখা—
শুভ্র বিধিপটে দিতে কলঙ্কের রেখা।

"নিরন্ন পতিরে বরে যে মূঢ়কামিনী
পলে পলে মরিবে না সে আত্মঘাতিনী ?
নিরন্ন পুত্রের সেই নিরন্ন জনক
জীবনে কি ভুগিবে না জীবন্ত নরক ?"

উঠিল, চলিল ; এক মদ্যপ বিহ্বল
রঙ্গ করি শ্মশ্রু ধরি হাসে খল খল।
বিরক্ত, চলিতে দ্রুত কর্দ্দমে লুটায়—
"একি দানবের দেশ, মানব কোথায় ?"

কর্দ্দমাক্ত সর্ব্বদেহ সিক্ত বৃষ্টিজলে,
ছিন্নবাস, ঘূর্ণদৃষ্টি, দীর্ঘপদে চলে।
"একি ? কর্দ্দমের স্তূপ ?" দাবিল চরণ।
অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, ঈষৎ কম্পন।

স্তম্ভিত-হৃদয় রঘু নিরুদ্ধ-নিশ্বাস,
একে একে সরাইল ছিন্ন বস্ত্ররাশ।
বাহিরিল দেহ এক জীর্ণ শীর্ণ অতি,
শুষ্ক রুক্ষ অস্থিসার কিম্ভূত মূরতি।

যেন মানবেরে চেয়ে বলেনি কখন,
ওগো, তোমাদেরি মত আমি একজন।
আমিও দারুণ ক্ষুধা উদরেতে ধরি,
আশার গভীর খাতে আমিও সন্তরি।

অন্নদন্তহীন বৃদ্ধ ছিন্নদৃষ্টে চাহি,
ঝরে স্থূল অশ্রুধারা শুষ্ক গণ্ড বাহি।
প্রকট পঞ্জরে বদ্ধ শুষ্ক বাহুদ্বয়,
আনাভি কম্পিত শ্বাস—কি যন্ত্রণাময়!

সম্মুখে করাল মৃত্যু—কিবা ভয়হীন,
এই মৃত্যু সেধেছিল যেন প্রতিদিন!
আশাস্বপ্নে বিরহিত সেই প্রিয় সনে,
মিলিতে এসেছে আজ বরষানির্জ্জনে!

"পিবে জল?" প্রসারিল বদনগহ্বর,
দিল দেখা বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা ভয়ঙ্কর!
সভয়ে হটিল রঘু, এ কি নরাকারে
পড়িয়া পিশাচ কোন গ্রাসিতে আমারে?

দিল জল, গড়াইয়া পড়িল দু'পাশে।
"কোথা গৃহ?" ত্যক্তদৃষ্টে চাহিল আকাশে।
"সকলেরি গৃহ ওই"—একি অন্ধকার—
স্তব্ধ ক্ষুব্ধ চির-অন্ধ অতল অপার!

"সবারি কি ওই গৃহ?" ক্রুদ্ধ রঘুনাথ।
"সুধুই কি জন্ম মৃত্যু শূন্যে যাতায়াত?
দয়াহীন মায়াহীন বিধাতৃবিহীন
সবারি কি ওই গৃহ?" দৃষ্টি শূন্যে লীন।

"সত্য বটে ওই গৃহ! জন্ম বিড়ম্বনা।
তোমার আমার শুধু দারিদ্র্য-সাধনা!
নিত্য হাহাকাররোলে ধরণী ধ্বনিত,
থাকিলে দুঃখীর বিধি অবশ্য শুনিত!"

সহসা বিকট শব্দ—'তস্কর পলায়।'
প্রাণপণে ছোটে এক দীর্ঘ দৃঢ়কায়।
বাধিল, পড়িল, পলে ছুটিল আবার,
পশ্চাতে তেমতি ছোটে জনতা চীৎকার।

নিমেষে নিস্তব্ধ সব, ত্রস্ত রঘুনাথ
গা ঝাড়ি উঠিল বসি—কিসে দিল হাত।
"স্থলী—স্বর্ণমুদ্রাস্থলী"—চক্ষে অগ্নি জ্বলে,
"চিরদিন-সংস্থান।" ধরিল সবলে।

"কি সুখ-ভবিষ্য অহো।" হৃদি আসে ঠেলি,
"কি সদর্পে যায় দিন, দিনে অবহেলি।
গৃহপূর্ণ ধনধান্য, মান্য দেশময়,
এ দারিদ্র্য দুঃখ কষ্ট স্বপ্ন মনে হয়।

"উঠ, বৃদ্ধ, উঠ উঠ, ছুট গো ত্বরিতে,
এ জীবনে পথে আর হবে না মরিতে।
দিব অন্ন, দিব গৃহ, দিব দাসদাসী,
প্রত্যয় কি নাহি হয়? দেখ অর্থরাশি।

"কি ভ্রূকুটি, কি ঘর্ঘর, একি আন্দোলন।
নহে পাপ-আহরিত, নহে হৃত ধন।
মূর্খ আমি—নাহি জানি কিবা পাপকাজ,
খুঁজিয়াছি আজীবন, লভিয়াছি আজ।

"উঠ, দাও স্কন্ধে ভর, বিলম্ব না সয়;
পাপ হয়, প্রায়শ্চিত্তে হবে পাপক্ষয়।
সহ নিত্য মেঘ-বৃষ্টি তপন-কিরণ,
লহ আজ বিধাতার করুণাবর্ষণ।...

"মৃত ! এ কি মৃত বৃদ্ধ ! সর্ব্বাঙ্গ শীতল !
হা বিধাতঃ !" দর দর ঝরে অশ্রুজল।
যুক্তকর, উর্দ্ধনেত্র, কর্দ্দমে আসীন,
"হা বিধাতঃ ! এই দেহ বহি প্রতিদিন।

"কার ভোগ অনুযোগ, কার আহরণ,
কার সুখ, কার দুঃখ, কার অনশন !
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, কে বাঁচে কে মরে !"
ফিরিল জনতা রক্ষী লইয়া তস্করে।

"উঠ উঠ !" চমকিল। "কই হৃতধন ?"
মুহূর্ত্তে মস্তিষ্কে দ্রুত বিশ্ব-আবর্ত্তন।
ম্লানমুখ পুত্র কন্যা, পিতা মাতা প্রিয়া—
শবমুখে ঘূর্ণদৃষ্টি পড়িল ঘুরিয়া।

অপগত মেঘজাল, নির্ম্মল আকাশ,
অতি পরিশ্রান্ত শ্বাস শ্বসিছে বাতাস ;
পড়িয়াছে চারি দিকে চন্দ্রিকা উজ্জ্বল ;
শব-মুখে চাহি রঘু পাষাণ-নিশ্চল।

সে রেখা-কুঞ্চিত ভাল প্রশান্ত সরল,
ভ্রূকুটি-বিকট দৃষ্টি নিস্তেজ সজল ;
শীর্ণ শুষ্ক ওষ্ঠাধরে অব্যক্ত কম্পন—
"পিতা—পিতা, তুমি—তুমি !" নিশ্বাস ভীষণ !

আছাড়ি পড়িল ভূমে। জনতা নীরব।
ধূমায়িত, ক্রমে অন্ধ, অন্ধকার সব।
"কই স্বর্ণ ?" দৃঢ়মুষ্টি, স্পন্দন-বিহীন ;
ঠেলিছে, টানিছে, দেহ তুষার-কঠিন।

('সাহিত্য,' বৈশাখ ১৩০৬)

কল্যাণী

১

"শুভলগ্ন বহি যায়!"—সত্বরে অমনি
সকলে সুবেশে রঙ্গে
বাহিরিল পাত্র সঙ্গে;
পুরাঙ্গনা উচ্চকণ্ঠে দিল হুলু-ধ্বনি।

উঠিল নৌবত বাজি খাম্বাজ নিখাদে,
দাঁড়াইল দিয়া সারি
দু'ধারে আলোকধারী,
হ্রেষিল ঘর্ষিল পদ তুরঙ্গ আহ্লাদে।

নিল মাতৃ-পদধূলি পিতৃ-অনুমতি।
চলে চতুরঙ্গ ঠাট,
বন্দী করে স্তুতিপাঠ,
কত রঙ্গ, কত নাট, কত রথ রথী।

পুড়িছে আতসবাজি, উড়িছে নিশান,
ঘন তূরী ভেরী নাদে,
গবাক্ষে গবাক্ষে ছাদে
স্মিতমুখ রমণীর উৎসুক নয়ান।

বিচিত্র খধূপ জ্বলে নয়ন ধাঁধিয়া।
মৃতা দয়িতার মাতা
মাটিতে খুঁড়িল মাথা,—
ঘুমন্ত দৌহিত্রীমুখ চুম্বিল কাঁদিয়া।

ঈশানে অদৃষ্ট অন্ধ বিদ্যুতে হাসিল—
হুহু হুহু মেঘদল
ছায়িল আকাশ-তল,
মুষলের ধারে জল রুষিয়া আসিল।

মুহুর্মুহু বজ্রপাত ঝটিকা-গর্জ্জন।
ছত্রভঙ্গ যাত্রিদল,
প্রাণভয়ে কোলাহল,
ছুঁড়ি আলো ফেলি বাদ্য করে পলায়ন।

ব্যস্তে সবে উপস্থিত কন্যকা-ভবনে
দীপে গঙ্গোদকে বরি
নিল পাত্রে করে ধরি,
বসাইল সমাদরে মহার্ঘ্য আসনে।

ক্রমে সুস্থ, পট্টবস্ত্র করে পরিধান।
সহসা আঙ্গিনা-পাশে
হেরিল, কাঁপিল ত্রাসে,
মৃত প্রণয়িণী-মূর্ত্তি যেন বিদ্যমান।

ভ্রম বুঝি, আঁখি মুছি চাহিল আবার।
সেই দৃষ্টি—অতি দীন,
সেই মুখ—বিমলিন,
সেই দেহ—অতি ক্ষীণ, অতি দীর্ঘাকার।

"শীতক্লিষ্ট পাত্র অতি,"—শ্বশুর প্রবীণ
জামাতারে সযতনে
সুচিত্রিত কাষ্ঠাসনে
বসাইল বেদী-অগ্রে অগ্নি-সম্মুখীন।

বসি কাষ্ঠমূর্ত্তি-প্রায়, দৃষ্টি ভয়ে স্থির।
সেই মূর্ত্তি ধীরে এসে
দাঁড়াইল দ্বারদেশে,
দুখে যেন ভেঙ্গে পড়ে—বহে না শরীর।

অনল ব্রাহ্মণ সাক্ষ্যে হ'লো অঙ্গীকার।
এলো রত্ন-বিভূষিতা
রূপে গুণে প্রশংসিতা
মন্থরা গম্ভীরা ধীরা সম্রাজ্ঞী ধরার।

বসি পাত্রী পাত্র-অগ্রে, মধ্যে হোমানল ;
সেই মূর্ত্তি ঘুরি যেন
সম্মুখে দাঁড়াল হেন,
ভিত্তি'পরে পৃষ্ঠ চাপি—নয়ন নিশ্চল।

মন্ত্র-অন্তে পুরোহিত নিয়া পাত্র কর।
স্থাপিল মঙ্গল-ঘটে ;
মূর্ত্তি এলো সন্নিকটে,
আপন বিশুষ্ক কর দিল তদুপর।

কন্যা-কর ল'য়ে পিতা প্রদানিতে যায়—
সহসা ঝটিকা এলো,
আলোক নিবিয়া গেল,
পুরোহিত অন্যমনে মালিকা জড়ায়।

স্তব্ধ অন্ধকার গৃহ—অতি স্তব্ধ তমঃ।
সুধু দুই আঁখি দিয়া
আসে দৃষ্টি ঠিকরিয়া,
দুই নীল অগ্নিশিখা—সর্পজিহ্বা সম।

না পড়ে নিশ্বাস কারো, না নড়ে বাতাস,
কোথা না গোধিকা নড়ে ;
সুধু রহি রহি পড়ে—
আনাভি ঘর্ঘরি এক গভীর নিশ্বাস।

ভয়ে বা বিস্ময়ে সবে অর্দ্ধ-অচেতন।
ভিতে ভিতে ছাদে ছাদে,
যেতে যেতে যেন বাঁধে,
শুষ্ক রুক্ষ হাসি এক—হাসি কি রোদন।

প্রাঙ্গণে অশ্বত্থ-শিরে পড়িল অশনি।
নারীগণ কেঁদে উঠে,
যাত্রিগণ ভয়ে ছুটে,
বাদিত্র বাজায় বাদ্য করি ঘোর ধ্বনি।

আলো ল'য়ে ছুটে ভৃত্য বিবাহ-মণ্ডপে।
বিস্মিত—গন্ধকধূমে,
পাত্র অচেতন ভূমে,
দীর্ঘ নর-অস্থিমালা দুলে চন্দ্রাতপে।

নিমেষে তন্দ্রার শেষে সকলে জাগিল।
কেহ স্পর্শে পাত্র-দেহ,
দেখিছে বা নাড়ী কেহ,
কেহ শিরে হানে কর, কেহ পলাইল।

২

নিশান্ত আকাশ—যেন পরিশ্রান্ত অতি;
প্রশান্ত দিগন্ত-গায়
শশী অস্ত যায় যায়,
অদূরে মন্দিরে বাজে মঙ্গল-আরতি।

একাকী, দুর্ব্বহ দেহ, দাঁড়ায়ে কল্যাণী।
আলিসায় দিয়া ভর,
কপোলে দক্ষিণ কর,
অসম্বদ্ধ কেশপাশ, ম্লান মুখখানি।

শূন্যদৃষ্টে শূন্যপানে চাহি অন্যমনা।
আর্দ্র পক্ষ ঝাড়ি—পাখী
হেথা হোথা উঠে ডাকি,
পত্রে পত্রে ঝরি—ভূমে পড়ে জলকণা।

ধীরে ধীরে তারাগুলি মিলাইয়া যায়।
দূরে প্রাচী মেঘপুটে
উষা যেন ফুটে ফুটে,
অধীর সমীর, নিশা পোহায় পোহায়।

নীরবে জননী আসি দাঁড়াল নিকটে,
চাহিল কন্যার পানে—
কি অব্যক্ত ব্যথা প্রাণে।
অশ্রু যেন পথহারা হৃদয়-সঙ্কটে।

চাহিতে পারে না আর বুকে টেনে লয়।
যেন শত বাহু দিয়া
রবে চির আলিঙ্গিয়া,
নামাইতে ভূমে আর সাহস না হয়।

আঁখিতে মিলিতে আঁখি নতমুখীবালা
হেরিছে তোরণ-পাশে
ছিন্ন তাঁবু জলে ভাসে,
লুটিছে কর্দ্দমে ধ্বজ-পত্র পুষ্পমালা।

বজ্রদগ্ধ ভগ্নতরু দাঁড়ায়ে প্রাঙ্গণে।
পোড়া আলো, ভাঙা বাদ্য,
পড়ি স্তূপাকার খাদ্য—
নিঃশব্দে কুক্কুর কাক নিযুক্ত ভোজনে।

লণ্ডভণ্ড বেদীমঞ্চ, ভগ্ন ঘট পড়ি।
ছিন্ন শামিয়ানা দিয়া
পড়ে জল গড়াইয়া,
আসন তৈজস বাস যায় গড়াগড়ি।

চমকি উঠিল বালা—বিগত রজনী
নহে তবে স্বপ্ন নহে।
অশ্রুস্রোত বহে বহে,
জনক আসিল ছুটে, কহিল—"বাছনি

হয়নি বিবাহ তোর। সম্প্রদান-আগে
কভু না বৈধব্য হয়—
এই কথা শাস্ত্রে কয়।"
জননীর ভাঙা বুকে আশা-ঢেউ লাগে।

বালিকা তুলিল মুখ। সমস্ত আকাশ
অরুণ-আলোকে হাসে,
শীতল সমীরে ভাসে
পিককণ্ঠ-কলকল কুসুম-সুবাস।

জনক চকিত ভীত, জননী বিহ্বল,
বজ্র যেন পড়ে মাথে;
দেখিল— কঙ্কণাঘাতে
সীমন্তে শোণিত-ধারা—সিন্দুর উজ্জ্বল।

('সাহিত্য,' বৈশাখ ১৩০৮)

যশোর যুদ্ধ

[সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুত নিখিলনাথ রায় বি. এল্. সম্পাদিত "প্রতাপাদিত্য" নামক উপাদেয় গ্রন্থের অন্তর্গত ঘটক-কারিকা অবলম্বনে এই কবিতাটি লিখিত হইয়াছে। ইহা তৃতীয় যুদ্ধ, এবং ত্রিদিবসব্যাপী। আমি যুদ্ধের বর্ণনা অন্যরূপ করিয়াছি, কিন্তু প্রত্যেক যুদ্ধের প্রত্যেক ফলাফল যথাযথ রাখিয়াছি। যাঁহারা ঐতিহাসিক প্রতাপকে দেখিতে চাহেন, তাঁহারা নিখিলবাবুর উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিবেন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ হইয়াছিল।—লেখক।]

১

কি সংবাদ—কি সংবাদ—জিজ্ঞাসিছে পরস্পর,
অতীব ব্যাকুল দৃষ্টি, অতীব কাতর স্বর।
সারা নিশা—সারা নিশা নৈর্ঋতে দিগন্ত-কোলে
আলোক-ঝলক-জ্বালা উঠেছিল জ্ব'লে জ্ব'লে।
সারা নিশা—সারা নিশা—গভীর কামান-ধ্বনি
আছাড়ি' ফাটিতেছিল গৃহচূড়া গণি' গণি'।
প্রভাত না হ'তে হ'তে জিজ্ঞাসিছে পরস্পর,
কি সংবাদ—কি সংবাদ—অতীব কাতর স্বর।

২

প্রভাত-মধ্যাহ্ন গেল, ধীরে অপরাহ্ণ আসে ;
বাল-বৃদ্ধ পথ চাহি', নারীগণ দ্বার-পাশে।
দেশে নাহি যুবা কেহ, কে আনিবে সুসংবাদ—
কে আনবে জয়ধ্বজা, সম্রাটের আশীর্ব্বাদ।
"খোল দ্বার, দুর্গরক্ষি! উঠ—উঠ—দুর্গশিরে,
দেখ দেখ, না না, দেখ, কেহ কি আসিছে ফিরে?
শুনিছ কি তূর্য্যনাদ? দেখিছ কি শুভ্র কেতু?
দেখিছ অরণ্য-প্রান্তে যমুনার দীর্ঘ সেতু?"

৩

আসে এক অশ্বারোহী—ছুটে অশ্ব উল্কা হেন,
ভূমে পদ স্পর্শে কি না, দেহ—দীর্ঘ গ্রীবা যেন।
সর্ব্ব অঙ্গে স্বেদপুঞ্জ, নিশ্বাসিছে ধূমরাশি,
থামিল, কাঁপিল, ভূমে পড়িল তোরণে আসি'।
চকিতে নামিল যুবা ছিন্নকেতু বাম করে,
"কি সংবাদ"—সর্ব্বকণ্ঠে জিজ্ঞাসে কাতর-স্বরে।
কি বলিবে—কি বলিবে, কথা না খুঁজিয়া পায়
কভু মৃত অশ্ব-পানে, কভু ভূমি-পানে চায়।

৪

ক্ষতদেহ, নতদৃষ্টি, যুবক জনতা-মাঝ,
শত দিকে শত কণ্ঠে—"কোথা—কোথা মহারাজ।
কোথা পুত্র—কোথা ভ্রাতা—কোথা বন্ধু—কোথা—পতি।
কোথা পিতা ?" মাতৃকক্ষে শিশুরা কাতর অতি।
"কেন তারা ফিরিছে না ? হয় নি কি রণশেষ ?
বল—বল বিবরিয়া সম্রাটের কি আদেশ।
সৈন্য চাই ?—অস্ত্র চাই ?—অশ্ব চাই ?—অর্থ চাই ?
পীড়িত ?—না ভীত তুমি ?—পলায়ে এসেছ তাই ?"

৫

আসিল নগরপাল, সস্নেহে ধরিয়া কর,
যুবকে লইয়া গেল শূন্য দুর্গ-অভ্যন্তর।
বসিল প্রবীণ-বৃদ্ধ—সবে যথাযথ স্থানে ;
কত না উদ্যমে যুবা কহিল কাতর-প্রাণে—
"বন্দী আজ মহারাজ।" চকিত—বিস্মিত-ভীত।
"না না—না না, সত্য কহ, চাহ যদি নিজ-হিত।"
ধীরে ধীরে, ক্রমে উচ্চে—ক্রমে বেড়ি' চারিধার,
সমস্ত নগরময় কি ভীষণ হাহাকার।

৬

"কুমার উদয়াদিত্য ?" "হত তিনি কাল-রণে।"
"সেনাপতি সূর্য্যকান্ত ?" "হত সর্ব্ব সৈন্য সনে।"
"প্রতাপ, মদন, রঘু ?" "তাঁহারা সকলে হত।
সব আশা—সব গর্ব্ব—মহারাজ-সনে গত।"
"না যুবক। মিথ্যা কথা। যাত্রাকালে মহারাজ
দেছেন নগর-ভার, আমরা রক্ষিব আজ।—
আমরা রক্ষিব দেশ, মুকুটে সাম্রাজ্যে বরি'।
বৃদ্ধ হই—ক্ষুদ্র হই, মৃত্যুরে নাহিক ডরি।"

৭

"হে দেব কেশব ভট্ট। পিতৃ-পিতামহগণ।
আমার জীবনে ইহা নহে ত প্রথম রণ।
মৌতলার জয়দীপ্তি—এ জয়-পতাকা ধরি'
আমি ল'য়ে এসেছিনু মহারাজে অগ্রসরি'।
মথিয়া আজিম-সৈন্য, দলি' শঠ ভবেশ্বরে,
এসেছিনু জয়গর্ব্বে এ জয়-পতাকা করে।
ভ্রাতৃহীন, বন্ধুহীন, খিন্নদেহ, শূন্যপ্রাণ—
আসিয়াছি; রাখ আজ ছিন্ন পতাকার মান।"

৮

কহিল কেশব ভট্ট,—"নহি রে পাষাণ-হিয়া,
করি নি ভর্ৎসনা তোরে, বল বৎস, বিবরিয়া।"
কহিল নগরপাল,—সপ্তপুত্রে নিঃসন্তান—
"হইয়াছে পরাজয়, হয় নি ত অপমান?"
কহিলেক দুর্গরক্ষী,—"আমি এই দুর্গস্বামী,
কে বা পুত্র—কে বা পৌত্র। এ দুর্গ রক্ষিব আমি।"
জননী বালকগণে পাঠাইল বীরবেশে,
দাঁড়াইল রচি' ব্যূহ নগর-তোরণে এসে।

৯

কহে যুবা,—"মানসিংহ—বাঙ্গালার সুবেদার,
হিন্দু নামে পরিচয়, হিন্দু-বিন্দু নাহি যার—
যবন-শ্যালকপুত্র, যবন-শ্যালক যিনি,
মৌতলায় দিলা হানা ল'য়ে সেনা অক্ষৌহিণী।
দ্বাবিংশ আমীর সঙ্গে, আর সঙ্গে কচুরায়,
গৃহভেদী, ছিদ্রান্বেষী, বিক্রীত যবন-পায়।
আত্মসুখী, মহাপাপী, মাতৃবক্ষ পদে দলি'
চায়—ঘৃণ্য অধীনতা—সম্পদ সম্ভ্রম বলি'।

১০

"প্রথম দিবস যুদ্ধে—মানসিংহ, কচুরায়
অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ রচি' আক্রমিল মৌতলায়।
ভীষণ গরুড়-ব্যূহ রচিয়া নয়ন-পলে
দাঁড়ালেন মহারাজ—সব্যসাচী, রণস্থলে।
বামে রুডা, সূর্য্যকান্ত, দক্ষিণে প্রতাপ, সুখ;
পশ্চাতে উদয়াদিত্য—অভিমন্যু হাস্যমুখ।
দক্ষিণে মদন মল্ল, বামে রঘু ভল্ল ধরি';
গর্জ্জিলেন মহারাজ,—'জয় মা যশোরেশ্বরি!'

১১

"বাজিল সমর-বাদ্য, ছুটিল সুতীক্ষ্ণ শর,
ছুটিল বন্দুকগুলি, ছুটে গোলা ভয়ঙ্কর।
ধূমাচ্ছন্ন রণস্থল, ছুটে রুডা দীপ্তরাগ,—
সম্মুখে দক্ষিণে ঘুরি' আক্রমিল পৃষ্ঠভাগ।
ছুটিল আমীরগণ, ফিরিল বিপক্ষ-গতি;
পুরোভাগ আক্রমিল সূর্য্যকান্ত ক্ষিপ্র অতি।
খড়্গে খড়্গ, ভল্লে ভল্ল, অশ্বে অশ্ব, গজে গজ,
আকাশ আচ্ছন্ন ধূমে, রক্তময় পৃথ্বি-রজ।

১২

"ছুটে মধ্যে 'রুদ্রকান্ত' শুণ্ড তুলি' হুহুঙ্কারি'—
ধূসর প্রলয়মেঘে বিশ্বজয়ী বজ্রধারী।
দক্ষিণে বিক্রমে রঘু, মদন আক্রমে বাম,
ছুটিছে—ফাটিছে গোলা বজ্রনাদে অবিশ্রাম।
ছুটিছে প্রতাপসিংহ পরিরক্ষি' পৃষ্ঠদেশ;
ভগ্ন 'ক্রমে' করে সুখা নবসৈন্য-সমাবেশ।
উদিছে উদয়াদিত্য যথায় নিবিড় রণ,
হুলিছে বিজয়-লক্ষ্মী—অদৃষ্টের সংঘর্ষণ।

১৩

"সহসা বিপক্ষ-পক্ষে উঠে উচ্চ হাহাকার,—
'হত সেনাপতি গাজি!' ল'য়ে চর্ম্ম-তরবার,
লুকায়ে কামান-ধূমে ছুটিল পার্ব্বত্য সেনা,
গভীর বর্ষায় যেন পদ্মার সমল ফেনা।
একত্র স্বতন্ত্র কভু, সম্মুখে, কভু বা দূরে;
পদাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, খড়্গাঘাত ফিরে ঘুরে।
মদন হানিল সর্পী মানসিংহে বার বার—
ছিন্ন গজ, ভূমিতলে বাঙ্গালার সুবেদার।

১৪

"মামুদ, আমীর, কচু—চঞ্চল বিহ্বল ত্রাসে,
রক্ষিবারে মানসিংহে ছুটিতেছে ঊর্দ্ধশ্বাসে।
ছুটে রুডা, সূর্য্যকান্ত, মিলিতে মদন-সাথে;
জর্জ্জর বিপক্ষ-সেনা প্রতাপের অস্ত্রাঘাতে।
পলাইল মানসিংহ, ছাড়ি' পঞ্চ ক্রোশ স্থান;
বাজিল বিজয়-বাদ্য—দিবা হ'লো অবসান।
আহতে পাঠায়ে গৃহে, দাহ করি' মৃত-জনে,
স্থানে স্থানে রাখি' রক্ষী, গেলা সবে ক্ষুন্নমনে

১৫

কহিল কেশব ভট্ট,—"তুমি বৎস ভাগ্যবান।
স্বচক্ষে দেখেছ তুমি ভারতের উপাখ্যান।
ধন্য মাতর্বঙ্গভূমি! সুধন্য প্রতাপাদিত্য!
অধীনতা-মহাপাপ যাঁর নামে ক্ষয় নিত্য।
দেশভক্তি-বীজমন্ত্র রোপিলেন যিনি আজ—
দেহে বটে বন্দী তিনি, হৃদয়ে রাজাধিরাজ।
বাঙ্গালী বলিয়া গর্ব্বে—সাহসে একতা-বলে
আবার দাঁড়াব মোরা এ ছিন্ন-পতাকা-তলে।"

১৬

"দ্বিতীয় দিবস-যুদ্ধে প্রত্যুষে ঈশ্বরীপুরে
বিরচিল মানসিংহ চক্রব্যূহ ক্রোশ যুড়ে।
সার্দ্ধ লক্ষাধিক সেনা, দ্বাদশ আমীরে আর ;
তুরঙ্গ-বাহিনী সহ মামুদ রক্ষিছে দ্বার।
রচিলেন মহারাজ ত্বরিতে মকর-ব্যূহ।
দক্ষিণ নয়নে রুডা, অন্যে সূর্য্যকান্ত গুহ ;
প্রতাপ মদন পক্ষে ; বক্ত্রে রঘু, পুচ্ছে সুখ ;
বক্ষে পুত্র, স্কন্ধে পিতা ;—তপন উদয়োন্মুখ।

১৭

"নমি' নবোদিত সূর্য্যে, রঘুরে ইঙ্গিত করি,
গর্জ্জিলেন মহারাজ,—'জয় মা যশোরেশ্বরি!'
বাজিল সমর-বাদ্য, গর্জ্জিল সৈনিকগণ,
ছুটিল সুতীক্ষ্ণ শর, বাধিল তুমুল রণ।
ছুটিছে—টুটিছে গোলা, ধূমে ধরা অন্ধকার,
দীর্ঘ-অসি-করে রঘু আক্রমিল ব্যূহদ্বার।
আবার হটিছে পিছে, পুনঃ আক্রমিছে বলে,
বার বার—একবার—ব্যূহদ্বার যদি টলে।

১৮

"পশ্চাতে প্রতাপ-সিংহ ল'য়ে রথ, ল'য়ে রথী,
রঘুরে আচ্ছাদি'—শর নিক্ষেপে মামুদ প্রতি।
কাঁপিতেছে ব্যূহদ্বার, রঘু লভিতেছে স্থান;
রক্ষিতে মামুদে, দ্রুত মানসিংহ আগুয়ান;
বর্ষিছে অজস্র শর প্রতাপে জর্জ্জর করি'।
রক্ষিতে প্রতাপে আসে সূর্য্যকান্ত অগ্রসরি'।
দক্ষিণ আক্রমে রুডা, মদন আক্রমে বাম,
ছুটিছে—ফাটিছে গোলা বজ্রনাদে অবিশ্রাম।

১৯

"প্রতাপ পড়িল রথে; রঘু প্রবেশিল ব্যূহ;
পার্শ্ব ভেদি' আসে রুডা, দ্বারে সূর্য্যকান্ত গুহ।
মামুদে বধিয়া রুডা, ধায় মানসিংহ প্রতি;
ছুটিছে রুডার পিছে কুমার তড়িত-গতি।
রক্ষিবারে মানসিংহে ছুটিছে আমীরগণ;
প্রবেশিছে ব্যূহমধ্যে বঙ্গসেনা অগণন।
বামে অবরুদ্ধ কচু যুঝিছে মদন-সাথ;
গজে রথে ভগ্নপার্শ্ব মথিছেন বঙ্গনাথ।

২০

"আক্রমিল মানসিংহে রঘু রুডা দুই দিকে।—
নির্দ্দয় বিজয়-লক্ষ্মী চেয়ে আছে অনিমিখে।
যুঝিছে বিপক্ষ-সেনা, যুঝিছে আমীরগণ;
যুঝে রঘু, যুঝে রুডা, যুঝে সূর্য্য প্রাণপণ।
স্তব্ধ গুলি, স্তব্ধ গোলা, সুধু চর্ম্ম-তরবার,
তোমর, মুদগর, ভল্ল,—বক্ষে বক্ষে, 'মার মার'।
পড়িল আমীরগণ; পড়িল অসংখ্য সেনা;
পড়িল ভূতলে রঘু;—তবু তট ভাঙ্গিছে না।

২১

"সন্ধ্যা সমাগত হেরি', মাত্র অর্দ্ধ সেনা নিয়া,
পলাইল মানসিংহ অরণ্য-আঁধার দিয়া।
বাজিল বিজয়-বাদ্য—মুরজ, ঝাঁঝর, ঝাঁঝ।
প্রতাপে রঘুরে চাহি' কহিলেন মহারাজ,—
'এই ভাগ্য—বীরভাগ্য—চাহে বীর প্রতিদিন,
স্বর্গ যার কাছে তুচ্ছ, কাল যার পদে লীন।'
আহতে পাঠায়ে গৃহে, দাহ করি' মৃত-জনে,
স্থানে স্থানে রাখি' রক্ষী, গেলা সবে ফুল্লমনে।"

২২

উঠিল কেশব ভট্ট করি' জয়-জয়-নাদ—
"জনম-ভূমির তরে কার না মরিতে সাধ?
দিয়া এই তুচ্ছ দেহ, দিয়া এই তুচ্ছ প্রাণ—"
গর্জ্জিয়া উঠিল সব,—"রাখিব মায়ের মান।"
কহিল নগরপাল,—"বৃথা দুঃখ, বৃথা শোক।
ভাঙ্গিছে—ভাঙ্গুক বক্ষঃ, প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ় হোক!
কত দূরে মানসিংহ—কত দূরে কচুরায়?
বল বৎস, শীঘ্র বল, সময় বহিয়া যায়।"

২৩

"তৃতীয় দিবস-যুদ্ধে পদ্মব্যূহ বিরচিয়া,
যশোর-প্রান্তরে আসি' অর্দ্ধলক্ষ সেনা নিয়া
দাঁড়াইল মানসিংহ; কচুরায় পুরোভাগে।
নির্ম্মেঘ গগনে সূর্য্য উদিতেছে রক্তরাগে।
রচিলেন মহারাজ সূচীব্যূহ তীক্ষ্ণমুখ,—
মুখে রুডা, পরে সূর্য্য; পশ্চাতে মদন, সুখ।
কুমারে রাখিয়া পার্শ্বে, বসি' রুদ্রকান্ত'পরি,
গর্জ্জিলেন মহারাজ,—'জয় মা যশোরেশ্বরি!'

২৪

"'বিমুখ যশোরেশ্বরী।' গরজিল কচুরায় ;
বিস্মিত বঙ্গজসেনা, পরস্পর মুখ চায়।
বিলম্বে অধীর রুডা, মহারাজ ক্রুদ্ধ অতি,
ছুটিল মন্দির-মুখে সূর্য্যকান্ত দ্রুতগতি।
কহিলেক মানসিংহ,—'কর রণ-পরিহার,
চল দিল্লীশ্বর-আগে, করিতেছি অঙ্গীকার,—
ক্ষমিব সকল দোষ, দিব চক্রপাল করি'।'
গরজিল কচুরায়,—'বিমুখ যশোরেশ্বরী।'

২৫

"কহিলেন মহারাজ,—'ধিক স্বার্থপরতায়।
কেমনে ভুলিলে তুমি অনারণ্যে, মান্ধাতায় ?
জন্মিয়া ইক্ষ্বাকুবংশে—যে বংশে জন্মিলা রাম,-
যাঁর পদরজে আজ এ ভারত পুণ্যধাম।—
ভুলি' সে দিলীপ, রঘু, ভরত, লক্ষ্মণ বলী—
বিদেশী—বিধর্ম্মি-পদে দেছ পুণ্য জলাঞ্জলি।
এসেছ দাসত্ব-গর্ব্বে,—ম্লেচ্ছ-পদরজ-ভালে,
স্বদেশী—স্বধর্ম্মী জনে বাঁধিতে দাসত্ব-জালে।

২৬

"'আর এই কচুরায়—কাপুরুষ, নীচচেতা—
মাতৃহত্যা-প্রেতযজ্ঞে তোমার প্রধান নেতা,—
আছে মাত্র স্বার্থজ্ঞান, নাহিক সম্মান-বোধ,
ছলে বা পরের বলে, চাহে পিতৃহত্যা-শোধ।
লুটিতে পরের পদে নাহি লজ্জা, ঘৃণা তার,
তবু নাহি আহ্বানিবে দ্বন্দ্বযুদ্ধে একবার।
হউক জঘন্য-ঘৃণ্য, তবু সে বাঁচিতে চায়।'
'বিমুখ যশোরেশ্বরী।'—গরজিল কচুরায়।

২৭

"হানিলেন মহারাজ রোষে ভল্ল লক্ষ্য করি' ;
হত অশ্ব, লম্ফ দিয়া কচুরায় গেল সরি'।
'আরে ভীরু কাপুরুষ!—কত দিন জীবে আর
এস তবে, মানসিংহ! দ্বন্দ্বযুদ্ধে একবার।
বিদেশীর প্রিয় ভৃত্য! স্বদেশীর চির-ভয়!
অস্ত্রে অস্ত্রে, বক্ষে বক্ষে, হোক শেষ পরিচয়।'
দাঁড়া'ল দু'পক্ষ-সেনা দু'ধারে কাতার দিয়া,
নির্ব্বাক, সাগ্রহ-দৃষ্টি, দুরু দুরু কাঁপে হিয়া।

২৮

"বাণেতে ঠেকিছে বাণ, গুলিতে ঠেকিছে গুলি,
গজ আক্রমিছে গজে হুহুঙ্কারি' শুণ্ড তুলি'।
এই বসে, এই উঠে, এই ছুটে, এই থামে,
হেলিছে—দুলিছে কভু, ঘুরিছে দক্ষিণে বামে।
এই কাছে—দন্তে দন্তে, শুণ্ডে শুণ্ডে আকর্ষণ ;
ওই দূরে—ফুৎকারিয়া শুণ্ড তুলি' গরজন।
হটিছে—আসিছে ছুটে,—সশৃঙ্খল শুণ্ডাঘাত—
ভগ্ন দন্ত, ছিন্ন তুণ্ড, সর্ব্ব অঙ্গে রক্তপাত।

২৯

"ওই দূরে—পরস্পরে হানিছে সুতীক্ষ্ণ তীর,
জর্জ্জর নিষাদী, নাগ ; জর্জ্জর উভয় বীর।
এই কাছে শূল শেল—ছিন্ন ধনু, চূর্ণ ঢাল,
বিচূর্ণ আমাড়ি-দণ্ড, ছিন্ন ভিন্ন লৌহজাল।
হানিতেছে অর্দ্ধচন্দ্র, সূচীমুখ, খরশান,—
বিদীর্ণ কবচ-লৌহ, ছিন্ন ভিন্ন শিরস্ত্রাণ।
ঝর ঝর ঝরে রক্ত, ঝর ঝর ঝরে স্বেদ ;
'রুদ্রকান্ত'—দন্তাঘাতে গজ-কক্ষ করে ভেদ।

৩০

"আছাড়ি' পড়িল ভূমে মানসিংহ অচেতন।
'জয়—জয় বঙ্গনাথ!' গরজিল সেনাগণ।
নামি' ভূমে মহারাজ, রুদ্রকান্ত-ক্ষতদেহে
আদরে বুলান হাত, কত না আদরে স্নেহে।
'জয়—জয় মানসিংহ!'—গগনে মধ্যাহ্ন-রবি;—
আহ্বানিল অসিযুদ্ধে আবার চেতনা লভি'।
দাঁড়াল দু'পক্ষ সেনা দু'ধারে কাতার দিয়া,
নির্ব্বাক, সাগ্রহ-দৃষ্টি,—দুরু দুরু কাঁপে হিয়া।

৩১

"কহেন মধ্যস্থ দ্বিজ,—'শুন যুগ্ম ধর্ম্মবীর।
হবে এই অসি-যুদ্ধে জয়-পরাজয় স্থির।
লবে সমদীর্ঘ অসি, লবে সমদীর্ঘ ঢাল;
বিরাম বিশ্রাম নাই, নাই ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাল।
নিঃসংশয় নাহি হয় এই রণ যতক্ষণ—
কেহ নিজ ক্ষত-অঙ্গে নাহি দিবে বিলেপন।
নিষিদ্ধ ইঙ্গিত ব্যঙ্গ, রবে সেনা স্থির ধীর।
ধর্ম্ম সাক্ষী, সূর্য্য সাক্ষী।' নমিলা উভয়ে শির।

৩২

"চক্র রচি' অস্ত্র দেখি' করি' দোঁহে সম্বর্দ্ধনা,
অসিতে স্পর্শিল অসি, ঝকিল তড়িত-কণা।
আক্রমিছে মানসিংহ পলে পলে প্রতিবার,
দুরন্ত দুর্দ্ধর্ষ বেগ—বিলম্ব সহে না আর।
সদর্পে সমস্ত বলে ভূতলে পাড়িতে চায়;
ঘুরিছে—ফিরিছে অসি—সূর্য্যকরে চমকায়।
করিছেন আত্মরক্ষা সন্তর্পণে মহারাজ,
হস্ত হ'তে চর্ম্ম অসি পড়ে বুঝি খসি' আজ!

৩৩

"আক্রমিল মানসিংহ, ক্রমে রুদ্র—রুদ্রতর।
'ওই ভ্রম!—মহারাজ কেন আজ অতৎপর?'
বিমর্ষ বঙ্গজ-সেনা, বিপক্ষ উৎফুল্লমতি।
মানসিংহ-বর্ম্ম ভেদি' ঝরে রক্ত ধীরে অতি।
'মহারাজ স্থির-দৃষ্টি!' বঙ্গসেনা হর্ষযুত,
দেখিছে—প্রথম রক্ত—বিজয়ের অগ্রদূত।
চমকিল মানসিংহ, নিরখিল বক্ষবাস,
চাহি' মহারাজ পানে, হাসিল উপেক্ষা-হাস।

৩৪

"সাবধান মানসিংহ, বুঝিল আপন বলে,
আপনারে রক্ষা করি' আক্রমে কৌশলে ছলে।
বুঝিলেন মহারাজ, না দিয়া বিশ্রামক্ষণ,
সম্মুখে—দক্ষিণে—বামে করিলেন আক্রমণ।
অসিতে তড়িৎ স্ফুরে, ঘুরে চর্ম্ম বর্ম্ম বেড়ি',
কোথা যোদ্ধা—প্রতিযোদ্ধা—সুধু অসি চর্ম্ম হেরি।
পরিক্রমে—অতিক্রমে—পরাক্রমে দুই বীরে,
ক্রমে হটি' মানসিংহ উপনীত চক্রতীরে।

৩৫

"সর্ব্বশক্তি-পরাক্রমে শেষ ভীম আক্রমণ!—
লক্ষ্যভ্রষ্ট মানসিংহ, ভূমিতলে অচেতন।
লম্ফ দিয়া মহারাজ মানসিংহ-বক্ষে বসি',
জানু'পরে দিয়া ভর, ক্ষিপ্রকরে তুলি' অসি—
অলক্ষ্যে পশ্চাতে আসি' কচুরায়—পাপরাহু,
পলকে ছেদিল সেই উত্থিত দক্ষিণ বাহু।
অচেতন মহারাজ,—পলকে লুকাল পাপী।
'নারকী!—নরক-কীট!'—ব্রহ্মাণ্ড উঠিল কাঁপি'।

৩৬

"'নারকী !—নরক-কীট !'—লম্ফে লম্ফে হুঙ্কারিয়া,
ছুটিছে কুমার অশ্বে, দুই পার্শ্ব আক্রমিয়া।
দলি' অশ্বে, বিঁধি' ভল্লে, দীর্ঘ অসি পড়ে উঠে—
ছুটে শূন্যে ছিন্ন বাহু, ছিন্ন মুণ্ড পড়ে লুটে।
জর্জ্জর—ছুটিছে অশ্ব—সর্ব্বাঙ্গে ঝরিছে ফেনা।
হটিতে হটিতে ক্রমে, একত্র বিপক্ষসেনা;
ঘেরিতেছে ক্রমে ক্রমে, নাহি দৃষ্টি, নাহি জ্ঞান!
প্রাণপণে যুঝে রুডা রক্ষিতে কুমার-প্রাণ।

৩৭

"উদ্ধারিতে রাজদেহ, মদন উন্মত্তপ্রায়,
ছুটিছে, ঘুরিছে অসি, করি' পথ অসিঘায়।
প্রতিবাধা, প্রতিবিঘ্ন পদাঘাতে করি' চূর।—
এখনো র'য়েছে বেলা, চক্র ওই নহে দূর!
উঠিছে, পড়িছে অসি, হুঙ্কারিছে 'মার-মার'।
কাতারে কাতারে সেনা আক্রমিছে বার বার।
উঠিতেছে জয়নাদ—মানসিংহ সচেতন।
মদনে রক্ষিতে সুখা যুঝিতেছে প্রাণপণ।

৩৮

"বাজিছে দামামা, ভেরী; সূর্য্যকান্ত নিরুপায়
সেনা না আহ্বান শুনে, ব্যূহ নাহি রচা যায়!
প্রতি সেনা ক্রোধে মত্ত, করি' ভর নিজ বলে,
যুঝিতেছে—বধিতেছে—পড়িতেছে ধরাতলে!
কেহ ছুটে রুডা-পিছে, সুখা-পিছে কেহ ধায়!
হটিতেছে মানসিংহ—পরাজয়-ছলনায়।
সূর্য্যকান্ত মুছে অশ্রু,—কেহ না দেখিছে ফিরে;
মিলিতেছে মানসিংহ, কচুরায় সহ ধীরে!

৩৯

“দিয়া দুর্গরক্ষাভার, সূর্য্যকান্ত দ্রুতগতি,
ল’য়ে অবশিষ্ট সেনা, অবশিষ্ট রথ-রথী,
পড়িল মিলন-মধ্যে।—সহস্রে সহস্রে বধি’,
একবার ভগ্নছত্র একত্রিতে পারে যদি।
বৃথা আশা; অবরোধ আঘাতে আঘাতে টলে।
ডুবিল উদয়াদিত্য। গেল সূর্য্য অস্তাচলে।
পড়িল মদন, রুডা। ক্রমে সুখা, সেনা লীন।
বন্দী মৃতকল্প প্রভু।—বঙ্গ আজ পরাধীন।

৪০

“আছে মাত্র এই কেতু—অতি দূরগতস্মৃতি,—
বাঙ্গালার বীরগর্ব্ব—বাঙ্গালীর দেশপ্রীতি।
নিষ্কলঙ্ক গাঢ় তপ্ত রুধিরক্তে সুরঞ্জিত।
প্রতি চিহ্নে—ছিন্ন অংশে—সহস্র মহিমা-গীত।
প্রতি চিহ্নে—ছিন্ন অংশে—কত ধ্যান, কত জ্ঞান,
কত ত্যাগ, অনুরাগ—দেখ আজ দীপ্যমান।
বিজয়ে করিছে হেয়—পরাজয়-পুণ্যরাগে।
লহ সেই কীর্ত্তিকেতু।—দুর্ভাগ্য বিদায় মাগে।”

টীকা।

মহারাজ, সম্রাট, বঙ্গনাথ ইত্যাদি—যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্য। (গুহ, বঙ্গজ কায়স্থ। দ্বাদশ ভৌমিকের এক জন।) মৃত্যুকালে বয়ঃক্রম সম্ভবতঃ ৪৫ বৎসর।

কুমার উদয়াদিত্য—প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মৃত্যুকালে বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর।

মুকুট—প্রতাপাদিত্যের কনিষ্ঠ পুত্র। (অন্যমতে পৌত্র।)

কচুরায়—অন্য নাম রাঘব রায়। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নিহত হয়েন; এবং কচুরায় বাদশাহের নিকট

প্রতাপাদিত্যের অত্যাচারের কথা জানাইলে, বাদশাহ তাঁহার দমনের জন্ম মানসিংহ প্রভৃতিকে প্রেরণ করেন।

মানসিংহ—জয়পুরাধিপতি। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ-দমনার্থ বাদশাহ জাহাঙ্গীর কর্তৃক বাঙ্গালার স্থবেদার-পদে দ্বিতীয়বার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ভবেশ্বর—বর্ত্তমান চাঁদড়া-বংশের আদিপুরুষ। (রায়, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ।)

প্রথম যুদ্ধ—রামরাম বস্থর প্রণীত 'প্রতাপাদিত্যে' লিখিত হইয়াছে যে,—অবরাম খাঁ বাহাদুর নামক এক জন পঞ্চহাজারী মন্সবদার প্রথমে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন; এবং প্রতাপের সহিত যুদ্ধে নিহত হয়েন। নিখিল বাবু অনুমান করেন, —তাঁহার নাম শেখ এব্রাহিম। ঘটক-কারিকায় এই যুদ্ধের উল্লেখ নাই। কিন্তু আমি ইহাই প্রথম যুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

দ্বিতীয় যুদ্ধ—জাহাঙ্গীর সেনাপতি আজিম খাঁকে সৈন্য সহ প্রেরণ করিলে, প্রতাপাদিত্য রাত্রিকালে নিঃশব্দে আক্রমণ করিয়া ২০ হাজার সৈন্য সহ আজিম খাঁকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। ঘটক-কারিকার মতে, ইহা প্রথম যুদ্ধ; এবং আমি দ্বিতীয় যুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। নিখিল বাবু বলেন,—আজিম খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত হইতে হয়। ঐ যুদ্ধে ভবেশ্বর রায় আজিম খাঁর সাহায্য করিয়াছিলেন; এবং আজিম খাঁ প্রতাপের রাজ্য হইতে চারিটি পরগণা বিচ্ছিন্ন করিয়া পুরস্কারস্বরূপ ভবেশ্বরকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ঘটক-কারিকার মতে,—আজিম খাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া দিল্লীশ্বর পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য সহ বাইশ জন আমীরকে প্রেরণ করিলে, প্রতাপাদিত্য ও সূর্য্যকান্ত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ প্রহরের মধ্যে সমস্ত সৈন্য সহ আমীরদিগকে বধ করিয়াছিলেন। নিখিল বাবু স্থির করিয়াছেন, এবং ভারতচন্দ্রে দৃষ্ট হয় যে, বাইশ জন আমীর মানসিংহেরই সহিত আসিয়াছিলেন। আমিও এই মত গ্রহণ করিয়াছি।

ঘটক-কারিকায় এই নামগুলির উল্লেখ আছে,—

কেশবভট্ট—রাজভাট।

রাজা সূর্য্যকান্ত গুহ—প্রধান সেনাপতি।

প্রতাপসিংহ দত্ত—রথিপতি।

রঘু (পদবী নাই)—পূর্ব্বদেশীয় সৈন্যের অধিপতি।

সুখা (ঐ) —গুপ্ত-সেনাপতি।

মদন মল্ল বা মাল—ঢালিপতি।

রুডা—ফিরিঙ্গী সেনাপতি।

আমাড়ী—আচ্ছাদিত হাওদা। (ভারতচন্দ্র।)

ধনুর্ব্বেদ-সংহিতায় নিম্নলিখিত অস্ত্রের এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়,—

অর্দ্ধচন্দ্র—গ্রীবা, মস্তক, ধনু প্রভৃতি ছেদন করিবার অস্ত্র।

সূচীমুখ—বর্ম্মভেদাস্ত্র।

ভল্ল—হৃদয়ভেদাস্ত্র।

সর্পী—যে তরবারি এমন স্থিতিস্থাপক যে, কটিবন্ধ-রূপে পরিণত হইতে পারে।

রুদ্রকান্ত—রাজহস্তী। (লেখক কর্ত্তৃক কল্পিত।)

ক্রম—শ্রেণী।*

('সাহিত্য,' পৌষ ১৩১৬)

মনোরমা

(নবাব-কারাগারে)

স্ত্রীঃ। "তবে আশা নাই?" পুঃ। "নাই কিছু নাই।"
ঘনায়ে আসিল মেঘ।
স্ত্রীঃ। "মিছে আর কেন?" পুঃ। "ভাবিতেছি তাই।"
বাড়িল বায়ুর বেগ।

স্ত্রীঃ। "কি হবে বাঁচিয়া?" পুঃ। "শুধু মৃত্যুপানে
চাহিয়া চাহিয়া ভবে।"
স্ত্রীঃ। "চল, মরি তবে।" পুঃ। "হাহাহা, প্রেয়সি,
তুমিও সঙ্গিনী হবে।"

স্ত্রীঃ। "কি ভয় তাহায়?" পুঃ। "নবীন বয়স,
তনু অতি সুকুমার—"
স্ত্রীঃ। "তবে আশা আছে?" পুঃ। "অতি ঘৃণ্য আশা।"
স্ত্রীঃ। "মৃত্যু শ্রেয় শতবার।"

পুঃ। "তবে তাই হোক।" স্ত্রীঃ। "এই দণ্ডে হোক।"
অতি সকরুণ ভাষ,
সজল নয়ন, কাতর চুম্বন,
গভীর সঘন শ্বাস।

---

* ১৩১৬, ২৬শে অগ্রহায়ণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

পুঃ। "কেঁদ না।" স্ত্রীঃ। "কাঁদি না, তুমি কেন কাঁদ ?"
পুঃ। "না না, এই মনোরমা।"
এক করে অসি, অন্যে প্রিয়া-কটি,—
পুঃ। "বিধাতা, কর গো ক্ষমা।"

চমকিল নিশি, ঝলসিল অসি,
পুঃ। "বড় কি বেজেছে বুকে ?"
স্ত্রীঃ। "তোমার হৃদয়ে জন্ম জন্ম, নাথ,
মরি যেন হেন সুখে।"

পুঃ। "বড় কি বেজেছে ?" স্ত্রীঃ। "এ ব্যথায় হোক্
দুজনারি ব্যথা শেষ।"
পুঃ। "না না, প্রাণাধিকে, আমারেই দাও
দুজনার মৃত্যু-ক্লেশ।"

চমকে চপলা, গরজে ঝটিকা,
সঘনে অশনিপাত।
পুঃ। "বিদায়, প্রেয়সি।" স্ত্রীঃ। "কোথায় বিদায়—
চল যাই, প্রাণনাথ।"

দৃঢ় আলিঙ্গন আরো দৃঢ়তর,
ক্ষত বক্ষে ক্ষত বুক—
পরজনমের পাথেয় বাঁধিছে
ইহজনমের সুখ।

ঝলকে ঝলকে উছলে শোণিত,
পলে পলে হীনবল।
দেখিবার সাধ তবু ঘুচিল না,
পড়িল না আঁখিপল।

চির-মিলনের অধর-বাঁধন
অধরে রহিল বেঁধে।
থামিল ঝটিকা, সরিল আঁধার,
মরণ মরিল কেঁদে।

18 April 94 [১৮ এপ্রিল, ১৮৯৪]

অপরিচিত

সেই উপবন— স্বহস্তে রোপিত
অশোক-বকুল-শ্রেণী,
যূথিকা-স্তবক, মাধবী-বিতান,
অপরাজিতার বেণী।
সেই আলবালে জল ছলছলে,
ডালে সেই সারি-শুক,
তমালের শিরে সেই পিক-কুহু—
"কে গা তুমি আগন্তুক?"

সমীর-নিঃস্বনে সেই মৃগ-মৃগী
চমকি চৌদিকে ছোটে,
অশ্বত্থের আড়ে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
সেই চারু চাঁদ ওঠে।
সেই শীর্ণ পথ আঁধারে আলোকে
দীর্ঘ সরীসৃপ-গতি।
সেই পাষাণ-আসনে কে নীল-বসনা!—
"কে তুমি উদ্‌ভ্রান্ত-মতি?"

সেই মূর্ত্তি যেন— গরবে গৌরবে
সৌন্দর্য্য-প্লাবনে মাখা!
মেঘ-আবরণে শারদ-চন্দ্রমা
নাহি যায় যেন ঢাকা।

কামনার মূর্ত্তি, কল্পনার স্ফূর্ত্তি,
বিধাতার সৃষ্টি-সার—
দিবসের দীপ্তি, নিশীথের তৃপ্তি,
জয়লক্ষ্মী অলকার।

সেই মৃদু বায়ে লুটিছে অঞ্চল,
দুলিছে কর্ণিকা-দুল,
কাঁপিছে বেশর নাচিছে কুন্তল,
উড়িছে চাঁচর-চুল।
সেই শুভ্র হাসি— জোছনার রাশি,
সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ স্থির,
আত্ম-প্রতিষ্ঠিতা মহিমা-মণ্ডিতা
প্রিয় কন্যা পৃথিবীর।

"হে শ্রান্ত পথিক, এস গৃহে মম,
আজি হে অতিথি তুমি।"
নধর লতিকা উঠিল হিল্লোলি
নব বসন্তেরে চুমি।
অগাধ যমুনা উঠিল কল্লোলি
পেয়ে বরষার ধারা।
অপার সাগর পূর্ণিমা-কিরণে
কূলে কূলে আত্মহারা।

"কহ হে বিদেশী, কোথা গৃহ তব,
কে তোমার গৃহে আছে?"
বসন্ত-বোধনে উদাস মলয়
কাঁদিল প্রাণের কাছে।
নাই ওগো নাই— কেহ মোর নাই
পিক-বধূ সাড়া দিল,
ওই দূর গানে কত মনে হয়—
একদিন বুঝি ছিল।

"সত্য কি পথিক, বড় দুখী তুমি
বহুদিন গৃহ-হীন।"
মুখেতে পড়িল জোছনার আলো,
নয়নে নয়ন লীন।
সেই কৃষ্ণতার উজ্জ্বল নয়ন
করুণায় ছল্ ছল্,
প্রভাত-নলিনে হিমকণা যেন
ঝর ঝর টল্ টল্।

—হে গৃহ-স্বামিনী, তুমি সুভাষিণী,
ষোড়শী, কুমারী বটে।
বিস্মিতা বালিকা— "তুমি কি জ্যোতিষী,
এস দীপ সন্নিকটে।"
জন্ম মাতৃহীনা, পিতা চিররুগ্ন,
ছিল ভগ্নী মনোমত—
এমনি সৌরভে এমনি গৌরবে
দশবর্ষ তিনি গত।

—সেই দ্বার এই, সে অলিন্দ এই,
মাধবী মালতী ঢাকা;
এই সেই গৃহ, সেই চিত্রচয়
প্রিয়ার স্বকরে আঁকা।
সেই কাব্যরাশি প্রেম-উপহার,
সেই বীণাবাঁশী মম,—
দেখি হাত দুটি, তেমনি কোমল,
শিরীষ-কুসুম-সম!

নাসায় পশিছে সে সুরভি-শ্বাস,
করে থর-থর কর,
তেমনি সমুখে আরক্ত কপোল—
সুরক্তিম ওষ্ঠাধর!

তেমনি চিকুর গায়ে এসে পড়ে,
কুন্তল স্পর্শিছে মুখে,
অধরের কোলে তেমনি হাসিটি
লুটিছে সোহাগে সুখে।

তোল মুখখানি— কি গ্রীবা-ভঙ্গিমা।
মানসে হংসিনী হেন।
কি আঁখি-মহিমা। তমসার কূলে
বিহ্বলা হরিণী যেন।
স্ফুরিত অধরে কিবা থর থর
অশ্রুত অপূর্ব্ব গান।
রূপের আড়ালে— মেঘ-অন্তরালে
কি মহান দীপ্ত প্রাণ।

"কি দেখিলে কহ।" তেমনি সকল
সেই রূপ সেই মন—
হিমাদ্রি-শিখরে বসিয়া বসিয়া
সেই চির-বিলোকন।
অতল সাগরে ডুবিয়া ডুবিয়া
সেই চির-অন্বেষণ—
আশা-নিরাশার নির্ম্মম পেষণে
সেই স্বপ্ন-আহরণ।

সুভাষ—না না না, হে শুভদর্শনা,
আজিকে বিদায় লই,
ক্ষীণদৃষ্টি আমি, বিকৃতমস্তিষ্ক,
কভু বা উন্মাদ হই।
বৃথা আগুসারে নাহি প্রয়োজন,
দীপে প্রয়োজন নাই—
হা হা নিজগৃহে প্রেত সম আসি
প্রেত সম ফিরে যাই।

24 Septr. 94 [২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪]

অভাগিনী

কেন অন্ধকার হইল সংসার
আকাশে ছাইল জলদ-জাল,
জনক চিন্তিত, জননী শঙ্কিত,
আইল আমার বিবাহ-কাল।

বৃদ্ধা মাতামহী গর্জ্জে যেন অহি,
নয়নে নয়নে সতত রাখে।
নদীর কিনারে বাগানের ধারে
কে কোথায় যদি লুকায়ে থাকে।

*

ঝম্ ঝম্ ঝম্ বরষা বিষম
পলে পলে যেন আকাশ গলে,
চপলা ছলিছে কুলিশ খলিছে
দাপটে ঝাপটে ঝটিকা চলে।

দিবা আকুলিয়া মেঘ ঘনাইয়া
ভিজে দাঁড়াইয়া তরুর সারি।
কলসী লইয়া বনপথ দিয়া
ধীরে ধীরে যাই আনিতে বারি।

ছি ছি ছি কুমার কি রীতি তোমার
আমি তব ক্ষুদ্র প্রজার মেয়ে
এমন করিয়া আঁচল ধরিয়া
টানিতে কি আছে একেলা পেয়ে।

*

"কি ভয় সুন্দরি এই পথ ধরি
চল দেশান্তরে পালায়ে যাই"
ছাড়্, জলে যাব, এখনি চেঁচাব,
ছি ছি ছি, তোমার সরম নাই।

*

মেঘ পরিষ্কার শুভ্র চারিধার
নীরব নিষুতি গভীর যাম।

মরি ভয়ে লাজে কেন বাঁশী বাজে—
শ্বসিয়া শ্বসিয়া আমার নাম।

দূরে পিকবর, শেফালি সৌরভ,
জোছনা হাসিছে আকাশময়।
জাগে যদি আই কি বলিবে ছাই
ছি ছি অপমানে নাহি কি ভয়?

"কৌটা ভরপূর এনেছি সিন্দুর"
কি বিষম জ্বালা হইল মোর।
"হরিণী-নয়না তুমি তো জান না,
কত বা গরল নয়নে তোর।"

"তোমারি লাগিয়া জাগিয়া জাগিয়া
ভাবিয়া ভাবিয়া জীবন আছে—"
যাও ঘরে যাও ও কি!—যেতে দাও,
কালি জানাইব রাজার কাছে।

*

অমা অন্ধকার স্তব্ধ চারিধার
ধরণী আবৃত কুয়াসা-বাসে,
আকাশ মলিন ঝরিছে তুহিন
শিশু ভাই দুটি ঘুমায় পাশে।

বহে হুহু ঘন তীখন পবন
রোগে শীতে আই বিকল প্রায়,
রুদ্ধ বাতায়নে সেই ক্ষণে ক্ষণে
মৃদু করাঘাত ছি ছি কি দায়!

কেন এত ছল করিবে পাগল
দেশে কি থাকিতে দিবে না ছাই—
"রোষ পরিহরি দেখ লো সুন্দরি
মরিবার মম বিলম্ব নাই।"

বল কিবা চাও, না না ঘরে যাও,
পাগলের মত বকিছ কেন ?
দিব্য দেবতার এই পথে আর
কভু যদি এসো মরিব জেনো।

*

ফুলে ফুলময় দিক সমুদয়,
মধুর মলয় বহিছে ধীরে,
শির্ শির্ শির্ ঝরিছে শিশির,
কালো মেঘ আলো শিখরী-শিরে।

ভ্রমর গুঞ্জন খঞ্জন নর্ত্তন,
নবীন তপন আরক্ত আঁখি,
চারিদিকে মৃহু কুহু কুহু কুহু
নারী কুলমান গরবে রাখি।

বনে বনে বুলি ফুল তুলি তুলি
গাঁথিয়া গাঁথিয়া কবরী বেড়ি
বসি নদীকূলে ভুলে ভুলে ভুলে
আপনার ছায়া আপনি হেরি।

লতার দোলনে দুলি আনমনে
কভু পথপানে চাহিয়া থাকি
চেয়ে চেয়ে চেয়ে গেয়ে গেয়ে গেয়ে
কে জানে কখন সজল আঁখি !

*

দীর্ঘ অতি দিন— তরু পুষ্পহীন,
নীরস বিবশ লতিকা-কায়
পিক ভগ্নস্বর, অরণ্য ধূসর,
শ্বসিয়া দহিয়া বহিছে বায়।

সাদা মেঘরাশ ভরিছে আকাশ
তপনকিরণ প্রখর অতি,
হরিণী শ্বসিছে শকুন ভাসিছে,
বহিছে তটিনী অলস গতি।

কবে রণশেষ।— এসো গো প্রাণেশ,
কত ছলে আর আপনে ছলি,
মরমে মরিয়া কাঁদি গুমরিয়া
কারে ডাক ছেড়ে এ জ্বালা বলি।

এত বুঝ রণ শাসন পালন,
রমণীর মন বুঝ না নাথ।
মুখে বলে, যাক, প্রাণ বলে, থাক্
আকুল আহ্বান ভ্রূকুটি সাথ।

*

আইল বরষা চাতকী ভরসা
ছুটিল তটিনী—গভীর রোল,
জলদ জমিছে ঝরিছে থামিছে,
ফিরিছে কুমার পড়িল গোল।

ফিরিছে বিজয়ী নববধূ লয়ি
গলে মুক্তামালা কিরীট শিরে,
কাতারে কাতার ঘেরিয়া দুধার
গজ বাজি সেনা চলিছে ধীরে।

সাজিয়া সুবেশে সবে দ্বারদেশে,
কেহ বা মঙ্গল-কলস ল'য়ে,
বাজে শঙ্খ ঘন, পুষ্পবরিষণ,
কেহ বা দেখিছে অবাক হয়ে।

দুখে অভিমানে কি জানি কি প্রাণে
দাঁড়ায়ে বালিকা তরুর তলে,
নবীন দম্পতি প্রীতিফুল্ল অতি
চড়ি শ্বেতকরী গরবে চলে।

কহিল কুমার বধূরে তাহার
"দেখ প্রাণপ্রিয়া" চাহিল রাণী;
কি গর্ব্বে গৌরবে সম্ভ্রমে নীরবে
বালিকার গেল যুড়িয়া পাণি।

27 Ootr 94 [২৭ অক্টোবর, ১৮৯৪]

কবিতা ও গান

ভুল

১

এ কি হ'লো ভুল।
আমার এ কি হ'লো ভুল।
সকলি ঘুচিয়া গেল, দুখেতে আকুল।
আমার এ কি হ'লো ভুল।

২

কি জানি, কি ক্ষণে ভুলে,
চেয়েছিনু আঁখি তুলে,
নয়নে নয়নে মিল, প্রাণে প্রাণে ভুল।
হৃদয় নির্ম্মূল।

৩

না দেখে, না শুনে কিছু,
না ভাবিয়া আগু-পিছু,
বাসনা-নদীর মোর ভেসে যায় কূল।
আমার এ কি হ'লো ভুল।

৪

হায় হায়, যার আঁখি,
প্রেমে স্বপ্নে মাখামাখি,
তার আঁখি হ'লো এ কি যাতনার মূল।
আমার এ কি হ'লো ভুল।

('নব্যভারত,' পৌষ ১২৯৪)

বিরহ-সঙ্গীত

১

কেদারা,—কাওয়ালি।

মিছে কেন কাঁদি আর হলাহল তুলিয়ে।
সুখ গেছে, সাধ গেছে, যাক্ দুখ চলিয়ে।
প্রেমে আশা নাহি আর,
যাতনা ব্যবসা তার।
মিছে ভেবে ভালবাসা, মরি সুধু জ্বলিয়ে।

২

জয়জয়ন্তি,—আড়া।

দূরে যা, দূরে যা তোরা, কিছু নাহি বুঝিবার।
কার মুখ-পানে চাব, চাহিতে পারি নে আর।
যে ছিল প্রাণের আশা,
সেই হ'লো প্রাণ-নাশা।
মিছে পর-ভালবাসা, কেবল পিপাসা সার।

৩

খাম্বাজ,—মধ্যমান।

এই কি ঘটিল শেষে, কপাল-ফলে?
অমিয়া দাঁড়াল বিষে, পিরীতি-ছলে।
সে কথা কি মন-রাখা?
সে হাসি কি মন-ডাকা?
অভিমানে কত চাপি নয়ন-জলে।

৪

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ,—কাওয়ালি।

কারে কই, কি যাতনা সই, মরমে।
ফেটে যেন যায় বুক, কোথায় লুকাই মুখ।
গুমরি গুমরি মরি সরমে।

ভাবি, হেন কোন যাদু নাহি কি ধরায়,
জীবনের এ পাতাটা উবে যাতে যায়।
ভুলে হোক যাতে হোক, আমারে বুঝায়,
ভেবেছিনু পর-কথা, নিজ কথা ভরমে।

৫

খট্,—একতালা।

যতন যাতনা হবে, আগে কে জানিত বল?
কথা শেষে ব্যথা হবে, হাসি হবে আঁখিজল।
সুখ হবে দূর স্মৃতি,
দুখ হবে প্রাণ-গীতি,
আশা হবে মৃগ-তৃষা, মরণ হবে মঙ্গল,
আগে কে জানিত বল?

৬

বাঁরোয়া,—কাওয়ালি।

প্রেম যদি হয়েছে ভুলে, বুঝেও কেন যায় না ভোলা?
পরের পানে চেয়ে চেয়ে, চোখ গেছে হইয়ে খোলা।
পরের গান গেয়ে, গেয়ে
প্রাণ গেছে আঁধারে ছেয়ে,
বুঝেসুঝেও তবু কেন পরের বাঁধন যায় না খোলা?

৭

আলাইয়া,—আড়া।

কি ঔষধে মন বাঁধে, বল রে শপথ তোর।
মুছে যায় স্মৃতি-ক্ষত, ঘুচে যায় আশা ঘোর।
অপমান, অবহেলা,
যন্ত্রণা, কল্পনা-খেলা,
অশ্রুজল, দীর্ঘশ্বাস, কি কুহকে হয় ভোর?

৮

ঝিঁঝিট,—কাওয়ালি।

তবু, তারে—দেখিতে পরাণ কাঁদে।
এমন যে ক'রে গেছে, হা-হুতাশে, অপবাদে।
চোখে চোখে সদা রেখে,
চোখে চোখে সদা থেকে,
মনেতে পড়ে না ভাল, তবু তার মুখ-চাঁদে
দেখিতে পরাণ কাঁদে।

৯

ভৈরবী,—আড়া।

ভেবেছি, কেঁদেছি কত, ভুলিতে পেরেছি কই?
এখনো যে ক্ষত-দাগে, জাগে সে গরল-মই[-ময়ী]।
এখনো বাসনা করে,
সমুখে সে এসে পড়ে।
চরণে ধরিয়া বলি, ত্যজ না ত্যজ না, সই।

১০

ঝিঁঝিট,—খং।

বাঁচিতে পারি না আর, হয়ে তার আশা-হীন।
যুগসম বোধ হয়, সে বিনে, এ প্রতিদিন।
পলে পলে হৃদি বাঁধি,
মরণের পায়ে কাঁদি।
আশার এ শূন্য বাসা, হবে নাকি শূন্য লীন?

('নব্যভারত,' ফাল্গুন ১২৯৪)

প্রেমান্তে

১

বেহাগ-খাম্বাজ,—কাওয়ালি।

সে আমার—আছে গো কেমন?
এখনো তার ঠোঁটে হাসি ফোটে কি তেমন?
এখনো কি আঁখি তুলে
চারি দিকে চায় ভুলে?
সমুখে কি ভাসে তার সুখের স্বপন?
—সুখে থাক্, তাই চাই,
আমি মরি ক্ষতি নাই,
হ'য়ে গেছে যা হবার—কপাল-লিখন।

২

ঝিঁঝিট,—কাওয়ালি।

দেখাবার হ'তো যদি প্রাণ,
পীরিতি হ'তো না আজি কবির স্বপন-গান।
দেখাতাম বুক চিরে,
দেখিতাম, রমণি রে।
কুহেলিকা, মরীচিকা পীরিতে পেতো না স্থান।

৩

মিশ্র পিলু,—কাওয়ালি।

যা কিছু আসিত প্রাণে—সুখ, দুখ, গান—
তারে না জানাতে পেলে (হ'তো) আকুল পরাণ।
যাতনায় প্রাণ যায়,
নীরবে যাইতে চায়—
এখন জানাতে তায়, আসে অভিমান।

৪

মিশ্র বেলোয়ার,—খং।

দেখিলে আসিত ছুটে, এখন পলায়ে যায়।
না দেখিয়া গরবিনী প্রেম কি ভুলিতে চায়।
প্রেম কি আঁখির মেলা ?
চকিত বিজলী-খেলা ?
সে যে প্রলয়ের নিশি ঘেরে আছে সমুদায়।

৫

সিন্ধু-কাফি,—কাওয়ালি।

দেখা হ'লো তার সনে, দেখা হ'লো কেন রে।
হৃদয়ের জানাজানি আর নাহি যেন রে।
মুখে নাহি কোন কথা,
সেই ব্যথা, ব্যাকুলতা,
শুধু, গরবেতে ঢাকাঢাকি চোখে চোখে যেন রে।

৬

বেহাগ,—কাওয়ালি।

এই কি প্রেমের শেষ—যে প্রেম গত ?—
চোখে চোখে দেখা হ'লে অমনি নয়ন নত।
সরমে মরমে মরা, পলাই পলাই।
কত কাজে ব্যস্ত যেন, অবসর নাই।
গরবে বুঝাতে চাই,
সে সব ঘুচেছে ছাই,
আর ছেলে-খেলা নাই, হ'য়েছি মানুষ মত।

৭

ললিত,—খং।

শুনিলে আমার নাম রোষে জ্বলে যায়—
এখনো কি আছে ক্ষত, তাই ব্যথা পায় ?

এখনো কি জুড়ে হিয়ে
রোষের প্রলেপ দিয়ে ?
শুনিবে উদাস হ'য়ে কবে তবে হায় ।

৮

সিন্ধু-কাফি,—কাওয়ালি ।

কি দোষ ক'রেছি, হায়,
ভালবাসিয়ে তাহায় ।
সকলে চাহিয়া যায়,
আমিই চাহিলে তায়—
কেন হয় মুখ রাঙা, গুণ্ঠনে লুকায় ?
সবারে যে চোখে দেখে,
যেন—যেন দূরে থেকে,
আমারে কেন সে-চোখে দেখিতে না চায় ।

৯

যোগিয়া-বিভাষ,—আড়া ।

সে দিন যেত কেমনে ?
ভাল আর পড়ে না মনে ।
গেছে যেন কত মাস,
পড়িয়াছি উপন্যাস,
এর এটি ওর সেটি, আসে না স্মরণে ।
ছাড়া-ছাড়া স্বপ্ন মত,
আছে কথা গোটাকত ;
এ ল'য়ে যে দিন যেত,—বিস্মিত আপনে ।

১০

খট,—খৎ।

যে প্রেম গিয়াছে দূরে, কাজ নাই তুলে আর
সে যে শুষ্ক ফুল-মালা, অকাল-মরণ-হার।
ইন্দ্রধনু নহে তাহা,
সে যে মারাত্মক হাহা।
প্রেম নয়—স্মৃতি-জ্বালা, নিন্দা, ঘৃণা, অত্যাচার।

('নব্যভারত,' চৈত্র ১২৯৪)

প্রেম-লীলা

আহ্বান।

বেহাগ,—খৎ।

নয়নের জলে ভিজিছে কথা,
কে বুঝিবে এই হৃদয়-ব্যথা।
মুছেছে যেখান,
বুঝেছে সেখান,
কোথা হেন শ্রোতা,—পিরীতি-লতা?

কৈশোরের প্রেম-চিন্তা।

পূরবী,—খেম্‌টা।

যখন জানিনে প্রেম, ভাবিতাম মনে মনে,—
না জানি কেমন প্রেম, ফোটে কোন্ ফুলবনে।
না জানি কেমন সুরে,
বাজে বাঁশী কোন্ দূরে।
না জানি কেমন চাঁদ, খেলে কোন্ মেঘ সনে।

দর্শনে।

কালাংড়া,—পোস্তা।

কি তুমি—জানি না, প্রিয়ে!
রূপের ঢেউয়েতে আমি গিয়েছি ভাসিয়ে!
প্রাণ করে টলমল,
নয়নে ভ'রেছে জল,
বুকে আর নাহি বল, দেখিতে ভাবিয়ে!

মিলনে।

ভৈরবী,—আড়া।

প্রিয়ে, এ সুখ-মিলন,—
এক দিন হবে যেন সুদূর স্বপন!
কণ্ঠ-লগ্ন বাহু-লতা,
এ হবে মরম-ব্যথা!—
হেরিলে কনক-লতার মধুর কম্পন!
এ আঁখি সরমে নত,
জাগাবে যাতনা কত!
হেরিলে হরিণী-বালার তরল লোচন!
এ আদর, কথা-আধ,
ঘুচাবে সকল সাধ!—
শুনিলে কমল-বনে অলির গুঞ্জন!

সমাজ-ভয়ে।

ভৈরবী,—কাওয়ালি।

কথা কওয়ো না রে আর!
অপমানে আঁখি তুলে চাওয়া হবে ভার!
সুধু—চেয়ে যাও চ'লে!
অশ্রু থাক্ আঁখি-কোলে!
অধরে মলিন হাসি, প্রাণে হাহাকার!

আশাবাড়ী,—ষৎ।

দাও, দাও, খুলে দাও, হাসির এ স্বর্ণ-জাল।
আবার এসেছি আজ, আসিব না ব'লে কাল।
আজো আমি বুঝিতেছি,
কোথায় কি খুঁজিতেছি।
এই বোঝা, এই খোঁজা, ঘুচে যেতে পারে কাল।

অভিমানে।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ,—দাদ্‌রা।

যাব না, যাব না করি অভিমানে আছি বসি,
পূরবে মেঘের কোলে ফোটে ফোটে আধ শশী।
মৃদুল বহিছে বায়,
ডাকে বাঁশী, আয় আয়।
ফোটে তারা গায় গায়, মান বুঝি যায় খসি।

মিলনান্তে।

দেশ,—আড়া।

হ'লে না আমার যদি, যাই, তবে কেঁদে যাই।
যার থাক', সুখে থাক', এ বিনা কামনা নাই।
নাই বা ফুটিল হাসি,
নাই বা বাজিল বাঁশী,
(সুধু) দিনান্তেও একবার দেখে যেতে যেন পাই।

বিদায়ে।

ললিত,—একতালা।

তবে—দাঁড়াও, দাঁড়াও।
কি বাসনা পূরিল না যাও ব'লে যাও।
সারাটা জীবন রহিয়াছে প'ড়ে,
ভাবিতে কাঁদিতে কথা ধ'রে ধ'রে।
কি কথা ধরিয়ে কাঁদিতে হবে রে
দাও, ব'লে দাও।

প্রবোধে।

গৌরী,—একতালা।

কি জানি কি ক্ষণে, সখে, দেখেছিনু আঁখি তার।
গেছে মান, অভিমান, যাহা কিছু আপনার।
যবে থাকি কাছাকাছি,
ভাবি চির-জন্ম বাঁচি।
চোখের আড়ালে ভাবি, মরণ কি নাই আমার।

বিরহে।

টোরী,—খং।

কোথা সে।
আসি ব'লে গেছে চ'লে, এখনো কেন না আসে।
ভাবে মন বার বার,
সকলি চাতুরী তার।
সদা যাতে ভাবি তারে, তাই গেছে বেঁধে আশে।
আসিবে না সে কি আর,
ঘুচাইতে এ বিকার?
বুঝাইতে—দেরী তার, হ'য়েছে কপাল-দোষে।
আঁখিতে রাখিলে মন,
হ'তে হয় জ্বালাতন,
বুঝাবে না মিলনেও—তাই আঁখি জলে ভাসে।

বেহাগ,—কাওয়ালি।

দুদিনের প্রেম-খেলা, কে জানিত হায়।
তা হ'লে এ বিষ-লতা কে পরে হিয়ায়?
হাসিয়া পিরীতি করি,
অবশেষে কেঁদে মরি
সংসারে কলঙ্ক-ডালি লইয়া মাথায়।

টোরী,—কাওয়ালি।

না বুঝিয়ে মন দিয়ে, ভাবিয়ে কাঁদিয়ে সারা।
নিজ দুখে, নিজ চুকে, জগতে আপনা-হারা।
কেন মন দিনু তুলে,
কপট-সোহাগে ভুলে।
সব ভুল ঘোচে কালে, এ ভুল্ কি কাল-ছাড়া।

বিরহান্তে।

মূলতান,—আড়া।

এই কি বিরহ সেই, লোকে যার কথা কয়।
ঝটিকার পরে যেন ভাঙা ভাঙা সমুদয়।
সুখ, দুখ, আশা যত,
সবে পরিশ্রান্ত মত।
তবু ভাবিতেছি কত, কত কথা মনে হয়।

ভৈঁরো,—ষৎ।

(বুঝি) কমিয়া আসিছে দুখ।
ঝটিকার পরে যেন আছে রে আলোর মুখ।
প্রকৃতি নিঝুম মত,
ছাড়া ছাড়া মেঘ যত;
চাহিলে হৃদয়-পানে কেঁপে সুধু ওঠে বুক।

বিরহে শিক্ষা-লাভ।

সারং,—কাওয়ালি।

না না, দেখো না তাহারে।
রমণী কুহকিনী কখন বধে কাহারে।
দেখিতে দেখিতে প্রেম হবে,
প্রেম-কথা কবে,
অবশেষে কত সবে হাহা রে।

বহু পরে।

ভৈরবী,—আড়া।

প্রেমের বাঁধন কিরে ছেঁড়ে না কখনো হায়!
কোথায় প'ড়েছি গিয়ে কালের করাল ঘায়!
কথা যদি তোলে কেউ,
এখনো যে লাগে ঢেউ!
চোখে যেন আসে জল, সে মুখ ফুটিতে চায়!
অদৃষ্টে ভাসিয়া যাই,
পিছনে কেন রে চাই?
পিছনে আলোক র'লে সমুখে কি হবে তায়?

পুনর্দর্শনে।

মিশ্র বেহাগ-খাম্বাজ,—আড়খেম্‌টা।

এতদিনে কি বুঝেছি, কি মন বেঁধেছি রে!
যতদূর সহিবার, সবি তো স'য়েছি রে!
ঘুচাতে আশার ঘোর,
সবি তো ঘুচেছে মোর;
ছিঁড়িতে প্রেমের ডোর, সবি তোর ছিঁড়েছি রে
আজি কতদিন পরে,
চলেছি আপন ভরে
রে!—
অমনি নামটি ধ'রে,
ডেকেছি করুণ স্বরে!
জেনে ভুল বুঝিতে চাই,—
বুঝি দুখ দিয়ে যাই।
গিয়েছি না যেতে আছি, ফিরেছি ফিরেছি রে!

পুনর্মিলনে।

কালাংড়া,—আড়খেমটা।

জানি নে আছি কোথায়!
কি যেন আকুল স্রোত, চারিদিকে উথলায়!

জানি না ডুবে কি ভেসে,
রহিয়াছি কোন্ দেশে।
প্রাণ যেন সিন্ধু-শেষে কাঁপিতেছে জোছনায়।
যেন কতদিন পরে
বসন্ত এসেছে ঘরে।
পরাণ উড়িছে কোথা—ফুল-রেণু মত বায়।

ওঁ শান্তি।

পিলু,—পোস্তা।

যখন যা আসে, বলি, ভেবো না সকল।
তুমি যে আমার এক, আমি যে পাগল।
তোমারেই ল'য়ে খেলা,
তাই মাঝে হেলা-ফেলা;
নিয়মে কাটে না বেলা, খেয়ালে কেবল।

('নব্যভারত,' শ্রাবণ ১২৯৫)

হেমন্তে

দুর্ব্বহ হৃদয় ল'য়ে নীরবে, গম্ভীরে,
পায় পায় চলেছি এ জীবনের পথে।
বাঁধিবারে চাহি হৃদি কত শত মতে,
কভু সংসারীর সুখে, কভু বা সমীরে।
কভু নিরাশার ছলে, কভু আশা সহ,
কভু ভবিষ্যৎ গর্ব্বে, কভু স্মৃতি-দূরে,
কভু রূপে, কভু গানে—মুহূর্ত্তেক ঘুরে
যে মন সে মন পুন বিকল দুর্ব্বহ।

কুসুমে জন্মে না ভ্রান্তি কেন এ যৌবনে,
বাঁশী-স্বরে কেন নাহি হাহা করে মন?

জ্যোৎস্নায় নদীতে কেন ছ্যাখে না স্বপন,
পায় না উৎসাহ কেন প্রভাত-পবনে ?
হাহারে হেমন্ত-নিশি, কুহেলিকা-ধূমে
কি ক'রে গেছিস এই হৃদয়-কুসুমে !

২

কি ক'রে গেছিস হায়, চঞ্চলা অতিথি !
রবি ত কুমেরু হ'তে, সুমেরুর পানে,
যেতে—যেতে তবু চায় সজল নয়ানে।
নাহি প্রেমিকের প্রাপ্য আমার সে স্মৃতি
কি ক'রে গেছিস হায়, অদৃষ্টের পাশা।
নিশি তো আমার মাঝে বেঁচে থাকে স'য়ে,
আসিবে তাহার শশী সুধারাশি ল'য়ে।
নাহি সে বিরহী-প্রাপ্য মোর সুখ আশা।

কি করে পড়িলি বুকে পাষাণের ভার !
স'য়ে আজ দুঃখ-জ্বালা, কাল, কবি হায়,
ধরা-মাঝে গায় ধীরে সে ব্যথা কথায় !
নাহি সে প্রকাশ-পথ এ দুঃখে আমার।
সুদীর্ঘ জীবন ল'য়ে, সুধু বেঁচে-মরে
পলে পলে খুঁজি—বুঝি, কি হ'লো কি করে।

24th July '88 [২৪ জুলাই ১৮৮৮]
('বিভা,' অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১২৯৫)

বিরহ-সঙ্গীত

১

ললিত,—আড়া।

এই যে স্বপনে বালা কুসুম গাঁথিতে-ছিল।
অধরে জোছনা-হাসি অলসে কাঁপিতে-ছিল

নদী, রাঙা পদ-মূলে,
যেতেছিল ঢুলে ঢুলে,
গুনু গুনু গেয়ে অলি অধর চুমিতে-ছিল।
কুহরিতেছিল পিক,
ফুলে ছেয়েছিল দিক ;
শিথিল অঞ্চলে কেশে সমীর লুটিতে-ছিল।
উষা, লতা-ফাঁক বেয়ে,
মুখ-পানে ছিল চেয়ে।
কপোলে গোলাপ-রাঙা সরমে ফুটিতে-ছিল।
আঁখি দুটি ঢল ঢল,
চাহিতে নাহিক বল।
হরিণী নয়ান-পানে বিস্ময়ে চাহিতে-ছিল।
সে স্বপন কোথা গেল।
জাগরণ কেন এল ?
জগতের ছাড়াছাড়ি হৃদে যে ঘুচিতে-ছিল।

২

যোগিয়া,—একতালা।

এ কি—কেমন যাতন।
কিছুতে বোঝে না মন, কেবল স্বপন।
চাহিলে নয়ন মেলে,
ছোটে প্রাণ ধরা ফেলে,
কোন্ আকাশের তলে দেখিতে স্বজন।
দিন রাত কার তরে,
নাহি কাজ হাতে, ঘরে।
কেবল স্বপন-ভরে নিদ্রা, জাগরণ।

৩

ভৈরবী,—খং।

কোথা রে বসন্ত তোর, ওরে সমীরণ।
কোথা সে মদির লীলা, মধুর কম্পন ?

কোথা সে কুসুম-হাস,
তরু-লতা-মৃদু-শ্বাস ?
এ বিরহ-হা-হুতাশ, ডাকিছে মরণ,
ওরে, আমারি মতন।

৪

গৌড়-সারঙ্গ,—ষৎ।

পথ-ভ্রান্ত, বড় শ্রান্ত, প্রেম-পথে প্রেম-ঘোরে।
কোথা যাই, কেহ নাই, ডাকিবে যে স্নেহ ক'রে।
হুহু হুহু বহে বায়,
ধূধূ বালু উড়ে যায় ;
তৃষায় ফাটিছে প্রাণ,—ছুটি মরীচিকা ধ'রে।
কোথা রে নিকুঞ্জ-ছায়া,
কোথা নিশীথিনী-মায়া,
কোথা মৃদু-কল্লোলিনী, ডেকে নে তুলে নে মোরে।

৫

মূলতান,—আড়া।

কূলেতে জলের কোলে কাঁপিছে তরুর ছায়া।
হৃদয়ে প্রাণের কোলে যেন রে প্রেমের কায়া।
প্রাণ করে হাহাকার,
লভিতে পরশ তার।
যে দূরে সে দূরে প্রেম, হৃদয়ে সে সুধু মায়া।

৬

পূরবী,—আড়া।

নিতি নিতি আসে জলে, আজ কেন এলো না রে।
তাল-নারিকেল-ছায়া কাঁপিতেছে পাড়ে পাড়ে।

ভাঙা সোপানের মূলে,
মরালী গ্রীবাটি তুলে।
আধেক ডুবেছে রবি, তবু চেয়ে বন-ধারে।
জলেতে হিলোল নাই,
মাছেরা দিতেছে ঘাই ;
গৃহমুখে ফেরে গাভী, ডোবে ধরা অন্ধকারে।
কমলে ভ্রমর-গুলি,
এখনো র'য়েছে ভুলি।
ডাকিতেছে চকাচকি, ব'সে দুটি পর-পারে।
আজ কেন এলো না রে।

৭

পিলু-বাঁরোয়া,—খৎ।

নীরবে আসিছে সন্ধ্যা, মলিন-মুখী।
নদীতে ওঠে না ঢেউ,
বন-পথে নাই কেউ,
জলে ফুল-মুখী-লতা পড়েছে ঝুঁকি।
এলায়ে প'ড়েছে বায়,
শূন্য মাঠ স্তব্ধ-প্রায়।
দূরেতে কি কেঁদে যায়, হতাশ-দুখী

৮

কাফি,—একতালা।

প্রেমে সুধু আঁখি-জল,
আর কি আছে গো বল।
চোখে চোখে, মুখে মুখে,
যখন র'তেম সুখে,
তখনো শিহরি বুকে
নয়নে আসিত জল।

সে এখন কাছে নাই,
তরু-তলে শূন্যে চাই,
আনমনে ভাবি, গাই,
কপোলে গড়ায় জল।
আর কি আছে গো বল।

৯

খাম্বাজ,—খেম্‌টা।

রজনী যে ছিল অতি ঘোর,
কাছেতে ছিল না কেহ মোর।
নয়নে ছিল না ঘুম,
অধরে ছিল না চুম,
হৃদয়ে ছিল না বাহু তোর।
রজনী যে ছিল অতি ঘোর।
একেলা করিতে নিশি ভোর,
তুলে নিয়েছিনু কথা তোর।
এ-কথা সে-কথা পরে
আঁখি দুটি জোড় ক'রে—
ক'রে গেল স্বপনে বিভোর।
এ-খেলা সে-খেলা ক'রে
বাহু দুটি বুকে প'ড়ে,
জড়াইয়া গেল প্রেম-ডোর।
রজনী যে ছিল অতি ঘোর।

১০

বাহার,—ঝাঁপতাল।

ভালবাসা, মোহ আশা, ছদ্ম-বেশে কাল।
সে নিশা অনন্ত নিশা, নাহি রে সকাল।

ইন্দ্র-ধনু দেখে দূরে,
সে স্বর্গ-সৌন্দর্য্য-পুরে
যে জন যাইতে ছোটে, ছোটে চিরকাল।
মরু-ভূমে মরু-মায়া,
দূরে নদী, তরু-ছায়া।
কাছে তপ্ত ধূধূ বালু, মধ্যাহ্ন করাল।
পারাবারে কুহেলিকা,
শ্যাম-উপকূল-লিখা।
সে যে ঘূর্ণি, ঝাড়বাগ্নি, সে পথে পাতাল।
শ্মশানে আলেয়া আলো,
বাতায়নে রশ্মি জ্বালো।
সে শুধু পিশাচ হাসি, উৎসব ভয়াল।
ছদ্ম-বেশে কাল।

('নব্যভারত,' পৌষ ১২৯৫)

নববর্ষে

তবে হেসে চাই, হেসে দুটো গাই,
ধরণী সেজেছে কুসুম-সাজে।
এখনো যখন র'য়েছে জীবন,
কেন রই ফাঁক সুরের মাঝে?
যা গেছে গিয়েছে, কি ক্ষতি হয়েছে
ভাঙা বীণা নয় বেসুরো বাজে।

চারি-দিকে গান বিহ্বল পরাণ,
অলস নয়ান হরষে ভাসে।
চারি-দিকে হাসি, কাছে আসা-আসি
ভালবাসা-বাসি সরম পাশে।
পরি তবে মালা, হয় হোক্ জ্বালা,
গাই তবে—থামে থামুক্ শ্বাসে।

সমীর শিহরে ; বিহগ কুহরে ;
তটিনী সুধীরে পড়িছে লুটে ।
আকাশের ভালে মেঘের আড়ালে
সোণামুখী ঊষা উঠিছে ফুটে ।
নিশার স্বপন, যতন, যাতন,
নিশি সনে—দিনে যায় না টুটে ?

এলে কুজ্ঝটিকা, আসে অহমিকা,
গাছে তো তখন ডাকে না পাখী ।
এলে অন্ধকার, ঘরে যে যাহার,
আলোকে বাহিরে ডাকি যে ডাকি ।
বর্ষ ঘুরে গেল, ধরা ঘুরে এল,
আমার হৃদয় ঘুরিবে না কি !

('কল্পনা', ১২৯৬, পৃ. ১)

বিরহ-সঙ্গীত

১

বেহাগড়া,—যৎ ।

আঁখি-জলে দীর্ঘ-শ্বাসে এসো—এসো ।
এ মুমূর্ষু প্রাণ-পাশে ব'সো—ব'সো ।
কত দিন আস নাই ।
কত দিন হাস নাই ।
হাসি গান ভুলে গেছি, জীবন হ'তেছে শেষ ।
করুণ নয়নে চাও,
দুটো কথা ব'লে যাও,
ভুলে গেছি অভিমান ভুলেছি সকল দোষ ।
দুটি হাতে হাত রাখ,
বুকেতে মিলায়ে থাক ;
মৃদু হাসে, মৃদু শ্বাসে পাবে না, পাবে না ক্লেশ ।
এসো—এসো ।

২

বিভাস—আড়া।

কেন রে আসিলি প্রাণে প্রভাতে স্বপন মত।
কিছুই হ'লো না বলা, বলিবার ছিল কত।
না ঘুচিতে ঘুম-ঘোর,
না গাঁথিতে ফুল-ডোর,
ফুল-পরিমল সম হ'য়ে গেলি স্মৃতি-গত।

৩

জয়জয়ন্তী—আড়া।

ভাবি নে তুমি যে যাবে, করিবে এমন।
জীবন-নিবিড়-বনে জোছনা-কিরণ।
তোমারি পানেতে চেয়ে
চ'লেছিনু গান গেয়ে,—
নয়নে ঘুমন্ত মোহ, হৃদয়ে স্বপন।
পায়ে পায়ে এত ধাঁধা,
এত বাধা, এত কাঁদা,
কপালে এত যে ছিল, বুঝি নে তখন।

৪

কাফি—আড়া।

দিয়েছিলে কেন, বালা, প্রেম-উপহার।
লইয়ে তোমার ধন আমি ছার-খার।
গেছে সে সাধের হাসি,
গলার মালা, হাতের বাঁশী,
প্রাণের অফুট গান,—যা কিছু আমার।
দিয়েছিলে কেন, বালা, প্রেম-উপহার—
লুকায়ে তা রেখে প্রাণে
প্রাণ না প্রবোধ মানে;
কোথা রাখি—কোথা রাখি, ভাবি অনিবার।

৫

টোড়ি ভৈরবী—আড়া।

কেন কেন মিছে কেন প্রেম-বিকশিত মন,
মিছে এ কুসুম-ডালি, শেষে যদি অযতন।
আদর করিতে আগে কে তাহারে ব'লেছিল,
আদরে আদর-ধন যদি নাহি তুলে নিল।
সে যে ছিল—ভাল ছিল এ মন পতিত-বন।

৬

ভূপালী—খং।

আমার পিপাসা-আশা আমারি হৃদয়ে থাক্।
এ যাতনা, এ কল্পনায় আমারি পরাণ যাক্।
সে অতি-কোমল লতা,
বুঝে না প্রেমের ব্যথা।
বলিলে দুখের কথা, সে সুধু হয় অবাক্।

৭

ভৈরবী—খং।

সখা গো, মুছিতে ব'লো না আঁখি-জল।
কি আর আমার আছে, এ আছে কেবল।
যা ছিল সে গেছে নিয়ে,
সুধু এটি গেছে ফেলে দিয়ে;
বুঝি ভেবেছিল—'এটি থাক জীবন-সম্বল।'

৮

বসন্ত-পরজ—আড়া।

এ জীবন শূন্য ঘর—
সুধু এক আছে আশা, তার আসা নিরন্তর।

জানি আসিবে না কভু,
বুঝিতে চাহি না তবু;
বাঁচিয়া র'য়েছি সদা ভুলে করি নিরভর।
ভাবি, সে কাদের কাছে
খেলায় ভুলিয়া আছে;
এখনি আসিবে ছুটে, সে মোর চঞ্চলা বড়।

৯

কাফি—আড়া।

আসবো ব'লে গেছে চ'লে,
আসা তো তার হ'লো না।
চ'খের জল দেখে গেল,
মুছে তো আর গেলো না।
জীবন-কূলে সারা-রাতি,
জ্বালিয়ে ব'সে আশার বাতি,
কত তরী ব'য়ে গেল,
আমার সুখের তরী এলো না।

১০

ভৈরবী—কাওয়ালী।

যা ছিল আমার—দিয়ে পেলাম না মন,
তবু তার—পেলাম না মন,—
হাসি, বাঁশী, ফুল-মালা, কল্পনা, স্বপন।
ব'লেছিনু থাক প্রাণে,
নিশ্বাসে, অশ্রুতে, গানে;
তাতেও নিদয় হ'লো, হ'লো জ্বালাতন।

১১

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

তারে—বুঝিব কেমনে।
দূরেতে কাঁদিয়া মরি, বিহ্বল মিলনে।

দেখিতে বেড়াই ঘুরে,
দেখিলে না কথা ফুরে।
জগত ভাসিয়া যায় কম্পিত নয়নে।
কি ব্যথা বলিব খুলে,
সকলি যে যাই ভুলে,
যেন গো কাহারো কিছু ঘটে নি জীবনে।

১২

বেহাগ—ঠুংরি।

প্রেমে শত ধিক্!
পরের পানেতে চেয়ে আঁখি অনিমিখ।
পর-করে দিয়ে প্রাণ
সেই একমাত্র জ্ঞান।
নীরবে পরের ভেবে মরণ-অধিক!
এই তরু, এই ফুল,
এই শশী, তারাকুল,
এই নদী, এই গিরি, দূরে ডাকে পিক—
সবি যেন তারি ছায়া ঘেরে চারি দিক!
প্রেমে শত ধিক্!

১৩

মিশ্র সিন্ধু—আড়া।

আপনারে ভুলে কেন পরেতে সুখের আশা?
পরে তো বোঝে না পরে, কেবল অদৃষ্টে ভাসা।
যখন যা ওঠে প্রাণে
মেটে তো কল্পনা-গানে;
তবে চেয়ে পর-পানে কেন রে আপনে নাশা।
আপনার ঘর কাছে,
সেখানে সকলি আছে;
কেন পথিকের পাছে, সার সুধু যাওয়া আসা।

১৪

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

আর, বাজায়ো না আশার বাঁশী,
তুলো না রে স্বপন-ফুল।
আমি, জেনে-শুনে ভুলে আছি,
ভেঙো না এ সাধের ভুল।
প্রেমের ঝড়ে ঘুরে ঘুরে
গিয়াছিনু কোথায় উড়ে—
আজ ভুঁই পেয়েছি কত ক'রে,
আর ঢেউ দিয়ে ভেঙো না মূল।
আপনায় আছি আপনি ভরা
কিছুতে নেই ছোঁয়া-ধরা ;
আশার সুরে স্বপন-ডোরে
মিছে অকূলের এঁকো না কূল।

১৫

কেদারা—খং।

কেন আর কাঁদিব।
সে যে আলেয়ার ছায়া কি আশা বাঁধিব!
জোছনা গিয়েছে নিভে,
শ্মশানে ডাকিছে শিবে,
নিভাই প্রেমের কুণ্ড, আর কি মন্ত্র সাধিব ?

('নব্যভারত,' আষাঢ় ১২৯৬)

রমণী

১

কাফি—পোস্তা।

বুঝ্‌তে নারি নারী কি চায়।
হাস্‌তে হাস্‌তে কেঁদে কেন
আস্‌তে কাছে ফিরে যায়।
মাঝ্‌-খানে ছেদ, কইতে কথা ;
চাইতে চাইতে মোদে পাতা ;
কি এমন তার প্রাণের ব্যথা
আভাস দিতে চমকায়।

২

বারোঁয়া—খেম্‌টা।

হাসি-টুকু দেখ্‌তে চাই,
তাই কি চেয়ে দেখ না ?
চোখে চোখে রাখ্‌তে চাই,
তাই কি কাছে থাক না ?
ছুটো কথা শুন্‌বে আমার,
আজো সময় হ'লো না তার—
তুল্‌লে কথা—নুইয়ে মাথা,
কথা যেন মাখ না।

৩

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা।

কোমল নারী।
ততোধিক সুকোমল হৃদি তাহারি।
তা চেয়ে কোমল কত,
সে হৃদি-বাসনা যত।

সহে না সে হৃদি-ফুলে নয়ন-বারি।
নিশীথ-নন্দন-বনে,
কেবল বিহ্বল মনে,
দাঁড়ায়ে রব কি দূরে, রাখি ফুল-ঝারি ?
('কল্পনা,' ষষ্ঠ বর্ষ ১২৯৬, পৃ. ২১২-১৩)

বিরহ-সঙ্গীত

১

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

বলিতে দিয়াছে বিধি, যত সাধ ব'লে যাও।
হাসিয়া ঘৃণার হাসি, যত সাধ হেসে চাও।
এ ভুল ক'রেছি যবে,
সকলি সহিতে হবে ;
যা কর তা শোভা পাবে, কর যাতে সুখ পাও।
তোমার সুখের লাগি,
কি না পারি হা অভাগি।
প্রাণ ল'য়ে তুচ্ছ খেলা, হেসে হলাহল দাও।

২

বেহাগ খাম্বাজ—আড়া।

যত—কর উপহাস,
ভাঙা প্রেম জোড়া দিতে মিছে এ প্রয়াস।
যে স্বপন গেছে দূরে,
সে নেশা আর কি স্ফুরে।
ওড়া পাতা আরো ওড়ে লাগিলে বাতাস।

৩

খাম্বাজ—মধ্যমান।

সুখ-সাধে প'ড়ে দুখ-ফাঁদে—
অবোধ মম সদা কাঁদে।

ভাবিয়া না পায় কিছু কি দিয়ে পরাণ বাঁধে।
বোঝে নি বিভল মন—
প্রেমে আছে বিস্মরণ,
স্বপনেতে জাগরণ, দহন শীতল চাঁদে।

৪

বাগেশ্রী—আড়া।

ফিরিতে হইবে যদি মিলন-সাগরে এসে,
তা হলে এ খর-স্রোতে কে সাধে—আসিত ভেসে।
উজানে আধেক বাই,
হৃদে আর বল নাই।
কেমনে ফিরিয়া যাই, সে চির-বিরহ-দেশে।
মিছে ভাঙা গিরি-বাঁধা,
মিছে ত্যজা গুহা-আঁধা,
ভালবেসে ছিল কাঁদা সেই যদি আগে শেষে।

৫

টোরি—কাওয়ালী।

আর—সহে না যাতন,
ধরণী হয়েছে পুরাতন।
হেরি উষারূপ-রাশি
মনে পড়ে তার হাসি ;
বিধু-কোলে সে বিধু-বদন।
হেরিলে কাননে ফুল
মনে পড়ে সেই ভুল,
সে আকৃতি, সে প্রীতি-নয়ন।
কাঁপে বায়ু ফুল-বাসে
মনে হয় সেই শ্বাসে ;
বিহগ-কূজনে সে বচন।

নবীনতা-হারা ধরা,
স্মৃতি পুরাতনে ভরা।
দাও ভেঙে এ ধরা এ মন—
ওরে রে মরণ।

৬

সর্ফর্দা—আড়া।

কাটে না সময় আর, আসে না মরণ,
বেঁচে আছি—পড়ে আছি জড়ের মতন।
কিছুতে বসে না আশা,
ধরা যেন পর-বাসা ;
কোথা পর-ভালবাসা, কোথা সে স্বপন।
কোথা সে সুখের সাধ,
সাধের সে অবসাদ,
সাধা-সাধি কাঁদা-কাঁদি বাঁধিতে জীবন ;
স্রোত-হারা নদী মত,
প'ড়ে আর রব কত।
শুকাতেছি পলে পলে, মরিব কখন ?

৭

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কাঁদিব কত আর
বাঁধিব কত হিয়ে—
যাতনা সুধু সার
আপনা পরে দিয়ে।
বোঝে না পরে মন,
খোঁজে না পর জন (এ মন),
কেমন দুখ-পণ
স্বপন-খেল নিয়ে
কাঁদিব কত আর।

৮

সাহানা—ঝং

সুধু আঁখির পিপাসা,
হ'তো যদি আজি হায় আমার এ ভালবাসা।
কত ফুল, কত ছবি,
আধ শশী, নব রবি,
কত গিরি, কত নদী মিটাত নয়ন-আশা।
এ যে রে প্রাণের ভুল,
অকাল মরণ-মূল।
শূন্য-পানে চেয়ে চেয়ে শূন্য প্রাণে—কাঁদা হাসা।
নহে আঁখির পিপাসা
আমার এ ভালবাসা।

৯

পিলু—ঝং।

রাজ-পথ দিয়ে ধীরে পথিক গেলো।
মুখ-পানে চেয়ে তার, কার মুখ মনে এলো।
মানুষ মানুষ-কাছে
কি বাঁধনে বাঁধা আছে।
সে আছে সবার পাছে, এ কি স্মৃতি, এ কি—খেলো।
মোরে সুধু দূরে রাখি,
সে আছে সবারে ঢাকি,
যা দেখি তারেই দেখি, এ কি বেঁধা—মারা শেল।

১০

হাম্বির—কাওয়ালী।

কোথা তুমি ধ্রুব-তারা।
অকূল বিরহ-মাঝে আমি আজি লক্ষ্য-হারা।
গরজে নিরাশা-ঝড়,
অভিমান কড়-কড়,
ডোবে ডোবে হৃদি-তরী, ঝর ঝর নিন্দা-ধারা।

('নব্যভারত,' বৈশাখ ১২৯৭)

বিবাহোৎসব

(প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের শুভবিবাহোপলক্ষে রচিত)

সখীর গান।

(সম্প্রদানের পূর্ব্বে)

১মা। সুখেতে অবশ প্রাণ,
থামা' থামা' তোরা গান।
দেখ দেখ চেয়ে সখীর মু'পানে
কিবা শরমের ভাণ।

ঠোঁটের হাসিটি—দেখ লো চাহিয়া,
আঁচলে চাপিয়া লুকাইতে গিয়া
কেমন পড়িছে ধরা।
মুখ-পানে বালা চায় না চাহিতে,
চপল দিঠিটি চায় লুকাইতে—
কিবা দুখ মন-গড়া।
দেখ গো ওগো দেখ গো।

২য়া। চিকুর জড়ান' ফুলে,
গলে ফুলমালা দুলে।
চিকণ দুকূলে ঢাকা দেহখানি,
ঘোমটা পড়িছে খুলে।

নূপুর বাজিছে পায়,
আঁচল লুটিয়া যায়।
সখীরো হাসিটি পারে না সহিতে,
শরমে পলাতে চায়।

ব'লো না গো অত কথা,
এখনি পাইবে ব্যথা।

হাসিতে লাজেতে ফেলিবে কাঁদিয়া,
নুইয়া পড়িবে মাথা।
থাম গো ওগো থাম গো।

৩য়া। দেখ বুকে হাত দিয়া—
কাঁপিছে সখীর হিয়া।
বহিলে বায়ুটি কাঁপিলে পাতাটি
উঠে কেন চমকিয়া।

তবে না, শরম-লতা,
ভাব নি তাহার কথা।
দিন যে যাইত হেসে গেয়ে সুধু,
কবে পেলে বুকে ব্যথা?
বল গো ওগো বল গো।

সখার গান।

১ম। কি কুহকী ফুলবাণ,
মধুময় কি সন্ধান।
কে জানে কখন্ মলয় বহিল—
কুয়াসা টুটিল, কুসুম ফুটিল,
বিহগ গাহিল গান।
শিহরিল দেহ, উথলিল স্নেহ,
জাগিল হৃদয়ে কবেকার গেহ,
কবে সেই প্রাণ-দান।
কি কুহকী ফুলবাণ।

২য়। চারিদিকে চায় আকুল হৃদয়,
হাসিতে বাঁশীতে ধরা মধুময়।
কার কথা যেন মনে হয় হয়,
তবুও হয় না মনে।

পথপানে চেয়ে সে যেন এমনি
দিবস গোঁয়ায় পল গণি' গণি';
চোখে কত কথা, বুকে কত ব্যথা,
কোলে মালা অযতনে।
তবুও হয় না মনে।

৩য়। এস প্রিয়সখি, তিথি অনুকূল,
আশা পিপাসায় প্রাণে কত ভুল—
কত গাহি গান, কত তুলি ফুল—
মজিয়া তোমার ধ্যানে।
সেই সুখে সাধে, সেই প্রেমে লাজে
দাঁড়াও দাঁড়াও এসে ধরামাঝে।
এস প্রতি পলে, এস প্রতি কাজে,
এস মনে, এস প্রাণে।
ঘুচাও বিষাদ শোক পাপ তাপ
নর-জীবনের চির অভিশাপ—
তোমার প্রণয়দানে।
এস প্রেমময়ি, এস সুমঙ্গলে,
ডাকিছেন মাতা ল'য়ে দূর্ব্বাদলে,
সখারা ডাকিছে গানে।
এস মনে, এস প্রাণে।

বরের গান।

(সম্প্রদান কালে)

আয় প্রিয়ে আয়।
কত জনমের স্মৃতি আঁখি-কোণে চমকায়।
কত আশা, কি পিপাসা,
কত স্নেহ-ভালবাসা
অধরে না পেয়ে ভাষা হাসি-সনে মিশে যায়।

প্রেম-আলিঙ্গন-আশে
বাহু আগুসরি আসে,
লোক-লাজে অভিমানে আধ-পথে থমকায়।
মরমে মরমে খেলা,
শরমে কি হেলা-ফেলা!
গলে যেন বর-মালা দেয় কত অনিচ্ছায়!

কবির গান।

(বাসরে)

তোমরা কে হে—
লভিছ অমর সুখ এই মর-দেহে!
নয়নে নয়নে হয়
কিবা প্রাণ বিনিময়!
কি মধুর লীলা-ছলা সাধের সন্দেহে!
অনিমিখ আঁখি কাছে,
শত ভয় জেগে আছে!
দুজনে মরিতে চাহ দুজনার স্নেহে!*

('নব্যভারত,' চৈত্র ১৩০০)

ছিল এ পিরীতি মম

ছিল এ পিরীতি মম
বন-যূথিকার সম,
নশ্বর পল্লব-থরে ক্ষুদ্র এক বৃন্ত ধরি';
রূপে রসে থরথর,
সহে না বায়ুর ভর,
অতি শুভ্র, সুকোমল, পরশে পড়িবে ঝরি'!

* এই গানের মালার কিছু অংশ 'শঙ্খ' পুস্তকে "বন্ধুর বিবাহ" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য সমগ্র রচনাটিই পুনর্মুদ্রিত করিলাম।—সম্পাদক।

চারিধারে আশেপাশে
তরল জোছনা হাসে,
নীরব নিষুপ্তি নিশি, আলস-শিথিল ধরা।
বহে বায়ু হেলিদুলি,
কাঁপে শাখা, পাতাগুলি ;
আধ-ঘুমে জাগরণে সে আছে স্বপনে ভরা।

যেন এ জগতে আর
কিছু নাই দেখিবার,
জীবন কল্পনা যেন—আপনারি ছায়ালোক।
নাহি বৃষ্টি, নাহি ঝড়,
নাহি রৌদ্র খরতর,
জীবন-মরণ-খেলা, মর্ম্মভেদী দুঃখশোক।

পাতায় ঢাকিয়া মুখ
গড়িতেছে নিজ সুখ,
খুলিয়া দিয়াছে বুক, ঝরিছে শিশির-কণা ;
মধুনিশি হাসি' হাসি'
ঢালিছে স্বপন-রাশি,
কোথায় গিয়াছে ভাসি'—বিভল ঘুমন্ত-জনা।

আসে দিবা যায় নিশা,
জাগিছে দুরন্ত তৃষা,
হে প্রিয়, বিদায় দাও, উঠে গ্রামে কোলাহল ;
ম্লান শশী অস্ত যায়,
বিহগ প্রভাতী গায়,
তারকা মুদিছে আঁখি, ঝরিছে যুথিকা-দল।

('অর্চ্চনা', চৈত্র ১৩১৩)

আবাহন-গীতি

('অর্চ্চনা-সাহিত্য সম্মিলনী'তে গীত)

(কীর্ত্তনাঙ্গ)

উঠ রে ভাই, উঠ সবাই, বাজাও বিজয়-ডঙ্কা।
ভারতের ভূপ ভারতে এসেছে, (মহিষী সহ) (সচিব সহ)
কিসের অভাব, কিসের শঙ্কা।
কি দিব্য মূরতি, বরাভয়-কর, করুণা-কোমল সরল অন্তর,
নাহি ভেদ-জ্ঞান, নাহি আত্মপর—বিজেতা-বিজিত-জাতি।
উঠ বঙ্গবাসী, মুছহ নয়ন, (নয়নের জল মুছ হে)
ছিন্ন বঙ্গ আজ লভিল জীবন। সার্দ্ধ শতাব্দীর শূন্য সিংহাসন
দাও সমাদরে পাতি।
এস মহাভাগ, এস মহেষ্বাস, রামের রাজত্বে হতেছে বিশ্বাস।
আক্‌বরের সে সকল প্রয়াস সফল করিছ তুমি।
তোমার এ দান, তোমার এ মান, (তোমার মানে আমরা মানী)
প্রাণ হ'তে আজ করি শ্রেয়-জ্ঞান। দিয়াছ অভয়, দিতেছ কল্যাণ,
মুগ্ধ ভারতভূমি।
অষ্টশত বর্ষ কি দুঃখে যে যায়—আমরা দিয়াছি সকলি রাজায়।
তুমি এক রাজা দিতেছ প্রজায় রাজার গৌরব-শক্তি।
তোমার এ স্নেহ শিরে ল'য়ে আজ (হীরা মোতি তুচ্ছ করি')
দাঁড়াব আমরা জগতের মাঝ, দেখুক জগত, বাঙ্গালীর কাজ—
স্বদেশের সেবা, রাজায় ভক্তি।

('অর্চ্চনা', পৌষ ১৩১৮)

গান

বেহাগ—কাওয়ালী।

(কিবা) মধুরা নারী!
তদধিক সুমধুর, হৃদি তাহারি।

না জানি মধুর কত,
সে হৃদি-বাসনা যত।
দরশে বদন নত, নয়নে বারি॥
পূর্ণিমায় ফুলবনে
দাঁড়ায়ে বিহ্বল মনে,
ভুলিয়ে গিয়েছি প্রেম-পূজা তাহারি।
যেবা চাহে ভালবাসা,
পুরুক তাহার আশা,
আমি যেন আঁখি ভরে হেরিতে পারি।

('অর্চ্চনা', মাঘ ১৩২০)

[৮৪ পৃষ্ঠায় ৩ সংখ্যক গানটি দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক]

গান

১

ফুলে গানে প্রেমে আমি জড়ায়ে জড়ায়ে
দিনু মোর হৃদয় ছড়ায়ে;
আহা, এ কবিতা সম
হ'তো যদি প্রিয়া মম।
তাহার হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া-গড়িয়া
লইতাম আপন করিয়া।

২

বৃথা গাঁথি বনফুল—তুমি কত দূরে,
না জানি কাহার অন্তঃপুরে।
নিশীথে পাপিয়া-তানে
এ গান কি পশে কাণে?
এ প্রেম কি জাগে প্রাণে—কোন পূর্ণিমায়
হেরি' জ্যো'স্না শূন্য আঙ্গিনায়?

৩

কোন দিন গানগুলি—দিন যদি পায়,—
হাতে শুয়ে মুখপানে চায়।
আগ্রহে—আশায় ভুলি'
চা'বে কি অক্ষরগুলি?
কাঁদিবে কি ছত্রগুলি বিরহ-ব্যথায়—
হৃদি মোর পাতায় পাতায়?

('সাহিত্য', পৌষ ১৩২০)

আমি সে প্রণয়ী?

১

সত্য, লিখেছিনু আমি কবিতা অনেক
প্রথম যৌবনে;
সে কেবল প্রেম-গাথা,—আমি যে লিখেছি,
বুঝিলে কেমনে?

২

চাহ—চাহ মুখ-পানে; এবে বৃদ্ধ আমি,
হে যৌবনময়ী!
কহ—কহ সত্য করি', কয় কি বিশ্বাস,
আমি সে প্রণয়ী?

('সাহিত্য,' ভাদ্র ১৩২১)

দাও—দাও

১

একদিন চেয়েছিলে,—কি দৃষ্টি সজল!
জগৎ দেখিয়াছিনু নবীন উজ্জ্বল।

একদিন হেসেছিলে,—কি হাসি সরল।
হৃদয়ে জাগিয়াছিল কবিত্ব নির্ম্মল।
একদিন কয়েছিলে,—কি কথা কোমল।
জীবনে জন্মিয়াছিল বিশ্বাস অটল।

২

সে মোহ কোথায় আজ! কি তীব্র চেতনা—
জীবন আস্বাদ-হীন, মরণ কামনা!
নাই সুখ দুখ স্বপ্ন, নাহিক কল্পনা,
আশা-তৃষা-হীন দিন,—কি দীর্ঘ যন্ত্রণা!
দাও—দাও সত্য মিথ্যা,—যা' ইচ্ছা, ললনা!
প্রেম নয়, দাও তবে প্রেম প্রবঞ্চনা।

('অর্চ্চনা,' আশ্বিন ১৩২১)

স্বজাতি সম্ভাষণ

আপনারে নিশিদিন
ভাবে যেই নীচ হীন,
অতি কৃপাপাত্র দীন জগতে সে জন।
জীব-গর্ব্ব নাহি যার,
উর্দ্ধগতি নাহি তার;
অল্প সুখ, অল্প আশা—ক্ষুদ্রের লক্ষণ।

কাব্যে ইতিহাসে কুত্র,
সংহিতার কোন সূত্র
দেয় নাই ক্ষুদ্রজনে মহত্ত্ব-আসন।
যাহা শ্রেয়ঃ, যাহা প্রেয়,—
স্বেচ্ছায় না দেয় কেহ;
সহজে ধরে না কেহ পরের চরণ।

এজীবন-মহাহবে
অক্ষম বিজয়ী কবে ?
কে লভেছে কাম্যধন বিনা প্রাণপণ ?
স্বাস্থ্য জ্ঞান যশঃ অর্থ
সে-ই লভে, যে সমর্থ ;
'শক্তের দু'কূল মুক্ত'—যথার্থ বচন।

বল্লালের হিংসা দ্বেষ
হোক্ অভিমানে শেষ ;
অপমানে লভি' জ্ঞান—জ্ঞাতির মিলন।
কুটিলের দম্ভ ক্রোধ,
শ্রীবল্লভে পরিশোধ ;
অতীত-গৌরবে কর ভবিষ্যে বরণ।

"কুলজন্ম দৈবায়ত্ত,
মমায়ত্ত পুরুষত্ব—"
কর্ণের এ মহাবাক্য করিয়া স্মরণ,—
অবিনয়ী হইও না,
অবিনয় সহিও না,—
অগ্রসর'—অগ্রসর'—স্মরি' নারায়ণ,
হে বণিক্‌গণ।

('সুবর্ণবণিক্ সমাচার,' মাঘ ১৩২৫)

সম্পাদকীয় মন্তব্য : ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ১১ই পৌষ চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশনে এই কবিতাটি পঠিত হয়। কবি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে কবিতাটির মুদ্রিত প্রতিলিপি সভায় বিতরণ করেন। ইহাই তাঁহার রচিত শেষ কবিতা।

পরবর্তী কবিতাগুলি তাঁহার পাণ্ডুলিপি-খাতা হইতে এখানে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হইতেছে। এগুলি প্রায়ই অসম্পূর্ণ, অসংস্কৃত এবং দুই-একটি পরবর্তী মুদ্রিত কবিতার আদি অপরিমার্জিত রূপ।

বিরহে

১

এস, স্মৃতি, এস,
অতীতের দ্বার খুলে।
শারদ প্রভাতে যথা, না পড়িতে ঢ'লে চাঁদ,
পূরব-গবাক্ষ ঊষা খুলে ফেলে ভুলে ;
সুদূর মলয় হ'তে শতফুলবন দ'লে
মলয়-সমীর যথা আসে দু'লে দু'লে ;
শত ক্ষুদ্র-বেণী মিলে আকুল তটিনী যথা
শত প্রতিবন্ধ সত্ত্বে পড়ে গিরি-মূলে ;
এস, স্মৃতি, এস,
অতীতের দ্বার খুলে।

২

এস, স্মৃতি, এস,
ব'সে আছি সিন্ধু-কূলে, বিধুরা রমণী যথা,
কোথাও নাহিক কোন তরীর উদ্দেশ।
সারাদিন পথে ঘুরে, ফিরিয়া যেতেছি ঘরে,
দিবসের হ'য়ে আসে শেষ,
উত্তাল সংসার-সিন্ধু, উত্তুঙ্গ জীবন-গিরি
প'রে এস একবার দূর-স্বপ্ন-বেশ।
এ জীবন-স্মৃতি লয়ে চ'লেছি দিগন্ত-পারে
গড়িতে আমার নব জীবন-প্রদেশ।

৩

এসো না, এসো না স্মৃতি, মিশিয়া আশার সাথে,
আশার নাহিক কাল আর।
জানি না সে দূর দেশে আলো কি আঁধার ছায়,
বাজে কি বাঁশরী, কিম্বা কৃপাণ-ঝঙ্কার।

এসো না এসো না স্মৃতি নিরাশ-নয়নে চেয়ে,
এ নহে কুয়াসামাখা শীতের প্রভাত।
এ কুয়াসা ঘুচিবে না, এ শিশির মুছিবে না,
জীবন-আরম্ভ নহে, এ জীবন-রাত!

৪

এস, স্মৃতি, এস,
সন্ধ্যার আকাশ মত!
চাহিতে চাহিতে যাই, ডুবিতে ডুবিতে চাই,
গণিতে গণিতে ডুবি—ফুটে তারা কত!

[অসম্পূর্ণ]

প্রকৃতি

কে বুঝিবে কি যে তত্ত্ব অনন্ত প্রকৃতি তোর!
হৃদি তোর কি কোমল, হৃদি তোর কি কঠোর!
মেঘের ঘোমটা-খুলে এই হেসে লুটোপুটি,
সহসা আঁধার মুখ, কি ভীষণ ভ্রুকুটি।
এই তটিনীর কূলে
মুখে আধ কথা তুলে,
উৎক্ষিপ্ত সাগরে এই মরণের ছুটাছুটি।

এই প্রাতে গিরি 'পরে নব রূপে ঢল-ঢল;
এই প্রেম-অভিসারে
ঢ'লে পড় ফুল-ভারে;
এই মন-উন্মাদিনী, অট্ট হাসি ঝলমল
এই ব্রহ্মচর্য্য প্রায়,
তুষার-বরণ-কায়;
এই বিদায়ের দৃষ্টি, বৃষ্টিধারা ঝর ঝর
মানিনী চ'লেছে এই ধূধূ জ্বলে চরাচর।

[অসম্পূর্ণ]

For Sabitri Library's 8th Anniversary

[সাবিত্রী-লাইব্রেরির অষ্টমবার্ষিক উৎসবে]

এস মা সাবিত্রী-ছায়া।
এ মুমূর্ষু-ভাষা 'পরে দাও যমজয়ী কায়া।
ফিরায়ে আনিলে পতি,
তুমি যমজয়ী সতি,
কালের নিয়ম সনে যুঝি, মহা-সত্য-জায়া।
এই অভিশপ্ত ভাষা,
কত অপগণ্ড আশা।
অকাল-মরণ হ'তে রাখ, দিয়ে মহামায়া।

31st March 86 [৩১ মার্চ, ১৮৮৬]

গাঙ্গিনীর তীরে

সুকঠিন কাষ্ঠের শয্যায়
শুয়ে রাজলক্ষ্মী মৃতকায়।
পরিধান লাল শাড়ীখানি
সিন্দুর সুন্দর সিঁথিমাঝে।
লাল সুতাবাঁধা অলক্তক
হায়, আজি বাহুর ভূষণ।
বসুধার বিস্তারিত কোলে
মুক্তবেণী মাথাটি নোয়ায়ে
আধখোলা আঁখি দুটী দিয়ে
বিষম বিষাদে যেন সতী
দেখিতেছে আত্ম হারাইয়ে
অসার সংসার ছবিখানি।

আরিয়াদহ

২৭ চৈত্র ১৩০৫ সাল,
রবিবার-চতুর্দশী, দিবা ১১৷ ঘটিকা।

চিতা

দেখো দেখো বুকে হাত দিয়ে,
উ! আর সহ্য নাহি যায়।
হৃদয়ের মাঝখানে যেন,
কারা যেন কি যেন সাজায়!

আগে হবে ভিতরে সাজান,
তার পর সাজাবে বাহিরে?
ভিতরে কি জ্বলিলে অনল,
ডুবাবে বাহির গঙ্গা-নীরে?

জগতে সবি কি শেখা?

সকলি গিয়াছে তাতে নাহি দুখ,
সকলি ত যাবে চলি।
গেছে সুখ-আশা, গেছে ভালবাসা,
ভেঙ্গেছে হৃদয়-কলি।
সকলি ত যাবে চলি!

পথিক পলায়, পদ-চিহ্ন কেন?
তটিনী শুকালে রেখা?
সে আমার গেছে, কেন তার স্মৃতি?
ছিন্ন-পত্রে তার লেখা!
জগতে সবি কি শেখা?

অকৃতজ্ঞ

হাহা তুই প্রকৃতির সৃষ্টি-ছাড়া জীব!
মেঘের ঘর্ষণে মেঘে তড়িৎ সঞ্চারে;
অনল-স্ফুলিঙ্গ উঠে তুষারে তুষারে;
শুষ্ক কাষ্ঠ ঘরষণে, জ্বালা যায় দীপ।

লৌহ, সেও অগ্নিতাপে হয় যে তরল ;
পাষাণ ক্ষয়িয়া যায় চলোর্ম্মি আঘাতে ;
হীরকে হীরক কাটে ; গরলে গরল,—
যে তুই সে তুই চির, কি রৌদ্রে কি বাতে ।

জহ্নু, জাহ্নবীর দর্প ক'রেছিলা চুর ;
বিন্ধ্য, সিন্ধু অবনত অগস্ত্য-চরণে ;
শ্রীকৃষ্ণের দর্প-চূর্ণ চরণে ভৃগুর ।—
ও প্রাণের নাহি তত্ত্ব—বিজ্ঞানে দর্শনে ।

যে অভাগা ভুলে তোরে ক'রেছে পরশ,
পক্ষাঘাতে রোগে চির-জীবন অবশ ।

2nd July 86 [২ জুলাই ১৮৮৬]

ফুলের প্রতি মূল

১

ভাল বাসিলি না মোরে ?
ভাল বুঝিলি না, ওরে ।

২

আইল মলয়, জিনিল হৃদয়,
তাহার সোহাগ-ভরে ।
ভাবিলি রে বুঝি, সে এসেছে খুঁজি,
আগে তোর প্রেম-তরে ।

৩

কত দিন হতে ঘুরে পথে পথে
আসিতেছি প্রেম-রাগে ।
তার আসিবার, তোর ভাবিবার,
বাহিরেছি কত আগে ।

৪

আমি তোর মূল, বুঝিলি না, ফুল !
ভাল বাসিলি না মোরে।
আমারি কারণ হ'য়েছ সৃজন,
আমারি স্বপন ভোরে।

৫

স্বপন ভাগিবে চেতনা জাগিবে,
উত্তপ্ত হইবে শ্বাস,
শেষে এই কোলে পড়িবি রে ঢোলে,
তুই মোর দশ মাস।

নিরাশা

১

এস দুখের নন্দিনি !
পর্ব্বত-শিখর হ'তে তটিনীর কল-স্রোতে
শুনিতেছি যেন তোর মৃদুপদ-ধ্বনি।
তরুর মৃদুল শ্বাসে, ফুলের কোমল বাসে,
সন্ধ্যার বাতাসে যেন তোর শ্বাস শুনি।
আকাশের ম্লান চোখে, তারাদের ক্ষীণালোকে,
ছায়া ছায়া দেখি যেন তোর মুখ-খানি।
এস স্নেহ-রাণি !

২

এস স্নেহ-রাণি !
জেগে জেগে সারাদিন হ'য়ে অতি বলহীন,
শুইয়া প'ড়েছে বুকে কল্পনা-রমণী।
মুখ-খানি তুলে তার, ডাক্ তারে একবার,
উঠিলে উঠিতে পারে তোর রব শুনি ;

দেখিলে দেখিতে পারে, চেয়ে—চেয়ে চারিধারে,
প্রকৃতির অশ্রুমাখা শ্যাম শোভা-খানি।
এস স্নেহ-রাণি।

৩

এস স্নেহ-রাণি।
রেখেছি যতন ক'রে পাতিয়া তোমার তরে,
কোমল অশ্রুর শয্যা ভাঙা হৃদি-খানি।
মাথা রাখি থাক শুয়ে, একটি স্বপন হ'য়ে,
হইয়া একটি শান্ত আঁধার যামিনী।
নিশি যেন না পোহায় পাখী যেন নাহি গায়
আঁধারে স্বপনে যায় জীবন এমনি।
এস স্নেহ-রাণি।

['কনকাঞ্জলি' পৃ. ১৫ "সন্ধ্যায়" দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক]

For Sabitry Library's Coming aniversary

রাজনৈতিক বক্তৃতা শ্রবণান্তর

১। (দেশ)

থাম, থাম, কোলাহল, থাম একবার।
এ নহে কথার খেলা, ব্যথা ভাবিবার।
জীবন জ্বরিছে বিষে,
কেন হাসি দিশে দিশে ?
অভিমানে হয় নাকি প্রাণ যাতনার ?
পরের চরণতলে,
বাঁচি মরি পলে পলে,
আমি আমি আমি ক'রে, তবু অহঙ্কার ?
পরে দিয়ে প্রাণ মান,
কি পেতেছি প্রতিদান ?
অবিচার, অত্যাচার, অপমান-ভার।

শোণিত করিয়া জল
কার তরে খাটি বল্‌ ?
কার ধনে কারা সাধে যে খেয়াল যার ?
পুরুষের ধর্ম্ম-কর্ম্ম,
নারীর সতীত্ব-বর্ম্ম
ভাঙ্গিছে লুটিছে কারা ? শুন হাহাকার !
সদা শাখামৃগ হ'য়ে
পড়িতেছি জমি ল'য়ে,
সভা চাঁদা লেখালিখি কি করিল কার ?

২। (মালকোষ)

থাম, থাম, একবার, থাম কোলাহল !
রাখিতে পারি না আর নয়নের জল !
আছিল যাদের বশ
অক্ষৌহিণী চতুর্দ্দশ,
ভুরু-ভঙ্গে আজি তারা লুটায় ভূতল !
বর্ষে ছিল প্রেম-ধারা
বানরে পশুরে যারা,
ভায়ে বুকে নিতে তারা তোলে আজি ছল !
হেলায় যাদের ছেলে
বেড়াত জগতে খেলে,
পথে ঘাটে তারা আজ ভয়েতে বিহ্বল !
রাখিতে আপন মান,
নারী যেথা দিত প্রাণ
এখন পারে না সেথা পুরুষ সবল।
প্রতি দিন অপমানে,
অপমানে সুখ-ভানে
বাঁচিতে হয় কি ব'লে, এই বাঁচা বল্‌ ?

কোথা সে প্রশস্ত বুক,
কোথা সে প্রফুল্ল মুখ,
করে পুঁথি, কার্ম্মুক, সাহসী সরল।

1st. August 78 [১লা আগস্ট ১৮৭৮]

নিমন্ত্রণে

১

কেন তুমি ডাকিতেছ সখি
আনন্দের কোলাহলে ?
দেখিতে কি প্রদীপ্ত আলোকে
আমার নয়ন-জলে ?

২

শুনিতে কি বিবিধ যন্ত্রের
সমতান-স্বর মাঝে
হৃদি-ভাঙা আকুল নিশ্বাস,
কেমন বেসুরা বাজে ?

৩

চাহ কি গো ফুলের আসরে
ফুল-মালা-ছায়,
হতভাগা হাসির তরঙ্গে,
প্রেমে রূপে ভেদ বুঝে যায়

(অসম্পূর্ণ)

সমস্যা

১

প'ড়েছি বিষম সমস্যায়।
পিরীতে প'ড়েছে হরি,— বল আমি কিবা করি,
কিবা উপদেশ দিব তায় ?
প'ড়েছি বিষম সমস্যায়।

২

উপদেশ দিতে গেলে কাঁদে।
কথা সুধু শুনে যায়, কিছু না খুলিতে চায়,
প'ড়েছে সে নলিনীর ফাঁদে।
উপদেশ দিতে গেলে কাঁদে।

৩

শুনেছি, নলিনী মায়া জানে।
কি চাহনি আছে চোখে, মজায়েছে শত লোকে,
শত হাব, ভাব, ছলা, গানে।
শুনেছি, নলিনী মায়া জানে।

৪

বল মোরে, কিবা আমি করি ?
উপায় না দেখি, হায়, ধন, মান, সব যায়,
মা তার কাঁদিছে ভূমে পড়ি।
বল মোরে, কিবা আমি করি ?

৫

নারী সে, কি তার বাহাদুরী ?
আমি ত পুরুষ বটে, বিদ্যা, বুদ্ধি আছে ঘটে ;
হরি ত একটা ফুল-কুঁড়ি।
নারী সে, কি তার বাহাদুরী ?

৬

বিপত্তি-কালে যে, সে বান্ধব।
এ সময়ে যদি তায়, ফিরাতে না পারা যায়,
মিছে মোর সম্ভ্রম, গৌরব।
বিপত্তি-কালে যে, সে বান্ধব।

৭

এতে যদি অপযশ হয়,—
সখারে বাঁচাতে হবে, যাহারা যা কয় কবে,
তাতে আমি নাহি করি ভয়।
এতে যদি অপযশ হয়।

৮

একবার দেখিব নলিনী।
আমি ত পুরুষ হই ; সে ত নয় নারী বই,
হাব-ভাবে আমি ত ভুলি নি।
একবার দেখিব নলিনী।

৯

এই মায়া, এই মায়াবিনী ?
কেঁদে হোক, যাতে হোক,— গেছে ত প্রেমের ঝোঁক,
এত শীঘ্র যাবে তা ভাবি নি।
এই মায়া, এই মায়াবিনী ?

১০

তন্ত্র, মন্ত্র কোথায়—কোথায় ?
এই ত তাহার হরি, বৃন্দাবন শূন্য করি,
তারে, হায়, পরিহরি যায় !
তন্ত্র, মন্ত্র কোথায়—কোথায় ?

১১

প'ড়েছি বিষম সমস্যায়।
হরিনাথ দিন দিন হ'তেছে পাণ্ডুর, ক্ষীণ,
কাছে গেলে দীন নেত্রে চায়।
প'ড়েছি বিষম সমস্যায়।

১২

বন্ধুত্ব বুঝি বা হয় শেষ।
এবে মুখপানে তার চাহিতে পারি না আর,
ঠারে-ঠোরে দেয় উপদেশ।
বন্ধুত্ব বুঝি বা হয় শেষ।

১৩

কারে বলি, এ রহস্য-গাথা?
মরমে মরমে বিষ জ্বলিতেছে অহর্নিশ,
ভেবে ভেবে ঘুরে গেল মাথা।
কারে বলি, এ রহস্য-গাথা।

১৪

এ কি জিত, না এ মোর হারি?
পিরীতি ছাড়াতে গিয়ে প'ড়েছি পিরীতি নিয়ে,
কারো কাছে খুলিতে না পারি।
এ কি জিত, না এ মোর হারি?

১৫

নলিনী এখন মোর হাতে।
কাঁদে রাত-দিন ধ'রে, চোর মত পায়ে প'ড়ে;
শিশু মত, ফিরে সাথে সাথে।
নলিনী এখন মোর হাতে।

১৬

বুঝি না এ কি রহস্য ঘোর।
ছিল শত মধুকর যে ফুলে করিয়া ভর,
কোথা উড়ে গেল স্পর্শে মোর।
বুঝি না এ কি রহস্য ঘোর।

১৭

অক্ষয়, কবিতা লিখে থাক।
এলেম তোমার কাছে, বল কি উপায় আছে?
এ সবের তত্ত্ব কিছু রাখ?
অক্ষয়, কবিতা লিখে থাক।

১৮

বল আমি কি করি এখন?
হরিনাথ দিন দিন উত্থান-শকতি-হীন,
বুঝি তার নিকটে মরণ।
বল আমি কি করি এখন?

১৯

এ দিকে পিরীতে নাহি সাধ।
ও দিকে নলিনী বলে "ত্যজ না পরের ছলে,
করি নি তোমার অপরাধ।"
এ দিকে পিরীতে নাহি সাধ।

২০

ও দিকে ছাড়িয়া যাওয়া দায়।
নট নহি, জান তুমি, ধরা নয় রঙ্গভূমি,
ছাড়াছাড়ি কথায় কথায়।
ও দিকে ছাড়িয়া যাওয়া দায়।

২১

নহি আমি কাব্যের নায়ক,
নলিনী নায়িকা নয়, কি উত্তর—সে যা কয়?
হরি মরে, মরা নহে সক্।
নহি আমি কাব্যের নায়ক।

২২

প'ড়েছি বিষম সমস্যায়।
প্রাণ ল'য়ে খেলা করা, প্রাণে মারা, প্রাণে মরা ;
বাঁচি, বাঁচে, বল কি উপায় ?
প'ড়েছি, বিষম সমস্যায়।

9th October 87 [৯ই অক্টোবর ১৮৮৭]

বেহারিলাল

কোথা পেলে এ বাঁশরী, কোথা এ চাতুরী ?
যমুনার স্রোত পুন বহিছে উজানে।
চমকে বিকল মন, প্রেম-কুঞ্জ-পানে
ছুটিতেছি শূন্যে চেয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে ঝুরি।
সংসার আড়ালে পড়ি কোথা ঘোরে ফেরে!
ঘুমায়ে পড়িছে ধরা রূপে, প্রেমে, গানে।
কোন্ কদম্বের তলে বুলি অভিমানে—
আশা, স্বপ্ন, স্মৃতি ল'য়ে, দেহ গেছ ছেড়ে।

লতায় ফুটেছে ফুল, ফুলেতে ভ্রমরী,
শাখায় কাকলী ধীর, ছায়ায় হরিণী,
জলদে তরল জ্যোস্না, জ্যোস্নায় অপ্সরী,
সমীরে মদির শ্বাস, শ্বাসে বিরহিণী।
কার তরে ঝরে তব পুণ্য-অশ্রুজল ?
কে সেই 'সুন্দরী', তার হউক 'মঙ্গল'।

18/1/88 [১৮ই জানুয়ারি, ১৮৮৮]

দর্শনে

নয়নে পলক নাই, কথা নাই মুখে।
চেয়ে আছি, বুঝিতেছি; কাঁপিতেছি বুকে।
বুঝিতেছি, দেহ চায় দেহের পরশ।
দাঁড়াইয়া আছি কাছে, নাহিক সাহস।

দুটী মূর্ত্তি—দুটী ছায়া, পরাণের কোলে,
বুকে বুকে দৃঢ় বাঁধা, কপোলে কপোলে।
সুখে স্বপ্নে অবসন্ন, অবশ শরীরে;
জড়ায়ে জড়ায়ে যেন মরিবে অচিরে।

7th Feb : 1888 [৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮]

['কনকাঞ্জলি' পৃ. ১১ "দেখা" দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক]

থাকে মুক্তা সাগরের তলে

১

থাকে মুক্তা সাগরের তলে।—
কত কষ্টে, কি যতনে,
তুলে নর সে রতনে
আদরে দোলায় হৃদে গলে।

২

ফোটে তারা আকাশের গায়।—
নাগাল না পেয়ে করে,
কত কি কল্পনা-ভরে,
কত কি সৌন্দর্য্য দেখে তায়।

৩

সুকুমারী ঘরে ঘরে ফুটি।—
তাই নর পলে পলে
দলে তারে ছলে বলে।
সমুক্ত নয়ন-তারা দুটি।
সুকুমারী ঘরে ঘরে ফুটি।

14th August 88 [১৪ই আগস্ট, ১৮৮৮]

অঞ্চলের বাতাস

মলয়-সমীরে আছে কত পবিত্রতা ?
কত শীত ঝ'রে যায় পরশি তাহারে ?
কত ফুলে ঢেকে দেয় বিরস ধরারে ?
আসে সে কবিতা কত—কত পুণ্য-কথা ?
কত দূর হ'তে আসে, ল'য়ে কি মমতা ?
কত দূরে যেতে পারে, রেখে আপনারে ?
কত শক্তি দিতে পারে মুমূর্ষু জনারে ?
ঘুচাইতে পারে কত পাপ, তাপ, ব্যথা ?

জননীর স্নেহ-ভরা অঞ্চল-বাতাসে,
কোন্ শিশু ফুটে নাই দেব-শিশুপ্রায় ?
মণি ভেবে ফণি ধরি, বিহ্বল তরাসে,
কে কিশোর ছুটে নাই জুড়াতে হেথায় ?
কে যুবক—কোন্ পাপী, এ পুণ্য-সৌরভে,
শত নাগ-পাশ ভাঙ্গি' দেবত্ব না লভে ?

25th Sept 88 [২৫এ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮]

নয়নে নয়ন

কত কথা চাপিয়া অন্তরে
চাহিলাম মুখ-পানে তার।
নয়নে নয়ন যদি পড়ে
খুলে যায় রহস্যের দ্বার।

নয়নেতে মিলিতে নয়ন
মুদে এলো নয়ন আমার,
দেখিছে কি—দেখে তার মন—
কোন্‌টা অধিক অন্ধকার।

18th Dec 88 [১৮ই ডিসেম্বর, ৮৮৮]

বিরহী

কত কথা গর্ব্বে সহি,
কত ব্যথা মর্ম্মে বহি,
ধর্ম্ম তাহা জানে।
দিন-রাত সহি-সহি,
যেন বিষ-গর্ভ অহী
হ'য়েছি পরাণে।

প'ড়ে আছি কর্ম্ম-ক্ষেত্রে,
জড় সম, শূন্য নেত্রে
সহিতে লাঞ্ছনা।
শ্বসিতে নাহিক বল,
নাহি দেহে অস্তস্তল,
নাহিক চেতনা।

কিছু যেন নাহি খুঁজি,
কিছু যেন নাহি বুঝি,
নাহি সে শকতি;
পদাঘাতে অস্ত্রাঘাতে
না পায় বেদনা তাতে
এ জড় মুরতি।

কে বুঝিবে এ তক্ষক,
বহে প্রাণে কি নরক,
তাই শির নত।
দৃষ্টিতে পুড়াতে পারি,
নিশ্বাসে উড়াতে পারি
ধরা শত শত।

আজনম নহি ধীর,
নত মুখ, নত শির,
নহি চিন্তাপর।
লজ্জায় না আঁখি মেলে,
তরাসে না শ্বাস ফেলে,
এই বিষধর।

বুঝেছে অদৃষ্ট-দোষে,
দুখে বা ঘৃণায় রোষে
কিছু যদি করে—
বিষে হবে দাহ প্রাণী,
স্বর্গ সহ সে ইন্দ্রাণী
শ্বাসে যদি জ্বরে।

সে বটে সংসার-ছাড়া,
জীবন তাহার কারা;
নহে তো সবার।
নাহি মান অপমান,
ভূত ভাবী বর্ত্তমান;
আছে তো তাহার।

বুঝে বুঝে স'য়ে স'য়ে
র'য়েছি অবুঝ হ'য়ে
সংসার-ভিতর।
দেখে বুঝে স্থির জলে
কে বুঝে বাড়বানলে
হ'তেছি কাতর।

গর্ব্বে বুঝি, মর্ম্মে সই,
তবু—তবু "প্রেম-মই"
—আবার সে ভুল।

আবার সে সুখ-আশে,
আবার সে দীর্ঘ-শ্বাসে
হৃদয় আকুল।

আবার ভাবিছে মন,
এই প্রিয়া-সম্বোধন
এই শ্বাস হায়
গিরি-বন পাছে ফেলে
শত ব্যবধান ঠেলে,
পড়ে তব পায়।

বিরক্ত কি হবে তায় ?
বায়ুতে লইয়া যায়
পরিমল-ভার।
চন্দ্রমা তো দূরে র'য়ে
চেয়ে থাকে মুগ্ধ হ'য়ে
আমি সুধু বার।

নদী মত উছলিয়ে
পড়ি না চরণে গিয়ে
ভাঙিয়ে হৃদয়।
সার্থক হউক জন্ম,
সার্থক এ ধৈর্য্য-ধর্ম্ম,
সার্থক প্রণয়।

কি ব্যথা পাইবে তায়—
মন না ভাবিতে চায়,
নাহি সে সময়।
বাস আর নাহি বাস,
সে সবে নাহিক আশ,
আমি তোমা-ময়।

আমি তোমা-ময়, প্রিয়ে,
তোমারে এ আমা দিয়ে
চিরতরে সরি।
অলক্ষ্যে দিয়েছি প্রাণ,
রাখ এ প্রাণের মান,
অলক্ষ্যে না মরি।

এ কি এ কি—আশা-ঘোর।
কোথা সে দৃঢ়তা তোর,
হা বিকল মন।
সহিতে জন্মেছি ভবে,
আজন্ম সহিতে হবে,
কেন দু-স্বপন।

এ নহে বিরহী-রীতি,
সুখ-সাধে নিতি নিতি
বিকল বিহ্বল।
হতাশ অদৃষ্ট, হায়
মধ্যাহ্ন আকাশ প্রায়
শূন্য মরু-স্থল।

ধূধূধূ জ্বলিছে প্রাণে
তবুও বারিদ পানে
চেয়ে না নিশ্বাসে।
জ্ব'লে মরে হাহাকারে,
তবুও আপন কারে
জ্বালা না প্রকাশে।

হের মন, কিবা স্থির,
কি মহান্ কি গম্ভীর,
মরু অহরহ।

কি নিষ্কাম মহাতপ,
কি নীরব মন্ত্র-জপ,
কি আত্ম-নিগ্রহ।

কোটি নদী সে হৃদয়ে
গিয়েছে বিশুষ্ক হয়ে,
বায়ু কেঁদে ফেরে,
কোটি তরু শুকায়েছে,
হিমাদ্রি ফাটিয়া গেছে,
নির্ম্মমতা হেরে।

ভয়ে মেঘ নাহি ঝরে,
দৃষ্টিতে বিহঙ্গ মরে,
শ্বাসে ভাষা লয়।
বুকে মরীচিকা খেলা,
তবু কিবা হেলা-ফেলা।
—প্রণম', হৃদয়।

19/1/84 [১৯এ জানুয়ারি, ১৮৮৪]

['কনকাঞ্জলি' পৃ ২১-২২ "এত বুঝি" দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক]

কেন এত ফোটে ফুল ?

কেন এত ফোটে ফুল, শুকাতে না তুলিতে ?
কেন এত ডাকে পাখী, ভুলাতে না ভুলিতে ?
কেন এত বহে বায়ু, দুলাতে না দুলিতে ?
কেন আঁখি অনিমিখ, জ্বালাতে না জ্বলিতে ?

29-1-88 [২৯এ জানুয়ারি, ১৮৮৮]

অভিমান কেন নাহি প্রাণে ?

অভিমান কেন নাহি প্রাণে ?
ছিল যে বিষম অভিমানী ।—
মাখান রূপের অভিমানে
দেখেছে সে মুখ এক-খানি ।

অভিমানে যাতনা নেভে না
তাই সে করে না অভিমান ।
টানা-টানি বিষম যাতনা,
স্রোতে তাই ঢেলে দেছে প্রাণ ।

ফুটুক—ঝরুক ফুলবন,
কি হবে আমার তাহা জানি ?
তার সাধ হউক পূরণ,
সে আমার বড় অভিমানী ।

5th Dec. 87 [৫ই ডিসেম্বর ১৮৮৭]

হা বিধি !

১

হা বিধি,
গাছে গাছে ফোটে-ফোটে শত-শত ফুল-কলি,
আলোক, শিশির, বায়,
কত আশা দিলি তায় ;
না ফুটিতে ভাল ক'রে, কি ভেবে গেলি রে চলি
হিমে, ঝটিকায় দলি ।

কত-শত বালু-কণা জমালি হৃদয়-তীরে,
কালের নীরব ঢেউয়ে, ধীরে—ধীরে, অতি ধীরে ।
ঝটিকা রূপেতে হেসে,
কোথা ফেলে এলি শেষে ।
কোথায় বাঁধিতে ঘর, কোথা বেঁধে এলি ফিরে ।

বাঁধিলি সুখের ঘর শান্তিময় গণ্ড-গ্রামে,
কোলেতে বসালি শিশু, রূপসী বসালি বামে।
দু' দিন না যেতে যেতে,
শিবা-রব স্বর্ণ-ক্ষেতে।
পথিক সে পথে আর ভয়েতে চলে না যামে।

২

কত মুখ, কত আঁখি, কত কথা, কত গান,
কত রূপ, কত স্নেহ, কত প্রেম, অভিমান,
কত অশ্রু, কত শ্বাস,
কত হাসি, কত ত্রাস,
কত সাধ, অবসাদ আসে ধীরে হৃদি-তীরে ;—
—না ফেলিতে আঁখি-পাতা,
কোথা হ'য়ে যায় গাঁথা।
শত কথা, শত ব্যথা, শত শ্বাসে নাহি ফিরে।
জীবনের পলে পলে,
এত তারা দলে দলে,
কেন ফোটে, কেন ডোবে ?—যদি কোন অর্থ নাই।
এ শূন্য হৃদয়-পানে চেয়ে চেয়ে ভাবি তাই।

25-10-87 [২৫এ অক্টোবর, ১৮৮৭]

বুঝা

বুঝিতে পারি না তারে, তার ব্যবহারে।
দেখা হ'লে মনে হয় বুঝিব এবারে।

দেখিলে এ আঁখি-স্থির, হেসে গড়াগড়ি ;
তাহারে বুঝিতে গিয়ে বুঝাইয়া মরি।

2-88 [ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮]

চ'লে গেল, ছুঁয়ে গেল

চ'লে গেল, ছুঁয়ে গেল, কহিল না কথা ;
নেতিয়ে পড়িল প্রাতে নতমুখী লতা।
ঝরিয়া পড়িছে ফুল ; ঝরিছে শিশির ;
আকাশে উঠিছে মেঘ ; কোথায় সমীর ?
কোথা বিহঙ্গের কল, রবির কিরণ,
ষোড়শীর মৃদু হাসি' কুসুম চয়ন।
কোথা পথিকের শ্রান্তি, রাখালের গান,
গেল—গেল, সব গেল, স্বপন সমান।
দুখ, দুখ, দুখ,
কোথা বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, কুঠার, কার্ম্মুক।

24-8-87 [২৪এ আগস্ট, ১৮৮৭]

সবাই গাহিছে যবে

সবাই গাহিছে যবে যবে হাসিছে,
আমি কেন ম্লানমুখে রব ?
পান-পাত্র পূর্ণ কর,
ধর ধর গান ধর।
সবাই পরিছে মালা, নাচিছে ভাসিছে,
দলে কেন দল-ছাড়া হব ?

মুছে ফেলি আঁখি-জল, মুছে ফেলি ব্যথা,
মুছে ফেলি বিগত জীবনী,
পান-পাত্র পূর্ণ কর,
ধর ধর গান ধর,
—আবার যে মনে পড়ে সে-দিনের কথা।
সে দিনও যে ছিল গো এমনি।

দিয়েছিলে জ্যোস্না তুমি

দিয়েছিলে জ্যোস্না তুমি, নিয়ে আছি অন্ধকার ;
দিয়েছিলে ভালবাসা, নিয়ে আছি হাহাকার,
নাহি বুকে ফুল-মালা, আছে শুষ্ক ফুল-ডোর।
বসন্ত, কোথায় গেলি রাখিয়া নিদাঘ ঘোর ?

দিয়েছিলে বাঁধি বীণা, ছিঁড়ে যে ফেলেছি তার ;
ভ্রমর গুঞ্জর তুলে আসে না তো কাছে আর।
তটিনী উছলি কূলে আনে না মরালী-কুল,
ছায়ায় ডাকে না পাখী, কায়ায় ফোটে না ফুল !

গেছিলে প্রদীপ জ্বালি, পোড়ায়েছি ঘর-দ্বার,
নাহি মোর কেহ, গেহ প'ড়ে আছে ভস্ম-ভার।
প'ড়ে আছে দীর্ণ ভিত্তি প'ড়ে আছে ভিন্ন ছাদ,
প্রাঙ্গণে ডাকিছে শিবা, চূড়ায় পেচক-নাদ।

আসিলে মলয়-স্পর্শে, গেলে ঝটিকার প্রায়।
শত শত ফুলবন নিমেষে দলিয়া পায়।
চৌদিকে প্রলয়-মেঘ ভ্রূকুটী করিছে কত,
কোথা সে নীলিম মেঘে তারাময় ছায়াপথ।

আসিলে স্বপন-শেষে উষার মতন খেলে,
গেলে বিদ্যুতের মত শত বজ্র পাছে ফেলে।
কোথা রাখালের বাঁশী, বিহঙ্গের কল কল,
কোথা সে শিশির-কণা ফুলে ঘাসে টল টল।

কোথা সে প্রভাত-স্বপ্ন, কোথা সে সন্ধ্যার গান,
কোথা সে পূর্ণিমা-নিশি চেয়ে—চেয়ে অবসান ;—
সুখ নাই, দুখ নাই, কিশলয়ে কাঁপা-কাঁপি।
কথা নাই, ব্যথা নাই, ফুলে ফুলে চাপা-চাপি।

কোথা সে নিকুঞ্জ-ছায়া—অলস পরশ-খেলা ?
কোথা মৃদু-কল্লোলিনী, এ মরু-মধ্যাহ্ন-বেলা ?
তৃষায় ফাটিছে প্রাণ, কই প্রেম-পুণ্য-জল ?
চারিদিকে মরীচিকা হাসিতেছে খল খল।

এস, বর্ষা, এস তুমি, তুমি নিদাঘের শেষ।
ল'য়ে এস অশ্রু-রাশি, ঘুচাও এ তৃষা-ক্লেশ।
ল'য়ে এস আর্দ্র শ্বাস, স্তব্ধ দৃষ্টি, ম্লান হাসি ;—
নাহি আশা, নাহি সাধ,—সুধু কেঁদে ভাসাভাসি।

May, 88 [মে, ১৮৮৮]

['কনকাঞ্জলি' পৃ. ১৭-১৮ "নিদাঘে" কবিতা দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক]

প্রৌঢ়

বনে বনে ফিরিতেছি, পাখী আর গাহে না ;
নয়নে নাহি কি আর প্রণয়ের রাগ ?
বনে বনে ফিরিতেছি, ফুল আর চাহে না ;
কপোলে নাহি কি আর চুম্বনের দাগ ?

ঘরে ঘরে ফিরিতেছি, শিশু আর হাসে না ;
অধরে নাহি কি আর কল্পনার ভাষা ?
দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছি, নারী কাছে আসে না ;
হৃদয়ে নাহি কি আর সৌন্দর্য্য-পিপাসা ?

কাছে কাছে ফিরিতেছি, সখা আর ডাকে না,
নিতে দিতে পারি না কি সুখ-দুখ আর ?
পাছে পাছে ফিরিতেছি, কেহ কাছে থাকে না ;
হারায়ে কি ফেলিয়াছি বাঁশরী আমার ?

বেড়াইব ঘুরে ঘুরে ঘাটে মাঠে পথে কি,
আদি-মধ্য-অন্ত-হারা যেন ছায়া-খেলা।—
জীবন-সায়াহ্নে এই, বিশাল জগতে কি
নিঃসম্পর্ক মেঘমত একেলা—একেলা।

কারো দৃষ্টি, কারো শ্বাস, কভু কারো স্পর্শ কি
লবে না আপনা করি আর এ হৃদয় ?
পিরীতি, কল্পনা, আশা, সুখ, দুখ, হর্ষ কি
এ জীবনে পাবে না গো কাহারো আশ্রয় ?

এই পথ দিয়ে যাবে

সারা বসন্তটি ধ'রে অফুট গোলাপ তুলি,
বেছে বেছে ফেলে দেছি ছোট ছোট কাঁটা-গুলি ;
ছড়ায়ে রেখেছি পথে, এই পথ দিয়ে যাবে,
যেতে যেতে একবার মৃদু হেসে পাশে চাবে।

সেধেছি বাঁশীটি ল'য়ে কত-না যতন ক'রে,
একটি সুখের সুর সারাটি যৌবন ধ'রে ;
যখন সে যাবে আজ, শুনিবে কি বাঁশী বাজে।
চাহিবে নিকুঞ্জ-দিকে, থমকি দাঁড়াবে লাজে।

সারাটি জীবন ধ'রে জমায়েছি ভালবাসা,
জমায়েছি রাশি রাশি কল্পনা, মত্ততা, আশা ;
দেখাইব এত—তারে বুক দিয়ে ঢেকে রেখে।
কোন আঁখি এত তারা আকাশেতে নাহি দেখে।

—ফুল ত দলিয়া গেল, চেয়ে ত গেল না, হায় ?
কত ফুল বৈশাখে ত মাটিতে শুকায়ে যায়।
—গান ত শুনিয়া গেল, কই দাঁড়াল না ফিরে ?
কত পাখী কল-কল করে ত সমুদ্র-তীরে।

—দেখে গেল রত্ন তোর, কই নিল উপহার ?
দূরে যা নিষ্ঠুর সত্য ; ভাঙিও না অর্থ আর।
—সে ত গেল চ'লে, হায়, কুটীরে যা ধীরে ধীরে।
এই পথ দিয়ে গেছে, এই পথে যাবে ফিরে।

এই পথ দিয়ে যাবে, এইখানে প'ড়ে রব',
মাটিতে চাপিয়া বুক, ক্রমে ক্রমে মাটি হব'।
চির-নব-রূপময় সে চরণ-স্পর্শ-ছায়,
শত ফুলগুচ্ছ হ'য়ে লুটিয়া পড়িব পায়।

এই পথ দিয়ে যাবে, এইখানে প'ড়ে রব',
পাষাণে চাপিয়া প্রাণ ক্রমেতে পাষাণ হব',
চির-নব-গীতিময় সে চরণ-স্পর্শ পেয়ে,
হইয়া সঙ্গীত-উৎস চরণে পড়িব ধেয়ে।

এই পথ দিয়ে যাবে, এই-খানে প'ড়ে রব',
তুষারে চাপিয়া প্রেম ক্রমেতে তুষার হব'।
সে পূত চরণ-স্পর্শে, পবিত্রা জাহ্নবী মত,
বহে যাব প্রেম-স্রোতে, ভেসে যাবে রাজ্য কত!

প্রেম-উপহার

এ হৃদয় নহে, দেবি, প্রেম-উপহার।
ভালবাসা—ভালবাসা, এত উচ্চ নাহি আশা,
এত উচ্চ-পানে আঁখি ফিরালে আমার,
ঘুরে যেন পড়ে মাথা, না পাইয়া পার!
এ হৃদয় নহে, দেবি, প্রেম-উপহার।

বলিও না এ হৃদয়—প্রেম-উপহার।
ও কথা শুনিলে পরে, পরাণ কেমন করে!
মনে পড়ে—মহা-সিন্ধু, হিমাদ্রির ধার।
অনন্ত, প্রকাণ্ড এক দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার!

বলিও না এ হৃদয়—প্রেম-উপহার।
দান-প্রতিদান মত, প্রেমে আছে লীলা কত!
সুখ, দুখ, হাসি, অশ্রু, ব্যথা, হাহাকার,
আনন্দ, যন্ত্রণা, মোহ, মত্ততা, বিকার!

এ হৃদয় নহে, দেবি, প্রেম-উপহার।
বন-পথে যেতে যেতে, প্রভাত-সমীরে মেতে,
না জেনে গিয়েছে উবে, সৌরভে বাহার—
যত্নে রেখেছিনু ঢেকে, যে-টুকু আমার।
তুলিতে তুলিতে ফুলে, কি তুমি তুলেছ ভুলে।
না জেনে প'ড়েছ গলে প্রেম-ফুলহার।
এ সুধু হারান কুড়ান ছুটি ভুল ছুজনার।

দিও না ফিরায়ে তবে ভুলটি আমার।
আপনি গিয়াছে যাহা, কি হবে লইয়া তাহা?
একবার গেছে যবে, যাবে আরবার।
সুধু দিতে হাতে হাতে কলঙ্ক লাগিবে তাতে।
নয় হাতে হাতে ভেঙে যাবে মনটি আমার।
—সরলতা দেখাইতে এসো না ফিরিয়ে দিতে,
ভেঙো না সরল মন,—স্বতঃ উপহার।
শপথ তোমার।

সমাজ-পীড়নে

সমাজ-পীড়নে যদি
বহে তব অশ্রু-নদী,
কাঁদিও না, প্রিয়ে।
রাখ বুকে মাথা তুমি,
আঁখি তব চুমি-চুমি,
দেই গো মুছিয়ে।
কাঁদিও না, প্রিয়ে।

ভাবী-বিরহের ভয়ে,
যদি তব অশ্রু বহে,
কাঁদ', তবে কাঁদ'।

হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধি,
তুমি কাঁদ', আমি কাঁদি,
বাঁধো আরো কাঁদ'।
বাঁধ' আরো বাঁধ'।

গান

দেশ,—খেমটা।

প্রেম ঘোচে না কোনকালে।
তাপে নদী শুখায় বটে, আবার নাচে বর্ষাতালে।
একবার প্রেম যে ক'রেছে
চিরতরে সে ম'রেছে,
যে বলে প্রেম ভুলে আছি, সে ভুলতে চায় কথার জালে।
অশথ-শিকড় একবার গজালে,
ছাড়বে না আর জলে ঝড়ে প'ড়বে নিয়ে দেয়ালে।
মন উসখুসিয়ে অধীরে
আন্‌বে টেনে বাহিরে
যতই প্রেম দাও না চাপা সংসারের ছাই জঞ্জালে।

22/10/90 [২২ অক্টোবর, ১৮৯০]

অগ্রসর

আর না, এসো না কাছে, থাক ওইখানে,
দৃষ্টিতেই কাল-শিঙ্গা বেজেছে পরাণে।
চক্র সম ঘুরিতেছে আকাশ অবনী,
ঠিকরি পাতালে বুঝি পড়িব এখনি—
ধর কর ধর চাপি শ্বাস হ'লে বন্ধ,—
হাহা নরকের অগ্নি, না সে ব্রহ্মানন্দ।

Feby 92 [ফেব্রুয়ারি, ১৮৯২]

মুহূর্তের চিত্র তুমি

মুহূর্তের চিত্র তুমি, হে চিত্র-সুন্দরি।
মুহূর্তে অনন্ত-রূপ রাখিয়াছ ধরি।
কত বর্ষ গেছে ঘুরে,
সে বায়ু না গেল দূরে,
মরিল না হিম-কণা ওই পায়ে পড়ি।
সেই চাঁদ আধ চায়,
সেই ফুল ঝরে গায়,
আলোকে আঁধারে সেই দূরে জড়াজড়ি।

এল গেল কত লোক,
পড়িল সহস্র চোখ,
নড়িল না—সরিল না শিথিল বসন।
হা যোগিনী যোগাসীনা,
মুহূর্তে অনন্তে লীনা,
মুহূর্ত বিভ্রমে এই বিভ্রান্ত ভুবন।

প্রশংসার মাঝে

প্রশংসার মাঝে ফেলে কবি শ্বাস,
কিসের প্রশংসা আর—
মরমের গান ফুটিল না ভাষে,
বাজিল না হৃদি-তার।

চারিদিকে ওঠে ধন্য ধন্য রব,
চিত্রকর শূন্যে চায়—
হৃদয়ের ছবি উঠিল না পটে,
জীবন বৃথায় যায়।

'তবে, প্রিয়তমে' কহিল প্রেমিক,
প্রিয়া-পদে পরণামি,
'নহি কবি আমি, নহি চিত্রকর,
বল, কিবা বলি আমি।

নয়নে নয়নে মিলিতে মিলিতে,
হারাল প্রাণের খাই।
মুহূর্ত্তেক আর হাসিয়া কাঁদিয়া
কোন্‌টা বুঝায়ে যাই।'

['প্রদীপ' পৃ. ৩ "উপহার" দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক]

রোগে যশাকাঙ্ক্ষা

হা কল্পনে, উড়াইয়া আনিলি কোথায়?
এ কি সর্ব্বভেদী শূন্য চারিদিকে চেয়ে!—
জমিয়া যেতেছে রক্ত শিরায় শিরায়,
হৃদয় ঘর্ঘরি ওঠে শ্বসিতে না পেয়ে।
এই ভীষণতা বুকে এমনি করিয়া,
অনিচ্ছায়—অতৃপ্তিতে—নিয়মের ঘায়,
এমনি ভীষণ হ'য়ে যাব কি মরিয়া?
কেহ জানিবে না আর কে ছিল কোথায়!—

এ আমার যতনের সত্তা এক-কণা,
মিলিতে কি না পারিয়া মিলিবারে গিয়া,
ঘুরিতে ঘুরিতে পুন যাবে না ফিরিয়া
জগতের আকাশে কি?—ছিল এক-জনা
জগতের শিশুদের দিতে কি জানায়ে?
কল্পনে, কোথায় পুন আনিলি নামায়ে।

সমালোচকের প্রতি

১

হে প্রিয়, ভাবিয়া দেখ কি দোষো' আমারে ;
কোন্ বীজ কোন্ ক্ষেত্রে হ'য়েছে পতিত ?
কোন্ চারা প্রতি দিন হ'য়েছে বর্দ্ধিত
সুখে-তাপে, স্নেহ-শ্বাসে, উৎসাহ-আসারে ?
সময়ে না রস পেয়ে দারুণ তৃষায়,
কত চারা হইয়াছে অশনি কঠিন ;
না দেখে আলোক-মুখ পড়িয়া ছায়ায়
কত চারা হইয়াছে রুগ্ন বিমলিন।
না পেয়ে নবীন বায়ু প্রশ্বাস শ্বসিয়া,
কত চারা উগরিছে জলন্ত গরল।
অযত্ন-বর্দ্ধিত তবে অরণ্যে আসিয়া,
কেন চাও ফুলগুচ্ছ পিক কল কল ?
বজ্রপাতে ঝঞ্ঝাবাতে এসে একদিন,
উন্মাদের নৃত্য গীত শিখাব,—প্রবীণ।

২

কবি নয় চিত্রকর, ঘুটে ঘুটে নানা রঙ
ধরিবে তোমার আঁখি 'পরে ;
চাবে তব মুখ-পানে ভিক্ষার সজল নেত্রে
কি হ'য়েছে জানিবার তরে।

স্নেহময়ী প্রকৃতির দুলালিত শিশু কবি,
যখন যা মনে ধরে তার,—
খেলিবে তাহাই ল'য়ে, কি হবে খেলার পরে
জানে না ধারে না তার ধার।

৩

অবস্থার শিখরে উঠিয়া,
অবস্থার গরতে লুটিয়া,

বুঝিয়াছি আমি যাহা, তর্কে কি বুঝাব তাহা,
প্রকৃতির জড়পিণ্ড তুমি,
বুঝাইয়া কি দিব তোমারে ?
জীবন নহে ত সমভূমি,
দেখিয়া লইবে একেবারে।

['প্রদীপ', পৃ. ৬ "তর্কে" দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক]

দেখ

সত্যই কি রূপবান আমি ?
দেখ, আহা, দেখ—দেখ তবে !
দাঁড়াইয়া র'হেছি কেমন,
সৌন্দর্য্যের বিনীত গরবে।

কি ভঙ্গিমা—কি ছলনা মরি,
কিবা অন্যমনা সৌম্য-ভান !
গতি-হীন, মতি-হীন, স্থির,
হৃদি-হীন মূরতি-পাষাণ।

দেখ—দেখ এ তাচ্ছল্য-মাঝে,
কি আগ্রহ কিবা প্রাণপণ
মতি-হীনে মনে কি দুর্ম্মতি,
দেখাইতে কি দেখা ভীষণ !

12.5.92 [১২ মে ১৮৯২]

উপহার

সেই বিন্ধ্যগিরি-কোলে তমসার কূলে
সেই নবঘনচ্ছায়া দেবদারু-মূলে
সেই শুভ্র বেদি 'পর—
বসি তুমি, ঋষিবর,
যুক্ত করে মুগ্ধনেত্রে ত্রিসংসার ভুলে।

দূরে স্তব্ধ প্রাচীকূলে শুভ্র মেঘস্তরে
তরুণ অরুণ-রেখা ফুটিছে লহরে।
ধীরে যবনিকা সম
শিথিল বিকল তম
মেঘ হ'তে মেঘান্তরে গড়াইয়া পড়ে।

[অসম্পূর্ণ]

নহে নহে সুখ ইহা

নহে নহে সুখ ইহা, দুঃখ-মাদকতা,
স্বর্গ নয়, নরক-মন্থন,
নহে স্বস্তি নহে তৃপ্তি, ঘৃণ্য কামুকতা,
সর্ব্বনাশা চির আলিঙ্গন।
সুধাভ্রমে বিষপানে হৃদি অচেতন,
জ্ঞানভ্রমে অজ্ঞানে প্রবেশ—
বিভ্রম-অতলস্পর্শে হইয়া মগন
খুঁজি তল পাই না উদ্দেশ।
বলিও না, প্রবঞ্চক নির্দ্দয় নিষ্ঠুর
বল, অতি কৃপাপাত্র দীন
বল, এসে কুতূহলে করিয়াছি চূর
অনাঘ্রাত কুসুম নবীন।

যাও যাও ফিরাও

যাও যাও—ফিরাও ও কঠোর নয়ন,
রুদ্ধ অশ্রু চিররুদ্ধ থাক্ ;
বৃথা কর নিপীড়ন, নিশ্বাস সঘন,—
বাক্যাতীত যন্ত্রণার বাক্।

বৃথা এই ছল বল তীক্ষ্ণ উপহাস,
পথরোধ মিনতি ক্রন্দন,—
মাদকতা-অবসাদে মাদক-পিয়াস,
ভ্রমভঙ্গে ভ্রম অন্বেষণ।

স'রে স'রে পড়ে যবনিকা

স'রে স'রে পড়ে যবনিকা,
    আলো এসে পড়িছে বাহিরে ;
ফুল-গন্ধ আসিছে ছুটিয়া,
    বামা-কণ্ঠ ওঠে নামে ধীরে।

পথিক নাহিক পথে আর ;
    আকাশে নাহিক শশী, তারা।
আশ্রয় কোথাও নাহি মোর।
    এই পড়ে, থামে বৃষ্টি-ধারা।

আকাশেতে ছাড়া ছাড়া মেঘ ;
    পথ অতি কর্দ্দমে পিছল ;

[অসম্পূর্ণ]

গভীর গম্ভীর নিশা

গভীর গম্ভীর নিশা, দ্বিপ্রহর গত,
নিঃশব্দ নিস্পন্দ ধরা। নিদ্রিত সকলি।
স্তব্ধ ক্ষুব্ধ অন্ধকার—অতল সাগর
কাঁপিছে দুলিছে যেন বেষ্টি চারিদিক।
মেঘে শূন্য সমাচ্ছন্ন। পীড়নে পেষণে
ক্ষণে ক্ষণে আকুলিয়া শ্বসিছে ঝটিকা।

[অসম্পূর্ণ]

এই প্রেম কে জানিত

এই প্রেম ?—কে জানিত মত্ততা-নিমেষ ।
স্বপনে ভাবি নে যাহা
বাস্তবে ঘটিল তাহা,
চির-জীবনের হাহা মুহূর্ত্তে নিঃশেষ ।
রোদনে নাহিক ফল,
নাহি দেবতার বল,
হইবে ঘটিবে হেন অদৃষ্ট-নির্দ্দেশ ।

মুছ আঁখি, ভাগ্য-লিপি—বৃথা হাহাকার ।
ঝরিবারে ফোটে ফুল,
মরিবারে ওঠে ভুল,
ঝরিয়া মরিয়া প্রাণী দেবতা-আকার ।
খ'সে পড়ে ক্ষুদ্র পাতা,
তরু তোলে উর্দ্ধে মাথা,
ঝঞ্ঝায় অটল গিরি, মৃত্যু কলিকার ।

দূর অতি দূর স্বর্গ বিধাতা মহান্
বাসনা চঞ্চল গতি,
অদৃষ্ট নির্দ্দয় অতি
প্রতিপদে পরাজিত নাহি পরিত্রাণ
এ মহা জীবনাহবে
তবুও যুঝিতে হবে
দিতে হবে সুখদুখ চির বলিদান ।

না না নাথ কোথা যাব—স্বর্গ নাহি চাই
এ সুখ যামিনী শেষে
দাঁড়াও প্রণয়ী বেশে
সরক্ত হৃদয়-পুষ্পে তোমারে সাজাই ।
এই প্রেম-মদিরায়
ওই রূপ-মহিমায়
চির অচেতন হ'য়ে চরণে ঘুমাই ।

উপহার

তারে দিলাম উপহার।
গানের গান, প্রাণের প্রাণ
যে ছিল আমার।
যে, না থাকলে চোখে, স্বপন বুকে
এখন, কাঁপে অনিবার।
বাঁশীর সুরে, নিঝর দূরে
এখন, ভাবি কথা যার।
ফুলের বাসে, উষার হাসে
এখন, ভাবি রূপ যার।
জান্‌তেম, যার বিরহে চাইব না,
যার বিরহে গাইব না,
তবু, গাইচি বেঁচে পাই না এঁচে
কেমনে, বিরহে তার।

Poet's Simple Faith

কি করিতে চাই, কি করিয়া যাই—
জানি না—জানি না কিছু।
চিনি না জগত, এ জীবন-পথ,
দেখি নাই আগু-পিছু।
সুধু ব'লিতেছি, সুধু চ'লিতেছি,
হৃদয়ের পানে চেয়ে,
পিছনে বিশ্বাস, সমুখে আশ্বাস,
রাখিয়াছে মোরে ছেয়ে।

॥ সমাপ্ত ॥